লেনিনের স্মৃতি

প্রথম ভাগ

নাদ্যিয়েজ্‌দা কন্‌স্টান্টিনোভ্‌না ক্রুপ্‌স্কাইয়া

অনুবাদক

সরোজকুমার দত্ত

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড

কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

প্রকাশক : সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড
১২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭
দাম : দুই টাকা বারো আনা

মুদ্রাকর : কালীপদ চৌধুরী
গণশক্তি প্রেস
৮-ই, ডেকার্স লেন, কলিকাতা-১

১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লব ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের পত্তন বিশ্বমানবের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। ইহার পূর্ব্বেও বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাতে নিপীড়িত জনগণেব শোষণব্যবস্থা এক শ্রেণীর হাত হইতে অন্য শ্রেণীর হাতে গিয়া পড়িয়াছে মাত্র, শোষণব্যবস্থার বিনাশ হয় নাই। সোভিয়েট রাষ্ট্রই প্রথম পৃথিবীকে দেখাইল কি ভাবে মানুষের দ্বারা মানুযেব শোষণের অবসান হইতে পারে। সোভিয়েট রাষ্ট্রেব উদ্ভব, স্থিতি ও প্রগতি তাই বিশ্বের সকল দেশের মুক্তিকামী জনগণের একান্ত সাধনাব বিষয়।

এই বিরাট বিপ্লবী রাষ্ট্রসংগঠন কোনো একটি নেতার ব্যক্তিত্বেব প্রভাবে ঘটিতে পাবে না, সে নেতা যতই বৃহৎ শক্তিশালী হউন না কেন। ইহাব জন্য প্রয়োজন সঙ্ঘবদ্ধ জনবলেব সম্মিলিত প্রয়াস। এই প্রয়াসকে, বিপ্লবের বিভিন্ন স্তবে, বিভ্রান্তি হইতে মুক্ত রাখিয়া, আপন অভীষ্ট অভিমুখে পরিচালিত করার দায়িত্ব হইতেছে জননেতার। যে নেতা যে পবিমাণে আত্মকেন্দ্রিকতার মোহ কাটাইয়া বিপ্লবেব বাস্তব অবস্থার গতি স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে পাবেন ও তদনুযায়ী সুস্পষ্ট ব্যবস্থাব নির্দ্দেশ দিতে পারেন, তাঁহার সাফল্যের দাবী সেই পরিমাণে।

এই হিসাবে লেনিন আদর্শ জননেতা। কিন্তু বিপ্লবের ইতিহাসে তাঁহার আসনের শ্রেষ্ঠতা আজ তর্কের অতীত। অজেয় সোভিয়েট রাষ্ট্র আজ তাঁহার কৃতিত্বেব অভ্রভেদী জয়স্তম্ভ।

লেনিনের এই সাফল্যের মূলে আছে তাঁহার অনন্যচিত্ত বিপ্লবী সাধনা। একজন মেনশেভিক নেতা তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—"এমন আর একজন নেতাও নাই যিনি দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই বিপ্লবের দ্বারা আবিষ্ট। বিপ্লবের চিন্তা ছাড়া যাঁহার অন্য কোন চিন্তাই নাই; যিনি ঘুমের ভিতরেও বিপ্লব ছাড়া অন্য কিছুর স্বপ্ন দেখেন না।" সামান্য আতিশয্য সত্ত্বেও ইহা সত্য যে বিপ্লবের অতিরিক্ত ব্যক্তিগত জীবন লেনিনের ছিল না ইহা বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি করা হয় না।

লেনিনেব বিবাহিত জীবনও ইহার ব্যতিক্রম নয়। ক্রুপ্‌স্কাইযাব সহিত তাঁহার বিবাহ হইতেছে প্রধানতঃ দুইটি বিপ্লবী ব্যক্তির একযোগে অবস্থান, কর্ম্মনিষ্ঠার ভিত্তিতে। লেনিনেব স্ত্রী, ইহাই ক্রুপ্‌স্কাইয়াব একমাত্র পবিচয নয়। 'ইস্‌ক্রা' পত্রের সম্পাদকীয় সেক্রেটারী, ও সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টির বলশেভিক গোষ্ঠীর সেক্রেটারীর পদেব গুরুভাবও তাঁহাকে বহন করিতে হইয়াছিল। তাঁহাব বচিত দুইটি গ্রন্থ, 'শ্রমিক নাবী' ও 'জনশিক্ষা ও গণতন্ত্র', দুইটি জটিল সমস্যার প্রথম মার্ক্সীয় আলোচনা বলিয়া গৃহীত হইবাব দাবী বাখে।

"লেনিনের স্মৃতিকথা" তাঁহার অন্যতম রচনা। লেনিনের বিশাল কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও বহুমুখী প্রতিভার একটি ঘনিষ্ঠ, ঘটনাবহুল চিত্র আঁকিয়াছেন ক্রুপ্‌স্কাইযা, সুনিপুণ লিখনভঙ্গীতে অপরূপ সহানুভূতিব সহিত। ইহাতে আমরা লেনিনকে পাই নানা বিচিত্র পরিস্থিতিতে: কখন ডেস্কে কর্ম্মরত, কখন গোপন সভার পবিচালক, কখন প্রকাশ্য সভায় বিতর্কে নিযুক্ত, কখন বিপ্লবী সোভিয়েট গঠনে তৎপর। সেই সঙ্গে আরো দেখিতে পাই তাঁহার চরিত্রে মানবীয় গুণাবলীর ঐশ্বর্য্যময় সমাবেশ: সাথীদের স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তাঁহাদের ভুলভ্রান্তি ও দুর্ব্বলতায় ধৈর্য্যময় সহনশীলতা। বস্তুবাদী বিপ্লবী হইলে যে রসজ্ঞানবিবর্জ্জিত হইতে হইবে এই উদ্ভট ধারণার তীব্র প্রতিবাদ পাওয়া যাইবে ক্রুপ্‌স্কাইয়া-দ্বাবা উদ্ধৃত আর্ট ও সাহিত্য সম্বন্ধে লেনিনের মূল্যবান মতামত ও সিদ্ধান্তগুলিতে। লেনিনকে অন্তরঙ্গ ভাবে বুঝিতে হইলে এই ধরনের তথ্য-সংগ্রহ অপরিহার্য্য।

কর্ম্মে ও ধ্যানে, স্বদেশে ও নির্ব্বাসনে লেনিনের প্রকৃত সহধর্ম্মিনীর রচিত এই স্মৃতিকথা প্রত্যেক বিপ্লবীর নিকট অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত। ইহার বাংলা অনুবাদে বাংলা দেশের বিপ্লবী আন্দোলন সমৃদ্ধ হইবে।

নীরেন্দ্রনাথ রায়

দ্বিতীয় রুশ সংস্করণের ভূমিকা

(মস্কো, ১৯৩০)

যে-অবস্থার মধ্যে ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁহার জীবন নির্ব্বাহ করিয়াছেন ও কাজ করিয়াছেন, সেই অবস্থার একটি চিত্র উপস্থাপিত করাই এই স্মৃতিকথার উদ্দেশ্য।

১৮৯৪ সালে ভ্লাদিমির ইলিচের সহিত আমার প্রথম পরিচয়ের যুগ হইতে শুরু করিয়া ১৯০৮ সালে দ্বিতীয় নির্ব্বাসনের যুগ পর্য্যন্ত এই স্মৃতিকথার প্রথম ভাগে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথম ভাগে আছে (১) পিটার্সবুর্গে কাজ করিবার সময়কার স্মৃতি, (২) নির্ব্বাসন-কালের স্মৃতি, (৩) মিউনিকে ও লণ্ডনে আমাদের প্রথম প্রবাস-জীবনের সময়কার স্মৃতি, (৪) পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের, দ্বিতীয় কংগ্রেসের, এবং তাহার পর হইতে ১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত সময়ের স্মৃতি; তারপর আছে (৫) ১৯০৫ সালে বিদেশে প্রবাস-জীবনের স্মৃতি, (৬) ১৯০৫ সালে পিটার্সবুর্গের স্মৃতি, এবং পরিশেষে (৭) ১৯০৬-৭ সালের স্মৃতি।

এই স্মৃতিকথার বেশির ভাগ ইতিপূর্ব্বেই 'প্রাভ্দা' কাগজে বাহির হইয়াছে। পরে ইহার কিয়দংশ 'প্রাভ্দা' কর্ত্তৃক এক সঙ্কলনের

আকারে প্রকাশিত হয়, এবং তারপর রাষ্ট্রীয় প্রকাশন-বিভাগ কর্ত্তৃক এক সঙ্কলন প্রকাশিত হয় (১৯২৬ সালে)। বর্ত্তমানে এই স্মৃতিকথাকে পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত করা হইয়াছে।

স্মৃতিকথার দ্বিতীয় ভাগে* থাকিবে (১৯০৮ হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত) দ্বিতীয় বারের প্রবাস-জীবনের কথা, সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধের যুগের কথা এবং ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রবাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতে শুরু করিয়া ভ্লাদিমির ইলিচের মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত যুগের কথা। এই সব সময়ের স্মৃতিকথার কিয়দংশ ইতিপূর্ব্বেই লেখা হইয়া গিয়াছে।

প্রথম ভাগে ইহা ছাড়াও আছে পরিশিষ্টের আকারে বিভিন্ন সময়ে লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ ; এই সব প্রবন্ধে এমন তথ্য আছে যাহার মধ্যে লেনিনের জীবনের বিভিন্ন দিকের বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

এন. ক্রুপ্স্কাইয়া

* 'লেনিনের স্মৃতি', ২য় ভাগ (যন্ত্রস্থ)

সূচী

"মানুষের প্রিয়তম সম্পদ তাহার জীবন, মাত্র একবারের জন্যই সে এই সম্পদের অধিকারী হয়। তাই সে এমন ভাবে বাঁচিবে যাহাতে কাপুরুষের মতো অতিবাহিত তুচ্ছ বিগত জীবনেব চিন্তায় সে যেন লজ্জায় ম্রিয়মান না হয়, উদ্দেশ্যহীন অতীত জীবনের কথা স্মরণ করিযা সে যেন না দুঃখে পীড়িত হয়; এমন ভাবে সে বাঁচিবে যাহাতে মৃত্যুব সময় সে এই কথা বলিতে পারে, পৃথিবীতে সর্ব্বোত্তম আদর্শ মানবজাতির মুক্তিসংগ্রামের জন্য আমি আমাব সমগ্র জীবন ও সমগ্র শ্রম নিয়োজিত কবিয়াছি।" —লেনিন



লেনিন



লেনিনের পত্নী নাদ্যিয়েজ্‌দা ক্রুপ্‌স্কাইয়া

পেট্রোগ্রাদ, ৩রা (১৬ই) এপ্রিল—১৯১৭ সাল. বিপ্লবী
জনসাধারণের মধ্যে বক্তৃতা দান কালে লেনিন



সেণ্ট পিটার্সবুর্গে

(১৮৯৩-১৮৯৮)

১৮৯৩ সালের শরৎকালে ভ্লাদিমির ইলিচ সেণ্ট পিটার্সবুর্গে পৌঁছিলেন। আমি কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তাঁহার পরিচয় জানিতে পারিলাম না। কমরেডদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে জানাইলেন যে, ভল্‌গার পার হইতে জনৈক মার্ক্‌স্‌বাদী পণ্ডিত আসিয়াছেন। তাঁহারা আমার হাতে একখানি এক্‌সারসাইজ খাতা দিলেন। উহাতে যাহা লেখা ছিল তাহা 'বাজার সম্পর্কিত' ('On Markets') দীর্ঘ আলোচনা। পালা করিয়া পড়িবার জন্য খাতাখানি তখন কমরেডদের হাতে হাতে ঘুরিতেছিল। আমাদের পিটার্সবুর্গের মার্ক্‌স্‌বাদী (টেক্‌নলজিস্ট হারমান ক্রাসিন) ও ভল্‌গা-পার হইতে নবাগত কমরেড উভয়েরই মত খাতাখানিতে লেখা ছিল। খাতার পাতাগুলি অর্দ্ধেক করিয়া মোড়া ছিল। একদিকে ছিল অনেক কাটা-কুটিতে ভর্ত্তি। লেখার মধ্যে উপরে নীচে অনেক নূতন করিয়া লেখা, ছেঁড়া-ছেঁড়া হস্তাক্ষরে লিখিত হারমান ক্রাসিনের অভিমত। অন্যদিকে আমাদের নবাগত বন্ধুর লেখা নোট ও উত্তর, অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাবে সযত্নে লেখা, কোথায়ও এতটুকু অদল বদল নাই।

সে-সময় বাজারের সমস্যা লইয়া তরুণ মার্ক্‌স্‌বাদী আমরা সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। পিটার্সবুর্গের মার্ক্‌স্‌বাদী মহলে একটা বিশেষ মতবাদ তখনই বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। এই মতবাদের

যাঁহারা অগ্রণী প্রচারক ছিলেন তাঁহারা বলিতেছিলেন যে, সমাজের অগ্রগতি একটা বাঁধাধরা পরিকল্পনা অনুযায়ী যান্ত্রিক ভাবেই সম্পন্ন হয়। সামাজিক অগ্রগতির এই ব্যাখ্যার মধ্যে জনগণের এবং মজুরশ্রেণীর সচেতন সংগ্রামের কোনো স্থান ছিল না। বিপরীত শক্তির বৈপ্লবিক আঘাত-প্রতিঘাত মার্ক্‌স্‌বাদের মূল কথা। কিন্তু এই মূল কথাকেই অস্বীকার করিয়া প্রাণহীন 'অগ্রগতির বিভিন্ন স্তর' লইয়া অভিনব ব্যাখ্যা চলিতেছিল। আজ অবশ্য যে-কোনো মার্ক্‌স্‌বাদীই এই যান্ত্রিক মতবাদকে খণ্ডন করিতে পারেন ; কিন্তু, তখনকার দিনে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে আমাদের মার্ক্‌স্‌বাদী মহল এই সমস্যা লইয়া সত্যই বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের পুঁথিপত্রও বিশেষ কিছু ছিল না। 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ড ছাড়া আমাদের অনেকেই মার্ক্‌সের অন্য রচনার কথা জানিতেন না, এবং 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এর (Communist Manifesto) মূল রচনাকে তখনও অনেকে চোখে পর্য্যন্ত দেখেন নাই। নিষ্প্রাণ যান্ত্রিকতা যে জীবন্ত মার্ক্‌স্‌বাদের সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তু, ইহা আমরা অনেকটা সহজ বুদ্ধির দ্বারাই বুঝিতাম।

মার্ক্‌স্‌বাদ ব্যাখ্যার এই সাধারণ সমস্যার সহিত বাজারের সমস্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। যান্ত্রিকতার মতবাদ যাহারা প্রচার করিতেন তাঁহারা এই সমস্যাটিকে অত্যন্ত অবাস্তব ভাবে দেখিতেন।

তাহার পর হইতে আজ ত্রিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে সে-খাতাখানিকে কেহ যত্ন করিয়া রাখিয়া দেয় নাই। অতএব, খাতাখানি আমার মনের উপর যে-প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল কেবল তাহার কথাই আমি বলিতে পারি।

আমাদের নূতন মার্ক্‌স্‌বাদী বন্ধু বাজারের সমস্যাটিকে অত্যন্ত বাস্তব ভাবে আলোচনা করিলেন, দেখাইলেন এই সমস্যা জনসাধারণের স্বার্থের

সহিত কি ভাবে জড়িত। তাঁহার সমগ্র বিচার-পদ্ধতি হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম, বাস্তব পরিবেশ ও তাহার প্রসারের তত্ত্বকে স্বীকার ও উপলব্ধি করাই জীবন্ত মার্ক্সবাদ।

এই নবাগতের সহিত আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার, আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁহার মতামত জানিবার জন্য আমরা উৎসুক হইয়া উঠিলাম।

পিটার্সবুর্গের কয়েকজন কমরেডের সহিত তাঁহার আলোচনার ব্যবস্থা করা হইল। ইহার আগে ব্লাদিমির ইলিচকে আমি দেখি নাই। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের প্রখ্যাত মার্ক্সবাদী ইঞ্জিনিয়ার ক্লাসনের * বাড়িতে এই আলোচনার ব্যবস্থা হইল। দুই বৎসর পূর্ব্বে ক্লাসন ও আমি একই পাঠচক্রে ছিলাম। এই উপলক্ষ্যকে গোপন রাখিবার জন্য সম্মেলনকে 'প্যানকেক্ পার্টি' বলিয়া প্রচার করা হইল।

এই সভায় ব্লাদিমির ইলিচ ছাড়া ক্লাসন, ওয়াই-পি-করোবকো, সেরেব্রোভস্কি, এস-আই-র‍্যাডচেঙ্কো ও আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। পোট্রেসোভ ও স্ট্রুবেরও আসার কথা ছিল। কিন্তু যত দূর মনে পড়ে, তাঁহারা আসেন নাই। এই সভার একটি মুহূর্ত্তের কথা আমার বিশেষ করিয়া মনে পড়ে। আমরা কোন কর্ম্মসূচী গ্রহণ করিব তাহা লইয়া আলোচনা চলিতেছিল। সকলে একমত হইতে পারিতেছিলেন না। সম্ভবত সেভলিয়াগিনই বলিতেছিলেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির কথাই সবচেয়ে বেশী দরকারী। ব্লাদিমির ইলিচ হাসিয়া উঠিলেন।

* ১৮৯৪ সালের 'শ্রোভেটাইডের' সময় ক্লাসনের বাড়িতে এই সভা হয়। ঐ বৎসরেরই শরৎকালে ক্লাসনের বাড়িতেই লেনিন 'The Economic Content of Populism' নামক প্রবন্ধ পড়েন। লেনিন ইনষ্টিটিউটকে ক্লাসন নিজে ইহা জানাইয়াছেন।

এই হাসির মধ্যে যেন ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন ছিল। তাঁহাকে আমি আর কখনও সে-ভাবে হাসিতে শুনি নাই।

তিনি উত্তর দিলেন: "বেশ তো, কেউ যদি নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি হইতে পিতৃভূমিকে বাঁচাইতে পারেন, তবে তাঁহাকে আমরা বাধা দিব না।"

আমাদের যৌবনে তখনও আমরা নারোদনিকিদের[১] সহিত জারের সংঘর্ষ দেখিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, কি ভাবে উদারনীতিকেরা প্রথমে সব কিছুতেই 'সহানুভূতিশীল' থাকিয়া হঠাৎ 'নারোদনায়া ভলিয়া'[২] পার্টি ভাঙ্গিয়া দিবার পর হইতে একেবারেই ভীরু বনিয়া গেলেন, সব কিছুতেই আঁৎকাইয়া উঠিতে লাগিলেন এবং প্রথমে 'ছোট-খাট জিনিস কর' বলিয়া উপদেশ দিতে শুরু করিলেন।

লেনিনের বিদ্রূপের মর্ম্ম সকলেই বুঝিলেন। তিনি আসিয়াছেন, কি ভাবে সকলে মিলিয়া সংগ্রাম করা যায় তাহার আলোচনার জন্য, আর তাঁহার নিকট উত্থাপন করা হইল নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির পুস্তিকা বিতরণের আবেদন সম্বন্ধে।

উত্তরকালে যখন আমরা পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইয়াছি, তখন একদিন লেনিন তাঁহার দাদার গ্রেপ্তার সম্পর্কে উদারনীতিকদের মনোভাবের কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। পরিচিত সকল আত্মীয়-বান্ধবই উলিয়ানভ পরিবারকে এড়াইয়া চলিত। একজন বৃদ্ধ শিক্ষক প্রতি সন্ধ্যায় দাবা খেলিতে আসিতেন। এই ব্যাপারের পর হইতে তিনিও আর আসিতেন না। সে-সময় সিম্বার্স্কে কোনো রেলপথ ছিল না। সেণ্ট পিটার্সবুর্গ জেলে বড় ছেলের সঙ্গে দেখা

(১) সংখ্যাচিহ্নিত বিষয়গুলির জন্য পুস্তকের শেষে 'টীকা' দ্রষ্টব্য।

করিবার জন্য ব্লাদিমির ইলিচের মাকে সিজ্‌রান্ পর্য্যন্ত ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে হইত। একদিন সঙ্গে যাইবার একজন লোক খুঁজিবার জন্য ব্লাদিমির ইলিচকে পাঠানো হইল। কিন্তু যে-লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে তাহার মায়ের সহিত কেহ পথ চলিতে রাজী হইল না।

ব্লাদিমির ইলিচ আমাকে বলিযাছেন যে, এই সর্ব্বব্যাপী কাপুরুষতা তাহার মনের উপর সে-সময় গভীর রেখাপাত করিয়া যায়।

উদারনীতিকদের সম্পর্কে লেনিনের যে-মনোভাব, তাহার পশ্চাতে তাঁহার তরুণ বয়সের এই অভিজ্ঞতা যে অনেক পরিমাণে কাজ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। উদারনীতিকদের বাগ বিভূতির মর্ম্ম তিনি অল্প বয়সেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সেই বৎসরেই অর্থাৎ ১৮৯৪ সালের শরৎকালে "The Economic Content of Populism & Its Criticism in Mr. Struve's Book" নামক প্রবন্ধে ব্লাদিমির ইলিচ লিখিযাছিলেন: "সাধারণ জীবন ও উদারনীতিক সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন চলিতেছে। অতএব মনে হয়, এই সমাজ পরিহার করিয়া বুর্জোয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত কোনো সমাজে স্থান লওয়াই প্রয়োজন।" ('সঙ্কলিত রচনাবলী,' ২য় খণ্ড, রুশ সংস্করণ)

ঐ প্রবন্ধের আর-এক স্থানে তিনি বলিতেছেন ঃ

"এই সকল লোকদের (উদারনীতিকদের) সংস্পর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া বুর্জোয়া সমাজের 'জীবন হইতে স্বতন্ত্র' শ্রেণীর সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিবার জন্য যাহারা শ্রমিকশ্রেণীর চিন্তানায়কদের নিকট দাবী জানায়, তোমরা (নারোদ্‌নিকেরা) বল যে তাহাদের এই দাবীর মূলে রহিয়াছে বুর্জোয়াশ্রেণীকে রক্ষা করিবার আকাঙ্ক্ষা।" (ঐ, পৃঃ ৫৪)।

উদারনীতিকদের সম্পর্কে ব্লাদিমির ইলিচের মনোভাব, তাহাদের প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস, বারবার তাহাদের মুখোশ খুলিয়া দেওয়া—এ সকল সুবিদিত ব্যাপার। ক্লাসনের বাড়ীতে যে-বৎসর ঐ সভা হয়, সেই বৎসর সম্পর্কে কয়েকটি উক্তি আমি উদ্ধৃত করিয়াছি মাত্র।

সে-দিনের সে 'প্যানকেক্ পার্টিতে' কোনো মতৈক্য হইল না। ব্লাদিমির ইলিচ খুব কম কথা বলিলেন। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদেরই তিনি ভালো করিয়া বুঝিতেছিলেন। মার্ক্সবাদী বলিয়া এতকাল যাঁহারা পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন, লেনিনের নিবদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে তাঁহারা সকলেই কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন।

আজ মনে পড়ে 'ওখ্টা' হইতে নেভা নদীর তীর বাহিয়া যখন গৃহে ফিরিতেছিলাম, তখনই প্রথম ব্লাদিমির ইলিচের দাদা আলেকজান্দারের কথা শুনি। তিনি ছিলেন নারোদ্নায়া ভোলিয়ার সভ্য। ১৮৮৬ সালে তৃতীয় আলেকজান্দারের প্রাণনাশের যে-প্রচেষ্টা হয় তাহার সহিত তিনি জড়িত ছিলেন। সাবালক হইবার পূর্ব্বেই জারের ফাঁসিকাঠে তাঁহার প্রাণ যায়। লেনিন আলেকজান্দারকে খুব ভালোবাসিতেন। তাঁহাদের স্বভাব অনেকটা এক রকম ছিল। কোনো কিছু গভীর ভাবে চিন্তা করিবার জন্য তাঁহারা বহুক্ষণ একা থাকিতে ভালোবাসিতেন। তাঁহারা সাধারণত একসঙ্গে থাকিতেন। এক সময় বাড়ির একটা বিশেষ অংশে তাঁহারা একসঙ্গে ছিলেন। তাঁহাদের অনেক খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাইবোন ছিল। তাহারা ডাকাডাকি করিলে বলিতেন, 'দয়া ক'রে এখান থেকে গেলে খুশি হব।" দুই ভাই-ই খুব পরিশ্রম করিতেন। দুই ভাইয়েরই মনোবৃত্তি ছিল বিপ্লবী। কিন্তু, সম্ভবত বয়সের পার্থক্যের জন্য উভয়ের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ ছিল। আলেকজান্দার ইলিচ ব্লাদিমিরকে কিছুই বলিতেন না।

দাদার জীববিজ্ঞানের গবেষণা সম্পর্কে ব্লাদিমির ইলিচের কাছে গল্প শুনিয়াছি। শেষবার তিনি যখন বাড়ি আসেন, তখন কীটপতঙ্গ সম্পর্কে তিনি একটি প্রবন্ধ রচনা করিতেছিলেন। সে-সময়টা সারাক্ষণ তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্র লইয়া কাটাইতেন। যতখানি সম্ভব আলো পাওয়া যায় তাহার জন্য তিনি প্রত্যুষে উঠিয়াই কাজে লাগিতেন। ব্লাদিমির ইলিচ ভাবিতেন ঃ "না, আমার দাদা কোনদিন বিপ্লবী হইতে পারিবে না। বিপ্লবী কি কখনও পোকামাকড় লইয়া এত সময় নষ্ট করে?" তিনি শীঘ্রই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

দাদার ভাগ্য যে ব্লাদিমির ইলিচকে গভীর ভাবে আলোড়িত করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহার উপর তিনি আবার এই সময় হইতে স্বাধীন ভাবে অনেক বিষয় চিন্তা করিতে শুরু করিয়াছিলেন। বিপ্লবী সংগ্রামের প্রয়োজন সম্পর্কে নিজের সিদ্ধান্তে তিনি ইতিপূর্ব্বেই পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন।

তাহা যদি না হইত, তবে দাদার জীবনের এই বেদনাময় অবসানে তিনি গভীর শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িতেন, কিংবা খুব বেশী হইলে, ইহা তাঁহার মধ্যে মৃতের পদাঙ্ক অনুসরণের প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিত। কিন্তু দাদার ভাগ্যকে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তাঁহার বুদ্ধি দীপ্ত ও শাণিত হইয়া উঠিল, চিন্তাধারায় দেখা দিল অস্বাভাবিক প্রশান্তি ও গভীরতা, জাগিয়া উঠিল সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াইবার ক্ষমতা ও সর্ব্বপ্রকার বাগাড়ম্বর ও মিথ্যাকে পরিহার করিয়া চলিবার প্রবৃত্তি। সমস্ত সমস্যাকে বাস্তবতার নগ্ন আলোকে বিচার করিবার শক্তি তাঁহার মধ্যে জাগিয়া উঠিল।

১৮৯৪ সালের শরৎকালে লেনিন আমাদের পাঠচক্রে 'জনগণের বন্ধু' ('Friends of the People') নামক তাঁহার রচনাটি পড়িলেন। বই-খানির জন্য যে তখনই কিরূপ কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল সে-কথা আজও

আমার মনে পড়ে। আমাদের সংগ্রামের লক্ষ্য অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে এই বইয়ে বিবৃত হইয়াছিল। এই বইখানি নকল করিয়া পরে ‘Little Yellow Books’ এই ছদ্ম নামে হাতে হাতে ঘুরিয়াছিল। এই বইগুলিতে কোনো স্বাক্ষব ছিল না। ইহার প্রচাব হইয়াছিল বহুল, এবং তখনকার দিনের তরুণ মার্ক্‌স্‌বাদী মহলে যে ইহা গভীর প্রভাব বিস্তাব কবিয়াছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ১৮৯৬ সালে আমি যখন পোল্‌টাভায় ছিলাম, তখন সদ্যকারামুক্ত সোশাল-ডেমোক্রাট কর্ম্মী পি-সি-কমিযানস্টেভ আমাকে বলিয়াছিলেন যে বিপ্লবী সোশাল-ডেমোক্রাসিব দিক হইতে এত সুন্দব, সুসম্পূর্ণ, শক্তিশালী রচনা আর নাই।

১৮৯৪-৯৫ সালে শীতকালেব পূর্ব্বেই ব্লাদিমির ইলিচকে অন্তরঙ্গ ভাবে জানিয়াছি। তিনি তখন ‘নেভ্‌স্কি গেটেব’ ওপাশে মজুরদের পাঠচক্র পরিচালনায ব্যস্ত ছিলেন। আমি কয়েক বৎসব হইতে সেই জেলাব ‘স্মলেন্‌স্কি সানডে ইভিনিং এ্যাডাণ্ট স্কুল’-এ শিক্ষকতা করিতেছিলাম। স্থানীয মজুব শ্রেণীব জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমার বেশ ভালো জ্ঞান ছিল। ব্লাদিমিব ইলিচেব পাঠচক্রেব বেশ কয়েকজন মজুর আমার ‘সান্‌ডে স্কুলেব’ ছাত্র ছিল। বাবুশ্‌কিন, বরভকভ, গ্রিবাকিন, বড্রভ্‌স, আর্সেনিযাস, ফিলিপ, জুকভ্‌ ও আরও অনেকে ছিল। তখনকাব দিনে মজুর সাধাবণেব দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, কাজের অবস্থা ও মনোভাব সম্পর্কে ভালো জ্ঞান লাভেব পক্ষে সান্‌ডে স্কুলই ছিল সব চেয়ে চমৎকার। সন্ধ্যাবেলার কাবিগরী ক্লাস ও সংশ্লিষ্ট মেযেদের স্কুল এবং ওবুকভ স্কুল বাদেও স্মলেন্‌স্কি স্কুলে ছয় শত ছাত্র ছিল।

‘শিক্ষয়িত্রীদেব’ উপর মজুরদের ছিল অসীম বিশ্বাস। গ্রোমোভ কাঠগুদামের মলিনমুখ পাহাবাওয়ালা হর্ষোৎফুল্ল মুখে শিক্ষয়িত্রীকে তাহার পুত্রলাভের সংবাদ দিয়া যাইত; কাপড়ের কলেব ক্ষয়রোগগ্রস্ত

মহিলা কর্ম্মী তাহাকে আসিয়া ধরিত তাহার উৎসাহী পাণিপ্রার্থীকে একটু লেখাপড়া শিখাইয়া দিতে। ঈশ্বরের সন্ধানে চিরজীবন কাটাইয়া শেষে একজন মেথডিস্ট মজুর তাহাকে চিঠি লেখে, এই তো এই 'প্যাশান সান্‌ডেব' দিনে রুডাকভেব (আর একজন ছাত্র) নিকট হইতে সে জানিতে পারিয়াছে যে, ঈশ্বরই নাই। তাহার পর হইতে সবই সোজা হইয়া গিযাছে; কারণ, ঈশ্বরের ক্রীতদাস হওয়ার চেয়ে খাবাপ কিছু হইতে পাবে না; কারণ, ঈশ্ববেব বিরুদ্ধে করিবার কিছু নাই। মানুষেব ক্রীতদাস হওয়া ইহাব চেযে অনেক সোজা, কারণ এখানে লড়াই কবা চলে। তামাকের কারখানার একজন মজুব প্রতি রবিবাবেই মদ খাইত। ফলে এমন হইল যে, তাহাকে আর মানুষ বলিয়াই চেনা যায না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে আবার এমন তামাকেব গন্ধ বাহির হইত যে, তাহার খাতার উপব ঝুঁকিলেই মাথা ঘুরিয়া উঠিত। সে একদিন কোনমতে কাঠের কলমে ভাঙ্গা অক্ষরে স্বরবর্ণ না দিয়া লিখিযা জানাইল যে, রাস্তায় সে একটি তিন বৎসরের মেযে কুড়াইযা পাইয়াছে এবং সে এখন তাহাব আর্টেলে[৩] আছে। কিন্তু তাহাবা তাহাকে পুলিসেব জিম্মায দিয়া দিল—ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা। একপা-ওয়ালা একজন সৈন্য আসিয়া জানাইল: "গত বৎসর যাকে তুমি লিখতে পড়তে শিখিয়েছিলে সেই মিখাইল কাজ করতে কবতে ক্লান্তিতেই মারা গেছে, মরবাব সময় সে তোমার কথা বলে গেছে, তোমাকে সে শ্রদ্ধা জানিয়ে দীর্ঘ জীবন কামনা ক'রে গেছে।" জাব ও ধর্ম্মযাজকদের পরম ভক্ত কোনো কাপড়ের কলের মজুর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল: "ঐ কালো লোকটার উপর চোখ রেখো, ও সব সময় গোরোখোভায়ার[৪] কাছে ঘুর্ ঘুর্ ক'রে বেড়ায়।" একথা শুনিয়া একজন প্রবীণ মজুর বলিয়া উঠে: "পুরুতরা মানুষের

সর্ব্বনাশ করে ব'লে তো আর লোকে চার্চওয়ার্ডেনের কাজ ছেড়ে দিতে পারে না। তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে সব জিনিস দেখিয়ে দিতে হবে; কিন্তু গির্জার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই এবং অগ্রগতির সমস্ত স্তরবিন্যাসই সে বোঝে" ; ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রমিক ছাত্রছাত্রিগণকে ভালো ভাবে দেখিবার জন্য এবং তাহাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে পাঠচক্রে আনা যায় বা আন্দোলনের মধ্যে টানা যায় তাহা বুঝিবাব জন্য আমাদেব প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট মজুরগণ স্কুলে যাইত। ইহারা সকল শিক্ষয়িত্রীকেই সমান চক্ষে দেখিত না। কোন শিক্ষয়িত্রী পাঠচক্রের কাজে কতখানি পাকা সেই অনুসারে তাহারা তাহাদের বুঝিত। যদি বুঝিতে পারিত কোনো শিক্ষয়িত্রী 'তাহাদেরই একজন', তবে বিশেষ কোনো কথার দ্বারা তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিত। হয়তো কুটিরশিল্প সম্বন্ধে যখন কথা হইতেছে, তখন তাহারা বলিল: "কুটিরশিল্প কখনও ব্যাপক উৎপাদনের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিতে পাবে না।" কিংবা আলোচনার মধ্যে তাহারা একটা খুব বড় ধরনের প্রশ্ন তুলিয়া বসিল—"পিটার্সবুর্গের মজুরের সহিত আর্কএঞ্জেলের চাষীর (Mujik) কি তফাত?" তারপরই তাহারা শিক্ষয়িত্রীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকাইয়া একটু বিশেষ কায়দায় মাথা নাড়িত। ইহার অর্থ—"বুঝিতে পারিযাছি, আমাদেরই একজন।"

তারপর তাহারা কোথায় কি হইতেছে সমস্তই বলিযা যাইত, কারণ তাহারা জানিত শিক্ষয়িত্রী সমস্ত খবরই প্রতিষ্ঠানের নিকট পৌছাইয়া দিবেন।

ইহা ছিল এক ধরনের নীরব ষড়যন্ত্র। যদিও প্রত্যেক ক্লাসেই

গোয়েন্দা থাকিত, তথাপি স্কুলে যাহা খুশি আলোচনা করিতে আমাদের বাধিত না। কেবল 'জার' 'ধর্ম্মঘট' ইত্যাদি সাংঘাতিক কথা বাদ দিয়া গেলেই হইত। সবচেয়ে মৌলিক সমস্যাগুলির আলোচনার অসুবিধা হইত না। কিন্তু একেবারে কোনো কিছু আলোচনা করাই আমাদের কর্ত্তৃপক্ষের নিষেধ ছিল। একবার তথাকথিত পুরানো পড়া তৈয়ার করিবার ক্লাস বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, কারণ একজন ইনস্পেক্টর হঠাৎ আসিয়া দেখেন, দশের ঘরের নামতা পড়ানো হইতেছে, অথচ পাঠ্যতালিকা অনুসারে পাটিগণিতের চারিটি নিয়ম ছাড়া অন্য কিছু শেখানো নিষিদ্ধ ছিল।

সে-সময়টা আমি পুরানো নেভ্স্কির একটা বাড়িতে থাকিতাম। বাড়িটার ভিতর দিয়া একটি উঠান ছিল। প্রতি রবিবারে ব্লাদিমির ইলিচ পাঠচক্রের কাজ সারিয়া ফিরিবার পথে আমার এখানে আসিতেন। আমাদের আলোচনার আর শেষ হইত না। আমি তখন স্কুল লইয়াই থাকিতাম; ছাত্রদের সম্পর্কে অথবা সেমিয়ানিকভ, থর্নটন, ম্যাক্সওয়েল ও নেভাতীরবর্ত্তী অন্যান্য কারখানাগুলি সম্পর্কে কোনো আলোচনার সুযোগ বন্ধ না যায়, সেই জন্য আমি না খাইয়াই স্কুলে যাইতাম। মজুরদের জীবনযাত্রার সামান্যতম খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত লেনিন জানিতে চাহিতেন। সমস্ত টুকরা খবরগুলি একত্র জুড়িয়া তিনি শ্রমিক-জীবনের একটা অখণ্ড চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিতেন, এবং কোন বিষয় লইয়া কাজ শুরু করিলে মজুরদের মধ্যে বিপ্লবী প্রচার-কার্য্য সবচেয়ে বেশী কার্য্যকরী হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইতেন। সে-সময়কার অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই শ্রমিকদের ভালো ভাবে বুঝিতেন না। বুদ্ধিজীবীরা পাঠচক্রে আসিয়া মজুরদের নিকট এক ধরনের বক্তৃতা পড়িয়া যাইতেন। 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি

ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' শীর্ষক এঙ্গেলসের বইখানির অনূদিত পাণ্ডুলিপি বহুদিন পর্য্যন্ত পাঠচক্রগুলিতে ঘুরিয়া বেড়াইত। ব্লাদিমির ইলিচ মজুরদের নিকট মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল' হইতে পড়িতেন ও তাহাদেব উহা বুঝাইয়া দিতেন। তাহার পর মজুরেরা তাহাদের কর্ত্তব্য ও কারখানার কাজের অবস্থা সম্পর্কে তাঁহাকে প্রশ্ন করিত। তিনি তাহাদের বুঝাইতেন, কি ভাবে তাহাদের জীবন সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার সহিত সংবদ্ধ, কি ভাবে বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা চলে। পাঠচক্রগুলিতে লেনিনেব কাজের মূল বিশেষত্ব ছিল নীতি (Theory) ও তাহার প্রয়োগের (Practice) সমন্বয় সাধন। ধীরে ধীরে আমাদের পাঠচক্রের সভ্যেরাও এই পদ্ধতি গ্রহণ করিতে লাগিল।

পরের বছর যখন 'আন্দোলন সম্পর্কে'(On Agitation) নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হইল, তখন ইশ্‌তেহার বিলি করিয়া আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তখন কেবল কাজ আরম্ভ করা বাকী। মজুরদের দৈনন্দিন জীবনের অভাব অভিযোগের ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনার পদ্ধতি তখন আমাদের পার্টির কাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই ধরনের কাজের যে কতখানি মূল্য তাহা ভালো ভাবেই বুঝিলাম কয়েক বৎসর পরে। আমি তখন নির্ব্বাসিত হইয়া ফ্রান্সে ছিলাম। দেখিলাম, প্যারিসের ডাক-কর্ম্মীদের বিরাট ধর্ম্মঘটে ফরাসী সোশালিস্ট পার্টি কোনো অংশই গ্রহণ করিল না। তাহারা বলিল, উহা ট্রেড ইউনিয়নের কাজ। তাহারা ভাবিত, পার্টির কাজ কেবলমাত্র রাজনৈতিক সংগ্রাম। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে সংযোগ সাধনের প্রয়োজন সম্পর্কে তাহাদের একেবারেই কোনো ধারণা ছিল না।

মুদ্রিত ইশ্‌তেহারের আন্দোলন যে এতখানী কার্য্যকরী হইতে পারে

তাহা দেখিয়া পিটার্সবুর্গের অনেক কমরেড এই ধরনের কাজের প্রতি এতখানি আসক্ত হইয়া পড়িল যে তাহারা ভুলিয়া গেল, ইহা এক ধরনের কাজ মাত্র, জনগণের মধ্যে অন্য ধরনের প্রচারেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। এই কমরেডরাই অবশেষে 'অর্থনীতিবাদ'-এর (১৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য) পথ গ্রহণ করিয়াছিল।

অন্য ধরনের কাজের কথা কিন্তু ব্লাদিমির ইলিচ একেবারেই ভুলেন নাই। ১৮৯৫ সালে তিনি 'জরিমানা সম্পর্কে আইন' (The Law on Fines) নামে একখানি পুস্তিকা লেখেন। মজুরশ্রেণীর মধ্যস্তরে কি ভাবে দেখিতে হইবে, কি ভাবে অভাব অভিযোগের ভিত্তিতে আন্দোলন চালাইয়া রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রয়োজন সম্পর্কে তাহাদের সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে, পুস্তিকাখানি তাহার চমৎকার উদাহরণ। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকেই পুস্তিকাখানিকে দীর্ঘ ও নীরস বলিয়া মনে করিলেন; কিন্তু মজুরেরা ইহা আগ্রহের সহিত পড়িল, কারণ ইহাতে অত্যন্ত সহজ ভাবে তাহাদেরই কথা লেখা ছিল। (পুস্তিকাখানি 'নারোদ্‌নায়া ভোলিয়া' প্রেসে মুদ্রিত হইয়া মজুরদের মধ্যে বিলি হয়।) কারখানার আইন-কানুন ব্লাদিমির ইলিচ খুব ভালোভাবেই পড়িতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, রাষ্ট্রের সহিত মজুরদের সম্পর্ক সম্বন্ধে মজুরদের সচেতন করিয়া তুলিবার পক্ষে কারখানার আইন-কানুনগুলির বিশ্লেষণই সবচেয়ে সোজা উপায়। 'নূতন ফ্যাক্টরী-আইন', 'ধর্ম্মঘট সম্পর্কে', 'ফ্যাক্টরী কোর্ট সম্পর্কে' প্রভৃতি সে-সময়কার লেখা বহু পুস্তিকায় ও প্রবন্ধে এই গবেষণার আভাস পাওয়া যায়।

মজুর মহলে চলাফেরা করা খুব নিরাপদ ছিল না। পুলিসের নজর ক্রমেই তীক্ষ্ণ হইতেছিল। গোপন চক্রান্তের কাজে আমাদের ব্লাদিমির ইলিচই ছিলেন সবচেয়ে বেশী পাকা। বাড়ির মধ্য দিয়া

যে-সমস্ত উঠান গিয়াছে সবগুলিই তিনি চিনিতেন, পুলিসের চোখে ধূলা দিতে তিনি খুব ওস্তাদ ছিলেন। কি ভাবে বইতে অদৃশ্য কালিতে অথবা 'ডট্' দিয়া লিখিতে হয়, কি ভাবে গোপন চিহ্ন দিতে হয়, এসব তিনি আমাদের শিখাইতেন। ভাবিয়া ভাবিয়া নানা রকম ছদ্ম-নাম বাহির করিতেন। 'নারোদ্‌নায়া ভোলিয়া' পার্টিতে তাহার শিক্ষা-নবিসীর ফল আমরা পাইয়াছিলাম। পুরাতন নিহিলিস্ট মিখাইলভের নাম তাই তিনি এত শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিতেন। ষড়যন্ত্রের কাজে মিখাইলভ এত পাকা ছিলেন যে, লোকে তাহাকে 'পাহারা-ওয়ালা' বলিয়া ডাকিত।

পুলিসের জের ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ব্লাদিমির ইলিচ প্রস্তাব করিলেন, পুলিসের নজর পড়ে নাই অথচ যাহার হাতে সমস্ত 'সংযোগ'-গুলি (contact) দেওয়া চলে এমন কাহাকেও 'ওয়ারিশ' নিযুক্ত করা দরকার। দলের মধ্যে আমিই ছিলাম সব চেয়ে "পবিত্র" (অর্থাৎ পুলিস তখনও তাঁহাকে বিপ্লবীদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া ধরিতে পারে নাই—অনুবাদক), অতএব আমাকেই 'উত্তরাধিকারিণী' নিযোগ করা সাব্যস্ত হইল। ইস্টারের প্রথম দিন আমরা 'জারস্কোযে সেলো'তে সিলভিন নামক আমাদের দলের একজনের ওখানে 'উৎসব করিতে' গেলাম। সিলভিন নানা অদ্ভুত কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। আমরা ট্রেনে গেলাম, এবং ট্রেনের মধ্যে এমন ভাব দেখাইলাম যে কেহ কাহাকেও চিনি না। কোন কোন সংযোগগুলি রক্ষা করিতে হইবে আমরা সারাদিন সেই আলোচনাই করিলাম। কি ভাবে গোপন সঙ্কেতে লিখিতে হয়, ব্লাদিমির ইলিচ তাহা আমাদের দেখাইয়া দিলেন। একখানা বইয়ের প্রায় অর্দ্ধেক আমরা ভরিয়া ফেলিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে পরে আমি আর এই সকলে-মিলিয়া-লেখা সঙ্কেতগুলির

পাঠোদ্ধার করিতে পারি নাই; কিন্তু এক সান্ত্বনা আমার আছে যে, যখন এই সঙ্কেতগুলির পাঠোদ্ধারের প্রয়োজন হইল তখন 'সংযোগ-গুলির' অধিকাংশই বাতিল হইয়া গিয়াছে।

ব্লাদিমির ইলিচ এই সকল 'সংযোগ' খুব যত্নের সহিত সংগ্রহ করিতেন এবং সর্ব্বত্র এমন সব লোকের সন্ধান করিতেন যাহাদিগকে কোনো না কোনো ভাবে বিপ্লবী কাজে লাগানো যায়। আমার মনে পড়ে, একবাব ব্লাদিমির ইলিচের উদ্যোগে আমাদের দলের দুইজন (ব্লাদিমিব ইলিচ ও সম্ভবত কিরঝিঝানোভ্স্কি) ও মেয়েদের সানডে স্কুলের কয়েকজন শিক্ষয়িত্রীকে লইয়া একটা সভা হয়। এই শিক্ষয়িত্রীদের অধিকাংশই পবে 'সোশাল ডেমোক্রাট' হ'ন। ইঁহাদের মধ্যে লিডিয়া মিখাইলোভনা নিপোভিচ নামক 'নারোদ্নায়া ভোলিয়া' দলের একজন পুরাতন সভ্যা ছিলেন। ইনি পরে সোশাল ডেমোক্রাট দলে যোগ দেন। পার্টিব পুরাতন কর্ম্মীরা এখনও তাঁহাব কথা স্মরণ করেন। তাঁহার চরিত্রে ছিল বিপ্লবীসুলভ প্রচণ্ড দৃঢ়ত্ব, নিজের কিংবা অপরের প্রতি কর্ত্তব্যের কঠোরতা তাঁহার কোনো দিন হ্রাস পাইত না; অথচ জনসাধারণকে তিনি সহজেই বুঝিতে পারিতেন, এবং সহকর্ম্মীদের সহিত তাঁহার ব্যবহার অত্যন্ত মমতাময় ছিল। ব্লাদিমির ইলিচের মধ্যে বিপ্লবীকে চিনিতে লিডিয়ার বিলম্ব হইল না।

'নারোদ্নায়া ভোলিয়া' ছাপাখানার সহিত সংযোগ রক্ষার ভার লিডিয়া মিখাইলোভনা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিলেন। তিনি ছাপার সমস্ত ব্যবস্থা করিতেন, পাণ্ডুলিপি লইয়া যাইতেন, ছাপাখানা হইতে ছাপা ইশ্‌তেহারগুলি লইয়া আসিবার ব্যবস্থা করিতেন। ঝুড়িতে করিয়া এইগুলি তিনি বন্ধুদের মধ্যে লইয়া যাইতেন এবং মজুরদের মধ্যে এগুলি বিলি করিবার বাবস্থা করিতেন। ছাপাখানার একজন কম্পোজিটার

তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ধরাইয়া দেয়। যখন তিনি ধরা পড়েন তখন লিডিযার নানা বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে বারো ঝুড়ি বেআইনী ইশ্‌তেহার পুলিস বাজেযাপ্ত করে। 'নারোদ্‌নায়া' ছাপাখানায় সে-সময় মজুরদের জন্য প্রচুর ইশ্‌তেহার ছাপা হইত। "The Working Day", "What Different People Live On", লেনিনের দুইখানি পুস্তিকা "On Fines", "King-Hunger" ও অন্যান্য অনেক পুস্তক এই ছাপা-খানা হইতে ছাপা হয়। স্যাপোভালোভ ও ক্যাটানস্কায়া নামক ঐ ছাপাখানার দুইজন কর্ম্মী আজ কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। লিডিয়া মিখাইলোভনা আজ বাঁচিয়া নাই। তাঁহার শেষ জীবন তিনি ক্রিমিয়ায় কাটান। ১৯২০ সালে ক্রিমিয়া যখন শ্বেত রুশদের (Whites) অধীনে, তখন তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুশয্যায় শেষ প্রলাপের মধ্যেও তিনি তাঁহার নিজের লোক কমিউনিস্টদের সঙ্গ কামনা করিয়াছেন এবং প্রিয় কমিউনিস্ট পার্টির নাম বলিতে বলিতে মারা গিয়াছেন।

এই সকল শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে সম্ভবত পি-এফ-কুদেলি, এ-আই-মেশচারিয়াকভ (ইঁহারা দুইজনেই এখন পার্টির সভ্য) ও আরও অনেকে ছিলেন। 'নেভস্কি গেট' জেলার আর একজন শিক্ষয়িত্রীও ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল আলেকজান্ড্রা মিখাইলোভনা কালমিকোভা। তিনি খুব ভালো বক্তৃতা করিতে পারিতেন। রাষ্ট্রের ব্যয়বরাদ্দ (State Budget) সম্পর্কে মজুরদিগের নিকট তিনি যে-বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার কথা মনে পড়ে। লিটেইনিতে তাঁহার তখন একটি বইয়ের দোকান ছিল। ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইয়া পড়িলেন। স্ট্রুব ছিলেন তাঁহার ছাত্রদের একজন। পোট্রেসভ নামক স্ট্রুবের একজন পুরাতন সহপাঠী সব সময় মিখাইলোভনার বাড়িতে থাকিতেন। পরে মিখাইলোভনা দ্বিতীয় কংগ্রেসের সময় পর্য্যন্ত নিজের

টাকা দিয়া পুরাতন 'ইস্ক্রা'কে সাহায্য করিতেন। স্ট্রুব যখন উদারনীতিকদের সহিত ভিড়িলেন, তখন তিনি স্ট্রুবের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া 'ইস্ক্রা' প্রতিষ্ঠানে স্পষ্ট ভাবেই যোগ দিলেন। তাঁহার ছদ্মনাম ছিল 'মাসী'। ব্লাদিমির ইলিচের সহিত তাঁহার খুবই সৌহার্দ্দ্য ছিল। আজ তিনি ইহলোকে নাই; 'ডেৎস্কোয়ে সেলো' স্বাস্থ্যনিবাসে দুই বৎসর শয্যাগত থাকিবার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। নিকটবর্ত্তী শিশু-আশ্রম হইতে ছোট ছোট মেয়েরা মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিতে আসিত। তিনি তাহাদের নিকট ইলিচের গল্প বলিতেন।

১৯২৪ সালেব বসন্তকালে আলেকজান্দ্রা মিখাইলোভনা আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, লেনিনের ১৯১৭ সালের লেখা প্রবন্ধগুলি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা উচিত, কারণ প্রবন্ধগুলির মধ্যে ছিল জ্বলন্ত আবেগ ও গভীর আবেদন। তাই ঐগুলি জনগণের মনে এতখানি দোলা দিয়াছিল। ১৯২২ সালে ব্লাদিমির ইলিচ আলেকজান্দ্রা মিখাইলোভনাকে কয়েক ছত্র আবেগময় অভিনন্দনবাণী লিখিয়া পাঠান; সে-লেখা কেবল তাঁহার পক্ষেই সম্ভব।

'শ্রমিকমুক্তি দল'-এবং সহিত আলেকজান্দ্রা মিখাইলোভনা ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। একবার (সম্ভবত ১৮৯৯ সালে) জাসুলিচ যখন গোপনে বেআইনী ভাবে রুশিয়ায় আসেন, তখন আলেকজান্দ্রা মিখাইলোভনা তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করেন এবং সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সহিত সংযোগ রক্ষা করেন। একদিকে ক্রমবর্দ্ধমান শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাবে এবং অন্যদিকে 'শ্রমিকমুক্তি দল' ও পিটার্সবুর্গের সোশাল ডেমোক্রাটদের প্রবন্ধ ও পুস্তিকা পড়িয়া পোট্রেসভ 'বামপন্থী' হইয়া পড়িলেন, স্ট্রুবও কিছু কালের জন্য বামপন্থা অবলম্বন করিলেন। প্রাথমিক কাজের জন্য কয়েকটা সভা হইয়া যাইবার পর সম্মিলিত কাজের

ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে মনে হইল। 'Materials Characterising Our Economic Development"—এই নাম দিয়া বিভিন্ন লেখকের একটি সঙ্কলিত রচনাবলী বাহির করিবার কথা হইল। সম্পাদকীয় বোর্ডে আমাদের দল হইতে গেলেন ব্লাদিমির ইলিচ, স্টার্কভ ও স্টেপান আইভানোভিচ র‍্যাডচেঙ্কো; তাঁহাদের দল হইতে আসিলেন স্ট্রুব, পোট্রেসভ ও ক্লাসন। এই রচনা সঙ্কলনের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল তাহা সকলেই জানে। জারের সেন্সর ইহাকে পোড়াইয়া দেয়। ১৮৯৫ সালের বসন্ত কালে স্বদেশযাত্রার পূর্ব্বে বইয়ের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করিবার জন্য ব্লাদিমির ইলিচ ওজ্যার্নি স্ট্রীটে পোট্রেসভের গৃহে যাইতেন।

১৮৯৫ সালের গ্রীষ্মকালটা ব্লাদিমির ইলিচ বিদেশে কাটাইলেন। কিছুদিন কাটাইলেন বার্লিনে; সেখানে তিনি মজুরদের সভায় যাইতেন। কিছুদিন রহিলেন সুইজারল্যাণ্ডে; এখানেই প্লেখানভ, আক্সেলরড্ ও জাসুলিচের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। অনেক কিছু দেখিয়া শিখিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। সঙ্গে আনিলেন ডবল লাইনিং দেওয়া একটা ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের দেওয়াল ও এই লাইনিং-এর ফাঁকটুকু ছিল বে-আইনি পুঁথিপত্রে ভর্ত্তি।

তিনি দেশে ফিরিবা মাত্রই পুলিস ভীষণ ভাবে তাঁহাব পিছনে লাগিয়া গেল। তাহাবা তাঁহাকে অনুসরণ করিল, অনুসরণ করিল তাঁহার ট্রাঙ্কটিকে। আমার সম্পর্কিত বোন কাজ করিত 'ঠিকানা বাখিবার আপিসে'। ব্লাদিমিব ইলিচ পৌঁছিবার দুই দিন পরেই সে আমাকে জানাইল, সে-রাত্রে যখন সে ডিউটিতে ছিল তখন একজন ডিটেকটিভ আসিয়া ঠিকানার খাতা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া গিয়াছে। (বর্ণানুক্রমিক ভাবে ঠিকানা সাজানো হইত)।

সে নাকি জোর গলায় বলিয়া গিয়াছে: "রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের একজন বড় আসামী উলিয়ানভের সন্ধান আমরা পেয়েছি; তার দাদাকে আমরা ফাঁসীতে ঝুলিয়েছি। সে বিদেশ থেকে সবেমাত্র ফিরেছে। এবার তার আর পালাবার উপায় নেই।" ব্লাদিমির ইলিচ আমার পরিচিত, একথা জানিয়াই আমার বোন আমাকে তাড়াতাড়ি এই খবরটি দিয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ ব্লাদিমির ইলিচকে জানাইলাম। চরম সতর্কতার প্রয়োজন; কিন্তু কাজ পড়িয়া থাকিতে পারে না। আমাদের কাজ আরও বাড়িয়া গেল। জেলা অনুসারে আমরা কাজ ভাগ করিয়া ফেলিলাম। আমরা ইশ্‌তেহার লিখিয়া বিলি করিতে লাগিলাম। মনে পড়ে প্রথম ইশ্‌তেহারটি লিখিলেন ব্লাদিমির ইলিচ সেমিয়ানিকভ কারখানার মজুরদের জন্য।* তখন আমাদের যন্ত্রপাতির সুবিধা একেবারেই ছিল না। ইশ্‌তেহারটি ছাপার অক্ষরে হাতকপি করিয়া ফেলা হইল। বাবুশ্‌কিন উহা বিলি করিলেন। চার কপির দুই কপি পাহারাওয়ালা ধরিয়া ফেলিল, আর দুই কপি হাতে হাতে ঘুরিল। অন্যান্য জেলায়ও ইশ্‌তেহার বিলি করা হইল। যেমন, ভ্যাসিলিয়েভস্কি অস্ট্রভে লেফার্ম তামাক কারখানার মেয়ে-মজুরদের জন্য একখানা ইশ্‌তেহার প্রকাশ করা হইল। এ-এ-ইয়াকুবোভা ও জেড্-পি-নেভজোরোভা এইভাবে সেগুলি বিলি করিয়া আসিলেন। ইশ্‌তেহারগুলিকে পাকাইয়া তাঁহারা ছোট ছোট নলের মত করিলেন, যাহাতে সহজেই সেগুলিকে এক এক করিয়া লইয়া কায়দা করিয়া 'এপ্রনের' (Apron) মধ্যে রাখা যায়। তারপর যেই ছুটির বাঁশী বাজিয়া উঠিল, এবং কারখানার গেট

* ইহা ১৮৯৫ সালের গোড়ার দিককার কথা। আসল ইশ্‌তেহারটি পাওয়া যায় নাই—('লেনিনের রচনাবলী', প্রথম খণ্ড, ৪৬২ পৃঃ, রুশ সংস্করণ)।

হইতে দলে দলে মজুরানী বাহিরে আসিতে লাগিল, তাঁহারা অমনি ক্ষিপ্র পদে আগাইয়া গিয়া তাহাদের হাতের মধ্যে ইশ্‌তেহারগুলি গুঁজিয়া দিয়া আসিল। এই ব্যাপার দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া রহিল।

'দি ওয়ার্কার্স কজ্' (শ্রমিকদের লক্ষ্য) বলিয়া একখানা জনপ্রিয় পত্রিকা বাহির করিবার কথাও হইল। একটি বে-আইনি ছাপাখানা এই কাজে আমাদের সাহায্য করিতে চাহিল। পত্রিকাটির জন্য ভ্লাদিমির ইলিচ একমনে মালমশলা জোগাড় করিতে শুরু করিয়া দিলেন। প্রতিটি লাইন তিনি দেখিয়া দিতেন। মনে পড়ে, আমার ঘরে এক সভায় জাপোরোঝেৎস মস্কো গেটের নিকটবর্ত্তী জুতার কারখানা হইতে তিনি কি খবর জোগাড় করিয়া আনিয়াছেন তাহাই অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বলিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন: "সবটাতেই আমাদের জরিমানা করা হয়; পা'টা একটু এদিকে সরিয়ে রেখেছ কি, আর এক দফা জরিমানা।" ভ্লাদিমির ইলিচ হাসিয়া বলিলেন: "পা যদি তুমি বেয়াড়া ভাবে রাখ, তবে জরিমানা তোমার হওয়া উচিত।" ভ্লাদিমিব ইলিচ সমস্ত কিছু অত্যন্ত যত্ন করিয়া সংগ্রহ করিতেন এবং ভালো ভাবে যাচাই করিয়া নিতেন। থর্নটন কারখানার ভিতরকার খবর আমরা কি ভাবে জোগাড় করিয়াছিলাম তাহা আমার মনে পড়ে। ক্রলিকভ নামে আমাব একজন ছাত্র ঐ কারখানায় সর্টারের (Sorter) কাজ করিত। সে ইতিপূর্ব্বে পিটার্সবুর্গ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আসিয়াছিল। তাহাকেই কারখানায় পাঠানো ঠিক হইল। ধারকরা চমৎকার ফারকোট গায় দিয়া ক্রলিকভ আসিল, সঙ্গে আনিল একটা পুরা এক্সারসাইজ খাতা ভর্ত্তি খবর, আরও অনেক কিছু বলিল মুখে। তথ্যগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। লেনিন যেন সেগুলি ছোঁ মারিয়া ধরিলেন। তারপর আমি ও

আপোলিনারিয়া আলেকজান্দ্রোভনা ইয়াকুবোভা মাথায় রুমাল বাঁধিয়া মজুরানীবেশে নিজেরাই থর্নটন কারখানার ব্যারাকে ব্যারাকে গিয়া বিবাহিত ও অবিবাহিতদের থাকিবার ব্যবস্থা দেখিয়া আসিলাম। এইভাবে সংগৃহীত তথ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই ব্লাদিমির ইলিচ তাঁহার পত্রাবলী ও ইশ্‌তেহার রচনা করিয়াছিলেন। থর্নটন কারখানার মজুর-মজুরানীদের উদ্দেশ্যে লিখিত এই সকল ইশ্‌তেহার পড়িলেই বুঝা যাইবে, বিষয়বস্তু সম্পর্কে কতখানি পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান লেখকের ছিল। আর এই ধরনের কাজে কমরেডদেরও যে কতখানি শিক্ষা লাভ হইল! আমরা এই প্রথম সামান্যতম বিষয়ের প্রতি নজর দিতে শিখিতে শুরু করিলাম, এবং এই সামান্য বিষয়গুলিই যে কিভাবে আমাদের মনে দাগ কাটিয়া গেল তাহা আর কি বলিব!

'দি ওয়ার্কার্স কজ' পত্রিকাখানি বাহির হয় নাই। ৮ই ডিসেম্বর আমার ঘরে যে-মিটিং হয় তাহাতে ছাপাখানায় দিবার পূর্ব্বে প্রথম সংখ্যাটি শেষ বারের মতো দেখিয়া দেওয়া হয়। প্রুফের দুইটি কপি ছিল। এক কপি লইয়া গেলেন ভ্যানেইয়েভ শেষ বারের মতো দেখিয়া দিবার জন্য, অপর কপিটি রহিল আমার নিকট। পরদিন সকালে সংশোধিত কপি আনিবার জন্য আমি যখন ভ্যানেইয়েভের বাড়িতে গেলাম, দাসী বলিল তিনি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। ব্লাদিমির ইলিচের সহিত পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত ছিল যে, যদি কোনো বিপদ ঘটে তবে আমি যেন তাহার বন্ধু চার্বোটারিয়েভের নিকট সংবাদ লই। আমি রেলওয়ে হেড আপিসে কাজ করিতাম। চার্বোটারিয়েভও ঐ আপিসে কাজ করিতেন। লেনিন চার্বোটারিয়েভের বাড়িতে থাকিতেন এবং প্রত্যহই সেখানে যাইতেন। আপিসে গিয়া শুনিলাম চার্বোটারিয়েভ আপিসে আসেন নাই। তাঁহার বাড়িতে গেলাম। লেনিন সেখানে

খাইতে যান নাই। পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম তিনি গ্রেপ্তার হইয়াছেন। সন্ধ্যার মধ্যে জানিতে পারিলাম, দলের অনেকেই ধরা পড়িয়াছেন। 'দি ওয়ার্কার্স কজ'-এর যে-কপিটি আমার নিকট ছিল সেটি নিরাপদে রাখিবার জন্য নিনা আলেকজান্দ্রোভনা গার্দের নিকট দিয়া আসিলাম। স্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়িতাম। পরে স্ট্রুবের সহিত তাহার বিবাহ হয়। দলের আরও লোক যাতে গ্রেপ্তার না হয় সেইজন্য 'দি ওয়ার্কার্স কজ' বাহির করা আপাতত স্থগিত রাখা হইল।

বাহির হইতে চোখে পড়িবার মতো কিছু না হইলেও পিটার্সবুর্গে বসিয়া ব্লাদিমিব ইলিচের এই কাজের গুরুত্ব অসাধারণ। একথা ব্লাদিমির ইলিচ নিজে বলিয়া গিয়াছেন। এই কাজের কোনো বহিঃপ্রকাশ নাই। চাঞ্চল্যকর কিছু করিবার জন্য তখন আমরা ব্যস্ত ছিলাম না। আমরা শিখিতেছিলাম কি ভাবে জনগণের সহিত সংযোগ স্থাপন করা যায়, কি ভাবে তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ হওয়া যায়, কি ভাবে তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে নিজেদের কাজে ও কথায় মূর্ত্ত করিয়া তোলা যায় এবং কি ভাবে তাহারা আমাদের বুঝিতে পারে এবং আমাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া চলে। কিন্তু, সেণ্ট পিটার্সবুর্গের ঠিক এই সময়কার কাজের মধ্য দিয়াই ব্লাদিমির ইলিচ শ্রমিক জনগণের নেতা হিসাবে গড়িয়া উঠেন।

আমাদের দলের লোকেরা গ্রেপ্তার হইবার পর আমি যখন প্রথম স্কুলে গেলাম, বাবুশ্‌কিন আমাকে সিঁড়িব নীচে এক কোণে ডাকিয়া আমার হাতে একখানি ইশ্‌তেহার দিল। ইশ্‌তেহারখানি গ্রেপ্তার সম্পর্কে মজুরদের লেখা। ইশ্‌তেহারখানি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। বাবুশ্‌কিন আমাকে ইশ্‌তেহারখানি মুদ্রিত করিয়া বিলাইবার জন্য

কপিগুলি তাহাদের দিতে বলিল। তখনও পর্য্যন্ত তাঁহাকে সরাসরি জানাই নাই যে, প্রতিষ্ঠানের সহিত আমিও যুক্ত আছি। আমি আমাদের দলের নিকট ইশ্‌তেহারখানি পেশ করিলাম। মনে পড়ে, এস-আই-র্যাডচেস্কোর ঘরে সভা হয়। দলের যাঁহারা গ্রেপ্তার হন নাই, সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। লায়াখোভস্কি ইশ্‌তেহারটি পড়িলেন ও বলিয়া উঠিলেন: "এ ইশ্‌তেহার ছাপা চলতে পারে ব'লে কি আপনারা মনে করেন? এ যে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক।" কিন্তু মজুরেরা যখন নিজেদের উদ্যোগে নিজেরাই এই ইশ্‌তেহার লিখিয়াছে এবং আমাদিগকে অবশ্য ছাপিতে বলিয়াছে, তখন ছাপাই ঠিক হইল।

শীঘ্রই ব্লাদিমির ইলিচের সহিত সংযোগ স্থাপিত হইল। তখনকার দিনে অন্তরীণের প্রথম অবস্থায় আসামীরা বাহির হইতে তাহাদের নিকট যত বই আসিত চাহিলে সবগুলিই পাইত। তাহাদের খুব ভালো ভাবে পরীক্ষা করা হইত না। অতএব, বিভিন্ন চিঠিপত্রের মধ্যে ছোট ছোট ফুটকি অথবা দুধ দিয়া লেখা অক্ষরের জন্য কাগজের রংয়ের সামান্য পরিবর্ত্তন পুলিসের চোখ এড়াইয়া যাইত। গোপন চিঠিপত্র লেখা-লেখির কৌশল আমরা শীঘ্রই পাকা করিয়া ফেলিলাম। জেলের অন্যান্য কমরেডদের সম্পর্কে লেনিনের স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা তাঁহার প্রতি পত্রেই প্রকাশ পাইত। বাহিরে তাঁহার যত পত্র আসিত, প্রত্যেকখানিতেই বন্দীদের জন্য কিছু কিছু করিবার নির্দ্দেশ থাকিত। যেমন, অমুকের সঙ্গে কেহ দেখা করিতে আসে না, তাহার জন্য একজন 'প্রিয়তমা' খুঁজিয়া বাহির করিবে। অমুক বন্দীর সহিত যখন তাঁহার আত্মীয়েরা দেখা করিতে আসিবেন, তখন তাঁহারা যেন তাহাকে বলেন যে জেলের লাইব্রেরীর অমুক বইয়ের মধ্যে একখানা

চিঠি আছে। জেলের বহু কমরেডদের নিকট তিনি চিঠি লিখিতেন। এই সকল চিঠির গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। ব্লাদিমির ইলিচের চিঠিগুলি থাকিত সাহসের বাণীতে পরিপূর্ণ। চিঠিগুলিতে আমাদের কাজের কথাই বেশী থাকিত। চিঠি যাহারা পাইত তাহারা ভুলিয়া যাইত যে তাহারা জেলে আছে, এই চিঠির উদ্দীপনায় তাহারা কাজ করিতে শুরু করিত। এই চিঠিগুলির প্রভাবের কথা আজও আমার মনে পড়ে। ১৮৯৬ সালের আগস্ট মাসে তখন আমি জেলে। শনিবারে অর্থাৎ বই পাঠানোর দিনে বাহির হইতে দুধে লেখা এই চিঠিগুলি আসিত। বইয়ে গোপন চিহ্ন দেখিয়াই আমরা বুঝিতে পারিতাম ভিতরে চিঠি আছে কি-না। ছ'টার সময় চায়ের জন্য গরম জল আসিত এবং 'ওয়ার্ড্রেস' আসিয়া সাধারণ আসামীদের গির্জায় লইয়া যাইত। এই সময় রাজনৈতিক বন্দীরা চিঠিগুলিকে লম্বা লম্বা ভাঁজে ছিড়িয়া ফেলিত, তারপর তাহারা চা তৈয়ার করিত এবং যে-মুহূর্তে 'ওয়ার্ড্রেস' চলিয়া যাইত, তৎক্ষণাৎ গরম চায়ের মধ্যে ভাঁজগুলি ডুবাইয়া দিত। এইভাবে চিঠিগুলিকে 'ডেভেলপ' করা হইত। (জেলে বাতির আগুনে চিঠির পাঠোদ্ধার করা খুব সুবিধাজনক ছিল না, তাই ব্লাদিমির ইলিচ গরম জলে ভিজাইবার পদ্ধতি বাহির করিয়াছিলেন।) আর কি সাহসিকতাপূর্ণ চিঠি! কত জানিবার, শিখিবার, বুঝিবার কথা। ব্লাদিমির ইলিচ যেমন আমাদের বাহিরের সমস্ত কাজের কেন্দ্র ছিলেন, তেমনই জেলেও বহির্জগতের সহিত সংযোগরক্ষার কেন্দ্রও ছিলেন তিনিই।

কিন্তু ইহা ছাড়াও জেলে তিনি আরও অনেক কাজ করিতেন। জেলে বসিয়াই তিনি তাঁহার 'দি ডেভেলপমেণ্ট অফ ক্যাপিটালিজ্‌ম্ ইন্ রুশিয়া' ('রুশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ') নামক পুস্তক রচনা

করেন। তাঁহার প্রকাশ্য চিঠিগুলিতে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাঠাইবার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিতেন : "বড়ই দুঃখের কথা, এত শীঘ্র এরা আমাদের ছেড়ে দিচ্ছে। এখানে ব'সে বইয়ের কাজটা আরও কিছু সারবার ইচ্ছা ছিল। সাইবেরিয়ায় বই পাওয়া বড় শক্ত হবে।" ব্লাদিমির ইলিচ জেলে বসিয়া শুধু ঐ বইখানিই লেখেন নাই। বহু পুস্তিকা, বেআইনী ইশ্‌তেহার এবং প্রথম কংগ্রেসের কর্ম্মসূচীর খসড়াও তিনি জেলে বসিয়া রচনা করেন। (যদিও অনেক আগে হইবার কথা ছিল, তথাপি ১৮৯৮ সালের আগে প্রথম কংগ্রেস হয় নাই।) আমাদের প্রতিষ্ঠানে যে-সমস্ত সমস্যার আলোচনা হইত সে-সমস্ত বিষয়ে মতামতও তিনি দিতেন। দুধ দিয়া লিখিবার সময় যাহাতে ধরা না পড়েন, সে-জন্য পাঁউরুটি দিয়া তিনি ছোট্ট দুধের 'দোয়াত' তৈয়ারি করিয়াছিলেন। দরজায় যখনই কোনো শব্দ শুনিতেন, তখনই উহা তিনি মুখের মধ্যে পুরিয়া ফেলিতেন। তাঁহার একটা চিঠিতে পুনশ্চ বলিয়া লেখা ছিল : "আজ ছয়টা দোয়াত খাইয়া ফেলিয়াছি।"

কিন্তু যতই তিনি নিজেকে জয় করুন না কেন, সুনির্দ্দিষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থাকে স্থির লক্ষ্য করিয়া যতই তিনি কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে চেষ্টা করুন না কেন, কারাজীবনের বিষণ্ণ নির্জ্জনতা ব্লাদিমির ইলিচের মতো লোকের মনকেও স্পর্শ করিয়াছিল। একটা চিঠিতে তিনি জানান যে, কয়েদীদের যখন ব্যায়াম করাইবার জন্য বাহিরে লইয়া যাওয়া হয় তখন বারান্দার একটা জানালার ফাঁক দিয়া কিছুক্ষণের জন্য শ্‌পালের্নায়া রাস্তার একটা অংশ দেখা যায়। অতএব, কোনো নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমি ও আপোলিনারিয়া আলেকজান্দ্রোভনা ইয়াকুবোভা যদি ঐখানে আসিয়া দাঁড়াই, তবে তিনি আমাদের দেখিতে পাইবেন। আমি কয়েকদিন সেখানে গিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া

থাকিতাম। কি কারণে যেন আপোলিনারিয়ার যাওয়া হয় নাই। ঠিক মনে নাই কি একটা গোলমালের জন্য সমস্ত পরিকল্পনাটি নষ্ট হইয়া যায়।

ব্লাদিমির ইলিচ জেলে থাকা সত্ত্বেও বাহিরের কাজ ও মজুর আন্দোলন বাড়িয়া চলিল। মার্টভ, লায়াখোভস্কি ও আরও কয়েকজন গ্রেপ্তার হইবার পর আমাদের দলের শক্তি আরও কমিয়া গেল। দলে নূতন কমরেডরা যোগ দিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাদের তত্ত্বগত জ্ঞান ছিল কম। তাহাব উপর আন্দোলন চালাইবার জন্য এত কাজের চাপ পড়িয়াছিল ও এত পরিশ্রমের প্রয়োজন হইতেছিল যে, পড়াশুনা করিবার সময় তাহারা পাইত না। সমস্ত শক্তি আন্দোলন পরিচালনার কাজেই ব্যয় হইয়া যাইতে লাগিল। প্রচারকার্য্য সম্পর্কে চিন্তা করিবাব কোনো সময়ই ছিল না। ছাপানো ইশ্‌তেহারের আন্দোলন অত্যন্ত ফলপ্রসূ হইল। বাস্তব অবস্থা ভালো ভাবে না বুঝিয়াই খুব তাড়াতাড়ি ইশ্‌তেহারগুলি লিখিতে হইত। ১৮৯৬ সালের তন্তুবায় ধর্ম্মঘট হইল সোশাল-ডেমোক্রাটদের প্রভাবে। ইহাতে অনেক কমরেডের মাথা ঘুরিয়া গেল। 'অর্থনীতিবাদ' প্রসারের এইখান হইতেই সূত্রপাত হইল। মনে পড়ে সম্ভবত আগস্ট মাসের গোড়ায় হইবে, জঙ্গলের মধ্যে একটি সভায় সিলভিন একটি ইশ্‌তেহারের খসড়া পড়িলেন। উহার এক জায়গায় এমন কতকগুলি কথা আসিয়া পড়িয়াছে যাহাব ফলে মজুরের সংগ্রাম কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সংগ্রাম হইয়া পড়ে। এই কথাগুলি চেঁচাইয়া পড়িয়া সিলভিন থামিয়া হাসিয়া বলিলেন. "এখানে আমার পতন হ'য়েছে। কিসে এ-পতন ঘটিয়েছে!" কথাগুলি খসড়া হইতে বাদ দেওযা হইল। ১৮৯৬ সালের গ্রীষ্মকালে লাখতিনস্কি ছাপাখানা উঠিযা গেল, আমাদেরও আর ইশ্‌তেহার ছাপাইবার সুযোগ

রহিল না। পত্রিকা বাহির করিবার কাজ আমাদের অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্ম বন্ধ রাখিতে হইল।

১৮৯৬ সালের ধর্ম্মঘটে 'তাখতারিয়েভ' দল আমাদের সহিত যোগ দিল। ইহাদের ছদ্মনাম ছিল 'দি মান্‌কিজ্' ('বানরের দল')* আর যোগ দিল চার্নিশেভের দল। ইহাদের বলিত 'দি কক্‌স্' ('মোরগের দল')। 'দেকাব্রিস্ট'রা জেলে বসিয়া বাহিরের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কাজ চলিল সেই পুরাতন ধারায়। ব্লাদিমির ইলিচ যখন ছাড়া পাইলেন (২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭), আমি তখনও জেলে। যাহারা ছাড়া পাইতেছে তাহাদের প্রত্যেককে লইয়াই তখন তুমুল হৈ চৈ চলিতেছে। কয়েকটা সভার সমস্ত ব্যাপার ছোট্ট নোটে লিখিয়া তিনি আমাকে জানাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

'ভেট্রোভা ব্যাপারের' পর শীঘ্রই আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। (ভেট্রোভা নামে একজন স্ত্রী-কয়েদী আগুনে পুড়িয়া আত্মহত্যা করে) তারপর বহু স্ত্রী কয়েদীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যতদিন পর্য্যন্ত মামলাটা শেষ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পিটার্সবুর্গে থাকিতে দেওয়া হয়, কিন্তু প্রত্যেকের পিছনে দুইজন করিয়া গোয়েন্দা লাগানো হয়। আমি দেখিলাম, আমাদের প্রতিষ্ঠানের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। পুরাতন কর্ম্মীদের মধ্যে স্টেফান-আই-র‍্যাডচেঙ্কো ও তাঁহার স্ত্রী ছাড়া আর কেহই নাই। গুপ্তকার্য্য একা চালাইতে তিনি আর পারিতেছিলেন না, মধ্যস্থলে থাকিয়া কোনমতে সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন।

* ১২ই আগষ্ট তারিখে আর এক বিপদ হইল। প্রায় সমস্ত বৃদ্ধেরা ধরা পড়িলেন এবং ধরা পড়িলেন 'দি কক্‌স্' দলের ভালো ভালো লোকেরা।

স্ট্রুবের সহিতও সংযোগ রক্ষা করা হইতেছিল। কিছুদিন পরেই স্ট্রুব নিনা আলেকজান্দ্রোভনা গার্দকে ' বিবাহ করে। নিনা ছিল সোশাল ডেমোক্রাট, সে-সময় স্ট্রুব নিজেও ছিলেন কমবেশী সোশাল ডেমোক্রাট। প্রতিষ্ঠানের ভিতরে থাকিয়া কর্ম্ম করিবার মতো শক্তি তাঁহার একেবারেই ছিল না। গুপ্তকাজ চালাইবার ক্ষমতা তো একেবারেই ছিল না। কিন্তু পরামর্শ দিবার কাজে তিনি খুব অগ্রণী ছিলেন। সোশাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টির প্রথম কংগ্রেসের জন্য তিনি একটি ইশ্‌তেহার পর্য্যন্ত লিখিয়া ফেলিলেন। ১৮৯৭-১৮৯৮ সালের শীতকালে ব্লাদিমির ইলিচের নিকট হইতে খবরাদি লইয়া প্রায়ই স্ট্রুবের সহিত দেখা করিতে আসিতাম। স্ট্রুব তখন 'নভোয়ে স্লোভো'র (নূতন বাণী) সম্পাদক ছিলেন। অনেক ব্যাপারে নিনা আলেকজান্দ্রোভনার সহিতও আমার সহযোগ ছিল। স্ট্রুবকে আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিতাম। সেই সময়টা তিনি একজন আন্তরিক সোশাল ডেমোক্রাট ছিলেন। অথচ আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতাম তাঁহার বিদ্যা কত পুঁথিগত, দেখিতাম 'জীবন্ত জীবনতরু' সম্পর্কে ঔৎসুক্যের তাঁহার কত অভাব, অথচ ব্লাদিমিরের ঔৎসুক্য কত গভীর। স্ট্রুবকে আমি অনুবাদ দিয়া আসিতাম, কথা থাকিত সেগুলি তিনি সম্পাদনা করিয়া দিবেন। স্পষ্টই দেখিতে পাইতাম কর্ম্ম করিতে তিনি বিরক্ত হইতেন, এবং একটু পরিশ্রম করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। (ব্লাদিমির ইলিচের সহিত একই কাজ আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার কাজের ধরন ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এমন কি, অনুবাদের মতো কাজেও তিনি তাঁহার সর্ব্ব সত্তা নিয়োগ করিতেন।) বিশ্রামের সময় স্ট্রুব 'ফেট' পড়িতেন। একজন তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছে, ব্লাদিমির ইলিচ 'ফেট' পড়িতে ভালোবাসিতেন। কথাটা ঠিক নহে। 'ফেট' ছিলেন

একজন পুরাপুরি সামন্তবাদী, তাঁহার একটি পাতাতেও পড়িবার মতো কিছু ছিল না। কিন্তু স্ট্রুব সত্যই 'ফেট' পড়িতে ভালোবাসিতেন। যে সময়কার কথা বলিতেছি তখন ব্লাদিমির ইলিচের সহিত তাঁহার সম্পর্কটা সৌহার্দ্যপূর্ণই ছিল।

তুগান-বারানোভস্কিকেও আমি জানিতাম। তাঁহার স্ত্রী লিডিয়া কার্লোভনা ডেভিডোভার সহিত স্কুলে আমি একসঙ্গে পড়িতাম ও তাঁহাদের বাড়িতে যাইতাম। লিডিয়ার মা ছিলেন 'গড্‌স্ ওয়ার্লড'-এর প্রকাশিকা। লিডিয়া খুব চালাক চতুর ভালো মেয়ে ছিল, যদিও খুব দৃঢ় চরিত্রের মেয়ে সে ছিল না। তাহার স্বামীর চেয়ে সে বেশী বুদ্ধিমতী ছিল। তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিলেই মনে হইত, তিনি আমাদের কেহ নহেন। একবার একটা ধর্ম্মঘট উপলক্ষ্যে (সম্ভবত কস্ট্রোমার ধর্ম্মঘট) চাঁদার খাতা লইয়া তুগান-বারানোভস্কির কাছে যাই। কত দিয়াছিলেন আমার ঠিক মনে নাই, তবে কিছু তিনি দিয়াছিলেন, কিন্তু পরিবর্ত্তে অনেকখানি বক্তৃতা শুনিয়া আসিতে হইয়াছিল : "আমরা ধর্ম্মঘট যে কেন সমর্থন করব তা আমি বুঝতে পারি না; মালিকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ধর্ম্মঘটের কতটুকু মূল্য আছে?" আমি চাঁদা লইয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম।

যাহা কিছু দেখিতাম শুনিতাম সমস্তই আমি ব্লাদিমির ইলিচকে লিখিতাম। কিন্তু প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে লিখিবার বিশেষ কিছুই ছিল না। কংগ্রেসের সময় দলের মাত্র চারিজন বাহিরে ছিলাম। এস-আই-র‍্যাডচেঙ্কো, তাঁহার স্ত্রী, লিউবভ নিকোলায়েভনা স্তামার ও আমি। আমাদের প্রতিনিধি ছিলেন র‍্যাডচেঙ্কো। কিন্তু কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেখানে কি হইল তাহা বিশেষ কিছুই তিনি আমাকে বলিলেন না। একখানি বইয়ের পিছন হইতে টানিয়া বাহির করিয়া দেখাইলেন স্ট্রুবের

লেখা 'ইশ্তেহার'টি। উহা কংগ্রেসে গৃহীত হইয়াছিল। ইশ্তেহারখানিতে আমাদের কাছে নূতন কিছুই ছিল না। র‍্যাডচেঙ্কো কেবলই বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন : কংগ্রেসের প্রায় সমস্ত প্রতিনিধিই —কয়েকজন মাত্র প্রতিনিধি ছিলেন—গ্রেপ্তার হইয়া গিয়াছেন।

উফা গুবেনিয়ায় আমি তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাসিত হইলাম। ব্লাদিমির ইলিচ তখন মিনুসিন্স্ক অঞ্চলে শুশেনস্কোয়ে গ্রামে ছিলেন। সেখানে বদলি হইবার জন্য আমি আবেদন করিলাম এবং এই উদ্দেশ্যে নিজেকে তাঁহার 'ভাবী পত্নী' বলিয়া প্রচার করিলাম।

নির্ব্বাসনে

(১৮৯৮-১৯০১)

আমি নিজের খরচে মিনুসিন্স্কে গেলাম। সঙ্গে গেলেন আমার মা। ১৮৯৮ সালের ১লা মে ক্রাস্নোইয়ার্ক্স্-এ পৌঁছিলাম। সেখান হইতে ইয়েনিসি নদীপথে স্টীমারে যাইতে হয়। কিন্তু তখন স্টীমার চলাচল শুরু হয় নাই। এখানে নারোদোপ্রাভেৎস[৭] টিউটশিয়েভ ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত দেখা হইল। ইঁহারা এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোক। ক্রাসনোইয়ার্ক্স্ দিয়া সে-সময় একদল সোশাল ডেমোক্রাট যাইতেছিলেন। ইঁহারা তাঁহাদের সহিত আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই দলের মধ্যে ছিলেন আমার সহিত একই মামলার আসামী লেংনিক ও সিলভিন। যে-সমস্ত সৈন্য ফটো তুলিবার জন্য নির্ব্বাসিতদের লইয়া যাইতেছিল, তাহারা একপাশে বসিয়া আমাদের দেওয়া রুটি ও সসেজ খাইতে লাগিল।

মিনুসিন্স্কে আমি '১লা মার্চ' আন্দোলনে নির্ব্বাসিত[৮] আর্কেডি টিবকভের সহিত দেখা করিয়াছিলাম। তাঁহার বোন ছিল আমার স্কুলের সহপাঠিনী। সেই বোনের বলিয়া-দেওয়া কথাই তাঁহাকে বলিতে গিয়াছিলাম। ফেলিক্স-ওয়াই-কনের সহিতও আমি দেখা করিয়াছিলাম। আমার চোখে তিনি ছিলেন মহিমান্বিত একজন পুরাতন বিপ্লবী, যিনি রাজনীতিতে কোনোদিন নতি স্বীকার করেন নাই। তাঁহাকে আমার খুব ভালো লাগিয়াছিল।

ব্লাদিমির ইলিচ থাকিতেন শুশেনস্কোয়েতে। সেখানে যখন আমরা

পৌঁছিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ব্লাদিমির ইলিচ তখন শিকারে গিয়াছেন। আমরা জিনিসপত্র নামাইয়া ফেলিলাম। আমাদের তখন কাঠের কুটিরে লইয়া যাওয়া হইল। মিনুসিন্স্ক অঞ্চলের কৃষকেরা ছিল খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরে-বোনা চমৎকার মাদুর দিয়া তাহাদের মেঝে ঢাকা থাকিত। দেয়ালগুলি চুনকাম করা ও ডুমুর-ডালে সাজানো। ব্লাদিমির ইলিচের ঘরখানি বড় না হইলেও নিখুঁত পরিষ্কার। বাড়ির মালিকেরা ও প্রতিবেশীরা আমাদের দেখিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়াইল ও নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল। শেষে ব্লাদিমির ইলিচ শিকার হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ঘরে আলো জ্বলিতেছে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। বাড়ির মালিক তাঁহাকে বলিল যে, অস্কার আলেকজান্দ্রোভিচ (পিটার্সবুর্গের একজন নির্ব্বাসিত মজুর) মাতাল অবস্থায় আসিয়া তাঁহার বইগুলি ছড়াইয়া ফেলিয়াছে। লেনিন তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। এই সময় আমি বাহিরে আসিলাম। সে-রাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের আলোচনা চলিল। ইলিচকে অনেক সুস্থ ও সবল মনে হইল।

শুশেনস্কোয়ের নির্ব্বাসিতদের মধ্যে মাত্র দুইজন মজুর ছিলেন। একজনের নাম প্রমিনস্কি। জাতিতে ছিলেন তিনি পোলিশ। লজের টুপীর কারখানায় তিনি কাজ করিতেন। তিনি ছিলেন সোশাল-ডেমোক্রাট। তাঁহার স্ত্রী ও ছয়টি ছেলেমেয়ে ছিল। আর এক জনের নাম এনবার্গ। তিনি কাজ করিতেন পিটার্সবুর্গের পুটিলভ কারখানায়, জাতিতে ছিলেন ফিন্। তাঁহারা দুই জনেই ছিলেন খুব ভালো কমরেড। প্রমিনস্কি ছিলেন খুব শান্ত সহজ ভাবের, অথচ খুব শক্ত ধাঁচের মানুষ। পড়াশুনা বা জানাশুনা তাঁহার খুব বেশী ছিল না, কিন্তু শ্রেণীগত বোধশক্তি তাঁহার ছিল অত্যন্ত প্রখর। তাঁহার স্ত্রী তখনও

ধর্ম্মপ্রবণা ছিলেন। ইহা লইয়া তিনি ব্যঙ্গ কৌতুক করিতেন। শিকারের শখ ছিল তাঁহার অসম্ভব। রবিবারে রবিবারে তিনি ছুটির পোশাক পরিতেন। উৎফুল্ল হাসিতে তাঁহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। 'লুডু রবকৃজি', 'পিয়ারস্‌জি মাজ' ও অন্যান্য পোলিশ বিপ্লবী সঙ্গীত তিনি খুব চমৎকার গাহিতে পারিতেন। ছেলেমেয়েরা তাঁহার সহিত গাহিত, ব্লাদিমির ইলিচও কোরাসে যোগ দিতেন। সাইবেরিয়ায় খুব উৎসাহের সহিত অনেক গান তিনি গাহিয়াছেন। লেনিনের নিকট হইতে কয়েকটি রুশ বিপ্লবী-গানও তিনি শিখিয়াছিলেন। সেগুলিও তিনি গাহিতেন। প্রমিনস্কির ইচ্ছা ছিল পোল্যাণ্ডে ফিরিয়া গিয়া তিনি আবার কাজে লাগিবেন। ছেলেমেয়েদের ফার কোট তৈয়ার করিবার জন্য অসংখ্য খরগোস তিনি শিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনদিন তিনি পোল্যাণ্ডে ফিরিয়া যাইতে পারেন নাই। ক্রাস্‌নোইয়ার্কসের কাছাকাছি গিয়া রেলে একটা কাজ পাওয়ায় সেখানেই তিনি থাকিয়া গিয়াছিলেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা এখন বড় হইয়াছে। প্রমিনস্কি নিজে কমিউনিস্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রীও পরে হইয়াছিলেন। তাঁহার ছেলেমেয়েরাও কমিউনিস্ট। তাঁহার একটি ছেলে যুদ্ধে মারা যায়। আর একটি গৃহযুদ্ধের সময় অন্নের জন্য মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। সে এখন 'চিটা'য় আছে। ১৯২৩ সালে প্রমিনস্কি পোল্যাণ্ডে রওনা হন, কিন্তু পথে টাইফাস রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আর একজন ছিলেন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। তাঁহার বয়স ছিল অল্প। ধর্ম্মঘটে যোগ দিবার ও ধর্ম্মঘটের মধ্যে গুণ্ডামী করিবার অভিযোগে তাঁহার নির্ব্বাসন হয়। তিনি যাহা কিছু পাইতেন সবই পড়িতেন, কিন্তু সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁহার ধারণা ছিল খুবই অস্পষ্ট। একদিন তিনি আসিয়া বলিলেন: "একজন নূতন কেরানী এসেছেন। তাঁর ও

আমার মত মিলে গেল।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: "তার মানে?" তিনি উত্তর দিলেন: "তিনি ও আমি দুইজনেই বিপ্লবের বিরুদ্ধে।" ব্লাদিমির ইলিচ ও আমি দুজনেই হাসিয়া উঠিলাম। পরদিন তাঁহার সহিত আমি 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার' পড়িতে বসিলাম। (ইহা জার্মান হইতে আমাকে অনুবাদ করিতে হইয়াছিল।) ইহা শেষ করিয়া আমরা 'ক্যাপিটাল' শুরু করিলাম। একদিন পড়িবার সময় প্রমিনস্কি আসিয়া বসিয়া বসিয়া পাইপ টানিতে লাগিলেন। আমরা যাহা পড়িয়াছি সে-সম্পর্কে আমি কিছু প্রশ্ন করিলাম। অস্কার জবাব দিতে পারিলেন না। কিন্তু প্রমিনস্কি স্বাভাবিক শান্ত ভাবে হাসিয়া প্রশ্নটির জবাব দিলেন। ইহার পর এক সপ্তাহ অস্কার আর কিছু পড়িতেনই না। কিন্তু লোক তিনি খুব ভালো ছিলেন। শুশেনস্কোয়েতে আব কোনো নির্ব্বাসিত ছিল না। ব্লাদিমির ইলিচ আমাকে বলিলেন যে স্থানীয় শিক্ষকের সহিত পরিচিত হইবার তিনি খুব চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কোনো ফল হয় নাই। শিক্ষকটির উঠা-বসা স্থানীয় অভিজাত অর্থাৎ ধর্ম্মযাজক ও কয়েকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে। তাহাদের সঙ্গেই তাস খেলিয়া ও মদ খাইয়া সে দিন কাটাইয়া দেয়। সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে একেবারেই তাহার কোনো ঔৎসুক্য নাই। প্রমিনস্কির বড় ছেলে লিওপোল্ডের সহিত খিটিমিটি তাহার অহরহই লাগিয়াছিল। লিওপোল্ড তখনই সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া উঠিয়াছে।

ঝুরাভলিয়েভ বলিয়া ব্লাদিমির ইলিচের একজন চাষী বন্ধু ছিল। তাহাকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। তাহার বয়স ছিল বছর ত্রিশ। সে ক্ষয়রোগে ভুগিত। সে আগে গ্রাম্য কেরানীর কাজ করিত। ব্লাদিমির ইলিচ বলিলেন যে, সে স্বভাবতই বিপ্লবী; প্রয়োজন হইলে সে প্রতিবাদ করিত। ঝুরাভলিয়েভ সাহসের সহিত

ধনীদের বিরোধিতা করিত এবং অবিচার একেবারেই দেখিতে পারিত না। সে কোথায় যেন চলিয়া যায় এবং অল্পদিন পরে ক্ষয়রোগেই তাহার মৃত্যু হয়।

আর একজন গরীব চাষীর সঙ্গেও ইলিচের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাহাব সহিত তিনি প্রায়ই শিকারে যাইতেন। সে ছিল একেবারে নিরেট-বুদ্ধির বুড়ো চাষী। লোকে তাহাকে সোসিপ্যাটিচ বলিয়া ডাকিত। কিন্তু ব্লাদিমিব ইলিচের সহিত তাহাব ভারী ভাব ছিল। সে তাঁহাকে অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস উপহার দিত।

সোসিপ্যাটিচ ও ঝুরাভলিয়েভের সাহায্যেই ব্লাদিমির ইলিচ সাইবেবিয়ার পল্লীঅঞ্চলকে বুঝিয়া ফেলিলেন। একবার এক ধনী চাষীর বাড়িতে থাকিবার সময় তাহার সহিত কি আলোচনা হইয়াছিল তাহা আমাকে বলেন। একজন গোলা-বাড়ির মজুব তাহার একখানা চামড়া চুরি করে। ধনী চাষী তাহাকে হাতে হাতে ধরিয়া ফেলে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। ক্ষুদে মালিকেরা যে কতখানি নিষ্ঠুর হইতে পারে এবং গোলা-বাড়ির মজুরদের উপর যে কি সাংঘাতিক শোষণ চলে, এই প্রসঙ্গে সে কথাও তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, গোলা-বাড়ির মজুরেরা জেলখানার কয়েদীর মত খাটে, ছুটিব মধ্যে সামান্য একটু বিশ্রাম করিতে পারে মাত্র।

ইলিচ পল্লীঅঞ্চলকে আর এক ভাবে বুঝিবাব চেষ্টা করিতেন। প্রতি ববিবারে তিনি লোককে আইনের পরামর্শ দিতেন। একবার তাঁহার পবামর্শে ও তদারকে সোনার খনিব একজন মজুর মালিকের বিরুদ্ধে মামলায় জেতে। মালিক তাহাকে খনি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। এই ব্যাপারের পব হইতে আইনজ্ঞ হিসাবে তাঁহাব নাম চাবিদিকে

ছড়াইয়া পড়ে। চাষী মেয়ে-পুরুষেরা দলে দলে আসিয়া তাঁহার নিকট দুঃখ-কষ্টের কথা বলিতে লাগিল। ভ্লাদিমির ইলিচ সব কথাই মনোযোগ দিয়া শুনিতেন, সব কথাই ভালো ভাবে বুঝিতেন, তারপর উপদেশ দিতেন। একবার এক চাষী একটি উপদেশের জন্য তাঁহাকে বিশ 'ভার্স্ট' দিতে চাহিয়াছিল। তাহার শ্যালক নাকি তাহার বিবাহে তাহাকে নিমন্ত্রণ করে নাই, অথচ সেখানে খুব মদ্যপান হইয়াছে। অতএব, শ্যালকের বিরুদ্ধে কি ভাবে মামলা জেতা যায়? সে জিজ্ঞাসা করিল: "আমি যদি এখন তাহার ওখানে যাই, তবে সে কি আমাকে মদ খাইতে অনুরোধ করিবে?" ভ্লাদিমির ইলিচ জবাব দিলেন, "নিশ্চয়ই করিবে।" তারপর প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া বুঝাইবার পর চাষীটি শ্যালকের সহিত মিটমাট করিতে রাজী হইল। সময় সময় তাহারা যে-সকল কাহিনী বলিত তাহার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝা যাইত না। তাই ভ্লাদিমির ইলিচ সব সময় দলিলের কপি আনিতে বলিতেন। একবার একজন ধনী চাষীর বলদ একজন গরীব স্ত্রী-লোকের গরুকে মারিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছিল। আদালত হইতে বলদের মালিককে স্ত্রীলোকটিকে দশ রুবল্ দিতে নির্দেশ দেওয়া হইল। ইহাতে খুশি না হইয়া স্ত্রীলোকটি আবার মামলা করিবার জন্য মামলার একটি কপি চাহিল। 'এ্যাসেসর' বিদ্রূপ করিয়া বলিল: "কিসের কপি চাও, সাদা গরুর কপি?" সে রাগিয়া গিয়া তাহার নালিশ জানাইল ভ্লাদিমির ইলিচের নিকট। প্রায়ই দেখা যাইত যে, অত্যাচারিত যদি ভ্লাদিমির ইলিচের নিকট নালিশের ভয় দেখাইত তবে অত্যাচারী থামিয়া যাইত। সাইবেরিয়ার পল্লী-অঞ্চলের অবস্থা ভ্লাদিমির ইলিচ খুব ভালো ভাবে বুঝিলেন, যেমন পূর্ব্বে বুঝিয়াছিলেন ভলগার পল্লী-অঞ্চলকে। ইলিচ একবার আমাকে

বলিয়াছিলেন: "আমার মা চেয়েছিলেন আমি চাষবাস করি; আমিও শুরু করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় দেখলাম সে অসম্ভব; তা হ'লে চাষীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হতো অদ্ভুত রকমের।"

অবশ্য এভাবে আইনকানুনের ব্যাপারে জড়িত হওয়া ছিল নির্ব্বাসিতের অধিকারের বাহিবে। কিন্তু মিনুসিন্স্ক অঞ্চলে তখনকার দিনে কোনো কড়াকড়ি ছিল না।

'এ্যাসেসর' ছিল একজন ধনী চাষী। 'নির্ব্বাসিতরা' পলাইয়া না যায় সেজন্য সে তত ভাবিত না যত ভাবিত সে তাহাদের কাছে কতখানি মাংস বিক্রয় করিতে পারিবে। শুশেনস্কোয়েতে জিনিসপত্র ছিল অত্যন্ত সস্তা। ভ্লাদিমির ইলিচের 'মাহিয়ানা' অর্থাৎ মাসিক বরাদ্দ ছিল আট রুব্‌ল্। ইহার মধ্যেই তাঁহার পরিষ্কার একটি ঘর, খাওয়া, কাপড়-চোপড় কাচা ইত্যাদি হইয়া যাইত; এবং এই সমস্ত জিনিসকেই তাহারা বলিত মহার্ঘ্য। অবশ্য খাওয়া খুবই সাধারণ ছিল। কোনো সপ্তাহে হয়ত একটা ভেড়া মারিয়া যতদিন না উহা শেষ হইত ততদিন ধরিয়া প্রতিদিন উহা হইতে ভ্লাদিমির ইলিচকে খাইতে দিত। যখন ফুরাইয়া যাইত তখন আর এক সপ্তাহের মাংস কিনিয়া আনিত। গোলা-বাড়ির দাসী গরুর খাবার রাখিবার গামলার মধ্যে উহা কুচাইয়া কাটিত। মাংসের কুচিগুলি দিয়া ভ্লাদিমির ইলিচের সারা সপ্তাহের কাট্‌লেট তৈয়ারী হইত। কিন্তু ভ্লাদিমির ইলিচ ও তাঁহার কুকুর 'ঝেঙ্কা'র জন্য দুধের অভাব হইত না। 'ঝেঙ্কা'কে ইলিচ জিনিসপত্র লইয়া-আসা লইয়া-যাওয়া ইত্যাদি নানা প্রকারের কুকুর-সুলভ কায়দাকানুন শিখাইয়াছিলেন।

জিরইয়ানভ পরিবারে প্রায়ই মদের আড্ডা বসিত এবং পারিবারিক জীবনযাপনেও সেখানে নানাপ্রকার অসুবিধা হইত বলিয়া আমরা

সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। একটা বাড়ির অর্দ্ধেক, একটা উঠান ও রান্নাঘরের সংলগ্ন একটু বাগান আমরা চার রুবলে ভাড়া নিলাম। সেখানে আমরা একটা পরিবারের মতো বাস করিতে লাগিলাম। গ্রীষ্মকালে গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম করিবার জন্য একেবারেই কোনো লোক পাওয়া যাইত না। আমি ও আর একজন মিলিয়া রুশ-উনুনের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিতাম। প্রথম প্রথম রান্না আমি সব ছড়াইয়া ফেলিতাম। পরে অভ্যস্ত হইয়া গেলাম। আমাদের রান্নাঘরেব বাগানে নানা জিনিস হইত—শশা, বীট, গাজর ইত্যাদি। বাগান লইয়া আমাদের খুব গর্ব্ব ছিল। জঙ্গল হইতে লতানো গাছ আনিয়া উঠানে পুতিয়া উঠানটিকেও বাগানে পরিণত করিলাম।

অক্টোবর মাসে গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মের জন্য একটি মেয়ে পাওয়া গেল। মেয়েটির নাম পাশা। রোগা কঙ্কালসার কনুই-উঁচু বছর তের বয়সের মেয়ে। খুব তাড়াতাড়ি সে গৃহস্থালীর সমস্ত কাজ শিখিয়া ফেলিল। আমি তাহাকে লিখিতে পড়িতে শিখাইলাম। সে সমস্ত দেয়ালে আমার মায়েব উপদেশবাণী লিখিতে শুরু করিল, "কখনও চা ঢালিয়া ফেলিও না।" সে আবাব ডায়েরী রাখিত। তাহাতে এই ধরনের সব লেখা থাকিত: "অস্কার আলেকজান্দ্রোভিচ ও প্রমিন্স্কি এসেছিলেন। তাঁবা একটা গান গাইলেন। আমিও গাইলাম।"

তারপর আসিল কয়েকটি শিশু। রাস্তার ওপারে অন্য স্থান হইতে একটি লোক আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। সে ফেল্ট-বুট তৈয়ার করিত। তার চৌদ্দটি ছেলেমেয়ের মধ্যে একটি মাত্র বাঁচিয়াছিল। সে মিঙ্কা। মিঙ্কার বয়স তখন ছয় বছর; চকচকে ফ্যাকাশে মুখ। তার বাপ ছিল পাকা মাতাল। মিঙ্কার চোখ দুইটি ছিল খুব

স্বচ্ছ, কথা বলিত সে খুব গম্ভীর ভাবে। সে প্রত্যেক দিন আসিতে শুরু করিল। সবেমাত্র বিছানা হইতে উঠিয়াছি, এমন সময় দরজায় করাঘাত। তারপর মস্ত বড় ফার কোট ও স্কার্ফ জড়ানো গরম জ্যাকেট পরা ছোট্ট শিশুমূর্ত্তি হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিয়া উঠিত: "আমি এসে পড়েছি।" সে জানিত, আমার মা তাহাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন এবং ভ্লাদিমির ইলিচ তাহার সহিত ঠাট্টা অথবা খেলা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। মিঙ্কার মা হয়ত চেঁচাইতে চেঁচাইতে আসিয়া বলিত: "মিনিচকা, একটা রুবল্ দেখেছিস্?"

"হ্যাঁ, টেবিলের উপর প'ড়ে আছে দেখে বাক্সে তুলে রেখেছি।"

আমরা যখন চলিয়া আসিলাম, মিঙ্কা দুঃখে পীড়িত হইয়া পড়িল। সে এখন আর বাঁচিয়া নাই। ইয়েনিসি নদীর তীরে এক টুকরা জমির জন্য তার বাবা আবেদন জানাইয়া চিঠি লিখিয়াছেন: "বৃদ্ধ বয়সে অনাহারে থাকিব কেমন করিয়া?"

আমাদের গৃহস্থালী আরও বাড়িল। একটি বিড়ালের বাচ্চা উহাতে যোগ দিল।

স্ট্রুব আমাদের জন্য 'ওয়েব্‌স্' সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রতিদিন সকালে উঠিয়া ভ্লাদিমির ইলিচ ও আমি উহা অনুবাদ করিতে বসিয়া যাইতাম। দুপুরের আহারের পর আমরা একসঙ্গে "The Development of Capitalism in Russia" লিখিতাম। আরও অনেক কথা থাকিত। সম্ভবত পোট্রেসভই বার্নস্টিনকে আক্রমণ করিয়া লেখা কাউটস্কির বইখানি মাত্র দুই সপ্তাহের জন্য আমাদের পাঠাইয়াছিলেন। অন্য সমস্ত কাজ ফেলিয়া আমরা প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া ঠিক দুই সপ্তাহে বইখানি অনুবাদ করিয়া ফেলিলাম। কাজ শেষ হইলে আমরা বেড়াইতে যাইতাম। ভ্লাদিমির ইলিচের শিকারের দারুণ শখ ছিল।

তিনি কিছু চামড়ার ব্রিচেস জোগাড় করিয়াছিলেন। তাই পরিয়া তিনি যে-কোনো জলার মধ্যে নামিয়া যাইতেন। তাঁহার কৈফিয়ৎ ছিল "ওখানে শিকার আছে।" আমি যখন আসি তখন বসন্তকাল। আমি প্রথমে অবাক হইয়া গেলাম। আনন্দের হাসিতে মুখ ভরিয়া প্রমিন্স্কি আসিয়া উপস্থিত হইতেন, বলিতেন : "আমি দেখেছি হাঁসগুলো ঐদিকে উড়ে গেছে।" তারপর আসিতেন অস্কার, মুখে সেই হাঁসের কথা। এই হাঁস লইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা চলিত। কিন্তু পর বৎসর বসন্তকালে আমিও হাঁসের কথা বলিতে শিখিলাম, কে তাহাদের কোথায় কখন দেখিয়াছে বলিতে শুরু করিলাম। শীতের বরফ-কুজ্ঝটিকা কাটিয়া গেলে উন্মাদ উল্লাসে বসন্ত আসিয়া পড়িত। বিপুল তাহার শক্তি। সূর্য্যাস্তের শান্ত আলোকে বসন্তকালের জলভরতি মাঠের ডোবাগুলিতে বুনো রাজহাঁস সাঁতার কাটিত। বনের কিনারে আমরা দাঁড়াইয়া থাকিতাম। কানে আসিত বন-মোরগের ডাক ও অরণ্য-তরঙ্গিনীর কলধ্বনি। ব্লাদিমির ইলিচ বনের মধ্যে চলিয়া যাইতেন। আমি 'ঝেঙ্কা'কে ধরিয়া থাকিতাম। কুকুরটি উত্তেজনায় কাঁপিতে থাকিত; বুঝিতে পারিতাম প্রকৃতির এই প্রবল জাগরণের কি সাংঘাতিক প্রভাব। ব্লাদিমির ইলিচ ছিলেন খুব উৎসাহী শিকারী, শিকারের কথায় সহজেই তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। শরৎকালে আমরা দূর বনের মধ্যে পরিষ্কার করা জায়গায় যাইতাম। ব্লাদিমির ইলিচ বলিতেন : "আজ আমি থলি আনিনি, তাই খরগোস দেখলে আজ আর গুলি ক'রব না, কেন না ব'য়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত হবে।" অথচ কোনো খরগোস বাহির হইবা মাত্রই ব্লাদিমির ইলিচ গুলী করিতেন।

শরৎকালের শেষাশেষি যখন ইয়েনিসি নদী বহিয়া বরফ ভাসিয়া যাইতে শুরু করিত, তখন আমরা দ্বীপের উপর খরগোস শিকার করিতে

যাইতাম। খরগোসগুলি তাহার আগেই সাদা হইতে শুরু করিয়া দিয়াছে। দ্বীপ হইতে তাহারা পালাইতে পারিত না, ছাগলের মতো লাফাইয়া বেড়াইত। আমাদের শিকারীরা কোনো কোনো দিন নৌকা ভর্ত্তি করিয়া খরগোস আনিতেন।

অনেক বছর পরে, আমরা যখন মস্কোতে ছিলাম ব্লাদিমির ইলিচ তখনও মাঝে মাঝে শিকারে যাইতেন বটে, কিন্তু আগের সে-উৎসাহ তাঁহার আর ছিল না। একবার আমরা শেয়াল শিকারের ব্যবস্থা করিলাম। সমস্ত ব্যাপাবে ব্লাদিমিব ইলিচের অত্যন্ত উৎসাহ দেখা গেল। তিনি বলিলেন, "পরিকল্পনাটি খুব চমৎকার হয়েছে।" শিকারীদের আমরা এমন ভাবে রাখিলাম যাহাতে শেয়ালটি সোজা ব্লাদিমির ইলিচের দিকে দৌড়িয়া আসে। তিনি বন্দুক তুলিয়া ধবিলেন। শেয়ালটি দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে এক মুহূর্ত্ত তাকাইয়া রহিল, তাহার পর ফিবিযা দৌড়াইয়া বনের মধ্যে চলিয়া গেল। আমরা বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম: "আপনি গুলী করলেন না যে?" ব্লাদিমিব ইলিচ জবাব দিলেন: "এত চমৎকার দেখতে!"

শরৎকালের মাঝামাঝি বরফ পড়তে শুরু করে নাই, অথচ নদীগুলি গলিতে শুরু করিয়াছে। আমরা উজান বাহিয়া বহু দূব চলিয়া যাইতাম। বরফের তলায় প্রতিটি নুড়ি, প্রতিটি ছোট মাছ দেখা যাইত, নদীর তলদেশকে দেখাইত যাদুরাজ্যের মতো। শীতকালে তাপযন্ত্রে যখন পারা জমিয়া যাইত, নদীগুলি জমিয়া যাইত একেবারে তলদেশ পর্য্যন্ত, বরফের উপর দিয়া জল বহিয়া যাওয়া মাত্রই বরফের পাতলাপাতে পরিণত হইয়া যাইত, তখন বরফের উপরের পাতকে পায়ে দাবিয়া দুই তিন 'ভার্স্ট' স্কেট খেলা চলিত। ব্লাদিমির ইলিচ এ সমস্ত অত্যন্ত ভালোবাসিতেন।

সন্ধ্যাবেলায় প্রায়ই তিনি দর্শনের বই পড়িতেন, পড়িতেন হেগেল,

কাণ্ট ও ফরাসী প্রকৃতিবাদীদের (Naturalists) বই। যখন খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, খুলিয়া বসিতেন পুশ্‌কিন, লেরমণ্টভ কিংবা নেক্রাসভ।

যখন ব্লাদিমির ইলিচ প্রথম পিটার্সবুর্গে আসেন আমি তখন পরের মুখ হইতে ছাড়া প্রত্যক্ষ তাঁহার সম্পর্কে কিছু জানিতাম না। তখন স্টেফান আইভানোভিচ আমাকে বলিয়াছিলেন, ব্লাদিমির ইলিচ গম্ভীর, বই ছাড়া আর কিছুই পড়েন না, জীবনে তিনি একখানিও উপন্যাস পড়েন নাই। ইহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। পরে যখন তাঁহাকে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিবার সুযোগ হইল তখন এ সমস্ত ব্যাপার লইয়া কোনো কথা হয় নাই। সাইবেরিয়াতেই প্রথমে আমি জানিলাম একথা কতখানি মিথ্যা। টুর্গেনিভ, এল-টলস্টয়, চার্নিশেভস্কির "হোয়াট ইজ টু বি ডান" ব্লাদিমির ইলিচ শুধু পড়িতেন না, বার বার পড়িতেন। মোটামুটি ভাবে প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার খুব ভালো জ্ঞান ছিল। উহার প্রতি আসক্তিও ছিল খুব বেশী। তাঁহার একটি এলবাম ছিল। উহাতে আত্মীয়-স্বজন ও পুরানো রাজনৈতিক নির্ব্বাসিতদের ছবি ছাড়াও জোলা, হার্টজেনের ছবি ও চার্নিশেভস্কির একাধিক ছবি ছিল।

সপ্তাহে দুই বার করিয়া ডাক আসিত। চিঠিপত্র আসিত প্রচুর। আনা ইলিনিচনার (লেনিনের ভগ্নী—অনুবাদক) চিঠিতে সব বিষয় লেখা থাকিত। পিটার্সবুর্গ হইতে কমরেডরা চিঠি দিতেন। নিনা আলেকজান্দ্রোভনা স্ট্রুব আমার নিকট অন্যান্য বিষয়ের সহিত তাহার ছেলের কথা লিখিত: "ইতিমধ্যেই সে মাথা উঁচু করিতে শিখিয়াছে। প্রতিদিন আমরা তাহাকে ডারুইন ও মার্ক্‌সের ছবির সামনে লইয়া বলি, ডারুইন কাকার ও মার্ক্‌স্ কাকার প্রতি মাথা নাড়ো; সে এমন ভাবে মাথা নাড়ে যে হাসি আসে।" বহু দূরের নির্ব্বাসন-

ক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিতদের চিঠিও আমরা পাইতাম। মার্টভ লিখিতেন তরুখানস্ক হইতে। অর্লভ লিখিতেন ভিয়াৎকা গুবের্নিয়া হইতে, আর লিখিতেন পোট্রেসভ। কিন্তু কাছাকাছি গ্রামগুলিতে যে-সকল কমরেডরা ছিলেন তাঁহাদের চিঠিই বেশী আসিত। মিনুসিনস্ক হইতে (শুশেনস্কোয়ের ৫০ ভার্স্ট দূরে) কিরঝিঝানোভস্কি ও স্টার্কভের চিঠি আসিত। ত্রিশ ভার্স্ট দূরে ইয়ারমাকোভস্কে থাকিতেন লেপেশিনস্কি, ভানিয়েভ, সিলভিন ও অস্কারের একজন কমরেড প্যানিন। ৭০ ভার্স্ট দূরে 'টেসে' থাকিতেন লেংনিক, শ্যাপোভাল ও বারামজিন। কুর্নাটোভস্কি থাকিতেন একটি চিনির কলে। সব বিষয় লইয়াই আমাদের চিঠিপত্র চলিত। রুশিয়ার খবর, ভবিষ্যতের কর্ম্মসূচী, বই, নতন ধারা, দর্শনশাস্ত্র লইয়াই আমাদের আলোচনা চলিত। দাবা খেলার বিষয়েও আমরা চিঠিতে লিখিতাম। দাবা সম্পর্কে চিঠিপত্র চলিত বিশেষত লেপেশিনস্কির সহিত। দাবার গুটি সাজাইয়া তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া সমস্যা সমাধান করিতেন। এক সময় দাবার নেশায় তাঁহাকে এতদূর পাইয়া বসিয়াছিল যে, একদিন তিনি ঘুমের মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন : "সে যদি তার ঘোড়া (Knight) ওখানে দেয় আমি আমার মন্ত্রী (Rook) এখানে দেব।"

ভ্লাদিমির ইলিচ ও আলেকজান্দার ইলিচ দু'জনেরই ছেলেবেলা হইতে দাবা খেলার দিকে খুব ঝোঁক ছিল। তাঁহাদের বাবাও খেলিতেন। ভ্লাদিমির ইলিচ একদিন আমাকে তাঁহাদের ছেলেবেলার দাবাখেলার গল্প বলিতে গিয়া বলিয়াছিলেন : "প্রথম প্রথম বাবাই জিততেন। তারপর দাদা আর আমি দাবা খেলার একখানা বই পেলাম। তার পর বাবা হারতে লাগলেন। আমাদের ঘর ছিল উপরের তলায়। একদিন দেখি বাতি হাতে বাবা সেই ঘর থেকে

নেমে আসছেন, বগলে দাবার সেই বইখানা। তিনি সেখানা নিয়ে পড়লেন।"

রুশিয়ায় ফিরিয়া ব্লাদিমির ইলিচ দাবা খেলা ছাড়িয়া দেন। তিনি বলিতেন: "দাবার নেশা বড্ড লোককে পেয়ে বসে, কাজ-কর্ম্মের বড্ড ক্ষতি করে। কিন্তু তিনি কোনো কাজ অসম্পূর্ণ রাখিতে পারিতেন না, যাহাতেই তিনি হাত দিতেন তাহার পিছনেই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেন। তাই বিশ্রামের সময় কিংবা নির্ব্বাসনের কালেও দাবা খেলিতে বসিতেন কিছুটা অনিচ্ছায়।

যে-কাজ তাঁহার আসল কাজে বাধা দিত সে কাজ পরিহার করিয়া চলিবার অভ্যাস প্রথম যৌবন হইতেই ব্লাদিমির ইলিচের ছিল। তিনি আমাকে বলিতেন: "আমি যখন স্কুলে পড়তাম, তখন স্কেটিং করতে যেতাম। কিন্তু সব সময়ই দেখতাম স্কেটিং-এর পরেই আমার ঘুম আসে, পড়ার ক্ষতি হয়: তাই স্কেটিং আমি ছেড়ে দিলাম।"

আর একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "এক সময় আমি খুব ল্যাটিন পড়্তাম।" বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ল্যাটিন?" উত্তর দিলেন: "হ্যাঁ, ল্যাটিন। কিন্তু কাজের বড্ড ক্ষতি হ'তো বলে ছেড়ে দিলাম।" সম্প্রতি 'লেফ'[*] পড়িতে পড়িতে ব্লাদিমির ইলিচের বক্তৃতার ভঙ্গী ও আঙ্গিক সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পড়িলাম। প্রবন্ধকার বলিয়াছেন, ব্লাদিমির ইলিচের বাক্য-বিন্যাসের ও বক্তৃতাপদ্ধতির সহিত রোমান বক্তাদের বাক্যবিন্যাসের ও বক্তৃতাপদ্ধতির সাদৃশ্য রহিয়াছে। এখন আমি বুঝিতেছি, ল্যাটিন লেখকদের লেখা পড়িয়া কেন তিনি এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

নির্ব্বাসিত কমরেডদের সহিত আমরা কেবল চিঠি-পত্রই লিখিতাম না, মাঝে মাঝে তাহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎও হইত।

একবার আমরা কুর্নাটৌভস্কিকে দেখিতে গেলাম। তিনি ছিলেন চমৎকার কমরেড। মার্ক্‌স্‌বাদে ছিল তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য। অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে তাঁহার জীবন কাটিয়াছে। পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত তাঁহার শৈশব কাটিয়াছে অত্যন্ত দুঃখে। তারপর নির্ব্বাসনের পর নির্ব্বাসন, বারংবার কারাবরণ। মাস খানেক এক স্থানে বসিয়া তিনি কাজ করিতে পারেন নাই, পুলিস তাঁহাকে ধরিয়া বহু বৎসরের জন্য নির্ব্বাসনে পাঠাইয়াছে। সত্যকারের জীবন কি তিনি জানিতেন না। একটা সামান্য ঘটনা হইতে তাঁহার প্রকৃতিটি বুঝা যায়। ঘটনাটি আমার মনে আছে। যে চিনির কলে তিনি কাজ করিতেন আমরা তাহার পাশ দিয়া যাইতেছিলাম। আমাদের পাশ দিয়া দুইটি ছোট মেয়ে যাইতেছিল। উহাদের একটি বড়, একটি ছোট। বড় মেয়েটির হাতে ছিল একটি খালি পাত্র, ছোট মেয়েটির হাতের পাত্রটি ছিল বীটমূলায় ভর্ত্তি। বড় মেয়েটিকে কুর্নাটৌভস্কি বলিলেন: "ছোটকে দিয়ে বইয়ে নিচ্ছ, তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।" বড় মেয়েটি অবাক হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল। টেসেও আমরা যাইতাম। একবার সম্ভবত কিরঝিঝানোভস্কির নিকট হইতে একখানি চিঠি পাইলাম...... "এটাসেটা নিয়ে প্রতিবাদ করবার জন্যে 'টেসে' আমরা যারা আছি তাদের উপর জেলাপুলিসের কর্ত্তা বড় উৎপাত শুরু করেছে। তারা আমাদের কোথাও যেতে দিচ্ছে না। 'টেসে' এমন অনেক পাহাড় আছে যেখানে ভূতাত্ত্বিক গবেষণা চলতে পারে। এই গবেষণা আপনারা করতে চান ব'লে আবেদন জানান।" মজা দেখিবার জন্য ভ্লাদিমির ইলিচ পুলিসের বড় কর্ত্তার নিকট আবেদন জানাইলেন যে, তাঁহাকে এবং তাঁহার স্ত্রীকে যেন 'টেস'-এ যাইবার অনুমতি দেওয়া হয়। শুধু অনুমতি চাহিয়াই

তিনি ক্ষান্ত রহিলেন না, গবেষণার জন্য অর্থ সাহায্যও চাহিলেন। পুলিসের বড় কর্ত্তা লোক মারফত অবিলম্বে অনুমতি-পত্র পাঠাইলেন। তিন রুবলে আমরা একটি ঘোড়া ও জিনিসপত্র রাখিবার একটি ঝুড়ি ধার করিলাম। যে-স্ত্রীলোকটির ঘোড়া সে বলিল, ঘোড়ার গায়ে বেশ জোর আছে, মাঝ পথে থামিয়া যাইবে না। দানাও নাকি সে কম খায়। কিন্তু অর্দ্ধেক পথ যাইতেই ঘোড়া আর নড়িতে চাহে না। যাই হোক, কোনো প্রকারে 'টেস'-এ পৌছিলাম। ভ্লাদিমির ইলিচ কাণ্ট সম্বন্ধে লেংনিকের সহিত আলোচনা করিলেন এবং বারামজিনের সহিত আলোচনা করিলেন কাজানের পাঠচক্র লইয়া। লেংনিকের গলা ছিল খুব ভালো। তিনি আমাদের গান গাহিয়া শুনাইলেন। যত দূর মনে পড়ে সে-অভিযানে সময়টা আমাদের ভালোই কাটিয়াছিল।

আমরা বার দু'-এক ইয়ার্মাকোভস্কোয়-এ গিয়াছিলাম। একবার গিয়াছিলাম 'ক্রেডো'[১০] সম্পর্কে একটি প্রস্তাব পাকা করিবার জন্য। ক্ষয়রোগে আক্রান্ত ভ্যানিয়েভের তখন শেষ অবস্থা। একটি বড় ঘরের মধ্যে কমরেডরা সকলে সমবেত হইয়াছিলেন। সেখানে তাহার বিছানা ধরিয়া আনা হইল। প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

আর একবার গিয়াছিলাম ভ্যানিয়েভের মৃত দেহের সংকার করিতে। 'ডিসেম্বিস্ট'দের (৬নং টীকা দ্রষ্টব্য) মধ্যে দুইজনকে বিপ্লবী আন্দোলন অকালেই হারাইল। জেলের মধ্যেই জাপোরোবেসের মস্তিষ্ক বিকৃত হয় এবং জেলের মধ্যেই ভ্যানিয়েভ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'ন। মজুর আন্দোলনের শিখা জ্বলিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই ইঁহারা জীবন-বিসর্জ্জন দেন।

আমরা মিনুসিন্স্কে গেলাম। এখানে এক বৎসরে নির্ব্বাসিত সোশাল ডেমোক্রাটরা সকলেই জমায়েত হইয়াছিলেন। 'নারোদ্‌নায়া ভোলিয়া' দলেরও কেহ কেহ এখানে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। এই সকল বৃদ্ধেরা সোশাল ডেমোক্রাট দলের তরুণদের অবিশ্বাসের চোখে দেখিতেন। তাহাদের তাঁহারা সত্যকারের বিপ্লবী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। এই সকল কারণেই মিনুসিন্স্কে নির্ব্বাসিতদের লইয়া একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে। ব্যাপারটি ঘটে আমার শুশেনস্কোয়েতে পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে। মিনুসিন্স্কে 'রাইচিন' নামক সোশাল ডেমোক্রাট দলের একজন নির্ব্বাসিত থাকিতেন। তাঁহার বাড়ি ছিল সীমান্ত অঞ্চলে। শ্রমিকমুক্তি আন্দোলনের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি পালাইয়া যাওয়া স্থির করেন। তাঁহারা রাইচিনকে টাকা দেন, কিন্তু পালাইবার দিন তখনও স্থির হয় নাই। টাকা হাতে পাইয়া রাইচিনের মন এত উত্তেজিত হইয়া পড়ে যে, তিনি কমরেডদের না জানাইয়া পালাইয়া যান। নারোদ্‌নায়া ভোলিয়া দলের প্রবীণেরা বলিতে লাগিলেন, রাইচিন কখন পালাইবে সোশাল ডেমোক্রাটরা তাহা জানিত এবং ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাদের জানায় নাই; এখন সতর্ক হইবার পূর্ব্বেই পুলিস তাঁহাদের খানতল্লাস করিতে পারে। এই বিশ্রী ব্যাপারটি ক্রমেই আরও বিশ্রী হইয়া উঠিতে লাগিল। আমি আসিয়া ব্লাদিমির ইলিচের নিকট হইতে ব্যাপারটি শুনিলাম। তিনি বলিলেন: "নির্ব্বাসিতদের এই সমস্ত বিশ্রী কাণ্ডের চেয়ে খারাপ আর কিছু হ'তে পারে না। প্রাচীনেরা ভারি রুক্ষ মেজাজের লোক। একবার ভেবে দেখ কত নির্য্যাতন তাঁরা সহ্য করেছেন, কত বছর তাঁদের কয়েদ খাটতে হ'য়েছে; কিন্তু এ-সকল ব্যাপারে জড়িত হ'য়ে পড়লে আমাদের চলবে না। আমাদের সামনে

কাজের অন্ত নেই, এ-সব নিয়ে সময় নষ্ট করলে আমাদের চলবে না।" ব্লাদিমির ইলিচই জিদ করিলেন, এই সকল প্রাচীনদের সহিত আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইবে। যে-সভায় এই বিচ্ছেদ হইয়া যায় সেই সভার কথা আমার মনে আছে। সম্পর্কচ্ছেদের সিদ্ধান্ত পূর্ব্ব হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল। সমস্যা ছিল সৌজন্য রক্ষা করিয়া কি ভাবে এই বিচ্ছেদ সম্ভব। সম্পর্কচ্ছেদন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই আমরা সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলাম। কোনো বিদ্বেষ পোষণ না করিয়াই খানিকটা বেদনার সঙ্গেই আমরা বিচ্ছিন্ন হইলাম। পরে আমরা আলাদা হইয়া চলিতাম।

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, নির্ব্বাসনের জীবন আমাদের খারাপ কাটে নাই। সে কয় বৎসর আমাদের গভীর অধ্যয়নে কাটিয়াছে। নির্ব্বাসনকাল যতই শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, ব্লাদিমির ইলিচ ততই ভবিষ্যতের কার্য্য সম্পর্কে বেশী ভাবিতে লাগিলেন। রুশিয়া হইতে খুব সামান্য খবরই পাওয়া যাইত। অর্থনীতিবাদের (ইকনমিজ্‌ম্) প্রভাব ও প্রসার ইতিমধ্যে যথেষ্টই হইয়াছিল। পার্টির অস্তিত্ব এক রকম ছিল না বলিলেই চলে। কোনো ছাপাখানা হাতে ছিল না। 'বুন্দ' দলের সহযোগিতায় পুস্তক প্রকাশের প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। অথচ কেবল জনসাধারণের উপযোগী পুস্তিকা রচনা লইয়া ব্যাপৃত থাকিয়া কাজের মূল সমস্যা সম্পর্কে নীরব থাকিবার দিনও তখন আর নাই। আমাদের কাজ তখন একেবারেই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে; বারংবার গ্রেপ্তারের ফলে কাজ অচল হইয়া পড়িয়াছে। জনসাধারণ তখন 'ক্রেডো', এমন কি 'দি ওয়ার্কার্স থট' সম্পর্কে আলোচনা করিতেছে। 'দি ওয়ার্কার্স থট'-এ একবার একটি মজুরের চিঠি বাহির হয়। এই চিঠি অর্থনীতিবাদীদের (ইকনমিস্ট) প্রচার-কার্য্য ছাড়া আর কিছুই

নহে। পত্রলেখক লিখিয়াছিলেন : "আমরা মজুরেরা তোমাদের মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌কে চাই না।"

টলস্টয় কোথায় যেন লিখিয়াছেন, যাত্রা শুরু করিয়া প্রথমটা লোকে পিছনের কথাই ভাবে, আব ভ্রমণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভাবে সম্মুখের কথা। নির্ব্বাসনের ব্যাপারটাও অনেকটা এই। নির্ব্বাসনের প্রথম দিকটা আমরা অতীতে কতটুকু কি করিয়াছি তাহার কথাই ভাবিয়াছি। নির্ব্বাসনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমবা ভাবিয়াছি ভবিষ্যতের কথা। ব্লাদিমির ইলিচ ভাবিতে লাগিলেন, বর্ত্তমানের দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধার করিয়া পার্টিকে আবার কি ভাবে সুনির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করা যায়, কেমন করিয়া সুষ্ঠু ভাবে কাজ পরিচালনা করা যায়। কি ভাবে পার্টির অভ্রান্ত সোশাল ডেমোক্রাটিক নেতৃত্ব স্থাপন করা যায়। এখন আমরা কি ভাবে কাজ শুরু করিব। নির্ব্বাসনের শেষ বৎসর ব্লাদিমির ইলিচ সংগঠনের একটি পরিকল্পনা ভাবিয়া বাহির কবেন। এই পরিকল্পনাটিই পরে তিনি 'ইস্‌ক্রা'তে 'হোয়াট ইজ টু বি ডান' নামক পুস্তিকায় এবং 'এক কমরেডের নিকট চিঠি' নামক লেখার মধ্যে বিস্তৃত ভাবে ব্যক্ত করেন। প্রথমেই প্রয়োজন হইল একটি নিখিল-রুশ সংবাদপত্র প্রকাশের। এই সংবাদ-পত্রটিকে বিদেশে স্থাপন কবিয়া রুশিয়ার অভ্যন্তরের সমস্ত ঘটনা ও কাজের সহিত ইহাকে সংযুক্ত করিতে হইবে এবং প্রেরণ-ব্যবস্থা যত দূব সম্ভব পাকা করিতে হইবে। রাত্রে ব্লাদিমির ইলিচের চোখে আর ঘুম রহিল না। তিনি সাংঘাতিক রোগা হইয়া গেলেন। এই সকল বিনিদ্র রাত্রিতেই তাঁহাব পরিকল্পনা নিখুঁত হইয়া উঠিল, কিরঝিঝানোভস্কি ও আমার সহিত আলোচনা চলিল রাত্রির পর বাত্রি; মার্টভ ও পোট্রেসভের সহিত চলিল পত্র-বিনিময়, বিদেশযাত্রা সম্পর্কে চলিল তাঁহাদের সহিত পরামর্শ। যতই দিন যাইতে লাগিল ব্লাদিমির ইলিচ

ততই অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন ; কাজের আগ্রহ তাঁহার ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই সময় হঠাৎ আমাদেব সকলকে বিস্মিত করিয়া পুলিসের খানাতল্লাস হইয়া গেল। কে ব্লাদিমির ইলিচেব কাছে একখানা চিঠি পাঠাইয়াছে, তাগব এক রসিদ পুলিস কাহাব কাছে পাইয়াছে। ঐ চিঠিতে ফেদোসিভ-এর (রুশিয়ার বিপ্লবী মার্ক্‌স্‌বাদের অন্যতম প্রধান অগ্রণী—অনুবাদক) স্মৃতিস্তম্ভের কথা ছিল। ইহাকে ছুতা করিয়াই খানাতল্লাস হইল। চিঠিখানা তাহারা পাইল, কিন্তু চিঠিতে কিছুই ছিল না। আমাদের সকল চিঠিপত্রই তাহারা দেখিল, কিন্তু কিছুই পাইল না। পিটার্সবুর্গের পুবাতন রীতি অনুসারে আমরা বে-আইনী সমস্ত চিঠি ও পুঁথিপত্র আলাদা কবিয়া বাখিতাম। এ সমস্তই অবশ্য আমাদের কাবার্ডের নীচের তাকে ছিল। উপরের তাকগুলি দেখিবাব জন্য ব্লাদিমিব ইলিচ তাহাদেব একটি দাঁড়াইবাব বেঞ্চ দিলেন। উপরের তাকগুলি নানা ধবনের বই ও স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌-এ ভর্ত্তি ছিল। এই সকল দেখিতে দেখিতে তাহারা এত ক্লান্ত হইয়া পড়িল যে তলার তাক আর দেখিলই না। আমাদের স্কুলে পড়াইবার কতগুলি বই-পত্র আছে শুনিয়াই ছাড়িয়া দিল। এই তল্লাসীতে কোনো গোলমাল হইল না বটে, কিন্তু আমাদের ভয় হইল এই উপলক্ষ্যে আমাদের নির্ব্বাসনের মেয়াদ তাহারা আবও কয়েক বৎসর বাড়াইয়া দিবে। নির্ব্বাসন হইতে পালানো পবে যেমন বাড়িয়া গিয়াছিল, আমাদেব সময় তত ছিল না। তাব উপর পালাইতে গেলে গোলমালে পড়িতে হইত। কাবণ, দেশত্যাগের পূর্ব্বে রুশিয়াব অভ্যন্তরে ব্যাপক সংগঠনের কাজ বাকী ছিল। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত ভয়েব কিছুই ঘটিল না এবং আমাদের মেয়াদও বাড়িল না।

১৯০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্লাদিমির ইলিচের নির্ব্বাসন শেস

হইলে আমরা রুশিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পাশা তখন অপূর্ব্ব সুন্দরী তরুণী। আমাদের যাত্রার আগের দিন সারারাত্রি সে কাঁদিয়া কাটাইল। মিস্কার দুরন্তপনা বাড়িয়া গেল। কাগজ, পেন্সিল ইত্যাদি আমরা যাহা রাখিয়া গেলাম সে সমস্ত বাড়ি লইয়া গেল। অস্কার আলেকজান্দ্রোভিচ আসিয়া একটি চেয়ারের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল, তিনি খুব বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি আমার জন্য একটি উপহার আনিয়াছিলেন—হাতে তৈয়ারী বইয়ের আকারের একটি 'ব্রোচ', উপরে খোদাই করিয়া 'কার্ল মার্ক্স্' লেখা। আমরা একসঙ্গে 'ক্যাপিটাল' পড়িয়াছিলাম, ইহা তাহারই স্মৃতি। বাড়ির মালিকের স্ত্রী ও প্রতিবেশীরা আসিলেন আমাদের ঘরে কি হইতেছে দেখিতে। এত গোলমাল কিসের বুঝিতে না পারিয়া আমাদের কুকুরটি সব ঠিক আছে কি না নাক দিয়া দরজা খুলিয়া খুলিয়া সব দেখিতে লাগিল। মা ধূলায় কাশিতে কাশিতে জিনিসপত্র গুছাইতে লাগিলেন, ব্লাদিমির ইলিচ কোনরূপ বাহুল্য বা অনুষ্ঠান না করিয়া একমনে তাঁহার বইগুলি বাঁধিতে লাগিলেন। আমরা মিনুসিনস্কে পৌঁছিলাম। সেখান হইতে আমাদের স্টার্কভ ও ওলগা আলেকজান্দ্রোভনা সিলভিনাকে লইয়া যাইবার কথা। আমাদের সহ-নির্ব্বাসিত সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যখন কোনো নির্ব্বাসিত রুশিয়ায় ফিরিয়া যাইত তখন অন্য সকলে ভাবিত তাহারা নিজেরা কোথায় ফিরিয়া যাইবে, কি করিবে। সেদিনও আমাদের বিদায়ক্ষণে সকলেরই এই মনের ভাব। যাহারা শীঘ্রই রুশিয়ায় ফিরিবেন তাঁহাদের সকলের সহিত সহযোগিতার বিষয় ব্লাদিমির ইলিচ ইতি-পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছিলেন। যাঁহারা রহিয়া গেলেন ভবিষ্যতেও তাঁহাদের সহিত পত্র বিনিময়ের ব্যবস্থা তিনি করিলেন। সকলেই

রুশিয়ার কথা ভাবিতেছিল, অথচ সকলেই খুঁটিনাটি বিষয় লইয়াই কথাবার্ত্তা বলিতেছিল।

'ঝেন্‌কা'কে বারামজিনকে দিয়া যাওয়া হইল। বারামজিন 'ঝেনকা'কে স্যাণ্ডউইচ দিতেছিলেন। কিন্তু সে তাহা স্পর্শও করিতেছিল না। সে মায়ের পায়ের কাছে বসিয়া সারাক্ষণ তাঁহার দিকেই তাকাইয়া রহিল এবং তাঁহার প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

অবশেষে ফেল্টের বুট, হরিণের চামড়ার কোট প্রভৃতিতে সজ্জিত হইয়া আমরা যাত্রা শুরু করিলাম। ইয়েনিসি নদীর তীর বাহিয়া সারা দিন সারা রাত ঘোড়ায় চড়িয়া আমরা ৩০০ ভার্স্ট পথ আসিলাম। জ্যোৎস্না রাত ছিল, চাঁদের আলোয় পথ ছিল খুব পরিষ্কার। যেখানেই থামিতে হইতেছিল. সেখানেই ব্লাদিমির ইলিচ যত্নের সহিত কাপড় চোপড়ে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ ভালো করিয়া ঢাকিয়া দিতেছিলেন এবং দেখিতেছিলেন, পিছনে আমরা কিছু ফেলিয়া আসিলাম কি না। সমস্তটা পথ আমরা খুব তাড়াতাড়ি আসিয়াছিলাম। ব্লাদিমির ইলিচের গায়ে হরিণের চামড়ার কোট ছিল না। তিনি আমাদের এই বলিয়া বুঝাইতেছিলেন যে, তাঁহার ভিতরটা খুবই গরম আছে। মায়ের নিকট হইতে একটা গরম কাপড় চাহিয়া লইয়া তাহার মধ্যে হাত ঢুকাইয়া তিনি পথ চলিতেছিলেন, মন তাঁহার চলিয়া গিয়াছিল রুশিয়ায়, যেখানে ইচ্ছামতো কাজ করা চলিবে।

যেদিন আমরা উফাতে পৌছিলাম সেই দিনই আমাদের সহিত স্থানীয় কর্ম্মী এ-ডি-সিউরুপা, স্‌ভিডারস্কি ও ক্রোথ্‌মালের সহিত দেখা হইল। ক্রোথ্‌মাল হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিলেন: "ছয় ছয়টা হোটেল ঘুরে তবে আপনাদের দেখা পেলাম।"

ব্লাদিমির ইলিচ উফাতে দুই দিন থাকিলেন। সেখানে সকলের

সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া মাকে ও আমাকে কমরেডদের জিম্মায় রাখিয়া তিনি আরও আগাইয়া চলিলেন—পিটার্সবুর্গের কাছাকাছি। এই দুই দিনের কেবল মাত্র একটি স্মৃতি আমার মনে আছে। চেটভার্গোভা নামক 'নারোদ্‌নায়া ভোলিয়া' দলের একজনের সহিত ব্লাদিমির ইলিচ দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কাজানে থাকিতে এই মহিলার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। প্রথম দিন আসিয়াই ব্লাদিমির এই মহিলার সহিত দেখা করেন। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তার সময় ইলিচের কণ্ঠস্বর ও মুখের ভাব অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ মনে হইতেছিল। 'হোয়াট ইজ টু বি ডান' নামক পুস্তিকার শেষ দিক পড়িতে গিয়া এই ঘটনার কথা আমার মনে পড়িয়াছিল।

মজুর আন্দোলনে তরুণ সোশাল ডেমোক্রাট নেতাদের কথা প্রসঙ্গে ব্লাদিমির ইলিচ 'হোয়াট ইজ টু বি ডান' পুস্তিকায় লিখিতেছেন:

"উহাদের অনেকেরই বিপ্লবী চিন্তাধারার সূত্রপাত হয় 'নারোদোভোলিস্ট' হিসাবে। প্রথম যৌবনে ইহাদের প্রায় সকলেই সন্ত্রাসবাদী বীরদিগকে উৎসাহের সহিত পূজা করিত। শৌর্য্য ও দুঃসাহসের এই উন্মাদক প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে যাওয়া অত্যন্ত বেদনার ব্যাপার। 'নারোদ্‌নায়া ভোলিয়া' দলের প্রতি যাহাদের আনুগত্য কিছুতেই শিথিল হইবার নহে এবং যাহাদের প্রতি তরুণ সোশাল ডেমোক্রাটেরা গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে, তাহাদের সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে গেলে অত্যন্ত কষ্ট হয়।"

এই কয়টি কথা ব্লাদিমির ইলিচের নিজের জীবনের কথা। যখন সত্যকারের কাজ আরম্ভ হইতেছে, তখন এই ছাড়াছাড়ি সত্যই অত্যন্ত দুঃখের। কিন্তু পিটার্সবুর্গের কাছাকাছি যাইবার সম্ভাবনা

যখন দেখা দিয়াছে, তখন উফাতে থাকিবার কথাও ভ্লাদিমির ইলিচের মনে স্থান পাইল না।

ভ্লাদিমির ইলিচ স্কভে* থাকিতে গেলেন। পরে এখানে পোট্রেসভ, এল-র‍্যাডচেঙ্কো ও তাঁহার ছেলেমেয়েরা ছিল। র‍্যাডচেঙ্কোর ছোট দুইটি মেয়ে ঝেনিউরকা ও লিউডা, কি ভাবে তাঁহাকে ও পোট্রেসভকে বিরক্ত করিত তাহা ভ্লাদিমির ইলিচ হাসিতে হাসিতে একদিন গল্প করিয়াছিলেন। হাত দুইখানি পিছনের দিকে করিয়া পাশাপাশি গম্ভীর ভাবে তাহারা ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে একজন বলিত 'বার্নস্টিন', অন্যজন উত্তর দিত, 'কাউট্স্কি'।

বিদেশে প্রকাশিত রুশ সংবাদপত্রের সহিত দেশের অভ্যন্তরের যোগ রাখিতে হইলে যে-ভাবে ব্যাপক সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে, 'স্কভে' ভ্লাদিমির ইলিচ তাহা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বাবশ্‌কিন ও অন্যান্য অনেকের সহিত তিনি দেখা করিলেন।

আস্তে আস্তে উফার জীবনযাত্রায় আমি অভ্যস্ত হইয়া গেলাম, অনুবাদকার্য্য চালাইবার বন্দোবস্ত করিলাম এবং সে-সম্পর্কে নির্দ্দেশাদি পাইলাম। আমার উফাতে পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই এখানেও আবার নির্ব্বাসিতদের মধ্যে সেই রকমের একটি বিশ্রী ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। এক ক্যাম্পে ছিলেন ক্রোথ্‌মাল, সিউরুপা, ও স্ভিডারস্কি—অন্য ক্যাম্পে ছিলেন প্লাক্সিন ভ্রাতৃদ্বয়, সান্টিকভ ও কৃভিয়াৎ-কোভস্কি। চ্যাচিনা ও আপ্তেকম্যান ছিলেন নিরপেক্ষ, দুই দলের সঙ্গেই তাঁহাদের সৌহার্দ্দ্য ছিল। প্রথম দলের সহিতই আমার

* ১৯০০ সালে লেনিন 'স্কভে' পৌঁছান।

পরিচয় ছিল বেশী এবং ইঁহাদের সহিতই আমি সংশ্লিষ্ট হই। এই দলই কিছু কাজ করিতেছিলেন এবং সকলের মধ্যে ইঁহারাই ছিলেন কর্ম্মরত। রেলওয়ে কারখানার সহিত সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। সেখানে সোশাল ডেমোক্রাট কর্ম্মীদের ১২জন লইয়া একটি দল ছিল। ইঁহাদের মধ্যে সব চেয়ে কাজ করিতেন বেশী মজুর ইয়াকুটোভ। মাঝে মাঝে তিনি আমার নিকট আসিতেন পুস্তকাদি লইতে ও আলোচনা করিতে। বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি মার্ক্‌স্‌কে গুঁড়া গুঁড়া করিয়া ছাড়িবেন বলিযা মার্ক্‌স্‌ পড়িতে শুরু করিয়াছেন, এবং এই ভাবে শুরু করিয়াছেন বলিয়াই মার্ক্‌স্‌ তিনি পড়িয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি আমার নিকট দুঃখ করিয়া বলিতেন: "একবারেই সময় নেই।. চাষীরা তাদের সমস্ত দুঃখকষ্টের কথা আমার কাছে জানাতে আসে। পাছে তারা তোমাকে খারাপ মনে করে, তাই সবার কথাই তোমাকে শুন্‌তে হবে। এই করতে সময় কেটে যায়।" তিনি আমাকে ব'লতেন, তাঁর স্ত্রী নাটাশাও তাঁর কাজকর্ম্মের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল; তাঁহারা নির্ব্বাসনকে ভয় করেন না। তাঁহার সংসার কখনও একেবারে অচল হইয়া পড়িত না, কারণ সকলে মিলিয়া তাঁহাকে খাওযাইত। গোপন চক্রান্তের কাজে তিনি ছিলেন পাকা ওস্তাদ; দম্ভ করা বা বড় বড় কথা বলার স্বভাব তাঁহার ছিল না। নিঃশব্দে অথচ পাকাপোক্ত ভাবে সমস্ত কাজ সারিয়া যাওয়াই ছিল তাঁহার স্বভাব।

১৯০৫ সালের বিপ্লবে উফাতে যে-রিপাবলিক স্থাপিত হয়, ইয়াকুটোভ ছিলেন তাহার প্রেসিডেণ্ট। পরে প্রতিক্রিয়া ও প্রতি-বিপ্লবের দুর্দ্দিনে উফা জেলে তাঁহার ফাঁসি হয়। জেলের উঠানে যখন তাঁহাকে ফাঁসি দেওয়া হয়, তখন সমস্ত জেলখানা, প্রতিটি

সেল গান গাহিতে থাকে এবং এই শপথ গ্রহণ করে যে তাহার মৃত্যুকে তাহারা কিছুতেই ভুলিবে না, ক্ষমা করিবে না।

অন্যান্য মজুরদের সঙ্গেও আমি মিশিতে লাগিলাম। ছোট একটি কারখানার একজন অল্পবয়স্ক ফিটার আমার কাছে আসিত। স্থানীয় মজুরদের জীবনযাত্রার কথা বলিতে বলিতে সে উত্তেজিত হইয়া উঠিত। পরে শুনিয়াছি, সে সোশালিস্ট বিপ্লবীদের দলে যোগ দেয় এবং জেলের মধ্যে তাহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে।

ক্রাইলভ নামে একজন বুকবাইণ্ডারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সে ছিল যক্ষ্মার রুগী। সে খুব যত্ন করিয়া ডবল-বাঁধাইয়ের কাজ করিত যাহাতে তাহার মধ্যে বে-আইনী লেখা ভরিয়া দেওয়া যায়, কিম্বা বাঁধাইয়ের সময় বোর্ডের পরিবর্ত্তে সে বে-আইনী বইয়ের পাণ্ডুলিপি একত্র জুড়িয়া দিত। স্থানীয় ছাপাখানার শ্রমিকদের কথা তাহার নিকট হইতে শুনিতাম।

পরে এই সমস্তই তথ্য হিসাবে ব্যবহার করিয়া 'ইস্ক্রা'তে লেখা পাঠাইয়াছি।

খাস উফা ছাড়াও পার্শ্ববর্ত্তী কারখানাগুলিতেও আমাদের কাজ চলিত। উস্ট-কাটাভস্কি কারখানার ডাক্তার ছিলেন একজন সোশাল ডেমোক্রাট। তিনি মজুরদের মধ্যে বে-আইনী পুস্তিকা বিতরণ করিয়া প্রচারকার্য্য চালাইতেন। জনসাধারণের উপযোগী বে-আইনী রচনার তখন ভীষণ অভাব।

বিভিন্ন কারখানায় কয়েকজন সোশাল ডেমোক্রাট ছাত্রও কাজ চালাইতেন। আমাদের উফার সংগঠন তখন একাটেরিনবুর্গে মাজানভ নামক একজন মজুর কর্ম্মীর সহিত বে-আইনী সংযোগ রক্ষা করিতেছিল। মাজানভ মার্টভের সহিত তুরুখানস্কে একসঙ্গে নির্ব্বাসনে

ছিলেন এবং সেখান হইতে তিনি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁহাব সহিত আমাদের কাজ বেশী দূব অগ্রসর হয় নাই।

উফা ছিল গুবের্নিয়া প্রদেশেব কেন্দ্রস্থল। স্টারলিটামাক, বিরস্ক ও অন্যান্য শহরের নির্ব্বাসিতেবা উফায় আসিবাব অনুমতি পাইতেন।

ইহা ছাড়াও উফা সাইবেরিয়া হইতে রুশিয়া যাইবাব পথে পড়িত। নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাগত কমবেডবা এখানে কাজের ব্যবস্থা কবিতে আসিতেন। যাঁহারা এখানে আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন মার্টভ, জি-আই-ওকুলোভা ও প্যানিন। এল-এম-নিপোভিচ ('ছোট খুড়া') অবৈধ ভাবে আসিতেন আস্ত্রখান হইতে, বামিয়ানৎসিয়েভ ও পর্ত্তুগালভ আসিতেন সামাবা হইতে।

মার্টভ গেলেন পোল্টাভায় থাকিতে। তাঁহাব সহিত সংযোগ স্থাপন করা হইল এবং তাঁহাব নিকট হইতে পুঁথিপত্র পাইবার আশায় রহিলাম। কিন্তু পুঁথিপত্র আসিয়া পৌছিল আমাব উফা ছাড়িয়া যাইবাব এক সপ্তাহ পবে। পুঁথিপত্র আনিতে গিয়াছিল কৃভিবাৎকোভস্কি। পথিমধ্যে তাহাব বাক্স ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাহাব কপালে ৫ বৎসরের সাইবেরিয়া বাস। প্রকৃত পক্ষে, কাজ সে বিশেষ কিছু করিত না। পার্সেলটি একজন মস্ত ব্যবসাযীব নামে ছিল। সে তাহাব মেয়েকে পড়াইত। এই পার্সেলটি আনিতে যাওযাতেই তাহাব এই বিপদ ঘটে।

উফাতে 'নাবোদনায়া ভোলিয়া'র সদস্যদেরও কেহ কেহ ছিলেন—লিওনোভিচ ছিলেন ও পরে বোরোজদিশ আসিযাছিলেন।

বিদেশ যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে লেনিন খুব অল্পেব জন্য পুনরায় নির্ব্বাসনের হাত হইতে বাঁচিয়া যান। তিনি মার্টভেব সহিত স্কভ হইতে পিটার্সবুর্গে আসেন। পুলিস তাঁহাদেব পশ্চাদনুসবণ করিয়া গ্রেপ্তার

করে।* তাঁহার ওয়েস্ট কোটের পকেটে ছিল দুই হাজার রুবল। টাকাটা তিনি পাইয়াছিলেন 'খুড়ী'র (এ-এম-কালমিকোভা) কাছ হইতে। আর ছিল বিদেশে যাহাদের সহিত সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে রাসায়নিক কালি দিয়া লেখা তাহাদের একটি তালিকা। কাগজটিতে সাধারণ কালিতে অন্য কতকগুলি সাধারণ বিষয়, সম্ভবত কিছু হিসাবপত্রও লেখা ছিল। পুলিস যদি কাগজখানিকে আগুনের সামনে ধরিত, তবে ব্লাদিমির ইলিচ আর কোনো দিনই নিখিল-রুশ সংবাদপত্র বাহির করিতে সমর্থ হইতেন না; কিন্তু কপাল ভালো, তাই দশ দিনের মধ্যেই তিনি ছাড়া পাইলেন।

ছাড়া পাইয়া তিনি উফাতে আসিলেন আমার নিকট হইতে বিদায় লইতে। এই সময়ের মধ্যে যতটুকু যাহা করিতে পারিয়াছেন তাহা আমাকে জানাইলেন এবং যাহার যাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন তাহাদের সম্পর্কে আমার সহিত আলোচনা করিলেন। ব্লাদিমির ইলিচের আগমন উপলক্ষ্যে অনেকগুলি সভা হইল। মনে আছে, যখন জানাইলেন, লিনোভিচ (ইনি নিজেকে 'নিহিলিস্ট' বলিয়া পরিচয় দিতেন) 'শ্রমিকমুক্তি দল'-এর নামও শোনেন নাই, তখন ক্ষিপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন: "যেন কোনো বিপ্লবীর এ-ব্যাপার জানবারই দরকার করে না, যেন 'শ্রমিকমুক্তি দল'-এর ও তাদের বক্তব্য সম্পর্কে

* ১৯০০ সালের ২রা জুন মার্টভের সহিত লেনিন বেআইনী ভাবে পিটার্সবুর্গে আসেন। পরদিন ১১ বি নং কাজাকনি স্ট্রীটের বাহিরে রাস্তায় তাঁহারা গ্রেপ্তার হন। ১৩ই জুন তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তখন তিনি পোদোলস্কে যান এবং ২০শে জুন উফায় ক্রুপস্কায়ার নিকট যান। ২৯শে জুলাই তিনি বিদেশ যাত্রা করেন।

কিছু না জেনে না বুঝেই যে-কোনো বিপ্লবী সচেতন ভাবেই তাতে যোগ দিতে পারে।”

উফাতে ব্লাদিমির ইলিচ সপ্তাহ খানেক ছিলেন।

বিদেশ হইতে তিনি আমার কাছে চিঠি লিখিতেন। চিঠিগুলি প্রায়ই আসিত শহরের বিভিন্ন ঠিকানায় প্রেরিত পুস্তকের মধ্যে। মোটামুটি সংবাদপত্রের কাজ যত তাড়াতাড়ি চলিবে বলিয়া ব্লাদিমিব ইলিচ ভাবিয়াছিলেন, তত তাড়াতাড়ি চলিতেছিল না। প্লেখানভের সহিত মিটমাট হওয়া শক্ত ছিল। লেনিনের সংক্ষিপ্ত চিঠিগুলিতে নিরাশার ভাব থাকিত। চিঠিগুলির শেষে প্রাযই থাকিত: “যখন আসবে তখন সব কথা বলব,” কিম্বা “প্লেখানভেব সঙ্গে যা যা হযেছে সব তোমার জন্যে লিখে রেখেছি।”

আমি আমার নির্ব্বাসন শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। তাবপর দীর্ঘকাল ব্লাদিমিব ইলিচেব কোনো পত্র আসে নাই। আমি আস্ত্রাখানে ‘ছোট খুড়া’কে (এল-এম-নিপোভিচ) দেখিতে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম।

ব্লাদিমির ইলিচের মাতা মারিয়া আলেকজান্দ্রোভনাকে দেখিবার জন্য আমি ও আমার মা মস্কোতে গেলাম। মস্কোতে তিনি একাই ছিলেন। মারিয়া ইলিনিচনা[১২] তখন জেলে এবং অ্যানা ইলিনিচনা তখন বিদেশে।

মারিয়া আলেকজান্দ্রোভনাকে আমার খুব ভালো লাগিত। তিনি সব বিষয়েই গভীব ভাবে ভাবিতেন এবং সব কথাই মনোযোগ দিয়া শুনিতেন। পরে আমাদের বিদেশে থাকিবার সময় তিনি আমাদের দুই জনের নিকট একসঙ্গে চিঠি লিখিতেন, কখনও একা ব্লাদিমির ইলিচের নিকট লিখিতেন না। ইহা খুবই সামান্য ব্যাপার,

কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারের মধ্যেই তাঁহার কী চিন্তাশীলতারই না পরিচয়। মাকে ব্লাদিমির ইলিচ গভীর ভাবে ভালোবাসিতেন। একদা তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন: "মার ছিল অদম্য ইচ্ছাশক্তি। বাবা বেঁচে থাকতে যদি দাদার ফাঁসি হতো, তবে মা যে কি না করতেন তা শুধু ভগবানই জানেন।"

মায়ের নিকট হইতেই ব্লাদিমির ইলিচ তাঁহার ইচ্ছাশক্তি পাইয়াছিলেন। জনসাধারণের প্রতি অনুরাগ ও দরদও তিনি মায়ের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন।

আমরা যখন বিদেশে থাকিতাম, তখন আমাদের জীবনযাত্রার একটা যথাসম্ভব বাস্তব চিত্র তাঁহাকে দিবার চেষ্টা করিতাম, যাহাতে পুত্রের খানিকটা সান্নিধ্য তিনি অনুভব করিতে পারেন। ১৮৯৭ সালে ব্লাদিমির ইলিচ যখন নির্ব্বাসনে, তখন মারিয়া আলেকজান্দ্রোভনা উলিয়ানোভা নাম্নী কোনো মহিলা মস্কোতে মারা গিয়াছেন এই সংবাদটি সংবাদপত্রে ছাপা হয়। অস্কার আমাকে বলিয়াছিলেন: "ব্লাদিমির ইলিচের নিকট গিয়া দেখিলাম তাঁহার মুখ কাগজের মত শাদা হইয়া গিয়াছে; তিনি বলিলেন, 'মা মারা গেছেন।' কিন্তু পরে জানা গেল এই এম-এ-উলিয়নোভা অন্য মহিলা।"

মারিয়া আলেকজান্দ্রোভনা অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন,—তাঁহার বড় ছেলের ফাঁসি, কন্যা অল্গার মৃত্যু ও অন্যান্য ছেলেমেয়েদের অনবরত গ্রেপ্তার। ১৮৯৫ সালে ব্লাদিমির ইলিচ যখন পীড়িত হইয়া পড়েন, সংবাদ পাইয়া তিনি তাঁহাকে শুশ্রূষা করিতে যান। সেখানে তিনি স্বহস্তে তাঁহার জন্য রাঁধিতেন। যখন ব্লাদিমির ইলিচ গ্রেপ্তার হন তখন তিনি আবার তাঁহার কাজে লাগিলেন। আটক কয়েদীদের ঘরের সংলগ্ন স্বল্পালোকিত প্রতীক্ষাকক্ষে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা

বসিয়া থাকিতেন। দেখিবার দিন তিনি জিনিসপত্র লইয়া যাইতেন। তাহার ঠোঁট একটুও কাঁপিত না।

ভ্লাদিমির ইলিচকে আমি দেখাশুনা করিব তাঁহাকে কথা দিয়াছিলাম। কিন্তু সে-কথা আমি রাখিতে পারি নাই। মস্কো হইতে মাকে লইয়া আমি পিটার্সবুর্গে গেলাম। সেখানে মায়ের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া আমি সীমান্ত পার হইলাম। ভ্রমণকালে আমি ভাব দেখাইতে লাগিলাম যেন কোনো সবল গ্রাম্য মেয়ে সর্ব্বপ্রথম বিদেশে আসিয়াছে। ভ্লাদিমির ইলিচ মোদ্রাচেক এই ছদ্ম নামে প্রাগে আছেন অনুমান করিয়া আমি প্রাগে গেলাম।

একটা টেলিগ্রাম করিয়া আমি প্রাগে পৌছিলাম। কিন্তু কেহই আমাকে লইতে আসিল না। আমি বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। খুব দমিয়া গিয়া আমি শেষে এক উঁচুটুপিওয়ালা গাড়োয়ানকে ডাকিয়া তাহার উপর জিনিসপত্র চাপাইয়া রওনা হইলাম। শ্রমিকবসতিপূর্ণ অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া আমরা একটা সরু মোড় ঘুরিয়া একটা বড় বাড়ির সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমি তেতলায় উঠিয়া গেলাম। বেঁটে খাটো একটি চেক মহিলা। মাথায় তাঁহার পাকা চুল, দরজা খুলিয়া দিলেন। আমি ডাকিলাম, "মোদ্রাচেক, হের মোদ্রাচেক।" এক জন মজুর বাইরে আসিয়া বলিল, "আমিই মোদ্রাচেক।" আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। অস্পষ্ট ভাবে বলিলাম, "আমি আমার স্বামীকে খুঁজছি।"

মোদ্রাচেক শেষে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল, বলিল: "আপনি সম্ভবত হের রিটমেয়েরের স্ত্রী; তিনি মিউনিকে আছেন, কিন্তু আমার হাত দিয়েই উফাতে বই ও চিঠিপত্র পাঠাতেন"। মোদ্রাচেক সেদিনটা সমস্ত ক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন। রুশিয়ার আন্দোলন

সম্পর্কে আমি তাঁহাকে জানাইলাম, তিনি আমাকে অস্ট্রিয়ার আন্দোলনের কথা জানাইলেন। তাঁহার স্ত্রী নিজের হাতে তৈয়ারী কতকগুলি 'লেস' আমাকে দেখাইলেন। তাঁহারা আমাকে চেক খাবার 'ক্লোসে' খাইতে দিলেন।

মিউনিকে পৌঁছিয়া* আমি 'ফার' কোট পরিয়াই চলিলাম। তখন মিউনিকের লোকেরা কেবলমাত্র পোশাকটুকু পরিয়াই চলাফেরা করিতে শুরু করিয়া দিয়াছিল। আমি ঠেকিয়া শিখিয়াছিলাম, তাই স্টেশনের জামা কাপড় রাখিবার ঘরে জিনিসপত্র রাখিয়া ট্রামে করিয়া রিটমেয়েরকে খুঁজিতে গেলাম। বাড়িটি খুঁজিয়া বাহির করিলাম। ১ নম্বরের অংশটি দেখিলাম একটি মদের দোকান। আমি কাউন্টারে গিয়া সম্মুখস্থ স্থূলবপু জার্মানটিকে হের রিটমেয়েরের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। মনে মনে কেমন যেন মনে হইতেছিল, আবার গোলমাল হইবে। লোকটি বলিল: "আমিই তো হের রিটমেয়ের।" বহুক্ষণ আমার মুখ দিয়া কথা সরিল না, তারপর বলিলাম: "তিনি তো আমার স্বামী।" আমরা বোকার মত পরস্পরের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। এমন সময় রিটমেয়েরের স্ত্রী আসিয়া ব্যাপারটি আন্দাজ করিয়া লইয়া আমাকে বলিলেন: "আপনি নিশ্চয়ই হের মেয়েরের স্ত্রী; সাইবেরিয়া থেকে তাঁর স্ত্রীর আসার কথা; চলুন আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

আমি রিটমেয়েরের পত্নীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটা বড় বাড়ির পশ্চাৎ দিকের উঠানের মধ্য দিয়া এমন একটি ঘরে গিয়া উঠিলাম যেখানে কোনো লোকজন থাকে বলিয়া মনে হয় না। দরজা খুলিতেই

* এপ্রিলের মাঝামাঝি ক্রুপ্স্কায়া মিউনিকে পৌঁছান।

দেখি, একটি টেবিলের পার্শ্বে ব্লাদিমির ইলিচ, তাঁহার বোন আনা ইলিনিচনা ও মার্টভ বসিয়া আছেন। গৃহকর্ত্রীকে ধন্যবাদ দিতে ভুলিয়া গেলাম। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম: "কোথায় তোমাকে পাওয়া যাবে আমাকে লিখে জানাওনি কেন?"

ব্লাদিমির ইলিচ বলিয়া উঠিলেন: "কেন, তোমাকে কি তা লিখিনি! আমি তো দিনে তিন বার তোমাকে আনতে যাচ্ছি, তুমি হঠাৎ কোত্থেকে এলে?"

পরে আমরা জানিতে পারিলাম, যে-বইয়ের ভিতর ইলিচের ঠিকানা ছিল সে-বইখানা যে-বন্ধুটির হাতে পাঠানো হয় তিনি উহা পড়িবার জন্য রাখিয়া দিয়াছিলেন।

রুশিয়ায় আমরা অনেকেই এইভাবে আন্দাজে অনেক ঢিল ছুঁড়িয়াছি। শ্লিয়াপনিকভ জেনেভা যাইতে প্রথমে জেনোয়ায় গিয়া উপস্থিত হ'ন, বাবুশ্‌কিন লণ্ডন যাইতে আমেরিকায় যাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

মিউনিক

(১৯০১-১৯০২)

যদিও ব্লাদিমির ইলিচ, মার্টভ ও পোট্রেসভ সকলেই সাচ্চা ছাড়পত্র লইয়াই বিদেশে আসিয়াছিলেন, তথাপি ভুয়া ছাড়পত্র দেখাইয়া মিউনিকে রুশ কলোনি হইতে দূরে বাস করার সিদ্ধান্ত করেন, যাহাতে রুশিয়া হইতে যে-সকল সহকর্ম্মী আসিবেন তাঁহারা বিপদে না পড়েন। ট্রাঙ্ক ও চিঠিপত্রের মধ্যে ভরিয়া ও অন্যান্য উপায়ে রুশিয়ায় বে-আইনী পুস্তকাদি পাঠানও সোজা হইত।

যখন আমি মিউনিকে পৌছিলাম তখন ব্লাদিমির ইলিচ এই রিটমেয়েরের সঙ্গে বাস করিতেছিলেন। তিনি রেজিস্ট্রি হন নাই এবং 'মেয়ের' এই ছদ্ম নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদিও রিটমেয়ের ছিলেন মদের দোকানের মালিক, তথাপি তিনি সোশাল ডেমোক্রাট ছিলেন এবং ব্লাদিমির ইলিচকে তাঁহারই গৃহে থাকিবার স্থান দিযাছিলেন। একটি ছোট অসজ্জিত গৃহে অবিবাহিতের মতো ব্লাদিমির ইলিচ থাকিতেন। একটি জার্মান স্ত্রীলোকের গৃহে তিনি খাইতেন। সকাল ও সন্ধ্যায় একটি টিনের মগে তিনি চা খাইতেন এবং নিজের হাতে উহা ভালো করিয়া মাজিয়া একটি লোহার পেরেকে ঝুলাইয়া রাখিতেন।

তাঁহার চোখে মুখে তখন দুশ্চিন্তার ছায়া। যেমনটি তিনি চাহিয়াছিলেন, তেমনটি ঘটে নাই। ব্লাদিমির ইলিচ ছাড়া মার্টভ, পোট্রেসভ ও ভেরা জাসুলিচও সে-সময় মিউনিকে ছিলেন। প্লেখানভ

ও আক্সেলরড্ চাহিতেছিলেন কাগজখানি সুইজারল্যাণ্ডের কোথাও সরাসরি তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে ছাপা হোক। তাঁহারা এবং প্রথম প্রথম জাসুলিচও 'ইস্ক্রা'র প্রতি তত গুরুত্ব আরোপ করেন নাই এবং ভবিষ্যতে ইহা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিবে তাহা একেবারেই বুঝিতে পারেন নাই। 'ইস্ক্রা' অপেক্ষা 'জারিয়া'তেই তাঁহারা মন দিয়াছিলেন বেশী।

প্রথম প্রথম ভেরা আইভানোভনা ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "তোমার 'ইস্ক্রা' পাগলামি ছাড়া আর কিছু না।" ইহা তিনি বিদ্রূপ করিয়াই বলিতেন বটে। তথাপি উদ্যোগটিকে ছোট করিয়া দেখিবার একটা মনোবৃত্তি ইহাতে প্রকাশ পাইত। লেনিন চাহিতেন, ইহা বিদেশাগতদের মুখপত্র না হইয়া অন্য কিছু হইবে এবং ইহা গোপনে চলিবে, কারণ রুশিয়ার সহিত সংযোগ করিতে হইলে, চিঠিপত্র আদানপ্রদান করিতে হইলে এবং রুশিয়া হইতে লোকজনের যাতায়াত চালু রাখিতে হইলে কাগজটিকে গোপনে চালানো একান্ত দরকার। কিন্তু 'প্রবীণেরা' ভাবিলেন, ইহা বুঝি কাগজখানিকে সুইজারল্যাণ্ডে না ছাপিবার, তাঁহাদের কর্তৃত্বে না দিবার এবং আমাদের নিজেদের কোনো বিশেষ মত প্রচারের ছুতা। তাই তাঁহারা এই ব্যাপারে সাহায্য করিতে আগ্রহ দেখাইলেন না। ইহা টের পাইয়া ভ্লাদিমির ইলিচ চিন্তিত হইলেন। শ্রমিকমুক্তি দলের প্রতি তাঁহার একটা বিশেষ টান ছিল। প্লেখানভের কথা তো ছাড়িয়াই দিলাম, আক্সেলরড্ ও ভেরা জাসুলিচের প্রতিও তাঁহার বেশ টান ছিল। আমি মিউনিকে যেদিন পৌঁছিলাম সেই দিন সন্ধ্যাতেই ভ্লাদিমির ইলিচ আমাকে বলিলেন : "ভেরা আইভানোভনার সঙ্গে দেখা হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর ; তাঁর চরিত্র স্ফটিকের মত নিষ্কলঙ্ক।" কথাটা খুবই সত্য।

শ্রমিকমুক্তি দলের মধ্যে একমাত্র ভেরা আইভানোভনাই 'ইস্‌ক্রা'র সান্নিধ্যে আসিলেন। মিউনিকে ও লণ্ডনে তিনি আমাদের সঙ্গেই থাকিতেন, 'ইস্‌ক্রা'র সম্পাদকীয় সঙ্ঘের অন্যান্যের মতোই তিনিও জীবন কাটাইতেন, 'ইস্‌ক্রার' সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতেন এবং রুশিয়ার সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকিতেন।

কাগজের প্রভাব যখন ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, তখন তিনি বলিলেন: "ইস্‌ক্রা' এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে পড়েছে।" ভেরা আইভানোভনা প্রায়ই আমাদের দীর্ঘ নিরানন্দ প্রবাসজীবনের কথা বলিতেন। রুশিয়ার সহিত সর্ব্বদাই আমাদের ঘনিষ্ট সংযোগ ছিল। সেখান হইতে অনবরত লোক আসিত: সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে রুশিয়ার কোনো প্রাদেশিক শহর অপেক্ষা এখান হইতেই আমরা বেশী সংবাদ রাখিতাম। রুশিয়ায় কত দূর কি কাজকর্ম্ম চলিতেছে তাহা ছাড়া আমরা অন্য বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইতাম না। সেখানকার পরিস্থিতি তখন ভালোই; শ্রমিক-আন্দোলন ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে। শ্রমিক-মুক্তি দলের জীবন ছিল রুশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন। রুশিয়ার নিকৃষ্টতম প্রতিক্রিয়ার যুগে তাহারা বিদেশে। এই সময় রুশিয়া হইতে একজন ছাত্রের আগমনকেও একটি বিশেষ ঘটনা বলিয়া মনে হইত। বিদেশে যাইতে লোকে সে-সময় সত্যই ভয় পাইত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ক্লাসন ও করোবকো এই দলের সহিত দেখা করিতে বিদেশে যান। দেশে ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস তাঁহাদের ডাকিয়া পাঠাইয়া প্লেখানভের সহিত তাঁহাদের দেখা করিতে যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করে। চারিদিকে পুলিস তখন কড়া নজর রাখিতে শুরু করে। শ্রমিকমুক্তি দলের সমস্ত সদস্যের মধ্যে ভেরা আইভানোভনাকেই সব চেয়ে নিঃসঙ্গ মনে হইত। প্লেখানভ ও

আক্সেলরডের পরিবার ছিল। ভেরা আইভানোভনা তাঁহার নিঃসঙ্গতার কথা অনেক বার বলিয়াছেন। 'আমার কেউ নেই'—এইটুকু বলিয়াই তৎক্ষণাৎ নিজের বেদনার গভীরতাকে গোপন করিবার জন্যই বিদ্রূপের কণ্ঠে বলিয়া উঠিতেন: "কিন্তু তোমরা তো আমাকে ভালবাসো; যখন আমি মারা যাব তোমরা বলবে, আহা, আজ এক কাপ চা আমরা কম খাচ্ছি··· ।"

প্রকৃত পক্ষে, পারিবারিক জীবনের প্রতি তাহার একটা বিপুল আকাঙ্ক্ষা ছিল। সম্ভবত তাহার কারণ, পরের পরিবারে তিনি মানুষ হইয়াছিলেন। 'দিম্‌কা'র (পি-জি-স্মিদোভিচের বোন) ছোট ছেলেটিকে তিনি যেভাবে ভালোবাসিতেন তাহা হইতেই তাঁহার এই গোপন ক্ষুধা পরিষ্কার বুঝা যাইত। লণ্ডনে ভেরা আইভানোভনা, মার্টভ ও আলেক্সিয়েভ একসঙ্গে মিলিয়া গৃহস্থালী চালাইতেন। যেদিন তাঁহার রাঁধিবার পালা আসিত, সেদিন ভেরা আইভানোভনা যেরূপ নিপুণ ভাবে জিনিসপত্র কিনিয়া আনিতেন তাহা হইতেই বুঝা যাইত, তিনি কতখানি পাকা গৃহিণী ছিলেন। কিন্তু গৃহকর্ত্রী ও পরিবারের প্রতিপালিকা হিসাবে ভেরা আইভানোভনার যে-সকল গুণ ছিল কেহই তাহা বুঝিতে পারিত না। তিনি থাকিতেন একেবারেই ছন্নছাড়ার মতো—পোশাক পরিচ্ছদের কোনো যত্ন ছিল না, ধূমপান করিতেন অসম্ভব, ঘরের মধ্যে ছিল সাংঘাতিক বিশৃঙ্খলা। তিনি কাহাকেও যত্ন করিয়া গোছগাছ করিয়া দিতে দিতেন না। তাঁহার খাওয়াও ছিল অদ্ভুৎ ধরনের। একবার মনে আছে, এক জোড়া কাঁচি দিয়া কিছু মাংস খাইবার মতো করিয়া ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া তেলের স্টোভে তিনি রাঁধিয়াছিলেন।

তিনি বলিতেন: "যখন ইংলণ্ডে ছিলাম, ইংরাজ মহিলারা আমার সঙ্গে কথা ব'লতে আসতেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করতেন, কতক্ষণ ধ'রে

মাংস রাঁধেন আপনি। আমি উত্তর দিই, সেটা অবস্থার উপর নির্ভর করে। খুব ক্ষিদে পেলে দশ মিনিটের মধ্যেই রেঁধে ফেলি, খুব ক্ষিদে না পেলে তিন ঘণ্টায় রাঁধি। শুনে তাঁরা আর কথা না ব'লে সরে পড়তেন।"

যখন লিখিতেন তখন ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া কেবল কালো কড়া কফি খাইয়া কাজে বসিতেন।

রুশিয়ায় ফিরিবার জন্য ভেরা আইভানোভনার একটা আকুলতা ছিল। সম্ভবত ১৮৯৯ সালেই তিনি পালাইয়া একবার রুশিয়ায় যান, কাজের জন্য নহে, কেবল মাত্র দেখিবার জন্য 'চাষীর নাক এখন কত বড় হ'য়েছে'। যখন 'ইসক্রা' বাহির হইতে লাগিল, তিনি ইহাকে সত্যি-কারের রুশিয়ার কথা বলিয়াই ধরিয়া লইলেন এবং প্রাণপণে এই কাজে লাগিয়া থাকিলেন। তাঁহার পক্ষে 'ইসক্রা' ছাড়িয়া যাওয়া আবার রুশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার শামিল; এবং এই বিচ্ছেদ আবার আসিলে তিনি প্রবাসজীবনের মৃত সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া যাইবেন এবং ক্রমেই তলদেশের দিকে নামিতে থাকিবেন।

তাই যখন 'ইসক্রা'র সম্পাদনার প্রশ্ন দ্বিতীয় কংগ্রেসে উত্থাপিত করা হয়, তখন তিনি বাঁকিয়া বসেন। তাঁহার পক্ষে ইহা স্বার্থপরতা নহে, জীবনমরণের সমস্যা।

১৯০৫ সালে তিনি রুশিয়ায় যান ও সেখানেই থাকেন। দ্বিতীয় কংগ্রেসে ভেরা আইভানোভনা জীবনে প্রথম বার প্লেখানভের বিরোধিতা করেন। একসঙ্গে দীর্ঘকাল সংগ্রাম পরিচালনার জন্য প্লেখানভের সহিত তাঁহার বন্ধন ছিল কঠিন। বিপ্লবী আন্দোলনকে নির্ভুল পথে পরিচালনা করিয়া প্লেখানভ যে কত বড় ভূমিকার অভিনয় করিয়া গিয়াছেন তাহা তিনি জানিতেন। রুশিয়ার সোশাল ডেমোক্রাসির

প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তিনি তাঁহার মূল্য দিতেন, মূল্য দিতেন তাঁহার বুদ্ধির ও প্রতিভার। প্লেখানভের সহিত সামান্যতম মতভেদ হইলেও তিনি সাংঘাতিক বিব্রত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু এবার তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে গেলেন।

প্লেখানভের ভাগ্য শোচনীয় ও বেদনাময়। তত্ত্ব প্রচারের দিক হইতে শ্রমিক-আন্দোলনে তাঁহার দান অপরিসীম। কিন্তু দীর্ঘ প্রবাস-জীবনের মৃত্যুস্পর্শ হইতে তিনি নিষ্কৃতি পান নাই। এই প্রবাসজীবনই রুশিয়ার প্রকৃত জীবন হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। শ্রমিক আন্দোলন ব্যাপক গণ-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিবার পূর্বেই তিনি স্বদেশ ছাড়িয়া যান। বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের সহিত, লেখক, ছাত্র এমন কি কোনো কোনো শ্রমিকের সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎ হইত। কিন্তু শ্রমিক সাধারণের সাক্ষাৎও তিনি পাইতেন না, তাহাদের সহিত কাজ করা কিম্বা তাহাদের জীবন ও সমস্যা উপলব্ধি করাও তাঁহার হইয়া উঠে নাই। রুশিয়া হইতে যখন এমন কোনো চিঠিপত্র আসিত যাহাতে নূতন ধরনের আন্দোলনের কোনো ইঙ্গিত বা সংবাদ থাকিত, ভ্লাদিমির ইলিচ, মার্টভ, এমন কি ভেরা আইভানোভনাও বার বার সেই চিঠিগুলি পড়িতেন। পড়িবার পর বহুক্ষণ পর্যন্ত ভ্লাদিমির ইলিচ পায়চারি করিতেন, কিছুতেই ঘুমাইতে পারিতেন না। আমরা যখন জেনেভায় গেলাম, তখন প্লেখানভকে এই ধরনের চিঠিপত্র কিছু দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু প্লেখানভ যেভাবে উহা গ্রহণ করিলেন তাহাতে বিস্মিত হইলাম। তাঁহার পায়ের নিকট হইতে যেন মাটি সরিয়া গিয়াছে, তাঁহার চোখে মুখে অবিশ্বাসের ভাব। ইহার পরে এই সকল চিঠিপত্র সম্পর্কে তিনি আর কোনদিনই কোনো কথা বলেন নাই।

বিশেষত, দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর রুশিয়া হইতে যে-সকল চিঠিপত্র

আসিতে লাগিল প্লেখানভ সেইগুলি সম্পর্কে বেশী করিয়া অবিশ্বাস দেখাইতে লাগিলেন।

ইহাতে প্রথম প্রথম আমি ক্ষুব্ধ হইতাম, কিন্তু পরে তাঁহার এই মনোভাবের কারণ সম্পর্কে আমি চিন্তা করিতে শুরু করিলাম। তিনি দীর্ঘ কাল রুশিয়া ছাড়িয়া আসিয়াছেন। চিঠিগুলির মূল্য নিরূপণ করিবার মতো, অক্ষরের অন্তরালের অব্যক্ত কাহিনী পড়িবার মতো অভিজ্ঞতার মাপকাঠি তাঁহার ছিল না।

কর্ম্মীরা প্রায়ই 'ইস্ক্রা'তে আসিত এবং তাহারা অবশ্য সকলেই প্লেখানভকে দেখিতে চাহিত; কিন্তু আমাদের কিম্বা মার্টভের সহিত দেখা করার চেয়ে প্লেখানেভের সহিত দেখা করা ছিল অনেক বেশী শক্ত। যদিও বা কেহ দেখা করিতে সমর্থ হইত, ফিরিয়া আসিত কেমন যেন হতবাক হইয়া। প্লেখানভের প্রদীপ্ত বুদ্ধি, অপূর্ব্ব জ্ঞান ও অপূর্ব্ব রচনাকৌশলে কর্ম্মীরা ছিল মুগ্ধ। কিন্তু তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাতের পর কেন যেন তাহাদের মনে হইত, এই প্রতিভাবান তত্ত্বপ্রচারকের (Theoretician) ও তাহাদের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে। কোনো বিষয় লইয়া কোনো কর্ম্মী যদি প্লেখানভের সহিত কথা বলিতে যাইত, তবে সব কথা তিনি নিজে বলিতেন, তাহাকে কিছু বলিতে দিতেন না। যদি তাহার প্লেখানভের সহিত মত না মিলিত এবং নিজের মত সে জানাইতে যাইত, তবে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিতেন: "তোমার মা-বাবা যখন টেবিলের তলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন (অর্থাৎ খুব শিশু ছিলেন—অনুবাদক) তখন আমি..."

প্রবাসজীবনের প্রথম দিকে অবস্থা যে এ-রকম ছিল না, এ-কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি; কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর

প্রারম্ভে রুশিয়া সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয়ের সমস্ত ক্ষমতাই প্লেখানভের লুপ্ত হইয়া যায়। ১৯০৫ সালে তিনি রুশিয়ায় যান নাই।

প্লেখানভ কিম্বা ভেরা জাসুলিচের চেয়ে প্যাভেল বরিসিচ, আক্সেলরড্ সংগঠনকার্য্যে অনেক বেশী ব্যাপৃত ছিলেন। নূতন যাহারা আসিত তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কাজই ছিল তাঁহার বেশী। তাঁহার গৃহেই তাহারা বেশী সময় কাটাইত। সেখানে তাহারা খাদ্য ও পানীয় পাইত, এবং প্যাভেল বরিসিচ সর্ব্ববিষয়ে তাহাদের জিজ্ঞাসাবাদ কবিতেন।

তিনি রুশিয়ার সহিত পত্রবিনিময় করিতেন, যোগাযোগ স্থাপনের বেআইনী গোপন কৌশলও তিনি বুঝিতেন। কিন্তু বহু বৎসর সুইজাবল্যাণ্ডে প্রবাসজীবন কাটাইয়া রুশ বিপ্লবী সংগঠনকারী হইতে যে কিরূপ লাগে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। প্যাভেল বরিসিচের কাজ কবিবার ক্ষমতার বারো আনা তখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তারপর বহু রাত্রি তিনি না ঘুমাইয়া মাসের পর মাস অত্যন্ত গভীর নিবিষ্ট ভাবে লিখিয়া যাইতেন; কিন্তু কোনো প্রবন্ধই তিনি শেষ কবিতে পারিতেন না। হাত কাঁপিয়া যাইত বলিয়া অনেক সময় তাঁহার হাতেব লেখা পড়া যাইত না।

আক্সেলরডের হাতের লেখা ভ্লাদিমির ইলিচের মনে গভীর রেখাপাত করিযাছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন: "এ যে সাংঘাতিক লেখা; আক্সেলরডেব মতো যদি আর কারও অবস্থা হয়।" তাঁহার শেষ অসুখের সময় ডাক্তার ক্রামার তাঁহাকে চিকিৎসা করেন। ডাক্তার ক্রামারকে আক্সেলরডের হাতের লেখার কথা ভ্লাদিমির ইলিচ প্রায়ই বলিতেন।

যখন ভ্লাদিমির ইলিচ প্রথম বিদেশে আসেন*, সংগঠনের সমস্যা সম্পর্কে আক্সেলরডের সহিতই তিনি প্রায় সমস্ত কথাবার্তা বলিতেন। আমি যখন মিউনিকে আসি, আক্সেলরড সম্পর্কে তিনি তখন আমাকে অনেক কিছু বলিয়াছিলেন। যখন ভ্লাদিমির ইলিচ লেখা দূরে থাকুক কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারিতেন না (১৯২৩ সাল— অনুবাদক), তখনও পর্য্যন্ত তিনি আক্সেলরডের নাম সংবাদপত্রে দেখাইয়া তিনি তখন কি করিতেছেন আমার নিকট জিজ্ঞাসা করেন।

'ইস্ক্রা' সুইজারল্যাণ্ড হইতে প্রকাশিত হইত না বলিয়া আক্সেলরড্ বিশেষ ব্যথিত হইয়াছিলেন। রুশিয়ার সহিত অবিশ্রাম যে সংবাদের আদান-প্রদান চলিত তাহা তাঁহার হাত দিয়া হইত না বলিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। এই জন্যই দ্বিতীয় কংগ্রেসে যখন সম্পাদকীয় ত্রয়ীর প্রশ্ন উঠিল, তখন তিনি এত ক্রুদ্ধ হ'ন। 'ইস্ক্রা' হইল সংগঠনের কেন্দ্র, অথচ সম্পাদকীয় চক্রে তাঁহাকে রাখা হইল না! তাহার উপর এই ব্যাপার হইল তখনই যখন দ্বিতীয় কংগ্রেসে রুশিয়ার আবহাওয়ার প্রভাব সবচেয়ে বেশী অনুভূত হইতে লাগিয়াছে।

আমি যখন মিউনিকে পৌছিলাম, তখন শ্রমিকমুক্তি দলের কেবলমাত্র জাসুলিচ সেখানে থাকিতেন। তাঁহার ছিল একখানি বুলগেরিয়ার ছাড়পত্র এবং ভেলিকা ডিমিট্রিয়েভোনা ছদ্মনামে তিনি ঘুরাফেরা করিতেন।

অন্য সকলকেও বুলগেরিয়ার ছাড়পত্র লইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

* ১৮৯৫ সালে।

যতদিন না আমি আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম, ততদিন ব্লাদিমির ইলিচ বিনা ছাড়পত্রেই চলাফেরা করিতেন। আমি আসিলে ডাক্তার জর্ডানভ নামক জনৈক বুলগেরিয়ানের ও তাঁহার স্ত্রী মারিৎসার নামে দুইখানি ছাড়পত্র আমরা গ্রহণ করিলাম এবং বিজ্ঞাপন দেখিয়া মজুর পরিবারের একটি ঘর ভাড়া লইলাম। আমি আসিবার পূর্ব্বে 'ইসক্রা'র সেক্রেটারী ছিলেন ইনা হার্মোজেনোভনা স্মিডোভিচ-লেম্যান। তাঁহারও ছিল একখানি বুলগেরিয়ান ছাড়পত্র এবং ডাকনাম ছিল তাঁহার 'দিম্‌কা'। আমি আসিয়া পৌঁছিলে ব্লাদিমির ইলিচ আমাকে বলিলেন, আমাকে 'ইসক্রা'র সেক্রেটারী করিবার ব্যবস্থা করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছেন। ইহার অর্থ এখন হইতে রুশিয়ার সহিত যোগাযোগ চলিবে ব্লাদিমির ইলিচের পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে। তখন মার্টভ ও পোট্রেসভের ইহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু ছিল না, এবং এই পদের জন্য শ্রমিকমুক্তি দলের নিজেদেরও কোনো লোক ছিল না। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা সে-সময় 'ইসক্রা'র প্রতি একেবারেই গুরুত্ব আরোপ করিতেন না। ব্লাদিমির ইলিচ আমাকে বলিলেন, এই ব্যবস্থা করিতে তাঁহাকে একটু লজ্জার মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল, কিন্তু লক্ষ্যের পানে চাহিয়া তিনি দ্বিধা করেন নাই। অবিলম্বে আমি কাজের মধ্যে ডুবিয়া গেলাম। কাজ আমাদের এইভাবে চলিত : রুশিয়া হইতে জার্মানীর বিভিন্ন শহরে জার্মান কমরেডদের নামে চিঠিপত্র প্রেরিত হইত, তাহারা ডাক্তার লেম্যানের ঠিকানায় চিঠিপত্রগুলি পাঠাইয়া দিত; ডাক্তার লেম্যান সব আমাদের কাছে পাঠাইতেন।

শীঘ্রই একটা বড় রকমের গোলমাল বাধিয়া উঠিল। পুস্তকাদি ছাপিবার জন্য অনেক চেষ্টার পর রুশিয়ায় কিসিনেভে আমরা একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ঐ ছাপাখানার ম্যানেজার আকিম (লাইবারের ভ্রাতা—লিয়ঁ গোল্ডম্যান) লেম্যানের ঠিকানায়

একটি 'কুশন' পাঠান। রুশিয়ায় প্রকাশিত কতকগুলি পুস্তিকার কপি কুশনটিতে সেলাই করিয়া লাগানো ছিল। বিস্মিত হইয়া ডাক্তার লেম্যান অজ্ঞাতসারেই ডাকঘর হইতে কুশন লইতে অস্বীকার করেন। যাহা হোক, যখন আমাদের লোকেরা ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে জানাইল, তখন তিনি কুশনটি আনিতে গেলেন এবং ডাকঘরের লোকদের বলিলেন যে তাঁহার নামে যাহা কিছু আসিবে, এমন কি এক ট্রেন বোঝাই কোনো জিনিস আসিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন।

'ইসক্রা' রুশিয়ায় পাঠাইবার মতো তখনও কোনো যানবাহনের সুব্যবস্থা ছিল না। রবিবারের ভ্রমণকারীরা জোড়া বোতামওয়ালা ট্রাঙ্কে লইয়া 'ইসক্রা' বিতরণ করিত। তাহারা রুশিয়ায় পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বহু স্থানে ট্রাঙ্কগুলি লইয়া যাইত।

তাহারা স্কভ, কিয়েভ ও অন্যান্য অনেক জায়গায় ট্রাঙ্কগুলি লইয়া যাইত। ট্রাঙ্কগুলির মধ্য হইতে রুশ কমরেডরা পুঁথিপত্র বাহির করিয়া লইয়া দলের হাতে দিতেন। লেট্‌স্‌, রোলাউ ও স্কুবিকের মধ্য দিয়া গাড়ীর ব্যবস্থাও কেবল করা হইয়াছিল।

এই সব করিতে অনেক সময় লাগিয়া গেল। নানা ধরনের আলাপ-আলোচনায়ও অনেক সময় গেল। অবশ্য এই সকল আলোচনায় কোনো ফল হইল না।

ফটোগ্রাফের যন্ত্রপাতি লইয়া যে-সকল বে-আইনী কারবারীর দল গোপনে সীমান্ত পার হয়, তাহাদের নিকট হইতে কিছু যন্ত্রপাতি কিনিয়া তাহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন একজন। মনে আছে, তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনায় পুরা এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল।

বার্লিন, প্যারিস, সুইজারল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের 'ইসক্রা'র এজেণ্টদের

সহিত পত্রবিনিময় করিলাম। তাহারা তাহাদের যথাসাধ্য করিল; ট্রাঙ্ক লইবার জন্য লোক জোগাড় করিয়া দিল, টাকা তুলিল, যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করিল, ঠিকানা জোগাড় করিল ও অন্যান্য নানা প্রকারে সাহায্য করিল।

১৯০১ সালের অক্টোবর মাসে সহানুভূতিশীল দলগুলিকে লইয়া 'প্রবাসী রুশ সোশাল ডেমোক্রাট সঙ্ঘ' ('লীগ অফ্ রাশিয়ান সোশাল ডেমোক্রাট্স্') স্থাপিত হইল।

রুশিয়ার সহিত যোগাযোগ খুব দ্রুত বাড়িতে লাগিল। 'ইস্ক্রা'র সংবাদদাতাগণের মধ্যে সবচেয়ে উৎসাহী ছিলেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিক বাবুশ্কিন। পত্রবিনিময়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য রুশিয়া পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ব্লাদিমির ইলিচ তাঁহার সহিত দেখা করেন। ওরেখোভো-জুয়েভো, ব্লাদিমির, গুস্-খ্রুস্তালনি, আইভানোভো-ভোজনেসেনস্ক, কোখ্মা ও কিনেসমা—এই সকল স্থান হইতে তিনি এক তাড়া চিঠি পাঠাইয়াছিলেন।

এই সকল শহরে তিনি প্রায়ই আসিতেন এবং যোগাযোগ স্থাপন করিতেন। পিটার্সবুর্গ, মস্কো এবং উরাল্স্ ও দক্ষিণ অঞ্চল হইতেও চিঠি আসিত। 'নর্দার্ন লীগ'-এর[১৩] সহিতও আমরা পত্র বিনিময় করিতাম। নস্কভ নামক এই লীগের একজন প্রতিনিধি কিছু কাল পরে আইভানোভো-ভোজনেসেনস্ক হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই রকম একজন পাকা নিখুঁত রুশকে পাওয়া শক্ত। চোখ দুইটি নীল, ভাষা-ভাষা মুখ, গোল ধরনের কাঁধ, কথায় মোটা গ্রাম্য টান্। একটা ছোট পুঁটুলি হাতে সে সীমান্ত পার হইয়া আসিয়াছে সব কিছু আমাদের সঙ্গে আলোচনা করিবার জন্য। তাহার কাকা ছিলেন আইভানোভো-ভোজনোসেনস্কের একজন

ছোটখাট ব্যবসাদার। ভাইপো'টির জন্য বাড়িতে পুলিসের উৎপাত লাগিয়াই ছিল। এই উৎপাতের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কাকা বিদেশে যাইবার টাকা তাহাকে দিয়াছিলেন। বরিশ নিকলায়েভিচ (ইহা ছিল তাহার ছদ্মনাম, আসল নাম ছিল ব্লাদিমির আলেকজান্দ্রোভিচ) ছিল চমৎকার কাজের লোক। 'উফাতে' তাহার সহিত ইতিপূর্ব্বে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে তখন একাটারিনবুর্গে চলিয়াছিল। সে বিদেশ আসিয়াছিল 'সংযোগ' স্থাপনের জন্য। ইহাই ছিল তাহার কাজ। মিউনিকে আমাদের ছোট রান্নাঘরটির মধ্যে বসিয়া চোখ বড় বড় করিয়া সে কি ভাবে নর্দার্ন লীগ-এর কাজকর্ম্মের কথা বলিয়া গিয়াছিল, সে-কথা আমার মনে আছে। বলিতে বলিতে সে খুব উত্তেজিত হইয়া পড়ে, তাহার এই উত্তেজনার আগুনে ইন্ধন জোগায় লেনিনেরই প্রশ্ন। বিদেশে থাকিবার সময় বরিশের সঙ্গে একখানা নোটবই থাকিত। যাহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের কথা—তাহারা কোথায় থাকে, কি করে, কি ভাবে তাহাদের কাজে লাগানো যায়—লেখা থাকিত। সে পরে এইগুলি আমাদের দিয়া যায়। কিন্তু সংগঠনের কাজে সে যেন খানিকটা কাব্যলোকে বিচরণ করিত। লোকজন ও তাহাদের কাজকর্ম্মকে সে বাড়াইয়া দেখিত, বাস্তব সত্যকে নির্ভীক ভাবে নিরীক্ষণ করার শক্তি তাহার ছিল না। দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর সে একজন আপোসকারীতে পরিণত হয়। ক্রমে রাজনীতিক্ষেত্র হইতে সে সরিয়া যায়। প্রতিক্রিয়ার যুগে তাহার মৃত্যু হয়।

আরও অনেকে মিউনিকে আসিতেন। আমার পৌঁছিবার পূর্ব্ব হইতেই স্ট্রুব সেখানে ছিলেন। তখন অবস্থা এমন হইয়া উঠিতেছিল

যে, তাঁহার সহিত ছাড়াছাড়ি শীঘ্রই ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছিল। এই সময়েই তিনি সোশাল ডেমোক্রাটিক দল হইতে উদারনীতিকদের দিকে চলিয়া পড়িতেছিলেন। শেষ বার যখন তিনি আসিলেন, তখন বেশ খানিকটা সংঘর্ষ হইয়া গেল। ভেরা আইভানোভনা তাঁহাকে 'খুর-বাঁধানো ঘোড়া' আখ্যা দিলেন। তাঁহার দ্বারা যে আর কিছুই হইবে না তাহা ব্লাদিমির ইলিচ ও প্লেখানভ দুইজনেই ধরিয়া লইলেন। ভেরা আইভানোভনা কিন্তু ভাবিলেন, তখনও তাঁহার দ্বারা কিছু কাজ হইতে পারে। তাঁহাকে ও পোট্রেসভকে আমরা ঠাট্টা করিয়া 'স্ত্রুব-বান্ধব দল' বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম।

স্ত্রুব যখন দ্বিতীয় বার আসিলেন, আমি তখন মিউনিকে আসিয়া গিয়াছি। ব্লাদিমির ইলিচ তাঁহার সহিত দেখা করিতে অস্বীকার করিলেন। আমি ভেরা আইভানোভনার ঘরে স্ত্রুবের সহিত দেখা করিতে গেলাম। এই সাক্ষাৎকার হইল অত্যন্ত অস্বস্তিকর। স্ত্রুব সাংঘাতিক রাগিয়া ছিলেন। ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসের কোনো দৃশ্যের মতো সমস্ত আবহাওয়াটা যেন থম থম করিতে লাগিল। তিনি যে বিশ্বাসঘাতক দলত্যাগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন, তাহাই এবং অন্যান্য অনেক কথাই তিনি নাটকীয় ভাবে বলিতে লাগিলেন। সেদিন তিনি কি বলিয়াছিলেন আজ তাহা আমার মনে নাই, মনে যে-বিষাদ লইয়া সেদিন ফিরিয়া আসিয়াছিলাম তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই। একথা সেদিন স্পষ্টই বুঝিয়াছিলাম, তিনি আর আমাদের কেহ নহেন, পার্টির তিনি শত্রু। ব্লাদিমির ইলিচের ভুল হয় নাই। পরে স্ত্রুবের স্ত্রী নিনা আলেকজান্দ্রোভনা আমাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া পত্র দেন এবং সঙ্গে এক বাক্স মার্মালেড পাঠান। উহা কে আনিয়াছিল আজ তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু, নিনা ছিল দুর্ব্বল, পিয়তর বার্নহার্ডোভিচ

কোন পথে চলিয়াছিল সে বুঝিতে পারিয়াছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু যে চলিয়াছিল সে ঠিকই বুঝিয়াছিল।

আমি আসিবার পর আমরা একটি জার্মান মজুর পরিবারের সহিত থাকিবার ব্যবস্থা করিলাম। পরিবারটি বেশ বড়, ছয় জন লোক লইয়া। তাহারা সকলে মিলিয়া রান্নাঘরে ও একটি ছোট ঘরে থাকিত। কিন্তু সমস্ত জিনিস ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ছোট ছেলেমেয়েগুলিও ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার ও নম্র স্বভাবের। কিন্তু আমি ভ্লাদিমির ইলিচকে বাড়ির রান্না খাওয়ানোই স্থির করিলাম। তাই আমি রান্নার ব্যবস্থা করিলাম। গৃহকর্ত্রীর রান্নাঘরটিতে আমি রাঁধিতাম বটে, কিন্তু আমাদের নিজেদের ঘরেই সমস্ত কিছু গোছগাছ করিয়া লইতে হইত। শব্দ যত কম হয় আমি সেই চেষ্টাই করিতাম, কারণ ভ্লাদিমির ইলিচ তখন 'হোয়াট ইজ টু বি ডান্' ('কী করিতে হইবে') লিখিতেছিলেন। কোনো কিছু লিখিবার সময় সাধারণত তিনি ঘরের এক কোণ হইতে অন্য কোণে পায়চারি করিতেন এবং যাহা লিখিবেন তাহা নিজের মনে আওড়াইয়া যাইতেন। তাঁহার কাজ করিবার ধরনটি এতদিনে আমি বুঝিয়া ফেলিয়াছিলাম। যখন তিনি লিখিতেন তখন আমি তাঁহাকে কিছুই বলিতাম না কিম্বা কিছুই জিজ্ঞাসা করিতাম না। পরে যখন আমরা বেড়াইতে বাহির হইতাম, তখন তিনি কি লিখিতেছেন ও কি ভাবিতেছেন আমাকে বলিতেন। কোনো প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে মনে মনে উহা একবার আওড়াইয়া লওয়া মনে হইত খুবই আবশ্যক। মিউনিকের উপকণ্ঠে খুব নির্জন স্থানে গিয়া আমরা বসিতাম।

এক মাস পরে মিউনিকের উপকণ্ঠে সোয়াবিং-এ আমাদের নিজেদের অঞ্চলে আমরা ফিরিয়া আসিলাম। বহু নূতন তৈয়ারী বাড়ির একটিতে আমাদের নিজেদের 'আসবাবপত্র' (চলিয়া আসিবার সময় সব সমেত

১২ মার্কে ঐ সমস্ত বিক্রয় করিয়াছিলাম) সাজাইয়া নিজেদের মতে থাকিতে লাগিলাম। আমরা ভালো ভাবে গুছাইয়া বসিতে না বসিতেই মধ্যাহ্ন ভোজের পর প্রথম আসিলেন মার্টভ। তারপর অন্যেরাও আসিলেন; 'সম্পাদকীয়ের' তথাকথিত সভা আরম্ভ হইল। মার্টভ অনবরত কথা বলিয়া গেলেন এবং বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যাইতে লাগিলেন। তিনি প্রচুর বই পড়িতেন, এবং সর্ব্বদা অনেক খবর তাঁহার নিকট জমা থাকিত। মার্টভ সম্পর্কে ব্লাদিমির ইলিচ প্রায়ই বলিতেন: "মার্টভ একজন নিখুঁত সাংবাদিক; অসাধারণ তাঁর মেধা, যা কিছু সামনে দেখেন তাঁর কিছুই তিনি জানতে ভোলেন না, সব কিছুই তাঁর মনের উপর দাগ কেটে যায়; কিন্তু গভীরতা তাঁর আদৌ নেই।" মার্টভকে না হইলে 'ইসক্রা' একেবারেই চলে না। প্রত্যেক দিন এইভাবে পাঁচ ছয় ঘণ্টা অবিশ্রাম কথা বলিয়া ব্লাদিমির ইলিচ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িতেন এবং কথা কহিতে পারিতেন না। একবার তিনি আমাকে মার্টভের নিকট গিয়া তাঁহাকে আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিতে নিষেধ করিতে বলিয়াছিলেন। ঠিক হইল, আমিই মার্টভের ওখানে যাইয়া প্রাপ্ত চিঠিগুলি সম্পর্কে তাঁহাকে জানাইয়া তাঁহার সহিত কাজের বন্দোবস্ত করিয়া আসিব। কিন্তু মার্টভ এইভাবে কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেন না, আমাদের ওখান হইতে উঠিয়া তিনি ভেরা আইভানোভনা, দিম্‌কা ও ব্লুমেনফেল্ডের* সহিত কাফেতে গিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইতেন।

* ব্লুমেনফেল্ড প্রথমে লাইপজিগে ও পরে মিউনিকে জার্মান সোশাল ডেমোক্রাটিক ছাপাখানায় টাইপ সাজাইতেন। তিনি খুব দক্ষ কম্পোজিটর ও চমৎকার কমরেড ছিলেন। নিজের কাজে তাঁহার খুব উৎসাহ ছিল। ভেরা আইভানোভ্‌নার প্রতি তাঁহার খুব টান ছিল, কিন্তু প্লেখানভকে পছন্দ করিতেন না। তিনি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ছিলেন, কোনো কাজের ভার নিলে তাহা না করিয়া ছাড়িতেন না।

পরে 'দান' আসিলেন পত্নী ও ছেলেমেয়েদের লইয়া। মার্টভ তাঁহাদের ওখানে সমস্ত দিনই কাটাইতে লাগিলেন।

অক্টোবর মাসে আমরা মিউনিক হইতে জুরিকে গেলাম 'রাবোশেয়ে দেলো'র[১৪] সহিত ঐক্য স্থাপনের জন্য; কিন্তু ঐক্য স্থাপিত হইল না। আকিমভ, ক্রিচেভ্স্কি ও অন্যান্য সকলে প্রাণপণে তর্ক করিলেন। 'রাবোশেয়ে দেলো'-দলীয়দের আক্রমণ করিতে গিয়া মার্টভ এত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন যে, তিনি তাঁহার গলা হইতে টাই ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। মার্টভকে এত রাগিতে ইতিপূর্ব্বে আমি আর কখনও দেখি নাই। শাণিত বিদ্রূপে প্লেখানভ নানা কথা বলিলেন। ঐক্য অসম্ভব এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাবের খসড়া করা হইল। সম্মেলনে নিষ্প্রভ কণ্ঠে 'দান' প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন, বিরোধী দলের মধ্য হইতে "পাপাল নান্সিয়ো" ধ্বনি উঠিতে লাগিল।

এই ছাড়াছাড়ি আমাদের নিকট একেবারেই বেদনাদায়ক হয় নাই। মার্টভ ও লেনিন কখনও 'রাবোশেয়ে দেলো'তে একসঙ্গে কাজ করেন নাই। একসঙ্গে কাজ কোনদিনই হয় নাই, তাই প্রকৃত পক্ষে কোনো বিচ্ছেদই হইল না। প্লেখানভের মেজাজ খুবই ভালো ছিল; কারণ যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এত ভাবে তিনি লড়াই করিয়া আসিতেছেন, আজ তাঁহাকে তিনি চরম আঘাত হানিতে পারিয়াছেন। প্লেখানভ অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

আমরা একই হোটেলে থাকিতে লাগিলাম, একই সঙ্গে খাইতে লাগিলাম। সময় খুবই ভালো কাটিতে লাগিল। কেবল মাঝেমাঝে কোনো কোনো সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিত।

একটা আলোচনার কথা আমার মনে আছে। আমরা যে-কাফেতে বসিয়াছিলাম তাহারই কাছে একটি ব্যায়ামাগার ছিল। ঐটি তখন

বেড়া দিয়া ঘেরা হইতেছিল। কয়েকজন মজুর মাথায় ঢাল পরিয়া কাঠের তরবারি দিয়া বেড়া দিতেছিল। প্লেখানভ হাসিয়া বলিলেন: "নূতন ব্যবস্থার মধ্যেও আমরা এমনি ভাবেই লড়াই ক'রব।" গৃহে ফিরিবার পথে আমি আক্সেলডের সহিত আসিতেছিলাম। প্লেখানভ-উত্থাপিত বিষয়টিকে আরও বিশদ করিয়া আক্সেলরড্ বলিলেন: "নূতন সমাজব্যবস্থায় আমাদের কোনো সংগ্রামই থাকবে না, থাকবে শুধু দুঃসহ শূন্যতা।"

অত্যন্ত মুখচোরা ছিলাম বলিয়া আমি তখন কিছু বলিতে পারি নাই, কিন্তু কথাটি শুনিয়া যে কতখানি বিস্মিত হইয়াছিলাম তাহা আজও মনে পড়ে।

জুরিক হইতে ফিরিয়া ভ্লাদিমিব 'হোয়াট ইজ্ টু বি ডান' নামক পুস্তিকাখানি শেষ করিতে বসিলেন। পরে মেনশেভিকরা বইখানিকে সাংঘাতিক ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু সেই সঙ্কট-মুহূর্তে সকলেরই বিশেষত যাহারা রুশিয়ার কাজের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের মুগ্ধ করিয়াছিল। সমগ্র পুস্তিকাখানি সঙ্ঘ গঠনের জন্য আবেগময় আবেদন। ইহাতে ছিল সংগঠনের একটি সসম্পূর্ণ পরিকল্পনা, যে-পরিকল্পনার মধ্যে প্রত্যেকেরই স্থান ছিল, যাহাতে বিপ্লবের যন্ত্রে প্রত্যেকেই কোনো না কোনো অংশ হইতে পারে। এই অংশ হয়তো ছোট, কিন্তু ইহাকে বাদ দিলে যন্ত্র একেবারেই চলিবে না। তখনকার সেই অবস্থার মধ্যে পার্টিকে যদি আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে তাহার ভিত্তি রচনার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের নির্দেশ ছিল এই পুস্তিকাখানিতে। "সোশাল ডেমোক্রাট কোনদিন সুদীর্ঘ কাজের ভয় করিবে না, যে-কাজে হাত দিবে সে-কাজে যে-ভাবেই হোক সে লাগিয়া থাকিবে। হয় গভীরতম বৈপ্লবিক 'অবসাদের' দিনে পার্টির সম্মান অথবা প্রাধান্য রক্ষার জন্য অথবা দেশব্যাপী

সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ও পরিচালনার জন্য—সব কিছুর জন্যই সব সময়ে তাঁহাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে"। 'হোয়াট ইজ টু বি ডান' পুস্তিকায় লেনিন এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

পুস্তিকাখানি রচনার পর আজ ২৪ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে পার্টির কাজের রূপ একেবারেই বদলাইয়া গিয়াছে। তথাপি পুস্তিকাখানির বিপ্লবী উদ্দীপনা মনে আগুন ধরাইয়া দেয়। কেবলমাত্র কথায় নহে, কাজেও যে লেনিনবাদী হইতে চায় তাহার পক্ষে আজও এই বইখানি পড়া একান্ত আবশ্যক।

বিপ্লবী আন্দোলনের পথনির্দ্দেশক 'ফ্রেইণ্ড্স্ অফ্ দি পিপ্ল্' (জনগণের বন্ধু) পুস্তিকাখানির যেমন অসাধারণ গুরুত্ব ছিল, ব্যাপক বিপ্লবী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তেমনই গুরুত্ব 'হোয়াট ইজ টু বি ডান' পুস্তিকাখানির। কোন কোন কাজ করিতে হইবে ইহাতে তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

পার্টি কংগ্রেসের সময় যে তখনও আসে নাই, তাহা সকলেই বুঝিতেছিলেন, ইহাও বুঝিতেছিলেন যে প্রথম কংগ্রেসের মত ইহার পরিণতি হইতে দিলে চলিবে না। প্রস্তুত হইবার জন্য সুদীর্ঘ কাল ও আয়োজনের প্রয়োজন ছিল। তাই বেলোস্টকে 'বুন্দ' দল কর্ত্তৃক যে-কংগ্রেস আহূত হয় তাহাতে কেহ গুরুত্ব আরোপ করে নাই। একটি ট্রাঙ্ক ভর্ত্তি 'হোয়াট ইজ টু বি ডান' পুস্তিকা লইয়া 'দান' 'ইসক্রা'র পক্ষ হইতে সেখানে গেলেন। বেলোস্টক কংগ্রেস পরিণত হইল কনফারেন্সে।

'ইসক্রা'র কাজ তখন পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে। ইহার প্রভাব ক্রমেই বাড়িতেছে। কংগ্রেসের জন্য তখন পার্টির প্রোগ্রাম তৈয়ার হইতেছে। ইহা আলোচনা করিবার জন্য মিউনিক হইতে প্লেখানভ ও আক্সেলরড

আসিয়া পৌছিলেন। লেনিনের তৈয়ারী খসড়া প্রোগ্রামের কোনো কোনো স্থানের প্লেখানভ সমালোচনা করিলেন। ভেরা আইভানোভনাও সব ব্যাপারে লেনিনের সহিত একমত ছিলেন না, কিন্তু প্লেখানভের সহিতও তাঁহার সম্পূর্ণ মতৈক্য হইল না। আক্সেলরড্ও কোনো কোনো স্থানে লেনিনের মতে মত দিলেন। সভাতে কোনো উদ্দীপনার সৃষ্টি হইল না। ভেরা আইভানোভনা প্লেখানভের কথার জবাব দিতে চাহিলেন ; কিন্তু প্লেখানভ দুইহাত ভাঙ্গিয়া বুকের উপর রাখিয়া এমন এক ভারিক্কি চালে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন যে, তিনি একেবারেই হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।

ব্লাদিমির ইলিচ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। এভাবে কিছুতেই কাজ চলিতে পারে না। এ কোন ধরনের কাজের আলোচনা চলিতেছে !

সুনির্দ্দিষ্ট পথে সংগঠন-কার্য্য অবিলম্বে চালাইবার একান্ত প্রয়োজন, প্রয়োজন ব্যক্তিগত ব্যাপারকে সংগঠন হইতে বাহিরে রাখার, প্রয়োজন ব্যক্তিগত খেয়াল বা অতীতেব ব্যক্তিগত সম্পর্ককে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ হইতে দূরে রাখা।

প্লেখানভেব হিত মতবিরোধ হইলেই ব্লাদিমির ইলিচ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়িতেন। এই ব্যপারে তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। রাত্রে তাঁহার চোখ হইতে ঘুম চলিয়া গেল। প্লেখানভও ক্রুদ্ধ ও রুক্ষ হইযা উঠিলেন।

'জাবিরা'ব চতুর্থ সংখ্যার জন্য লিখিত ব্লাদিমির ইলিচের প্রবন্ধ পড়িয়া প্লেখানভ উহা ভেরা আইভানোভনার নিকট ফেরৎ দিলেন। লেখার পাশে পাশে যাহা লিখিয়া দিলেন তাহাতে তাঁহার সমস্ত ক্রোধ প্রকাশ হইযা পড়িল। ইহা পড়িয়া ব্লাদিমির ইলিচ অত্যন্ত উত্তেজিত

হইয়া উঠিলেন ও ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিলেন। এই সময় জানা গেল মিউনিক হইতে 'ইস্ক্রা' বাহির করা আর সম্ভব হইবে না, কারণ ছাপাখানার মালিক এই বিপদের ঝুঁকি নিতে আর রাজী নন। আবার নূতন স্থানে বাসা বাঁধিবার আয়োজন করিতে হইবে। কোথায়? প্লেখানভ ও আক্সেলরডের ইচ্ছা, সুইজারল্যাণ্ডে। বাকী সকলেই লণ্ডনের পক্ষে ভোট দিলেন। প্রোগ্রাম সম্পর্কিত আলোচনার আবহাওয়া হইতে তাঁহারা ব্যাপারটা বুঝিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী কালে মিউনিকের এই দিনগুলি স্মৃতিপথে বিশেষ উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়েছে। মিউনিকের পরে আমাদের প্রবাসজীবন আরও অনেক বেশী কষ্টে কাটিয়াছে। মিউনিকে থাকিবার সময় ব্লাদিমির ইলিচ, মার্টভ, পোট্রেসভ ও জাসুলিচের মধ্যকার ব্যক্তিগত সম্পর্কে এতখানি ফাঁটল ধরে নাই। সকলেই তখন একটি ব্যাপার লইয়া নিবিষ্ট ছিলেন—একটি নিখিল রুশ সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা। 'ইসক্রা'কে কেন্দ্র করিয়া শক্তিসঞ্চয় চলিতে থাকে অবিশ্রাম ভাবে। প্রত্যেকেই তখন সংগঠনের প্রসারকে উপলব্ধি করিতেছিল, সকলেই বুঝিতেছিল পার্টি গঠনের জন্য যে-পথ গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহা নির্ভুল। তাই সেই দিনগুলি কাটিয়াছে অসামান্য উদ্দীপনার মধ্যে।

স্থানীয় জীবনের প্রতি কোনদিন বিশেষ ভাবে আমরা তাকাইয়া দেখি নাই। মাঝে মাঝে যাহা চোখে পড়িত তাহাই দেখিতাম। আমরা সময় সময় সভাসমিতিতে যাইতাম, কিন্তু তাহাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নহে। ১লা মে উৎসবের কথা আমার মনে আছে। সে-বৎসর জার্মান সোশাল ডেমোক্রাটদের সেই প্রথম শর্ত্তাধীনে শোভাযাত্রা বাহির করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। শর্ত্ত থাকে এই যে, শহরের

মধ্যে ভীড় জমানো চলিবে না, গ্রামাঞ্চলে উৎসব করিতে হইবে। স্ত্রী পুত্র সহ জার্মান সোশাল ডেমোক্রাটদের বেশ বড় একটি দলকেই আমরা দেখিলাম। পকেট তাহাদের মূলায় ভর্ত্তি। সম্পূর্ণ নিঃশব্দে তাহারা ক্ষিপ্র পদে শহরের মধ্য দিয়া মার্চ করিয়া গ্রামাঞ্চলের একটি মদের ভাঁটিতে মদ পান করিতে গেল। পৃথিবীব্যাপী মজুর শ্রেণীর বিজয়োৎসবেব কোনো আভাসই এই মে দিবস আন্দোলনে পাওয়া গেল না।

আমাদেব অত্যন্ত গোপনে থাকিতে হইত বলিয়া জার্মান কমরেডদের সহিত আমবা মেলামেশা করিতাম না। কেবলমাত্র পার্ভুসের নিকট আমাদের যাতায়াত ছিল। স্ত্রী ও ছোট একটি ছেলে লইয়া তিনি ‘ইস্ক্রা’য় লিখিতেন এবং রুশিয়ার ব্যাপারে কৌতূহলী ছিলেন।

লিজ হইয়া আমরা লণ্ডনে যাই। তখন লিজে নিকোলাই লিওনিডোভিচ মেশচারিয়াকভ ও তাঁহার স্ত্রী থাকিতেন। ইঁহারা আমার পুরাতন সান-ডে ইস্কুলের বন্ধু। যখন তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয় তখন তিনি ছিলেন একজন ‘নিহিলিস্ট’। কিন্তু বেআইনী কাজে তাঁহার নিকটই আমার প্রথম হাতে খড়ি। তাঁহার নিকট হইতেই আমি ষড়যন্ত্রের আইন-কানুন শিখি। শ্রমিকমুক্তি দলের প্রকাশিত বৈদেশিক পুঁথিপত্র পড়িতে দিয়া তিনিই আমাকে সোশাল ডেমোক্রাট হইতে সাহায্য করেন।

আমরা যখন গেলাম, তখন তিনি একজন সোশাল ডেমোক্রাট এবং দীর্ঘকাল বেলজিয়ামে বাস করিতেছিলেন। তিনি স্থানীয় আন্দোলন সম্পর্কে খুব ভালো খোঁজখবর রাখিতেন। আমরা ঠিক করিলাম, পথে তঁহার সহিত দেখা করিয়া যাইব।

ঠিক সেই সময় একটি ঘটনায় লিজে বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি

হয়। কয়েকদিন পূর্ব্বে ধর্ম্মঘটীদের উপর সৈন্যেরা গুলী চালাইয়াছে। মজুর অঞ্চলের লোকদের চোখে মুখে উত্তেজনা, তাহারা ছোট ছোট দলে এখানে ওখানে দাড়াইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে কথাবার্ত্তা বলিতেছে।

আমরা 'গণভবন' ('হাউস অফ্ দি পিপ্‌ল্') দেখিতে গেলাম। বাড়িটি খুব ভালো জায়গায় অবস্থিত নহে। গৃহের সম্মুখস্থ ফাঁদের মতো অনেকটা খোলা জায়গায় লোক আটক পড়িতে পারে। মজুরেরা 'গণভবনে' জমায়েত হইল। সেখানে যাহাতে অনেক লোক জমা না হয়, সেজন্য পার্টির নেতারা সমস্ত শ্রমিক অঞ্চলের নানা স্থানে সভাসমিতির ব্যবস্থা করিলেন। বেলজিয়ামের সোশাল ডেমোক্রাটদের কেমন যেন অবিশ্বাসের ভাব। জনতার উপর সৈন্যরা গুলি চালাইল, আর শ্রমিক নেতারা তাহাদের শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন...

লণ্ডন

(১৯০২-১৯০৩ *)

লণ্ডনের বিশাল আয়তন দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেলাম। আমরা যেদিন লণ্ডনে পৌঁছাই, সে-দিনের আবহাওয়া যদিও অত্যন্ত খারাপ ছিল, তথাপি পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গেই ভ্লাদিমির ইলিচের মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, ধনতন্ত্রের এই প্রধান ঘাঁটিটিকে তিনি কৌতূহলের সহিত দেখিতে লাগিলেন। প্লেখানভের কথা, সম্পাদকীয় কলহের কথা তিনি কিছু কালের জন্য ভুলিয়াই গেলেন।

স্টেশনে আমাদের প্রতীক্ষায় ছিলেন নিকোলাই আলেকজান্দ্রোভিচ আলেক্সিয়েভ। তিনি লণ্ডনে নির্ব্বাসন-জীবন যাপন করিতেছিলেন। তিনি খুব ভালো ইংরাজী জানিতেন। আমাদের অবস্থা খুব সঙ্গীন হইয়া উঠায় তিনি প্রথম প্রথম আমাদের গাইডের কার্য্য করিতে লাগিলেন। সাইবেরিয়ায় থাকিতে একখানা পুরু ইংরাজী বই (ওয়েব্স্) রুশ ভাষায় অনুবাদ করিয়া ফেলিয়াছিলাম বলিয়া আমাদের ধারণা ছিল আমরা ইংরাজী জানি। জেলে থাকিতে একখানি 'স্বয়ংশিক্ষকে'র সাহায্যে আমি ইংরাজী শিখিয়াছিলাম, কিন্তু কাহারও মুখে কখনও একটি জীবন্ত ইংরাজী কথা শুনি নাই। শুশেনস্কোয়েতে যখন আমরা 'ওয়েব' অনুবাদ করিতে শুরু করি, ভ্লাদিমির ইলিচ তখন আমার ইংরাজী উচ্চারণ শুনিয়া ভয় পাইয়াছিলেন।

* ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসে লেনিন লণ্ডনে পৌঁছান।

তিনি বলিয়াছিলেন: "আমাব বোনের একজন ইংরেজীর শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু তার কথা তো এরকম শুনতে নয়।" আমি তর্ক না করিয়া আবার শিখিতে শুরু করিয়াছিলাম। যখন আমরা লণ্ডনে পৌছিলাম, দেখিলাম একটি কথাও বুঝিতে পারি না। প্রথম প্রথম ব্যাপাবটা খুব হাসিব হয়। ভ্লাদিমির ইলিচ ইহা লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন বটে, কিন্ত শীঘ্রই তিনি ইংবেজী শিখিতে শুরু কবিযা দিলেন। আমরা সর্ব্বপ্রকারের সভা-সমিতিতে যাইতে শুরু করিলাম। আমরা সামনেব সারিতে দাঁড়াইযা মনোযোগেব সহিত বক্তাব মুখেব নড়াচড়া লক্ষ্য করিতাম। আমরা প্রাযই হাইড্ পার্কে যাইতাম। এখানে বক্তারা চলমান জনতাব উদ্দেশ্যে নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিত। একদল কৌতূহলী শ্রোতার সম্মুখে একজন নাস্তিক প্রচাব করিতেন ঈশ্বর নাই। এই ধবনের বক্তার কথা আমরা বিশেষ করিয়া শুনিতাম। তাঁহার কথায় আইরিশ টান থাকিত বলিয়া তাঁহার কথা বুঝা আমাদের পক্ষে সোজা হইত। নিকটেই 'স্যালভেশন আর্মি'র একজন অফিসার পাগলেব মতো চীৎকার করিযা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট আবেদন জানাইত। তাহাবই সামান্য দূবে একজন দোকান-কর্ম্মচারী বড় বড় দোকানের কর্ম্মচারীদের কত ঘণ্টা দাসত্ব করিতে হয় তাহা শ্রোতাদের শুনাইতেন। কথিত ইংরেজী শুনিয়া শুনিয়া আমরা অনেক শিখিয়া ফেলিলাম। পবে বিজ্ঞাপনের সাহায্যে ভ্লাদিমির ইলিচ দুইজন ইংরাজকে জোগাড় কবিলেন। তাহাবা আমাদের ইংরাজী শিখাইবে ও পরিবর্ত্তে রুশ ভাষা শিখিবে। ভ্লাদিমির ইলিচ ইহাদের সাহায্যে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পড়াশুনা শুরু করিয়া দিলেন।

লণ্ডন নগবীকেও ভ্লাদিমির ইলিচ দেখিতে লাগিলেন। বৃটিশ মিউজিয়ামে তাঁহার অর্দ্ধেক সময় কাটিযা যাইত বটে, কিন্তু তিনি

লণ্ডনকে দেখিবার জন্য লণ্ডন মিউজিয়ামগুলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন না। বৃটিশ মিউজিয়ামের কোনো আকর্ষণ তাঁহার নিকট ছিল না, আকর্ষণ ছিল পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারের ও সেখানকার বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের সুযোগ-সুবিধার। প্রাচীন ইতিহাসের মিউজিয়ামে গিয়া মিনিট দশেকের মধ্যেই তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করিতেন। যে-সকল ঘরে মধ্যযুগীয় অস্ত্রশস্ত্র ঝুলানো রহিয়াছে এবং যে-সকল অতিদীর্ঘ পার্শ্বপথ মিশরীয় ও অন্যান্য প্রাচীন পাত্রাদিতে পূর্ণ রহিয়াছে সেই সকল স্থান আমরা খুব ক্ষিপ্র পদে পার হইয়া যাইতাম। কিন্তু মনে পড়ে, একটা ছোট ঘর ব্লাদিমির ইলিচ কিছুতেই ছাড়িয়া আসিতে পারিতেন না। ১৮৪৮ সালে প্যারিসের রু দ্য কর্ডেলিয়রে যে-বিপ্লব হয় ইহা ছিল তাহারই মিউজিয়াম।* এখানকার প্রতিটি জিনিস, প্রতিটি ছবি ব্লাদিমির ইলিচ গভীর মনোযোগের সহিত দেখিতেন। ইহা ছিল তাঁহার নিকট জীবন্ত সংগ্রামের অংশ। আমি যখন মস্কোতে আমাদের নিজেদের বিপ্লবের মিউজিয়াম দেখি, তখন কল্পনানেত্রে লেনিনকে দেখিয়াছিলাম, সেখানে দাঁড়াইয়া প্রতিটি বস্তু যেন তিনি চোখ দিয়া গিলিয়া খাইতেছেন।

ইলিচ জীবন্ত লণ্ডনকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ওমনিবাসের মাথায় চড়িয়া শহরের বহু দূর ঘুরিয়া আসিতে তিনি ভালোবাসিতেন। এই বিশাল বাণিজ্য-নগরীর জনযাত্রাকে তিনি ভালোবাসিতেন। নিস্তব্ধ ভ্রমণ-প্রান্তর, দূরে দূরে অবস্থিত বাড়িগুলি; বাড়িগুলির প্রবেশপথ পৃথক পৃথক, ঝক্‌ঝকে জানালাগুলিতে লতাপাতা উঠিয়াছে—পালিশ-করা ব্রুহাম-গাড়িগুলি কেবলই যাওয়া-আসা করিতেছে—বাহির হইতে এইগুলিই বেশী চোখে পড়িত। কিন্তু ইহারই আশেপাশে যে ছোট ছোট রাস্তাগুলিতে লণ্ডনের শ্রমজীবীরা থাকিত,

রাস্তাব উপর লাইন বাঁধিয়া যেখানে কাপড় শুকাইত, যেখানে রুগ্ন ছেলেমেয়েরা নর্দ্দমায় খেলা করিত, সেখানকার দৃশ্য বাসের মাথা হইতে চোখে পড়িত না। এ সকল অঞ্চলে আমরা হাটিয়া যাইতাম। বিপুল ঐশ্বর্য্যের পাশেই অতল দারিদ্র্যের এই রুগ্ন বিকাশ দেখিয়া ইলিচ একদিন দাঁতে দাঁত চাপিয়া ইংরেজীতে বলিয়া উঠিয়াছিলেন: "দুই জাতি!"

কিন্তু ওমনিবাসের উপরতলা হইতেও জনসাধাবণের জীবনযাত্রার অনেক বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়িত। দেখা যাইত, শুঁড়িখানার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে হতচ্ছাড়া নিঃস্বের দল। মদে তাহাদেব চোখ মুখ ফুলিয়া গিয়াছে, তাহাদের কাপড়-চোপড় ভিজা। তাহাদের মধ্যে দাড়াইযা আছে একজন মাতাল স্ত্রীলোক, তাহার এক চোখ কালো, পরনের কালো ভেলভেটের ছেঁড়া পোশাক মাটিতে গড়াইতেছে। বাসের উপরতলা হইতে একদিন দেখিলাম, একজন 'ববি' অর্থাৎ লণ্ডনের থুত্‌নিবাঁধা শিরস্ত্রাণ-আঁটা পুলিস বজ্রমুষ্টিতে একটা ছোট ছেলেকে ধরিয়া আছে। সে চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। আর শিশ দিতে দিতে চীৎকার করিতে করিতে তাহার পিছনে চলিয়াছে একটি বিরাট জনতা। বাসের উপরের কতকগুলি লোকও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাচ্চা চোরটির উদ্দেশ্যে কি যেন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল। ব্লাদিমির ইলিচ শুধু বলিলেন, "হুম্।" মাহিনার দিন সন্ধ্যায় মজুর অঞ্চলে আমরা দুই-এক বার বাসে চাপিয়া গিয়াছিলাম। একটি প্রশস্ত রাস্তার দুই ফুটপাত বাহিয়া আলোকোজ্জ্বল অনন্ত বিপণিশ্রেণী চলিয়াছে। ফুটপাথগুলি মজুরদের ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে। তাহারা চেঁচামেচি করিয়া সর্ব্বপ্রকারের জিনিস কিনিতেছে। সেইখানে দাঁড়াইয়াই তাহাদের ক্ষুধা মিটাইতেছে।

মজুরের ভিড় ব্লাদিমির ইলিচকে সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিত। যেখানেই তাহার সাক্ষাৎ মিলিত সেখানেই তিনি যাইতেন। শহর হইতে দূরে আসিয়া ক্লান্ত শ্রমিকেরা যেখানে অবসন্ন আলস্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুইয়া থাকিত, তিনি সেখানে বেড়াইতে যাইতেন। তিনি শুঁড়িখানায়, পাঠাগারে সব জায়গাই ঘুরিয়া বেড়াইতেন। লণ্ডনের সাধারণ পাঠাগারগুলিতে রাস্তা হইতে সোজা ঢুকিবার পথ ছিল, কিন্তু বসিবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, কেবল দাঁড়াইবার স্থান ছিল। সেখানে নূতন সংবাদপত্রের ফাইলগুলি অ াটা থাকিত। পরে ইলিচ বলিয়াছিলেন, সোভিয়েট রুশিয়ার সর্ব্বত্র এই ধরনের পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয় ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। একটা পাব্লিক রেস্তোরঁাতেও আমরা যাইতাম, গীর্জায়ও যাইতাম। ইংলণ্ডের গীর্জাগুলিতে উপাসনার পর উপদেশবাণী দেওয়া হইত। সমাজতান্ত্রিক গীর্জাগুলিতে উপাসনার পর বক্তৃতা ও আলোচনা হইত। সাধারণ শ্রমিকেরা এই সকল আলোচনায় যোগদান করিত বলিয়া ব্লাদিমির ইলিচ এই সকল আলোচনা শুনিতে খুব ভালোবাসিতেন। শহর হইতে দূরে কোথাও মজুরদের সভাসমিতি আছে কি না তাহা জানিবার জন্য তিনি সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনস্তম্ভ খোঁজ করিতেন। এই সকল সভাসমিতিতে কোনো আড়ম্বর হইত না, কোনো নেতা থাকিত না। কারখানা হইতে মজুরেরা আসিয়াই এই সকল সভা করিত। উদ্যান-নগরীর পরিকল্পনা ও এই প্রকার সমস্যাই তাঁহারা আলোচনা করিতেন। ইলিচ এই সকল আলোচনা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনিয়া আনন্দে বলিয়া উঠিতেন: "উহাদের কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া সমাজতন্ত্র যেন ঝরিয়া পড়িতেছে। কোনো বক্তা হয়তো উঠিয়া বাজে বকিতে শুরু করিলেন। একজন মজুর তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সমস্যাটিকে সরাসরি আক্রমণ করিয়া

নিজেই ধনতান্ত্রিক সমাজের নগ্ন রূপ প্রকাশ করিয়া দিল।” বৃটেনের সাধারণ মজুরদের উপব ইলিচ সর্ব্বদাই ভরসা রাখিতেন। নানা প্রকার বাধা সত্ত্বেও তাহারা শ্রেণীগত সহজ বুদ্ধিকে মলিন হইতে দেয় নাই। ইংলণ্ডে ভ্রমণ কবিতে আসিযা লোকেব সাধাবণত চোখে পড়ে অভিজাত মজুরকে, বুর্জোয়াবা যাহাদের নষ্ট করিয়া নিম্ন-মধ্য শ্রেণীতে পবিণত করিয়াছে। বৃটিশ মজুব শ্রেণীব এই উপবের স্তরও অবশ্য লেনিনেব পর্য্যবেক্ষণ হইতে বাদ পড়ে নাই। বুর্জোযা প্রভাব যে বাস্তব রূপ গ্রহণ করে তাহাও তিনি ভালো ভাবেই বুঝিয়াছিলেন। এসকল কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত না হইযাও তিনি ইংলণ্ডেব ভবিষ্যৎ বিপ্লবের পবিচালক শক্তিগুলির হৃদ্‌স্পন্দন বুঝিতে চেষ্টা করিযাছিলেন।

কত বিভিন্ন ধবনের সভাসমিতিতে যে আমরা যাইতাম তাহা বলিয়া শেষ করা কঠিন। আমবা একবাব ঘুরিতে ঘুরিতে একটি সোশাল ডেমোক্রাটিক গীর্জায় গিযা উপস্থিত হই। যে-সোশালিস্ট উপাসনা কবিতেছিলেন তিনি একখানি বাইবেলেব উপর নাক ঠেকাইযা উচ্চ স্ববে পড়িয়া গেলেন; পরে অনেকটা এইভাবে উপদেশবাণী দিতে শুরু করিলেন—ইহুদিদের মিশর পরিত্যাগ আব কিছুই নহে, মজুরদের ধনতন্ত্রের রাজ্য ছাড়িয়া সমাজতন্ত্রেব রাজ্যে প্রবেশ। ইহার পর সকলে উঠিযা দাঁড়াইয়া একখানি সমাজতান্ত্রিক সঙ্গীতপুস্তক হইতে গান গাহিতে শুরু করিল—“হে ঈশ্বব, ধনতন্ত্রের রাজ্য হইতে আমাদিগকে সমাজতন্ত্রেব রাজ্যে লইয়া চল।” আর একবার আমরা ঐ গীর্জাতেই যুবকদেব সহিত আলোচনা কবিতে গেলাম। ‘নাগরিক কার্য্য পরিচালনা ব্যাপারে সমাজতন্ত্র’ সম্পর্কে একজন যুবক একটি বচনা পাঠ করিলেন। তিনি বলিতে চাহিলেন, বিপ্লবের কোনই প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বোক্ত যে-সোশালিস্ট আগের দিন উপাসনা করিযাছিলেন তিনি বলিলেন যে, তিনি ১২ বৎসর

পার্টিতে আছেন এবং এই ১২ বৎসর তিনি সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া আসিতেছেন, নাগরিক ব্যাপারে সমাজতন্ত্র নিছক সুবিধাবাদ ছাড়া আর কিছুই নহে !

ইংরেজ সোশালিস্টদের পারিবারিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানিতাম না। ইংরেজরা চাপা লোক। রুশ নির্ব্বাসিতদের ছন্নছাড়া জীবনযাত্রাকে তাহারা বিস্মিত কৌতূহলের সহিত দেখিত। একজন ইংরাজ সোশাল ডেমোক্রাটের সহিত তাখতারিয়েভের বাসায় আমাদের একবার সাক্ষাৎ হয়। মনে আছে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: "সত্যি কি, আপনি জেলে ছিলেন? আমার স্ত্রী যদি জেলে যেতেন তা' হ'লে আমি যে কি ক'রতাম বলতে পারি না। আমার স্ত্রী জেলে, এ কথা ভাবাও যায় না।" এই নিম্ন-মধ্যশ্রেণীসুলভ মনোবৃত্তি যে কত গভীর তাহা আমরা দেখিলাম যে-পরিবারে আমরা থাকিতাম তাঁহাদের এবং যে-দুইজন ইংরাজের নিকট হইতে আমরা পাঠ গ্রহণ করিতাম তাঁহাদের মধ্যে। ইংরাজ নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর জীবনের অতলস্পর্শ অসারতার পূর্ণ প্রমাণ পাইলাম আমরা এখানেই। আমরা যাঁহাদের নিকট পড়িতাম তাঁহাদের একজন ছিলেন একটি বড় বইয়ের দোকানের ম্যানেজার। তিনি একদিন বলিলেন যে, তাঁহার বিশ্বাস সমাজতন্ত্রই সবচেয়ে খাঁটি নীতি। তিনি বলিলেন: "আমি একজন পাকা সমাজতন্ত্রী। এক সময় আমি সমাজতান্ত্রিক বক্তৃতা পর্য্যন্ত করিয়াছি। আমার মনিব আমাকে ডাকিয়া বলিলেন সোশালিস্টদের দ্বারা তাহার কোনো কাজ হইবে না এবং আমি যদি তাঁহার ভবনে চাকুরী করিতে চাহি তবে আমাকে মুখ বন্ধ করিয়া কাজ করিতে হইবে। আমি ভাবিয়া দেখিলাম, আমি প্রচার করি আর না-ই করি সমাজতন্ত্র আসিবেই আসিবে, এবং

আমার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা রহিয়াছে। তারপব হইতে আব কাহাকেও বলি না যে আমি সোশালিস্ট, কিন্তু আপনাদের বলিতে বাধা নাই।”

এই ভদ্রলোক মিঃ বেমণ্ড ইওবোপেব প্রায সর্ব্বত্র ঘুবিয়া আসিয়াছেন তিনি অস্ট্রেলিয়ায় ও অন্যান্য স্থানেও ছিলেন এবং বহু বৎসর লণ্ডনে রহিয়াছেন। কিন্তু ব্লাদিমিব ইলিচ এক বৎসব থাকিযা যাহা দেখিয়াছেন তাহার অর্দ্ধেকও ইনি দেখেন নাই। হোয়াইট চ্যাপেলেব একটি সভায় ইলিচ তাঁহাকে একবার লইয়া গিয়াছিলেন। অধিকাংশ লণ্ডন-বাসীব মতোই মিঃ রেমণ্ড শহবেব এই অংশ কখনও দেখেন নাই। এই অংশে থাকিত রুশ ইহুদীবা। শহবের অপরাংশ হইতে এখানকার জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ পৃথক। এখানে আসিযা মিঃ বেমণ্ড অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন।

গাড়ি চাপিয়া শহবের উপকণ্ঠেও আমবা যাইতাম। আমবা প্রায়ই ‘প্রিমরোজ হিল’-এ যাইতাম, কাবণ গাড়িভাড়া লাগিত মোটে ছয পেনি। এই পাহাড়টি হইতে প্রায সমগ্র লণ্ডনকে দেখা যাইত—ধূমকুণ্ডলিত বিবাট নগরী দূরে সরিয়া যাইতেছে। এখানে আমবা প্রকৃতিকে খুব কাছাকাছি পাইতাম, সবুজ পথ বাহিয়া উদ্যানেব মধ্যে চলিযা যাইতাম। ‘প্রিমবোজ হিল’-এ যাইতে আমাদেব ভালো লাগিত, তাহাব আর একটি কাবণ ইহার নিকটে কার্ল মার্কসেব সমাধিক্ষেত্র। আমরা সেখানে যাইতাম।

আপোলিনারিয়া আলেকজান্দ্রোভনা ইয়াকুবোভা নামক পিটার্সবুর্গ দলেব একজন মহিলা সদস্যের সহিত আমাদের দেখা হয়। আমবা যখন পিটার্সবুর্গে ছিলাম, তখন ইনি ছিলেন একজন তৎপর কর্ম্মী, সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত ও ভালোবাসিত। আমরা একই ইস্কুলে কাজ করিতাম

বলিয়া আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় হইয়াছিল। আমরা দুই জনেই ছিলাম লিডিয়া মিখাইলোভনা নিপোভিচের বন্ধু। নির্ব্বাসন হইতে পালাইয়া আপোলিনারিয়া 'ওয়ার্কার্স থট্' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক তাখ্‌তারিয়েভকে বিবাহ করেন। তাঁহারা এখন লণ্ডনে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতেছিলেন, এবং পার্টির কাজ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আমরা আসাতে আপোলিনাবিয়া অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। তাখ-তারিয়েভ-দম্পতি আমাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিলেন, সস্তায় ভালো জায়গায় থাকিবাব ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।* তাখতারিয়েভ-দম্পতির সহিত প্রাযই আমাদের দেখা হইত; কিন্তু যেহেতু 'ওয়ার্কার্স থট্' সম্পর্কিত কথা আমরা এড়াইযা চলিতাম, সেই হেতু আমাদের সম্পর্কটা খুব সচ্ছন্দ ছিল না। মাঝে দুই একবার বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছিল, পবে আবার মিটমাট হইয়া যায। পরে, সম্ভবত ১৯০৩ সালের জানুয়ারী মাসে তাখতারিয়েভ-দম্পতি 'ইস্‌ক্রা' মতবাদের প্রতি সরকারী ভাবে তাঁহাদের আস্থা ঘোষণা করেন। শীঘ্রই আমার মায়ে আসিবার কথা ছিল। আমরা গৃহস্থের মতো অর্থাৎ দুইটি ঘর ভাড়া লইয়া ও বাড়িতে খাইবার ব্যবস্থা করিযা থাকিবার সিদ্ধান্ত করিলাম; কারণ আমরা বুঝিয়াছিলাম, ইংবাজী খানা অত সহজে আমাদের পেটে সহিবে না। আরও কারণ ছিল। আমরা সে-সময় প্রতিষ্ঠান হইতে মাহিয়ানা পাইতাম, অতএব প্রতিটি পেনি আমাদিগকে বুঝিয়া খবচ করিতে হইত, এবং যত সস্তায় সম্ভব থাকিতে হইত।

* ১৯০৩ সালের জানুযারী মাস হইতে যতদিন লণ্ডনে ছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত লেনিন ও তাঁহার পত্নী ৩০নং, হলফোর্ড স্কোয়ার, লণ্ডন, ডব্লউ, সি, এই বাড়িতে ছিলেন—অনুবাদক।

গুপ্ত চক্রান্তের দিক হইতে দেখিতে গেলে এখানকার চেয়ে সুবিধা আর হইতে পারিত না। তখন লণ্ডনে কোনো পরিচয়-পত্র লাগিত না এবং যে-কোনো নামে রেজিস্ট্রি করা চলিত। আমরা নাম লইয়াছিলাম রিচার। আর একটা সুবিধা ছিল এই যে, ইংরাজদের চোখে সমস্ত বিদেশীকেই এক রকম লাগিত। আমরা যতদিন ছিলাম, আমাদের বাড়িওয়ালীর ধারণা ছিল আমরা জার্মান।

কিছুদিন পরে মার্টভ ও ভেরা জাসুলিচ আসিলেন। তাঁহারা আসিয়াই আলেক্সিয়েভকে লইয়া আমাদের বাড়িতে সম্মিলিত গৃহস্থালী পাতাইয়া ফেলিলেন। ব্লাদিমির ইলিচ তৎক্ষণাৎ বৃটিশ মিউজিয়ামে গিয়া কাজে লাগিয়া গেলেন।

সাধারণত তিনি সকালে উঠিয়াই সেখানে চলিয়া যাইতেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর মার্টভ আসিতেন। আমরা তখন দুইজনে মিলিয়া ডাক খুলিতাম ও চিঠিপত্রাদি সম্পর্কে আলোচনা করিতাম। ব্লাদিমির ইলিচেরনীরস দৈনন্দিন পরিশ্রমের অনেকটা এইভাবে লাঘব হইত।

প্লেখানভের সহিত সংঘর্ষ থামিয়াছিল। ব্লাদিমির ইলিচ তাঁহার মা-কে ও আনা ইলিনিচনাকে দেখিবার জন্য ও তাঁহাদের সঙ্গে সেই সময়টা সমুদ্রতীরে কাটাইবার জন্য এক মাসের মতো ব্রিটানীতে গেলেন। সমুদ্র তিনি ভালোবাসিতেন। ভালোবাসিতেন তাঁহার অবিশ্রাম স্পন্দন ও অন্তহীন প্রসার। সমুদ্রতীরে সত্যই তিনি বিশ্রাম লইতে পারিতেন।

লণ্ডনে পৌঁছিবার অব্যবহিত পরেই বহু লোক আসিতে লাগিল আমাদের সহিত দেখা করিবার জন্য। ইনা স্মিডোভিচ (দিম্‌কা) একদিন আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। ইনি ইহার

অল্পদিন পরেই রুশিয়ায় চলিয়া যান। তাঁহার ভ্রাতা পিটার হার্মোজেনোভিচও আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। ব্লাদিমির ইলিচের নির্দ্দেশ মতো আমরা তাঁহার নাম দিলাম 'মেট্রন'। তিনি দীর্ঘকাল জেলে কাটাইয়া সদ্য বাহিরে আসিয়াছেন। মুক্তি লাভের পর তিনি কড়া 'ইস্ক্রা'পন্থী হইয়া পড়িলেন। ছাড়পত্র জাল করিবার কাজে তাঁহাব হাত খুব পাকা বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি বলিলেন, এ ব্যাপারে সব চেয়ে ভালো পদ্ধতি হইতেছে ছাড়-পত্রগুলি ঘাম দিয়া ভিজাইয়া দেওয়া। এক সময় আমাদের সম্মিলিত গৃহস্থালীর সবগুলি টেবিলই ঝুটা ছাড়পত্র চাপা দিবার জন্য উল্টাইয়া ফেলা হইযাছিল। তখনকাব দিনেব সমস্ত গুপ্ত কাজের মতো এই পদ্ধতিটিও ছিল অত্যন্ত স্থূল। সে-সময় রুশিয়ার সহিত যেভাবে আমাদের পত্রবিনিময় চলিত এখন দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, তখনকার দিনের গোপন ষড়যন্ত্রের কার্য্যকলাপ কত সহজ ছিল। রুমাল (ছাড়পত্র), বিয়ার, গরম ফার (বেআইনী পুঁথিপত্র) সম্পর্কিত চিঠিপত্র, শহরগুলিব আদ্যাক্ষর ঠিক রাখিয়া তাহাদের গোপন নামকরণ, যথা, ওডেসার নাম 'ওসিপ', ট্ভেরের নাম 'টেরেন্টি', পোলটাভা 'পেটিয়া', প্স্কভ 'পাশা' ইত্যাদি—এ সকলের অর্থ তো জলের মত পরিষ্কার। তখন কিন্তু এগুলিকে এত খোলাখুলি মনে হইত না এবং অনেক ক্ষেত্রেই ইহার সাহায্যেই কাজ চলিয়া যাইত। পববর্ত্তী কালে যেমন সরকারী প্ররোচনাকারীর সংখ্যা খুব বাড়িয়া যায় প্রথম অবস্থায় তাহা ছিল না। আমাদের সকল লোকই ছিল বিশ্বাসী এবং আমরা পরস্পরকে ভালো ভাবেই জানিতাম।

রুশিয়ার অভ্যন্তরে কাজ চালাইত 'ইস্ক্রা'র এজেণ্টরা। 'ইসক্রা' ও 'জারিয়াব' কপি এবং পুস্তিকা ও ইশ্তেহার তাহাদিগকে বাহিব

হইতে পাঠানো হইত। 'ইসক্রা'র রচনাগুলি বেআইনী ছাপাখানা হইতে ছাপাইয়া তাহারা বিভিন্ন কমিটিতে বিলি করিত। রুশিয়ার অভ্যন্তরে যে বেআইনী কাজ চলিতেছে সে-সম্পর্কে সমস্ত খোঁজখবর যাহাতে 'ইসক্রা' পায় সেজন্য সমস্ত প্রকারের সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থাও তাহারা করিত। কাগজখানির জন্য টাকাও তাহারা তুলিত।

'সামারা'তে (সোনিয়ার বাড়িতে) থাকিতেন 'কিরঝিঝানোভ্স্কি'রা ('ভাবর'রা) গ্লেব ম্যাক্সিমিলিয়ানোভিচ ('ক্লেয়ার') ও জিনায়দা পাভ্লোভনা ('শামুক')। মারিয়া ইলিনিচনাও ('বাচ্চা ভালুক') সেখানে থাকিতেন। (১২নং নোট দ্রষ্টব্য)। শীঘ্রই সামারা আমাদের একটি কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হইল। কিরঝিঝানোভস্কিদের এমন একটি বিশেষ গুণ ছিল যাহার ফলে তাঁহাদের নিকট অনেক লোক আসিত। লেংনিক ('কুর্জ') দক্ষিণে পোল্টাভায় ('পেটিয়াস'-এ) থাকিতেন। লিডিয়া মিখাইলোভনা নিপোভিচ (ছোট খুড়ো) তখনও আস্ত্রাখানেই ছিলেন। প্স্কভে ছিলেন লেপেশিন্স্কি ('জুতা') ও লিউবভ নিকোলায়েভনা র‍্যাড্চেঙ্কো ('পাশা')। যখনকার কথা বলিতেছি তখন র‍্যাডচেঙ্কোর শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ায় তিনি বেআইনী কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভাই আইভান আইভানোভিচ ('আর্কেডি ও 'কাসিয়ান' এই দুই নামে পরিচিত) 'ইসক্রা'র জন্য প্রাণপণে খাটিতেন। তিনি ছিলেন ভ্রাম্যমান এজেণ্ট। আর একজন এজেণ্ট ছিলেন সিল্ভিন ('ভবঘুরে'); ইনি রুশিয়ার সর্ব্বত্র 'ইস্ক্রা' লইয়া যাইতেন। মস্কোতে কাজ করিতেন বাউমান (ওরফে 'বিজয়ী', 'গাছ' ও 'কাক')। তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগ রক্ষা করিয়া কাজ করিতেন আইভান ভাসিলিয়েভিচ্ বাবুশকিন (ওরফে 'বোগদান')। আর একজন এজেণ্ট ছিলেন ইয়েলেনা ডিমিট্রিয়েভনা স্টাসোভা (ওরফে 'এ্যাব্সোলিউট

ও রেসিডিউ) ; ইনি পিটার্সবুর্গ প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। এই সকল এজেণ্টদের সহিত 'ইসক্রা' পত্রবিনিময় চালাইত। প্রত্যেক চিঠিখানি ব্লাদিমির ইলিচ পড়িয়া দেখিতেন। 'ইসক্রা'র এজেণ্টগণ কে কি করিতেছে তাহা আমাদের নখদর্পণে থাকিত; আমরা তাহা লইয়া আলোচনা চালাইতাম। যখন তাহাদের নিজেদের মধ্যকার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত, আমরা উহা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের সমস্ত খবর জানাইয়া দিতাম।

'বাকু'তে একটি ছাপাখানায় 'ইস্ক্রা'র কাজ চলিত। এই কাজ চলিত চরম গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া। ইয়েনুকিজ ভ্রাতৃদ্বয় সেখানে কাজ করিত এবং কাজের পরিচালনার ভার ছিল ক্রাসিনের ('ঘোড়া') উপর। ছাপাখানার নাম ছিল 'নিসা'।

পরে উত্তর অঞ্চলে আমরা আর একটি ছাপাখানা (আকুলিনা প্রেস) চালাইবার চেষ্টা করি। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই অচল হইয়া পড়ে। 'আকিম'-এর (লিও গোল্ডম্যান) পরিচালনায় কিশিনিয়েভে পূর্ব্ব হইতে আমাদের যে-ছাপাখানাটি ছিল আমরা লণ্ডনে থাকিবার সময়েই তাহা উঠিয়া যায়।

ভিলনার ('গ্রীন') মধ্য দিয়া আমরা প্রেরণ-ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। পিটার্সবুর্গের কমরেডরা স্টকহমের মধ্য দিয়া আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইভাবে যে-সকল জিনিসপত্র প্রেরিত হইত তাহার নাম ছিল 'বীয়ার'। এই 'বীয়ার' সম্পর্কে অসংখ্য চিঠি-পত্র লেখালিখি হইত। আমরা পুঁথিপত্র স্টকহমে পাঠাইতাম, আমাদের জানানো হইত বীয়ার পৌঁছিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল উহা পিটার্সবুর্গে পৌঁছিতেছে, অতএব স্টকহমে আমরা উহা পাঠাইয়া দিতে লাগিলাম। পরে ১৯০৫ সালে সুইডেনের মধ্য দিয়া রুশিয়ায় ফিরিয়া

আমরা জানিলাম, বীয়ার তখনও মদের দোকানে পড়িয়া আছে অর্থাৎ তখনও স্টকহমের 'পিপল্‌স্ হোম'-এর পুরা একটি ঘর উহাতে ভর্ত্তি হইয়া আছে।

ছোট ব্যারেলগুলি পাঠানো হইত ভার্দোর মধ্য দিয়া। আমার মনে পড়ে, মাত্র একবার একটি পার্সেল ঠিকমতো পৌঁছিয়াছিল, তার পরই পথটি নষ্ট হইয়া যায়। মার্সেইতে মেট্রনের কাছেও আমরা পাঠাইতাম। তাঁহার কাজ ছিল বাটুম-যাত্রী জাহাজের পাঠকদের হাত দিয়া এইগুলি পাঠাইয়া দেওয়া। বাটুমে এইগুলি লইবার ব্যবস্থা করিতেন বাকুর কমরেডরা। পুঁথিপত্রের অধিকাংশই সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইত। (জিনিসগুলি এমন ভাবে প্যাক করা থাকিত যাহাতে জল ঢুকিতে না পারে। একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে জলের মধ্যে ঐগুলি নামাইয়া দেওয়া হইত, আমাদের কমরেডরা তখন ঐগুলি তুলিয়া লইয়া যাইত।) মিখাইল আইভানোভিচ কালিনিন[১৬] তুলোতে একটি নাবিকের ঠিকানা আমাদের দিয়াছিলেন। কালিনিন তখন পিটার্সবুর্গের একটি কারখানায় কাজ করিতেন এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়া (মিশর) ও পারস্যের পথেও আমরা পাঠাইতাম। পরে আমরা কামেনেৎস্-পোডোল্স্কও লভোভের (গ্যালিসিয়া) পথে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এই পাঠাইবার কাজে অর্থ পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হইত প্রচুর এবং বিপদও ছিল খুব বেশী। কিন্তু যাহা পাঠানো হইত তাহার দশ ভাগের এক ভাগের বেশী গন্তব্য স্থানে পৌঁছিত না। ডবলতলা-ওয়ালা ট্রাঙ্ক ও বই-বাঁধাইও আমরা ব্যবহার করিতাম; কিন্তু জিনিস যখন যাইয়া পৌঁছিত, তখন বিশেষ আগ্রহের সহিত উহা গৃহীত হইয়া যাইত।

'হোয়াট ইজ টু বি ডান' নামক পুস্তিকাখানি বিশেষ ভাবে

কার্য্যকরী হইয়াছিল। ঠিক সে-সময় যে-সকল প্রশ্ন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, পুস্তিকাখানিতে তাহাদেরই সমাধান ছিল। গোপন কার্য্য সুষ্ঠু ভাবে শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন সকলেই অত্যন্ত তীব্র ভাবে অনুভব করিতেছিলেন।

১৯০২ সালে বেলস্টকে 'বুন্দ' (১১নং টীকা দ্রষ্টব্য) সম্মেলন হয়। উহাতে পিটার্সবুর্গের প্রতিনিধি ছাড়া আর সকলকেই পুলিস গ্রেপ্তার করিয়া ফেলে। বাউমান ও সিলভিনও এই ব্যাপারে ধরা পড়েন। পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করিবার জন্য একটি সংগঠনকারী সমিতি গঠন করিবার সিদ্ধান্ত এই সম্মেলনেই গৃহীত হয়। বিষয়টির কিন্তু সুদীর্ঘ কাল কোনো সুরাহা হয় না। স্থানীয় কমিটিগুলির প্রতিনিধি থাকিবার প্রয়োজন; অথচ স্থানীয় কমিটিগুলি তখনও ভালো ভাবে গঠিত হয় নাই, কমিটিগুলির মধ্যে নানা মতের নানা ধরনের লোক ছিল। পিটার্সবুর্গের প্রতিষ্ঠানটি ছিল দুই অংশে বিভক্ত—মজুরদের কমিটি ('মানিয়া') ও বুদ্ধিজীবীদের কমিটি ('ভানিয়া')। শ্রমিকদের কমিটির প্রধান কাজ ছিল অর্থনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা; বুদ্ধিজীবীদের প্রধান কাজ ছিল 'উঁচু স্তরের রাজনীতি' করা। প্রকৃত পক্ষে এই 'উঁচু স্তরের রাজনীতি'ব কোনো শক্তি ছিল না; বিপ্লবী বাজনীতি অপেক্ষা উদারনীতিক রাজনীতির সহিতই উহার সাদৃশ্য ছিল বেশী। 'অর্থনীতিবাদ' হইতেই এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। রাজনৈতিক কার্য্যকে অবহেলা করিয়া অর্থনৈতিক কার্য্যের উপর অত্যধিক জোর দিবার এই প্রবৃত্তি যদিও নীতি হিসাবে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছিল, তথাপি কোনো কোনো স্থানে তখনও ইহার প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় ছিল। 'ইস্ক্রা' এই অবস্থাকে সম্যক উপলব্ধি

করিয়াছিল। প্রতিষ্ঠানের গঠনপ্রকৃতি নির্ভুল করিবার জন্য লেনিনের প্রয়াস অসাধারণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পার্টির সংগঠনকার্য্যে তাঁহার 'ইয়েরেমের' নিকট চিঠি'র ('এক কমরেডের নিকট চিঠি' বলিয়া সুপরিচিত) গুরুত্ব অসামান্য। পার্টি যাহাতে আরও বেশী করিয়া মজুরশ্রেণীর পার্টি হইতে পারে তাহার পক্ষে এবং সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনায় মজুরেরা যাহাতে যোগ দিতে পারে তাহার পক্ষে এই চিঠি বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল। 'ওয়ার্কার্স কজ' কর্তৃক প্রচারিত নীতির ফলে শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীব মধ্যে যে-বিভেদ দেখা দিয়াছিল ব্লাদিমিব ইলিচের এই রচনা প্রকাশিত হওয়ায় তাহার অবসান ঘটে। ১৯০২-৩ সালের শীতকালে এই দুই নীতির সংঘর্ষ চরমে উঠে। 'ইসক্রা'-পন্থীরা ক্রমে জয় লাভ করেন বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহাদের পরাজিত হইতে হয়।

'ইস্ক্রা'-সমর্থকদের সংগ্রাম পরিচালনা করেন ব্লাদিমির ইলিচ। কিন্তু কেন্দ্রানুগতি-নীতিকে ('সেণ্ট্রালিজ্ম্') তাহারা যাহাতে অন্ধ ভাবে গ্রহণ ও প্রয়োগ না করে সে-বিষয়ে তিনি তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেন। কমিটির গঠনকার্য্যে তাঁহার এই সকল কাজ কি বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা এখনকার কেহ বিশেষ জানে না। অথচ এই প্রভাবই আমাদের পার্টিকে রূপদান করিয়া তাহাব বর্ত্তমান সংগঠনের ভিত্তি রচনা করিয়াছে।

'ওয়ার্কার্স কজ'-এর অন্তর্ভুক্ত অর্থনীতিবাদীরা ('ইকনমিস্ট') এই সংঘর্ষে বিশেষ ক্রুদ্ধ হন; কারণ ইহাতে তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি কমিয়া আসে। বিদেশ হইতে নির্দ্দেশ গ্রহণও তাঁহারা পছন্দ করিতেন না।

সংগঠনেব সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা চালাইবার জন্য ৬ই আগস্ট

পিটার্সবুর্গ হইতে কমরেড ক্রাস্‌মুখ আসিয়া পৌছিলেন। তাঁহার সঙ্কেতবাক্য ছিল ঃ 'সিটিজন্' পত্রিকার ৪৭শ সংখ্যা পড়েছেন কি? ইহার পর হইতে আমাদের নিকট তাঁহার ছদ্মনাম ছিল 'সিটিজন্'। পিটার্সবুর্গ প্রতিষ্ঠান ও তাহার গঠনসমস্যা সম্পর্কে ব্লাদিমির ইলিচ তাঁহার সহিত বহুক্ষণ আলোচনা করিলেন। এই আলোচনায় যোগ দিলেন পি-এ-ক্রাসিকভ ও বোরিশ নিকোলায়েভিচ নস্কভ। প্লেখানভের সহিত আলোচনার ফলে সিটিজন্ যাহাতে 'ইস্ক্রা'-পন্থী হইতে পারেন সেজন্য আমরা তাঁহাকে লণ্ডন হইতে জেনেভায় পাঠাইলাম। সপ্তাহ দুই পরে 'ইয়েরেম' এই স্বাক্ষর যুক্ত একখানি চিঠি পিটার্সবুর্গ হইতে আসিয়া পৌছিল। স্থানীয় সংগঠনকার্য্য কি ভাবে চালাইতে হইবে উহাতে সেই মত ব্যক্ত ছিল। 'ইয়েরেম' কোনো একজন প্রচার-কারী অথবা একটি দল তাহা চিঠিখানি হইতে বুঝা গেল না। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। ব্লাদিমির ইলিচ একটি জবাব লিখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 'লেটার টু এ কমরেড'—'এক কমরেডের নিকট চিঠি' নামক পুস্তিকাখানি এই জবাব। প্রথমে ইহাকে 'ডুপ্লিকেটরে' একাধিক কপি করিয়া বিলি করা হইত; পরে ১৯০০ সালে সাইবেরিয়ান কমিটি ইহাকে বেআইনী ভাবে ছাপাইয়া প্রকাশ করেন।

১৯০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাবুশ্‌কিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন একাটারিনোস্লাভ জেল হইতে পালাইয়া। জেল হইতে পলায়ন ও সীমান্ত অতিক্রমণের কার্য্যে কতকগুলি স্কুলের ছেলে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল। তাঁহার চুল তাঁহারা রং করিয়া দিয়াছিল। খানিকক্ষণ পরে উহা লাল হইয়া যায় ও সকলের চোখে পড়ে। জার্মানীতে তিনি কমিশনারদের হাতে পড়েন এবং আমেরিকায়

চালান যাইবার হাত হইতে অতি কষ্টে রক্ষা পান। আমরা তাঁহাকে কমিউনে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। লণ্ডনে যতদিন ছিলেন ততদিন তিনি এইখানেই থাকিতেন। বাবুশকিন তখন যথেষ্ট রাজনৈতিক জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন। তিনি তখন একজন পাকা বিপ্লবী, এবং তখন তাঁহার নিজের মতামত গড়িয়া উঠিযাছে। সমস্ত প্রকার মজুর-প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল। তিনি নিজে একজন মজুর ছিলেন বলিয়া কি ভাবে মজুরদের সম্মুখীন হইতে হইবে তাহা তাঁহাকে শিখিতে হয় নাই। কয়েক বৎসর যখন তিনি প্রথম 'সানডে স্কুল'-এ আসেন, তখন তিনি একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিলেন। একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে। প্রথমে তিনি লিডিয়া মিখাইলোভনা নিপোভিচের দলে ছিলেন। তাঁহারা তখন রুশ ব্যাকরণ শিখিতেছিলেন ও নানা ধরনের উদাহরণ দেখাইতেছিলেন। বাবুশকিন ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিলেন: "শীঘ্রই আমাদেব কারখানায় ধর্ম্মঘট হইবে।" পড়া হইয়া গেলে লিডিয়া তাঁহাকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া তিরস্কার করিলেন: "যদি বিপ্লবী হ'তে চাও তবে নিজেকে একেবারেই জাহির করা চলবে না, তোমাকে আত্মসংযম শিখতে হবে।" বাবুশকিন লজ্জিত হইলেন। তাবপর হইতে লিডিয়া তাঁহার বড় বন্ধু হইলেন এবং আমাদের কাজকর্ম্ম সম্পর্কে প্রায়ই তাঁহার সহিত তিনি আলোচনা করিতেন।

ঠিক সেই সময় প্লেখানভ লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিলেন। বাবুশকিনেব সহিত তাঁহার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হইল। রুশিয়ার ব্যাপার আলোচনা হইল। বাবুশকিনের নিজের মতামত ছিল। তিনি সহজে উহা বদলাইবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহার এই দৃঢ়তা দেখিয়া প্লেখানভ খুশি হইলেন। তিনি আরও মনোযোগেব সহিত বাবুশকিনকে দেখিতে

লাগিলেন। কিন্তু ব্লাদিমির ইলিচ ছাড়া আর কাহারও সহিত তিনি রুশিয়ার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা করিলেন না। ইলিচের সহিতই তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল সবচেয়ে বেশী। বাবুশ্‌কিন সম্পর্কে আর একটি ঘটনাও আমার মনে আছে। ঘটনাটি ছোট হইলেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বাবুশ্‌কিন পৌছিবার দুই দিন পরে একদিন কমিউনে ঢুকিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া দেখিলাম—সব ফিটফাট করিয়া সাজানো, কোথাও কোনো আবর্জ্জনা নাই; সংবাদপত্রগুলি সযত্নে টেবিলে গোছানো, মেঝে পরিষ্কার করা। বুঝা গেল, ইহা বাবুশ্‌কিনের কাজ। বাবুশ্‌কিন বলিতেন: "রুশ বুদ্ধিজীবীরা অত্যন্ত অপরিষ্কার। চাকর না হ'লে তাঁরা ফিটফাট থাকতে পারেন না।"

শীঘ্রই তিনি রুশিয়ায় ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার সহিত আমাদের আর দেখা হয় নাই। ১৯০৬ সালে অস্ত্রশস্ত্র আনয়নের সময় সাইবেরিয়ায় তিনি ধরা পড়েন। সেখানে অন্যান্য সহকর্ম্মীদের সহিত উন্মুক্ত কবরের কাছে তাঁহাকে গুলি করিয়া মারা হয়।

বাবুশ্‌কিনের লণ্ডনে থাকিবার সময় 'ইস্‌ক্রা'পন্থী কমরেডদের সমস্ত দলটি কিয়েভ জেল হইতে পালাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই দলে ছিলেন বাউমান, ক্রোখ্‌মাল, ব্লুমেনফেল্ড, ওয়ালোচ (ওরফে লিটভিনফ, 'পাপাশা') এবং টারসিস্ (ওরফে 'ফ্রাইডে')। কতকগুলি অভিভাষণ ও এক ট্রাঙ্ক ভর্ত্তি পুঁথিপত্র লইয়া সীমান্ত অতিক্রম করিয়া রুশিয়ায় ঢুকিবার সময় ধরা পড়িয়া ব্লুমেনফেল্ড কিয়েভ জেলে প্রেরিত হন।

কিয়েভ জেল হইতে যে-পলায়নের চেষ্টা হইতেছে তাহা আমরা জানিতাম। ডয়েট্‌শ্ ছিলেন জেল পলায়নে বিশেষজ্ঞ এবং তিনি কিয়েভ জেলের খবর রাখিতেন। তিনি বলিলেন, ইহা সম্ভব হইবে

না। কিন্তু সম্ভব হইল। দড়ি, ছাড়পত্র ইত্যাদি পলায়নের সমস্ত সাজসরঞ্জাম বাহির হইতে গোপনে ভিতরে পাঠানো হইল। ব্যায়াম করিবার সময় কয়েদীরা প্রহরী ও ওয়ার্ডারকে বাঁধিয়া দেয়াল টপ্‌কাইয়া আসিল। কেবলমাত্র সিলভিন-ই পালাইতে পারিলেন না। তিনি ওয়ার্ডারকে ধরিয়া ছিলেন এবং তাঁহার পালাইবার কথা ছিল সবচেয়ে শেষে।

ইঁহারা আসিবার পর হইতে দিনগুলি খুব উত্তেজনার মধ্য দিয়া কাটিতে লাগিল।

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি 'সাদার্ন ওয়ার্কার' নামক একখানি জনপ্রিয় বে-আইনী পত্রিকার সম্পাদকের নিকট হইতে একখানি চিঠি আসিল। দক্ষিণ অঞ্চলে কি ভাবে বহু প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে জানাইয়া তিনি লিখিয়াছেন যে, 'ইস্ক্রা' ও 'জারিয়া' দলের সহিত তাঁহারা যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিতে চাহেন। আমাদের সহিত তাঁহাদের যে সম্পূর্ণ মতৈক্য আছে তাহাও তিনি জানাইলেন। বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার দিক হইতে ইহা অবশ্য খুব বড় ব্যাপার।

কিন্তু পরের পত্রে 'সাদার্ন ওয়ার্কার'-এর সম্পাদক লিখিলেন, উদার-নীতিকদের সহিত বাদানুবাদে 'ইস্ক্রা'র তীব্রতা তাঁহারা অনুমোদন করিতে পারেন না। তারপর তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন, 'সাদার্ন ওয়ার্কার' পত্রিকার সাহিত্যিক দল ভবিষ্যতে তাঁহাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখিবেন। আমরা বুঝিলাম, একটা বুঝা-পড়া করা সম্ভব হইবে না।

এই সময় সামারা হইতে সংবাদ আসিল, ব্রোনস্টাইন (ট্রট্স্কি) সাইবেরিয়া হইতে পালাইয়া সেখানে আসিয়াছেন। তিনি 'ইস্ক্রা'র একজন কড়া সমর্থক এবং তাঁহার সম্পর্কে সকলের খুব ভালো ধারণা

হইয়াছে। সামারার কমরেডরা লিখিলঃ "তিনি সত্যিই বাচ্চা ঈগল। তাঁহার নাম দেওয়া হইল 'দি পেন' (কলম) এবং 'সাদার্ন ওয়ার্কার'-এর সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইবার জন্য তাঁহাকে পোল্টাভায় পাঠানো হইল। আলাপ-আলোচনা হইতে তাঁহার ধারণা হইল, ইঁহাদের সহিত এক সঙ্গে কাজ করা চলিতে পারে। যে-সকল ব্যাপারে তাঁহাদের 'ইস্ক্রা'র সহিত মতানৈক্য ছিল সেগুলি তিনি সংক্ষেপে নির্ভুল ভাবে ব্যক্ত করিলেনঃ (১) কৃষক-আন্দোলনের প্রতি উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ তাঁহারা কবেন না; (২) উদারনীতিকদের সহিত তীব্র বাদানুবাদ তাঁহারা পছন্দ করেন না; (৩) তাঁহারা আলাদা দল হিসাবে থাকিয়া নিজেদের জনপ্রিয় পত্রিকাখানি প্রকাশ করিতে চাহেন।

শীঘ্রই, সম্ভবত অক্টোবর মাসে ট্রট্স্কি লণ্ডনে পৌঁছিলেন। এক দিন সকালে শোনা গেল, সদর দরজায় কে যেন খুব জোরে ধাক্কা দিতেছে। আমি জানিতাম, ধাক্কা যদি খুব জোরে হয় তবে নিশ্চয়ই আমাদের কাছে কেহ আসিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিলাম। দরজায় ধাক্কা দিতেছিলেন ট্রট্স্কি। আমি তাঁহাকে আমাদের ঘরে লইয়া গেলাম। ব্লাদিমির ইলিচের তখন সবে মাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, তিনি তখন বিছানায় শুইয়া। তাঁহাদের দুই জনকে রাখিয়া আমি কফি প্রস্তুত করিতে গেলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, ব্লাদিমির ইলিচ বিছানায় বসিয়াই ট্রট্স্কির সহিত কি একটা বিষয় লইয়া গভীর ভাবে আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার সম্পর্কে যে-সকল প্রসংশাবাণী শোনা গিয়াছিল সেজন্য এবং এই আলাপের সূত্রে ব্লাদিমির ইলিচ এই নবাগতকে বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন। তিনি অনেকক্ষণ তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিলেন এবং তারপর তাঁহাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ব্লাদিমির ইলিচ তাঁহাকে 'সাদার্ন ওয়ার্কার'-এর সহিত সাক্ষাতেব কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ট্রট্স্কি যেরূপ সুষ্ঠু ভাবে সমস্ত অবস্থা বিবৃত করিলেন তাহাতে তিনি খুশি হইলেন। তাঁহাদের সহিত 'ইস্ক্রা'র মতদ্বৈধ কোথায় তাহা যে তিনি এত তাড়াতাড়ি বুঝিতে পারিয়াছেন এবং বড় বড় বিবৃতির ধূম্রজাল রচনা করিয়া জনপ্রিয় পত্রিকার মারফত তাঁহাদের দলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা যে এত চট কবিয়া তাঁহার চোখে পড়িয়াছে, ইহাতে ব্লাদিমির ইলিচ খুব খুশি হইলেন।

ইতিমধ্যে ট্রট্স্কিকে ফিরাইয়া পাঠাইবার জন্য রুশিয়া হইতে ঘন ঘন তাগিদ আসিতে লাগিল। ব্লাদিমির ইলিচের ইচ্ছা, তিনি কিছুদিন বিদেশে থাকিয়া কাজ শিখিয়া 'ইস্ক্রা'র কাজে লাগিয়া যান।

প্লেখানভ কিন্তু গোড়া হইতেই ট্রট্স্কিকে সন্দেহের চোখে দেখিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, এই লোকটি 'ইস্ক্রা' সম্পাদকীয় বিভাগের তরুণ দলের সমর্থক ও লেনিনের শিষ্য।

যখন ব্লাদিমির ইলিচ প্লেখানভের নিকট ট্রট্স্কির একটি প্রবন্ধ পাঠাইলেন, প্লেখানভ জবাব দিলেন: "তোমার 'পেন'-এর লেখা আমি পছন্দ করি না।" ব্লাদিমির ইলিচ জবাব দিলেন: "লিখিবার পদ্ধতি শিখিয়া লইবার বস্তু, কিন্তু লোকটি শিখিতে পারিবে এবং অত্যন্ত কাজের হইবে।" ১৯০৩ সালের মার্চ মাসে ব্লাদিমির ইলিচ 'ইস্ক্রা'র সম্পাদকীয় বিভাগে ট্রট্স্কিকে লইবার এক প্রস্তাব আনিলেন।

ইহাব পর ট্রট্স্কি প্যারিসে গেলেন এবং সেখানে বিস্ময়কর সাফল্যেব সহিত উন্নতি করিতে লাগিলেন।

আর একজন নূতন আসিলেন 'ওলেক্‌মা'র নির্ব্বাসন হইতে। ইনি একাটারিনা মিখাইলোভ্‌না আলেক্‌জান্দ্রোভা ('জ্যাকেস')। তিনি আগে 'নারোদ্‌নায়া ভোলিয়া'র একজন নামকরা সভ্য ছিলেন; এবং

ইহার প্রভাব তাঁহার চরিত্রে ছিল। 'দিম্‌কা' প্রভৃতি আমাদের মেয়েদের মতো ভাবপ্রবণ তিনি ছিলেন না, তিনি ছিলেন অত্যন্ত আত্মসংযমী। তিনি এখন 'ইস্‌ক্রা'র সমর্থক হইয়াছেন, তাই তাঁহার মতামতের একটা বিশেষ মূল্য ছিল। 'নারোদ্‌নায়া ভোলিয়া'র পুরাতন বিপ্লবীদের লেনিন বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। একাটারিনা মিখাইলোভ্‌না আগে 'নারোদনায়া ভোলিয়া' দলে ছিলেন ও পরে 'ইস্‌ক্রা'র সমর্থক হইযাছেন। এই কারণেই তিনি লণ্ডনে পৌঁছিলে তাঁহার প্রতি ব্লাদিমির ইলিচের মন আকৃষ্ট হয়। তাঁহার সম্পর্কে আমার নিজের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। তখনও আমি পাকা সোশাল ডেমোক্রাট হই নাই। মজুরদের একটা পাঠচক্রের ব্যবস্থা করিবার জন্য আলেক্‌জান্দ্রোভদের সঙ্গে দেখা করিতে যাই। সেখানে সামান্য আসবাবপত্র, সংখ্যাবিজ্ঞান গবেষণার কাগজপত্রের স্তূপ, মিখাইল স্টেপানোভিচ ঘরের পেছনে নীরবে বসিয়া আছেন, 'নারোদ্‌নায়া ভোলিয়া' দলে যোগ দিবার জন্য একাটারিনার সেই আবেগময় আবেদন —সব মিলিযা আমার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। একাটারিনা লণ্ডনে পৌঁছিবার পূর্ব্বে ব্লাদিমির ইলিচকে আমি এই কথা বলিয়াছিলাম। তাঁহার জন্য আমাদের উত্তেজনার মধ্যে দিন কাটিতে লাগিল। যখনই বাহির হইতে কোনো লোক আসিত, তখনই ব্লাদিমির ইলিচ এইভাবে উত্তেজিত হইয়া পড়িতেন। তিনি কোনো লোকের মধ্যে একটি বিশেষ গুণ দেখিতে পাইতেন এবং তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতেন। একাটারিনা লণ্ডন হইতে প্যারিসে গেলেন। কিন্তু 'ইস্‌ক্রা' দলের সমর্থক তিনি বেশী দিন থাকিলেন না। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে লেনিনের 'দখল করিবার' ('ক্যাপচারিং') কৌশলের বিরুদ্ধে যে-জাল বোনা হইতেছিল তাহার সহিত তাঁহারও কিছু যোগ ছিল। পরে তিনি কেন্দ্রীয় সালিশী সমিতিতে যান এবং ইহার পর রাজনীতি একেবারে ছাড়িয়া দেন।

রুশিয়া হইতে আর যে-সকল কমরেড লণ্ডনে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আর দুইজনের কথা মনে পড়ে ঃ—বোরিস গোল্ডম্যান ও ডোলিভো-দোব্রোভোল্‌স্কি। পিটার্সবুর্গে থাকিতে গোল্ডম্যানকে আমি বহুদিন ধরিয়া জানিতাম। গোল্ডম্যান তখন 'লীগ অফ স্ট্রাগ্‌ল্'-এর ('সংগ্রামের লীগ') পুস্তিকা ছাপাইতেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইত। যখন তিনি লণ্ডনে আসেন, তখন তিনি 'ইসক্রা'র সমর্থক ছিলেন। দ্বিতীয় জন অদ্ভুত নীরব ব্যক্তি। তিনি ইঁদুরের মতো নিঃশব্দে বসিয়া থাকিতেন। তিনি পিটার্সবুর্গে ফিরিয়া যান এবং কিছুকাল পরে তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে। একটু সুস্থ হইয়া তিনি গুলি করিয়া আত্মহত্যা করেন। তখনকার দিনে গোপন ভাবে (আণ্ডারগ্রাউণ্ড) বাস করা অত্যন্ত কঠোর ছিল। সকলে উহা করিতে পারিত না।

সমস্ত শীতকালটা কংগ্রেসের আযোজন করিতেই কাটিয়া গেল। ১৯০২ সালের নভেম্বর মাসে কংগ্রেস আয়োজনের সংগঠন-সমিতি গঠিত হইল। (এই কমিটিতে রহিলেন 'সাদার্ন ওয়ার্কার'-এর প্রতিনিধি, 'নর্দান লীগ'-এর প্রতিনিধি, ক্রাসনুখ, আই-আই-র‍্যাডচেস্কো, ক্রাসিকভ, লেংনিক ও কিরঝিঝানোভ্‌স্কি। 'বুন্দ' দল প্রথমে প্রতিনিধি পাঠায় নাই।)

সংগঠন-সমিতি নামটি খুবই উপযুক্ত হইয়াছিল। এইরূপ একটি সমিতি না থাকিলে কংগ্রেস সংগঠন করা অসম্ভব হইত। যে-সকল দল সবেমাত্র গঠিত হইয়াছে, কিম্বা এখনও সম্পূর্ণ গঠিত হইয়া উঠে নাই, পুলিসের পীড়ন এড়াইয়া এই সকল বিভিন্ন দলের মধ্যে সংযোগ স্থাপন সহজ ব্যাপার নহে। ইহা ছাড়া রুশিয়ার দলগুলিকেও বিদেশী কেন্দ্রের মতো একটি সংগঠন-ব্যবস্থার মধ্যে আনিবার সমস্যাও ছিল। প্রকৃত পক্ষে সংগঠন-সমিতির সহিত সংযোগ রক্ষার সমগ্র কার্য্যভার এবং কংগ্রেসের আয়ো-

জনের সমস্ত ভার ছিল একা ব্লাদিমির ইলিচের উপর। পোট্রেসভ তখন পীড়িত। তাঁহার শ্বাসযন্ত্র লণ্ডনের কুয়াশা সহ্য করিতে পারে নাই। তিনি চিকিৎসার জন্য অন্য কোথাও গিয়াছিলেন। লণ্ডনের নির্জ্জন জীবনে ক্লান্ত হইয়া মার্টভ প্যারিসে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া তিনি আট্‌কা পড়িয়া যান। ডয়েট্‌শ্‌-এর তখন লণ্ডনে আসিবার কথা। তিনি ছিলেন শ্রমিকমুক্তি দলের একজন পুরাতন সদস্য। নির্ব্বাসন হইতে তিনি পালাইয়াছিলেন। পাকা সংগঠক হিসাবে শ্রমিকমুক্তি দল তাঁহার নিকট হইতে অনেক কিছু আশা করিত। ভেরা আইভানোভনা (জাসুলিচ্‌) বলিলেন : " 'ঝেন্‌কা' (ডয়েট্‌শ্‌) আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর ; রুশিয়ার সঙ্গে সংযোগ সাধন করতে তাঁর মত কেউ পারবে না।" প্লেখানভ ও আক্সেলরডও তাঁহার নিকট হইতে অনেক আশা করিয়াছিলেন। 'ইস্‌ক্রা'র সম্পাদকীয় বিভাগে তাঁহাদেরই প্রতিনিধি হিসাবে তিনি সব কিছু দেখাশুনা করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহাদের ধারণা। ডয়েট্‌শ্‌ যখন আসিয়া পৌঁছিলেন তখন দেখা গেল, রুশিয়ার সহিত সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ তাঁহাকে শক্তিহীন করিয়া ফেলিয়াছে। রুশিয়ার সহিত সংযোগ সাধন করিতে তিনি একেবারেই পারিলেন না। মানুষের সঙ্গ লাভের জন্য তিনি হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি 'প্রবাসী রুশ সোশাল ডেমোক্রাট লীগ'-এ যোগ দিলেন। তিনি বিদেশের রুশ উপনিবেশগুলির সহিত ব্যাপক সংযোগ স্থাপন করিলেন এবং শীঘ্রই প্যারিসে চলিয়া গেলেন।

ভেরা আইভানোভনা (জাসুলিচ) বরাবর লণ্ডনেই রহিয়া গেলেন। কিন্তু যদিও রুশিয়ায় কি ভাবে কতটুকু কাজ চলিতেছে তাহা তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনিতেন, তথাপি সংযোগ সাধনের কাজ করিবার কোনো শক্তিই তাঁহার ছিল না। সব কিছুর ভার পড়িল ব্লাদিমির ইলিচের

উপর। তাঁহার স্নায়ুর উপর রুশিয়ার সহিত পত্র-বিনিময়ের প্রতিক্রিয়া হইল খুবই খারাপ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এমন কি মাসের-পর মাস চিঠির জবাবের জন্য বসিয়া থাকা, সমস্ত কাজ পণ্ড হইয়া যাইতে পারে সব সময় এই আশঙ্কার মধ্যে কাটানো, কাজ কিরূপ চলিতেছে সে-সম্পর্কে একেবারে অন্ধকারে থাকা—এ সকল ভ্লাদিমির ইলিচের চরিত্রের একেবারেই বিপরীত। রুশিয়ায় তিনি যে-সকল চিঠি লিখিতেন তাহাতে সমস্ত কিছু যথাযথ জানাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ কাতর অনুরোধ থাকিত: "আর একবার আমরা আপনাদের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি, দাবী জানাইতেছি, আরও বেশী করিয়া আরও বিশদ খবর দিয়া পত্র দিবেন; এই চিঠি যেদিন পাইবেন সেইদিনই, যখন পাইবেন তৎক্ষণাৎ জবাব দিবেন। অন্যথা না হয়। দুই লাইন লিখিয়া জানাইলেও জানাইবেন আমাদের চিঠি আপনারা পাইলেন... ..।" আরও তাড়াতাড়ি কাজ করিবার জন্য তাঁহার প্রত্যেক চিঠিতে অসংখ্য বার অনুরোধ থাকিত। " 'সোনিয়া' কবরের মতো নীরব রহিয়াছে" কিম্বা " 'জারিন' সময় মতো কমিটিতে আসে নাই" কিম্বা " 'বৃদ্ধার' সহিত কোনো সংযোগ হয় নাই" —যে-সকল চিঠিতে এই ধরনের কথা থাকিত সে-সকল চিঠি পাইবার পর বহু রাত্র তিনি ঘুমাইতে পারিতেন না।

এই সকল বিনিদ্র রাত্রির কথা আমি কোনদিনই ভুলিতে পারিব না। সমস্ত ছোট ছোট দল লইয়া একটা সংহত ঐক্যবদ্ধ পার্টি প্রতিষ্ঠার বিপুল আকাঙ্ক্ষা ভ্লাদিমির ইলিচের মনে তখন জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের পার্টির প্রতি এই সকল ছোট ছোট দলের মনোভাব নির্ভর করিত ব্যক্তিগত সহানুভূতি বা বিদ্বেষের উপর। তিনি এমন একটি পার্টি চাহিতেন যেখানে কোনো কৃত্রিম গণ্ডী বিশেষত জাতীয়তার গণ্ডী থাকিবে না। এই জন্যই 'বুন্দ' দলের সহিত তাঁহার সংগ্রাম। তখন 'বুন্দ' দলের

অধিকাংশ 'ওয়ার্কার্স কজ'-এর মত পোষণ করিতেন। (১৩নং টীকা দ্রষ্টব্য)। ব্লাদিমির ইলিচের দৃঢ় বিশ্বাস রইল, একান্ত জাতীয় ব্যাপারে 'বুন্দ' তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে, কিন্তু পার্টির স্বপক্ষে তাহাকে আসিতে হইবেই। 'বুন্দ' দল কিন্তু সমস্ত ব্যাপারেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিল। তাহারা আর-এস-ডি-এল-পি (রুশ সোশাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি) হইতে স্বতন্ত্র নিজেদের রাজনৈতিক দল হিসাবেই কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল এবং কেবলমাত্র ফেডারেল ভিত্তিতে সংযুক্ত থাকিতে রাজী হইল। ইহুদী মজুরদের পক্ষে এই কৌশল আত্মঘাতী। ইহুদী মজুররা কখনও একা জয় লাভ করিতে পারিবে না। সমগ্র রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সহিত একান্ত ভাবে মিলিতে পারিলেই তাহারা শক্তিশালী হইবে। কিন্তু 'বুন্দ' দলের সদস্যেরা তাহা বুঝিলেন না। তাই 'ইস্ক্রা'র সম্পাদকীয় বিভাগকে 'বুন্দ' দলের সহিত তীব্র সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছিল। এই সংগ্রাম ঐক্যের জন্য সংগ্রাম। সমগ্র সম্পাদকীয় বোর্ড এই ব্যাপারে সঙ্ঘবদ্ধ হ'ন, কিন্তু 'বুন্দ' দলের লোকেরা জানিত ঐক্যের জন্য সব চেয়ে বেশী আকাঙ্ক্ষা ছিল ব্লাদিমির ইলিচের।

শীঘ্রই শ্রমিকমুক্তি দল আবার জেনেভায় উঠিয়া যাইবার প্রস্তাব আনিল। এবার একা ব্লাদিমির ইলিচই ইহার বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। যাত্রার জন্য আয়োজন শুরু হইল। লেনিন তখন এতদূর কর্ম্মক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে 'হোলি ফায়ার' নামক এক প্রকারের স্নায়বিক ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত হন। ইহাতে পিঠের ও বুকের স্নায়ুর প্রান্তভাগগুলি ফুলিয়া উঠিত। ইহা যখন শুরু হইল, তখন আমি একখানি সহজ ডাক্তারী বই দেখিলাম। তাহাতে মনে হইল, ইহা 'শিয়ারার্স র‍্যাশ'। তাখ্‌তারিয়েভ কয়েক বছর ডাক্তারি পড়িয়াছিলেন।

তিনিও আমার মতে মত দিলেন। আমি তখন ব্লাদিমির ইলিচের গায়ে আইডিন লাগাইয়া দিলাম। ইহাতে তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা হইল। আমরা একজন ইংরাজ ডাক্তারের কাছে যাইবার কথাও চিন্তা করিতে পারিতাম না; কারণ, দর্শনী লাগিত এক গিনি। ডাক্তার মহার্ঘ্য ছিল বলিয়াই ইংলণ্ডের মজুরেরা বাড়িতে নিজেরাই চিকিৎসা করিত। জেনেভার পথে ব্লাদিমির ইলিচ অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়েন। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, এবং তাঁহাকে দুই সপ্তাহ বিছানায় শুইয়া থাকিতে হইল।

লণ্ডনে বসিয়া ব্লাদিমির ইলিচ এমন একটি কাজ করিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার স্নায়ুর উপর কোনো প্রতিক্রিয়া তো হয়ই নাই, বরঞ্চ কিছু শান্তি তিনি পাইয়াছিলেন। 'গ্রামের গরীবদের প্রতি' * বলিয়া তিনি একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। ১৯০২ সালের কৃষক-বিদ্রোহ হইতে তাঁহার মনে হইয়াছিল, কৃষকদের জন্য একখানি পুস্তিকা রচনা আবশ্যক। শ্রমিকের পার্টির লক্ষ্য কি এবং কেন গরীব চাষীরা মজুরদের সহিত যোগ দিবে, এই পুস্তিকায় তিনি তাহার ব্যাখ্যা করেন।

১৯০৩ সালের এপ্রিল মাসে আমরা জেনেভায় যাই

* 'গ্রামের গরীবদের প্রতি'—লেনিন, অনুবাদক: বিভূতি গুহ ও অরুণ মিত্র ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—অনুবাদক।

জেনেভা

(১৯০৩)

জেনেভাতে আমরা শহরের উপকণ্ঠে মজুর অঞ্চলে সিচিরনে থাকিবার স্থান ঠিক করিলাম। সেখানে একটা ছোট বাড়ি নেওয়া হইল। নীচে পাথরের মেঝ-ওয়ালা একটা বড় রান্নাঘব, উপরে তিনটি ছোট ঘর। বাহিরের আগন্তুকদের রান্নাঘরেই বসানো হইত। যে-সকল প্যাকিংবাক্সে আমাদের বই ও জিনিসপত্র আনিয়াছিলাম, সেইগুলিই আসবাবপত্রের অভাব পূরণ করিত। আমাদের রান্নাঘরটিকে ইগ্‌নাতিয়াস (ক্রাসিকভ্‌) ঠাট্টা করিয়া 'বেআইনী কারবারের আড্ডা' বলিতেন। ভালো ঘর পাইতে আমাদের অনেক দেরী হইয়াছিল। যখনই কোনো গোপন আলোচনার দরকার হইত, তখন হয় নিকটবর্ত্তী পার্কে কিম্বা হ্রদের তীরে যাইতাম।

প্রতিনিধিদের কেউ কেউ আসিতে শুরু করিলেন। প্রথম আসিলেন ডেমেণ্টিয়েভ দম্পতি। ট্রান্সপোর্টেশান কার্য্যে ডেমেণ্টিয়েভ-পত্নী কস্টিয়ার জ্ঞান দেখিয়া ব্লাদিমির ইলিচ বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন: "এই হ'চ্ছে সত্যিকারের 'ট্রান্সপোর্টার', কথা বলে না, কাজ করিয়া যায়।" ইহার পর আসিলেন লিউবভ নিকোলায়েভ্‌না র‍্যাডচেঙ্কো। ইঁহার সহিত আমাদের খুবই সৌহার্দ্দ্য ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইঁহার সহিত আমাদের আলোচনা চলিল। তারপর আসিলেন রোস্টভের প্রতিনিধিরা—গুসিয়েভ, লোকারম্যান, জেমলিয়াচকা, শট্‌ম্যান (বার্গ) 'ছোট খুড়ো,' 'ইউথ' (ডিমিট্রি ইলিচ[১৭])। প্রত্যেক দিনই কেহ না কেহ

আসিয়া পৌছিতে লাগিলেন। কার্য্যসূচী, 'বুন্দ' প্রভৃতি ব্যাপাব সম্পর্কে আমরা প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলাম এবং তাঁহারা কি বলেন শুনিতে লাগিলাম। মার্টভ সব সময় আমাদেব ওখানেই থাকিতেন। তিনি প্রতিনিধিদের সহিত অক্লান্ত ভাবে আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। ট্রট্স্কি আসিয়া পৌছিলেন। তাঁহাকেও তাহারা আসিতে দিয়াছে। পিটার্সবুর্গ হইতে নবাগত প্রতিনিবি শটম্যান ট্রট্স্কির সহিত 'ট্রেনিং' ব্যাপারে আলোচনা করিতে গেলেন।

প্রতিনিধিদের নিকট আমরা 'সাদার্ন ওয়ার্কার' দলের কথা জানাইলাম। কি ভাবে তাহারা একটি জনপ্রিয় পত্রিকাকে শিখণ্ডী খাড়া করিয়া স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাথিবার অধিকার চাহিতেছে, তাহাও জানাইলাম। আমরা বুঝাইলাম, বেআইনী অবস্থার মধ্যে এ-ধরনের কাগজ কখনও জনগণের মুখপত্রে পরিণত হইতে পারে না এবং জনগণের মধ্যে প্রচার লাভ করিতে পারে না। এই বিষয়ে ভ্লাদিমির ইলিচ ও মার্টভের মতকে ট্রট্স্কি সমর্থন করিলেন, কিন্তু বিরোধিতা করিলেন প্লেখানভ। ল্যাণ্ডোল্ট কাফেতে প্রতিনিধিদের এক সভায় প্লেখানভ ও ট্রট্স্কির মধ্যে আলোচনা হইল। প্রতিনিধিদের অধিকাংশই রুশিয়ায় 'সাদার্ন ওয়ার্কার'-এর সহিত সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই ট্রট্স্কিকেই সমর্থন করিলেন। প্লেখানভ ক্রোধে আত্মহারা হইলেন।

'ইস্ক্রা'র সম্পাদকীয় বোর্ডের মধ্যে নানা ধরনের মনোমালিন্য দেখা দিতে লাগিল। অবস্থা অসহ্য হইয়া উঠিল। সম্পাদকীয় বোর্ড দুই দলে বিভক্ত ছিল। একদিকে প্লেখানভ, আক্সেলরড ও জাসুলিচ; অন্যদিকে লেনিন, মার্টভ ও পোট্রেসভ্। মার্চ মাসে যে-প্রস্তাবটি লেনিন করিয়াছিলেন সেই প্রস্তাবটিই তিনি আবার উত্থাপন করিলেন, অর্থাৎ ট্রট্স্কিকে সম্পাদকীয় বোর্ডে লওয়া হোক। প্লেখানভ সরাসরি

ভাবেই ইহার বিরোধিতা করাতে প্রস্তাবটি উত্থাপিত হইতে পারিল না। একদিন সম্পাদকীয় বোর্ডের মিটিং হইতে ব্লাদিমির ইলিচ সংঘাতিক ক্রুদ্ধ অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন: "আচ্ছা কাণ্ড আরম্ভ হয়েছে। প্লেখানভকে জবাব দেবার মতো সাহস কারও নেই। ভেরা আইভানোভনার কথাই ধর। প্লেখানভ ট্রট্স্কিকে গালাগালি দিলেন; ভেরা শুধু বললেন, জর্জের কাণ্ডই এই, তিনি শুধু চেঁচাতেই পারেন। এ ভাবে আমি চলতে পারব না।" কংগ্রেসের আগে কিছুদিনের জন্য ক্রাসিকভকে সম্পাদকীয় বোর্ডে লওয়া হইল, কারণ, আর একজন লোকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্লাদিমির ইলিচ একটি ত্রয়ী-গঠনের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সমস্যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক, এ-সম্বন্ধে প্রতিনিধিদের নিকট কিছু বলা হইল না। 'ইস্ক্রা'র পুরাতন সম্পাদকীয় বোর্ডকে দিয়া যে আর কাজ চলিতেছে না, ইহা বলিয়া বেড়াইবার মতো কথা নহে।

সংগঠন-সমিতির সদস্যদের সম্পর্কে কোনো কোনো প্রতিনিধি অভিযোগ আনিলেন। কাহাকেও বলা হইল অতিরিক্ত ক্ষিপ্র, কাহাকেও বলা হইল দীর্ঘসূত্রী, কাহাকেও বলা হইল তিনি একেবারেই কোনো কাজ করেন না—ইত্যাদি। 'ইস্ক্রা' কেবলমাত্র নির্দেশ দান করিতে চাহে, ইহা তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কিন্তু সাধারণত সকলেই বলিলেন, প্রকৃত পক্ষে কোনো মতভেদ নাই এবং কংগ্রেসের পরে সবই ভালো ভাবে চলিবে।

ক্লেয়ার ও কুর্জ্ (কিরঝিঝানোভ্স্কি ও লেংনিক) বাদে আর সকল প্রতিনিধিই আসিয়া পৌছিলেন।

দ্বিতীয় কংগ্রেস

(জুলাই-আগস্ট, ১৯০৩)

পূর্ব্বেই ঠিক করা হইয়াছিল, কংগ্রেস ব্রুসেল্‌সে বসিবে। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন সেখানেই হইয়াছিল। সে-সময় একজন পুরাতন প্লেখানভপন্থী কোল্টসভ ব্রুসেল্‌সে থাকিতেন। তিনিই সমস্ত ভার লইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রুসেল্‌সে কংগ্রেস করা তত সোজা হইল না। কোল্টসভেব সহিত দেখা করিবার জন্য প্রতিনিধিদের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু চারিজন রুশ তাঁহার সহিত দেখা করিবার পরেই বাড়িওয়ালী কোল্টসভ-দম্পতিক জানাইয়া দিলেন যে, এ-ধরনের বাইরের লোক আসা তিনি বরদাস্ত করিবেন না এবং আর একজন আসিলেই তাঁহাদের বাড়ি ছাড়িয়া দিতে হইবে। অতএব কোল্টসভের স্ত্রী সারা দিন রাস্তাব মোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং কোনো প্রতিনিধি আসিলেই তাঁহাকে ধরিয়া সোশালিস্ট হোটেল 'গোল্ডেন কক্'-এ পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন।

প্রতিনিধিদের হট্টগোলে এই হোটেল ভরিয়া উঠিল। প্রতি সন্ধ্যায় কগন্যকের গ্লাস হাতে করিয়া গুসেভ এমন চীৎকার করিয়া গান শুরু করিতেন যে, জানালার নীচে ভীড় জমিয়া যাইত। গুসেভেব গান শুনিতে ব্লাদিমিব ইলিচ খুব ভালোবাসিতেন, বিশেষত তাঁহার সেই গানটি—"আমাদের বিয়ে হয়েছিল গীর্জার বাইরে..."।

শেষ মুহূর্ত্তে কংগ্রেসের এই গোপন স্থানের পরিবর্ত্তন করা হইল। বেলজিয়ামের পার্টির কথা অনুসারে একটি বড় ময়দার গুদামে কংগ্রেসের

অধিবেশন করা স্থির হইল। আমাদের অভ্যাগমে কেবল যে ইঁদুর মহলে সাড়া পড়িয়া গেল তাহাই নয়, পুলিসও সচকিত হইয়া উঠিল। রটিয়া গেল, কী যেন গোপন ষড়যন্ত্রের জন্য রুশ বিপ্লবীরা জমায়েত হইতেছে।

সাতান্ন জন প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগ দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ৪৩ জনের ছিল পাকা ভোট আর ১৪ জনের পরামর্শ দানের ভোট। আজিকার লক্ষ লক্ষ পার্টি-সভ্যের কংগ্রেসের তুলনায় সে-কংগ্রেস অবশ্য খুবই ছোট। তখন কিন্তু ইহাকে খুব বড় কংগ্রেসই মনে হইয়াছিল। ১৮৯৮ সালের প্রথম কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন মাত্র ৮ জন। সকলেরই মনে হইল এই পাঁচ বৎসরে যথেষ্ট কাজ হইয়াছে। আসল কথা, যে-সকল প্রতিষ্ঠান হইতে এই সকল প্রতিনিধিদের পাঠানো হইয়াছিল সেগুলি আর আধা-কাল্পনিক অবস্থায় ছিল না। তাহারা তখন সুস্পষ্ট বাস্তব রূপ গ্রহণ করিয়া মজুর-আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। মজুর-আন্দোলনও তখন ব্যাপক ভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

কী বিপুল আগ্রহ লইয়া ব্লাদিমির ইলিচ এই কংগ্রেসের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন! সমস্ত জীবন, এমন কি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, তিনি পার্টি কংগ্রেসগুলির উপর অসামান্য গুরুত্ব আরোপ করিতেন। পার্টি কংগ্রেসকে তিনি সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী মনে করিতেন। কংগ্রেসে ব্যক্তিত্বের স্থান নাই, গোপন কিছু থাকিতে পারিবে না। সমস্তই খুলিয়া বলিতে হইবে। পার্টি কংগ্রেসগুলির জন্য ইলিচ অত্যন্ত যত্নের সহিত প্রস্তুত হইতেন, গভীর মনোযোগের সহিত বক্তৃতা প্রস্তুত করিতেন। পার্টির নীতি ও কর্ম্মপন্থা সংক্রান্ত অত্যন্ত জরুরী প্রশ্নগুলি সমগ্র পার্টির সহিত একত্রে আলোচনা করিবার জন্য বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করিয়া থাকা যে কী জিনিস এবং তখনকার দিনের বেআইনী

কংগ্রেস আহ্বান করার যে কত অসুবিধা, আজকালকার তরুণ তরুণীরা তাহা ধারণাই করিতে পারে না, এবং পাবে না বলিয়াই আমার মনে হয়, পার্টি কংগ্রেসের প্রতি ইলিচের এই মনোভাবের অর্থও তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না।

ইলিচের মতো আগ্রহ লইয়াই প্লেখানভও কংগ্রেসের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। তিনিই কংগ্রেসের উদ্বোধন করিলেন। ময়দার গুদামের বড় জানালাটি নানা লাল জিনিসে সাজানো হইয়াছিল। সকলেই ভাবাবেগে উত্তেজিত হইয়াছিলেন। প্লেখানভের গম্ভীর বক্তৃতায় একটা আন্তরিক বিষাদ ধ্বনিত হইয়াছিল। ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। আজ তাঁহার সুদীর্ঘ প্রবাসজীবন যেন অতীতের অন্তরালে সরিয়া গিয়াছে। তিনি আজ রুশ সোশাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টির[১৮] কংগ্রেসে উপস্থিত, শুধু উপস্থিত নহে, তিনি উহার উদ্বোধন করিতেছেন।

প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় কংগ্রেসকে উদ্বোধক কংগ্রেস বলা চলিতে পারে। এই কংগ্রেসেই তত্ত্বগত মূল সমস্যাগুলির আলোচনা হইয়া পার্টি-আদর্শের ভিৎপত্তন হয়। প্রথম কংগ্রেসে কেবলমাত্র পার্টির নাম ও পার্টি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত ইশ্‌তেহারটি পাস হয়। দ্বিতীয় কংগ্রেসের সময় পর্য্যন্ত পার্টির কোনো কার্য্যসূচী ছিল না। 'ইস্‌ক্রা'র সম্পাদকীয় বোর্ড এই কর্ম্মসূচী রচনা করেন এবং ইহার বিস্তৃত আলোচনা করেন। প্রত্যেকটি বাক্য ও প্রত্যেকটি বাক্যাংশ সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা ও গভীর আলোচনা করা হয়। ইহা লইয়া উত্তেজিত বিবাদের সৃষ্টি হয়। সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্যদলের মধ্যে, মিউনিক দল ও সুইচ দলের মধ্যে কর্ম্মসূচী লইয়া মাসের পর মাস পত্রবিনিময় চলে। তখন অনেকের ধারণা হইয়াছিল, বাস্তব ক্ষেত্রে এই বিবাদের কোনো মূল্য নাই, কর্ম্মসূচীর মধ্যে 'কম বেশী' বা এই ধরনের কোনো কথা থাকা বা না থাকা সমান কথা।

এই ব্যাপারে লিয়ঁ টলস্টয়ের একটি উপমার কথা ব্লাদিমির ইলিচের ও আমার মনে পড়িত। উপমাটি এইরূপ : একবার বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি দেখিলেন, দূরে একটি লোক উবু হইয়া বসিয়া অদ্ভুত ভাবে দুইখানি হাত নাড়িতেছে। তাঁহার মনে হইল লোকটি পাগল। কিন্তু নিকটে গিয়া দেখিলেন, রাস্তার পাথরে সে ছুরি ধার দিতেছে। তত্ত্ব সংক্রান্ত বিবাদ বিতর্কের বেলাতেও এইরূপ। পাশে দাঁড়াইয়া শুনিলে মনে হইবে, ঝগড়া করিবার মতো বস্তু ইহা নহে, কিন্তু একবার ভিতরের জিনিস উপলব্ধি করিলে বুঝা যাইবে ব্যাপারটি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। কর্ম্মসূচীর আলোচনার বেলাতেও তাহাই ঘটিয়াছিল।

প্রতিনিধিরা যখন জেনেভায় আসিয়া পৌঁছিতে লাগিলেন, তখন কর্ম্মসূচী লইয়া তাঁহাদের সহিত আলোচনা হইল সবচেয়ে বেশী এবং সবচেয়ে বিশদ ভাবে। কংগ্রেসে এই প্রশ্ন লইয়া বিতর্কের সৃষ্টি হইল সবচেয়ে কম।

কংগ্রেসে যে-সকল সমস্যা আলোচিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে 'বুন্দ' সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির অন্যতম। প্রথম কংগ্রেসে স্থির হইয়াছিল যে, 'বুন্দ' যদিও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলে তথাপি উহা পার্টিরই একটি অংশ। প্রথম কংগ্রেসের পরে এই পাঁচ বৎসর পার্টির কোনো অখণ্ড সমগ্র অস্তিত্ব ছিল না এবং 'বুন্দ'ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। এখন 'বুন্দ' এই স্বাতন্ত্র্য আরও দৃঢ় করিয়া আর-এস-ডি-এল-পি'র সহিত 'ফেডারেশন' নীতির ভিত্তিতে সংযুক্ত থাকিতে চাহিল। ইহার অন্তর্নিহিত কারণ, ইহুদী শহরগুলির হস্তশিল্পীদের মনোভাব ব্যক্ত করিত বলিয়া 'বুন্দ'-এর রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা অর্থনৈতিক আন্দোলনের প্রতিই বেশী ঝোঁক ছিল এবং 'ইস্ক্রা' অপেক্ষা 'অর্থনীতিবাদীদের' ('ইকনমিস্ট') প্রতি বেশী সহানুভূতি ছিল।

প্রশ্ন হইল : রুশ দেশে যত ছোট ছোট জাতি বাস করে তাহাদের মজুরদের লইয়া গঠিত সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিশালী একটি মজুর পার্টি থাকিবে, না, জাতি অনুসারে দেশের মধ্যে একাধিক মজুর পার্টি থাকিবে? এই প্রশ্ন পার্টির অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক ঐক্যের প্রশ্ন। 'ইস্ক্রা' ছিল মজুরশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গঠনের পক্ষে, 'বুন্দ' চাহিত জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে রুশিয়ার বিভিন্ন জাতির লেবর পার্টির মৈত্রীবন্ধন।

যে-সকল প্রতিনিধি আসিতে লাগিলেন তাঁহাদের সহিত 'বুন্দ' সমস্যার বিশদ আলোচনা হইতে লাগিল এবং তাঁহাদের অধিকাংশই 'ইস্ক্র'ার স্বপক্ষে সংকল্প গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় কংগ্রেসে এই যে নীতির প্রশ্ন উত্থাপিত হইল ও মীমাংসা হইল তাহাব বিরাট গুরুত্ব এই মতবিরোধের জন্য অনেকেরই চোখে পড়িল না। এই সমস্যার আলোচনায় ব্লাদিমির ইলিচ প্লেখানভের সহিত খুব ঘনিষ্ঠতা বোধ করিলেন। প্লেখানভ বলিলেন : 'বিপ্লবের পক্ষে যাহা কল্যাণকর তাহাকেই সর্ব্বোচ্চ আইন বলিয়া শিরোধার্য্য করিতে হইবে', ইহাই হইতেছে মূল গণতান্ত্রিক নীতি এবং এই নীতির দিক হইতে প্রয়োজন হইলে প্রত্যেকের ভোটদানের অধিকারের নীতিকেও পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্লেখানভের এই ঘোষণা ব্লাদিমির ইলিচকে গভীর ভাবে স্পর্শ করিল। চৌদ্দ বৎসর পরে যখন বলশেভিকরা গণপরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবার সমস্যার সম্মুখীন হইলেন, তখন ব্লাদিমির ইলিচ প্লেখানভেব এই বাণী স্মরণ করিয়াছিলেন।

প্লেখানভের আর একটি বক্তৃতাও ব্লাদিমির ইলিচের মতের সহিত মিলিযা গিয়াছিল; ইহা ছিল 'মজুব শ্রেণীর অধিকারের প্রতিশ্রুতি' হিসাবে গণশিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে। কংগ্রেসে প্লেখানভও লেনিনের সহিত ঘনিষ্ঠতা বোধ করিলেন।

'ওয়ার্কার্স কজ'-এর একজন উৎসাহী সমর্থক আকিমভ যখন প্লেখানভ ও লেনিনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন তাহার জবাবে প্লেখানভ বিদ্রূপ করিয়া বলেন : "নেপোলিয়ন তাঁহার মার্শালদের তাঁহাদের পত্নীদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে ভালোবাসিতেন ; যদিও তাঁহাদের যথেষ্ট পত্নীপ্রেম ছিল, তথাপি কোনো কোনো মার্শাল নেপোলিয়নের প্ররোচনার ফাঁদে পা দিতেন। এই ব্যাপারে কমরেড আকিমভ নেপোলিয়নের মতো। তিনি লেনিনের নিকট হইতে আমাকে যে-কোনো উপায়ে বিচ্ছিন্ন করিতে চান। কিন্তু নেপোলিয়নের মার্শালদের চেয়ে আমি অনেক বেশী দৃঢ় চরিত্রের লোক ; আমি লেনিনের নিকট হইতে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হইব না এবং আশা করি লেনিনও এই বিচ্ছেদ চাহেন না"। ব্লাদিমিব ইলিচ হাসিয়া মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

আলোচ্য বিষয়ের প্রথমটির আলোচনা প্রসঙ্গে (কংগ্রেস: কাহাদের লইয়া গঠিত হইবে) 'বোর্বা' ('সংগ্রাম') দল (রিয়াজানভ, নেভ্‌জোরোভ গুরোভিচ ইত্যাদি) হইতে একজন প্রতিনিধি আমন্ত্রণের প্রশ্ন লইয়া একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার উদ্ভব হইল। সংগঠন-সমিতি নিজের মত কংগ্রেসের সম্মুখে উত্থাপিত করিতে চাহিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা 'বোর্বা' দল লইয়া নহে। সংগঠন-সমিতি তাহাদের সদস্যদের উপর কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্র নিজেদের 'শৃঙ্খলা' চাপাইতে চাহিতেছিলেন। সংগঠন-সমিতি একটি স্বতন্ত্র দল হিসাবে থাকিবে। ভোট দেওয়া সম্পর্কে তাঁহারা পূর্ব্বেই নিজেদের মধ্যে স্থির করিয়াছিলেন এবং দল হিসাবেই কংগ্রেসে বক্তৃতা দিতেছিলেন। ইহার অর্থ, কংগ্রেসের কোনো সদস্যের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তৃপক্ষ কংগ্রেস নহে, একটি দল। ব্লাদিমির ইলিচ রাগে জ্বলিতেছিলেন। 'পাভ্‌লোভিচ' (ক্রাসিকভ) যখন এই অপকৌশলের বিরোধিতা করিতে

উঠিলেন, তখন শুধু লেনিন নহে মার্টভ প্রমুখ অনেকেই তাঁহাকে সমর্থন করিলেন। যদিও কংগ্রেস সংগঠন-সমিতিকে ভাঙ্গিয়া দিল, তথাপি এই ঘটনাটি সকলের মনেই জাগিয়া রহিল, সকলেই বুঝিলেন নানা ধরনেব আরও জটিল বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু নীতি সম্পর্কিত বিরাট গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে, যথা—'বুন্দে'র প্রশ্ন ও 'কর্ম্মসূচী'র প্রশ্ন—ব্যাপারটি ঢাকা পড়িয়া গেল। 'বুন্দ' ও 'ইস্ক্রা' সম্পাদকীয় ব্যাপারে সংগঠন-সমিতি ও স্থানীয় প্রতিনিধিরা একত্রিত ভাবে চলিলেন। সংগঠন-সমিতির সদস্য ও 'সাদার্ন ওয়ার্কার'-এর প্রতিনিধি এগোরভও (লেভিন) স্পষ্টই 'বুন্দে'র বিরোধিতা করিলেন। বিরামের সময় প্লেখানভ তাঁহাকে বাহবা দিলেন এবং বলিলেন, তাঁহার বক্তৃতাটি 'প্রত্যেক গৃহচূড়া হইতে ঘোষিত হওয়া উচিত'।

কংগ্রেসের প্রারম্ভে ট্রট্স্কি বেশ ভালো বক্তৃতা দিলেন। তখন তাঁহাকে সকলেই লেনিনের একজন উৎসাহী সমর্থক বলিয়া জানিত, কেহ তাঁহার নাম দিয়াছিলেন 'লেনিনের লাঠি'। প্রকৃত পক্ষে সে সময় লেনিন নিজেও ভাবিতে পারেন নাই যে, ট্রট্স্কি দ্বিধাগ্রস্ত হইবেন। 'বুন্দ'কে জব্দ করা হইল। পার্টির কার্য্যের ঐক্যের ও সোশাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের সঙ্ঘবদ্ধতার পথে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না—এই নীতি দৃঢ় ভাবে কংগ্রেসে গৃহীত হইয়া গেল।

সে-সময় আমাদের লণ্ডনে চলিয়া আসিতে হইল। ব্রুসেল্সের পুলিস তখন প্রতিনিধিদের অত্যন্ত বিব্রত করিতে শুরু করিয়াছে, এমন কি জেমলিয়াচকা ও আরও একজনকে বহিষ্কার করিয়াছে। আমরা সকলেই রওয়ানা হইলাম। লণ্ডনে কংগ্রেসের আয়োজন তাখ্তারিয়েভরা সুসম্পন্ন করিলেন। লণ্ডনের পুলিসও কোনো বাধা দিল না।

আমরা 'বুন্দ' প্রশ্ন লইয়া আলোচনা চালাইলাম। তারপর যখন

'কমিশন' কর্ম্মসূচী লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন, তখন আমরা চতুর্থ আলোচ্য বিষয়ের অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মুখপত্রের কর্ম্মপন্থার সমর্থন বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করিলাম। 'ওয়ার্কার্স কজ' দল ছাড়া আর সকলেই 'ইস্ক্রা'কে পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র বলিয়া মানিয়া লইলেন। 'ইস্ক্রা'কে গভীর ও বিপুল অভিনন্দন জানানো হইল। এমন কি, সংগঠন-সমিতির প্রতিনিধি পোপভ পর্য্যন্ত বলিলেন: "এই কংগ্রেসে আমরা একটা ঐক্যবদ্ধ পার্টি দেখিতে পাইতেছি এবং ইহার জন্য বহুলাংশে দায়ী 'ইস্ক্রা'।" আকিমভ বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন: "'ইস্ক্রা"র সম্পাদকীয় বোর্ডকে যদি আমরা সমর্থন না করি তবে তাহার অর্থ হইবে আমরা একটা নামকে সমর্থন করিতেছি।" ট্রট্স্কি জবাব দিলেন: "কমরেড আকিমভ, আমরা একটা নাম সমর্থন করিতেছি না, আমরা সমর্থন করিতেছি এমন একটি 'স্ট্যাণ্ডার্ড'কে যাহাকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের পার্টি সত্যই গড়িয়া উঠিবে।" ইহা হইল দশম অধিবেশন। প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন সর্ব্বসমেত ৩৭ জন।

ধীরে ধীরে কংগ্রেসের উপর মেঘ ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। কেন্দ্রীয় সমিতির ত্রয়ী নির্ব্বাচন করিতে আমরা উদ্যত হইলাম। কেন্দ্রীয় সমিতির মোটামুটি একটা ভিত্তি তখনও চোখে পড়িতেছিল না। গ্লেবভই (নস্কভ) ছিলেন একমাত্র প্রার্থী যাঁহার কোন বিরোধিতা হইবে না। তিনি নিজেকে একজন অক্লান্তকর্ম্মী সংগঠক বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। ক্লেয়ার (কিরঝিঝানোভস্কি) যদি কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিতেন তবে তিনিও বিনা বিরোধিতায় কেন্দ্রীয় সমিতিতে যাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহাকে ও কুর্জকে (লেংনিক) ভোট দিতে হইবে 'প্রক্সি'তে—উহা সম্ভব নহে। কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্যপদপার্থী আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন

'জ্যাকেস' ('স্টেইন', আলেকজান্দ্রোভা) 'ফোমিন' (ক্রোখমাল), স্টার্ন (কোস্টিয়া, রোজা গাবেলস্টাড), পোপোভ (রোজানোভ) ও এগারোভ (লেভিন)। কেন্দ্রীর সমিতির ত্রয়ীর দুইটি শূন্য পদের জন্য ইঁহারা সকলেই প্রার্থী ছিলেন। ইহা ছাড়া উঁহারা ইঁহাদের প্রত্যেককেই জানিতেন কেবল পার্টির কর্ম্মী হিসাবে নহে, ব্যক্তিগত ভাবেও। তাই এখানে ছিল ব্যক্তিগত আসক্তি ও বিদ্বেষের ব্যাপক জাল। ভোট গ্রহণের সময় যতই নিকটে আসিতে লাগিল, ততই আবহাওয়া তীব্র হইয়া উঠিতে লাগিল। . বৈদেশিক কেন্দ্র খুশি মতো পরিচালনা করিতে চাহিতেছে—'বুন্দ' দল ও 'ওয়ার্কার্স কজ' দলের আনীত এই অভিযোগের যদিও কংগ্রেসের প্রারম্ভে কড়া জবাব দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি সেগুলির ফল এতক্ষণে দেখা দিতে শুরু করিল। কেন্দ্রীয় সমিতির দ্বিধাগ্রস্তদের উপর হয়তো বা অজ্ঞাত সারেই তাহাদের প্রভাব পড়িয়াছিল। কাহাদের কর্ত্তৃত্বকে তাহারা ভয় করিতেছিল? নিশ্চয়ই মার্টভ, জাসুলিচ, স্টারোভার ও আক্সেলরডের কর্ত্তৃত্বকে নহে। তাহারা ভয় করিতেছিল লেনিন ও প্লেখানভের কর্ত্তৃত্বকে। কিন্তু তাহারা জানিত, রুশিয়ার কাজ সম্পর্কে লেনিনের কথাই বলবতী হইবে, প্লেখানভের নহে; কারণ, প্লেখানভ বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন।

কংগ্রেস 'ইস্ক্রা'র নীতি সমর্থন করিল বটে, কিন্তু সম্পাদকীয় বোর্ড নির্ব্বাচন করিবার কাজ বাকী রহিল।

ব্লাদিমির ইলিচ এইবার প্রস্তাব করিলেন, তিনজন লইয়া সম্পাদকীয় বোর্ড গঠিত হোক। তিনি মার্টভ ও পোট্রেসভকে পূর্ব্বেই এই প্রস্তাবের কথা জানাইয়াছিলেন। প্রতিনিধিরা আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই মার্টভ তাঁহাদিগকে জানাইয়া দেন যে, সম্পাদকীয় বোর্ড যদি তিনজন

লইয়া গঠিত হয় তবে কাজের কতখানি সুবিধা হয়। যখন ভ্লাদিমির ইলিচ এই প্রস্তাব সম্পর্কিত একটি নোট প্লেখানভের হাতে দিলেন, প্লেখানভ তখন কিছুই না বলিয়া উহা পকেটে রাখিয়া দিলেন। ব্যাপার কি তিনি তাহা বুঝিলেন, কিন্তু ইহাতে সম্মত হইলেন। যতক্ষণ পার্টি আছে ততক্ষণ বাস্তব কাজেরও দরকার আছে।

'ইস্ক্রা'র অন্যান্য সম্পাদকগণের চাইতে মার্টভই সংগঠন-সমিতির সদস্যদের সহিত বেশী করিয়া মিশিতে লাগিলেন। শীঘ্রই তাঁহার ধারণা হইল, ত্রয়ী গঠিত হইতেছে তাঁহারই বিরোধিতা করিবার জন্য এবং যদি তিনি ইহাতে ঢোকেন তবে তিনি জাসুলিচ, পোট্রেসভ ও আক্সেলরডের অবস্থাকে কাহিল করিবেন। আক্সেলরড ও জাসুলিচ ইহাতে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যে বিধিবিধানের ১ম প্যারাগ্রাফ লইয়া বিতর্ক তীব্র হইয়া উঠিল। রাজনীতি ও সংগঠন উভয় দিক হইতেই লেনিন ও মার্টভের মধ্যে মতভেদ হইয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে অবশ্য তাঁহাদের অনেক বার মতভেদ হইয়াছে, কিন্তু উহা হইয়াছে নিজেদের মধ্যে এবং অল্প কালের মধ্যেই মিটিয়া গিয়াছে। কিন্তু এবার মতবিরোধ দেখা দিল কংগ্রেসে; এবং 'ইস্ক্রা', লেনিন ও প্লেখানভের বিরুদ্ধে যাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ-হানির আক্রোশ ছিল তাঁহারা সকলেই এই বিরোধকে একটা বৃহৎ নীতির প্রশ্ন বলিয়া ফেনাইয়া তুলিতে লাগিলেন। 'হোয়াট টু স্টার্ট উইথ' ('কী লইয়া শুরু করিতে হইবে') নামক প্রবন্ধ ও 'হোয়াট ইজ টু বি ডান' নামক পুস্তিকার জন্য লেনিনকে আক্রমণ করা হইল। ব্যক্তিগত ক্ষমতালোলুপতার অভিযোগও তাঁহার বিরুদ্ধে আনা হইল। কংগ্রেসে অত্যন্ত তীব্র ভাবে লেনিন বক্তৃতা করিলেন। 'ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড, টু স্টেপ্স্ ব্যাক' নামক পুস্তিকায় তিনি লিখিয়াছেন:

"কেন্দ্রীয় সমিতির একজন প্রতিনিধির সহিত কংগ্রেসে আমার যে-কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি না। তিনি আমার কাছে অভিযোগ করিলেন, 'আমাদের কংগ্রেসের আবহাওয়া কি নৈরাশ্যজনক! এই হানাহানি, এই বিরোধ, একের অন্যের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন, এই ঝগড়া ও গালাগালি—ইহা একেবারেই ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের মনোভাব নহে।' তাঁহার জবাবে আমি বলিলাম : 'আমাদের কংগ্রেস কী চমৎকার! খোলাখুলি লড়াই করিবার কী সুযোগ! কাহার কী মত তাহা অভিব্যক্ত হইতেছে, কাহার কোন দিকে ঝোঁক পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। হাত তোলা হইতেছে। সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতেছে। একটি পর্য্যায় শেষ হইয়াছে। আবার সম্মুখে যাত্রা। ইহাই আমি চাই। ইহাই তো জীবন। বুদ্ধিজীবীর অবাস্তব অনন্ত আলোচনা হইতে ইহা স্বতন্ত্র; সে-আলোচনার শেষ হয় সমস্যার সমাধান হইয়াছে বলিয়া নহে, আলোচনা করিতে করিতে আলোচনাকারীরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া'।" ইহাই লেনিনের প্রকৃত রূপ।

কংগ্রেসের প্রথম হইতেই তাঁহার মানসিক উত্তেজনা চরমে উঠিয়াছিল। ব্রুসেলসে যে-শ্রমিক রমণীর বাড়িতে আমরা থাকিতাম, ক্ষুধা না থাকায় ব্লাদিমির ইলিচ তাহার চমৎকাব মূলাগুলি ও ডাচ-পনীর খান নাই বলিয়া সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। লণ্ডনে তাঁহার অবস্থা এমন হইল যে তাঁহার চোখ হইতে একেবারেই ঘুম চলিয়া গেল এবং তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন।

ভাঙ্গন কেহই আশা করে নাই। ট্রট্স্কির সহিত আমার যে-কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা মনে পড়ে। আলোচনার সময় যত তীব্র ভাবেই ব্লাদিমির ইলিচ বলুন না কেন, সভাপতি হিসাবে তিনি একেবারেই নিরপেক্ষ ছিলেন এবং কোনো প্রতিরোধীর বিরুদ্ধেই তিনি বিন্দুমাত্র

অবিচার করেন নাই। কিন্তু প্লেখানভের ব্যবহার হইয়াছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সভাপতিত্ব করিবার সময় তিনি তীক্ষ্ণ, তীব্র, চমকপ্রদ কথায় বিরুদ্ধ পক্ষকে খোঁচা দিতে ভালোবাসিতেন। একবার প্লেখানভ বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন: "ঘোড়ারা কথা বলে না, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গাধারাই কথা বলিতেছে।" ইহা শুনিয়া ট্রট্স্কি আমাকে বলিলেন: "ব্লাদিমির ইলিচকে সভাপতিত্ব করিতে বলুন, নতুবা প্লেখানভ ভাঙ্গন আনিয়া তবে ছাড়িবেন।"

কিন্তু সমস্যাটা সভাপতিত্বের নহে।

পার্টির মধ্যে 'বুন্দ'-এর অবস্থা সম্পর্কে, 'ইস্ক্রা'-মতবাদকে মূল মতবাদ হিসাবে গ্রহণ সম্পর্কে এবং কর্ম্মসূচী সম্পর্কে যদিও প্রতিনিধিদের অধিকাংশই একমত হইয়াছিলেন, তথাপি কংগ্রেসের কাজ যখন আধাআধি সম্পন্ন হইয়াছে সেই সময় হইতে একটা ভেদরেখা স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল এবং শেষের দিকে উহা গভীর ভাবেই দেখা দিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় কংগ্রেসে এতখানি মতবিরোধ দেখা দেয় নাই যাহার ফলে ঐক্যবদ্ধ কাজে বাধা পড়িবে বা উহা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এই বিরোধ তখন গুপ্ত অবস্থায়, সুপ্ত অবস্থায় ছিল। কংগ্রেস কিন্তু এখন হইতে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক শিবিরে বিভক্ত হইয়া গেল। অনেকের ধারণা হইল, প্লেখানভের কৌশলের অভাব, লেনিনের 'হিংস্রতা' ও ক্ষমতালোলুপতা. পাভ্লোভিচের ছোটখাট খোঁচা এবং জাসুলিচ ও আক্সেলরড সম্পর্কে অন্যায় মনোভাবই. এই বিচ্ছেদ-বিরোধের মূল। যে-সকল প্রতিনিধিদের এইরূপ ধারণা হইল তাঁহারা যাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে তাঁহাদের সমর্থন করিলেন বটে, কিন্তু কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের প্রতিই তাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বলিয়া আলোচনার মূল ব্যাপারটি একেবারেই তাঁহাদের চোখে পড়িল

না। ট্রট্স্কিও মূল ব্যাপারটি বুঝিতে পারিলেন না। মূল ব্যাপার হইতেছে এই যে, যে-সকল কমরেড লেনিনের পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলেন নীতির প্রতি ছিল তাঁহাদের অনমনীয় নিষ্ঠা এবং সর্ব্বপ্রকার বাস্তব কার্য্যে এই নীতিকে ফলবতী করিয়া তুলিতে তাঁহারা ছিলেন বদ্ধ-পরিকর। অন্য দলের এই গভীরতা ও আন্তরিকতার ছিল অভাব, নীতির প্রতি নিষ্ঠাও ছিল তাঁহাদের শিথিল এবং নীতি অপেক্ষা ব্যক্তিবিশেষের প্রতিই ছিল তাঁহাদের বেশী আসক্তি।

নির্ব্বাচনের সময় এই সংঘর্ষ চরমে উঠিল। ভোটদানের অব্যবহিত পূর্ব্বেকার দুইটি দৃশ্য কোনদিন ভুলিব না। বাউমানের (সোরোকিন) নৈতিক বুদ্ধির অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া আক্সেলবড তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে নির্ব্বাসনজীবনের একটি অপ্রীতিকর ঘটনার উল্লেখ করিতেছিলেন। বাউমান কোনো কথা বলিলেন না; দুই চোখ বহিয়া তাঁহার জল পড়িতে লাগিল।

আর একটি ঘটনা মনে পড়ে। কি একটা ব্যাপারে যেন ডয়েট্শ্ ক্রুদ্ধ হইয়া 'গ্লেবভ'কে (নস্কভ) তিরস্কার করিতেছিলেন। গ্লেবভ মাথা তুলিয়া ডয়েট্শের দিকে তীব্র ভাবে চাহিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: "চুপ ক'রে থাকো, বুড়ো বাঁদর কোথাকার।"

কংগ্রেস শেষ হইয়া গেল। 'গ্লেবভ', 'ক্লেয়ার' ও 'কুর্জ' কেন্দ্রীয় সমিতিতে নির্ব্বাচিত হইলেন। ৪৪টি পাকা ভোটের মধ্যে কুড়িজন ভোট দিলেন না। প্লেখানভ, লেনিন ও মার্টভ কেন্দ্রীয় মুখপত্রে নির্ব্বাচিত হইলেন। মার্টভ সম্পাদকীয় বোর্ডে যোগদান করিতে অস্বীকার করিলেন। ভাঙ্গন শুরু হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর

(১৯০৩-১৯০৪)

কংগ্রেসের পর আমরা জেনেভাতে ফিরিয়া আসিলাম। তখন সেখানে শুরু হইল পরস্পর কর্ত্তৃক পরস্পরের প্রতি দোষারোপ ও গালিগালাজ। অন্যান্য শহরের রুশ কলোনিগুলিতে যে-সকল নির্ব্বাসিতেরা ছিলেন তাঁহারাই জেনেভায় এই ব্যাপারে সকলের অগ্রণী হইলেন। 'প্রবাসী রুশ সোশাল ডেমোক্র্যাটদের লীগ'-এর সদস্যেরা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ঃ "কংগ্রেসে কী ঘটিল ? কী লইয়া এত কলহ হইল ? কেন তোমরা ভাঙ্গন চাহিলে ?"

এই সকল প্রশ্ন শুনিতে শুনিতে প্লেখানভ সাংঘাতিক বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। এই প্রসঙ্গে একদা তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "এন-এন আসিলেন। তারপর তিনি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং বারবার বলিতে লাগিলেন, 'বুরিদানোভের মতো আমিও একটি গাধা !' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বিশেষ ভাবে, বুরিদানোভের মতো কেন' ?"...

রুশিয়া হইতেও লোক আসিতে লাগিল। পিটার্সবুর্গ হইতে ইয়েরেম আসিলেন। এক বছর আগে ইঁহার নামেই পিটার্সবুর্গ সংগঠনের নিকট লেনিন চিঠি দিয়াছিলেন। আসিয়াই তিনি মেনশেভিকদের সঙ্গে যোগ দিলেন ও আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি একটি নাটকীয় ভঙ্গী গ্রহণ করিলেন এবং ভ্লাদিমির ইলিচের দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ "আমি

ইয়েরেম।" তারপর, মেনশেভিকদের পথ যে ঠিক তাহা লইয়া তিনি দীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করিয়া দিলেন। মনে আছে, কিয়েভ কমিটির একজন সদস্য বার বার জানিতে চাহিয়াছিলেন 'কোন্ বাস্তব' পরিবর্ত্তন লইয়া কংগ্রেসে ভাঙ্গন দেখা দিল। আমি তাঁহার দিকে বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। 'ভিত্তি' (Base) ও 'সৌধচূড়ার' (Superstructure) মধ্যকার সম্পর্কের এইরূপ আদিম ব্যাখ্যা আমি ইতিপূর্ব্বে শুনি নাই। এইরূপ যে থাকিতে পারে সে-ধারণাই আমার ছিল না।

পূর্ব্বে যাঁহারা আমাদের অর্থ সাহায্য করিতেন অথবা লোকজনের সহিত দেখা করিবার জন্য ঘর ব্যবহার করিতে দিতেন, মেনশেভিকদের প্রভাবে ও প্ররোচনায় তাঁহারা উহা বন্ধ করিয়া দিলেন। মনে আছে, আমার একজন পুরাতন পরিচিতা তাহার মাকে লইয়া জেনেভায় বোনের বাড়িতে বেড়াইতে আসিয়াছিল। ছেলেবেলায় আমরা এক সঙ্গে খেলা করিয়াছি। তাহার আসার খবর পাইয়া আমি উল্লসিত হইয়া উঠিলাম। এখন সে আর ছোট নাই, লোকও সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। তাহাদের পরিবার যে সোশাল ডেমোক্রাটদের সব সময় সাহায্য করিয়া আসিয়াছে, আলোচনা প্রসঙ্গে সে-কথা উঠিল। সে বলিল : "লোকজনের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমাদের ঘর আর তোমাদেব ছাড়িয়া দিতে পারি না। বলশেভিক ও মেনশেভিকের মধ্যকার এই বিভেদ আমরা আদৌ ভাল চোখে দেখি না। এই সকল ব্যক্তিগত কুকীর্ত্তি আদর্শকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।" কিন্তু ইলিচের ও আমার মনোভাব ছিল এই যে, যাহারা কোনো দলের অন্তর্ভুক্ত নহে এবং যাহারা মনে করে কাজের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিলেই কিম্বা কিছু অর্থ সাহায্য করিলেই কোনো মজুর-পার্টির উপর তাহাদের কর্ত্তৃত্বের অধিকার জন্মায়, তাহাদের মতো দরদীদের আমাদের কোনোই প্রয়োজন নাই।

সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া ব্লাদিমির ইলিচ অবিলম্বে রুশিয়ায় 'ক্লেয়ার' ও 'কুর্জ'কে চিঠি লিখিলেন। রুশিয়া হইতে তাহারাও কোনো প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতে পারিল না। এমন কি, মার্টভকে তাহারা রুশিয়ায় ফিরিয়া পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। বলিয়া পাঠাইল, তিনি কোথাও লুকাইয়া থাকিয়া জনসাধারণের জন্য পুস্তিকা লিখিবেন। 'কুর্জ'কে বিদেশে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত হইল।

কংগ্রেসের পর গ্লেবভ যখন সম্পাদকীয় বোর্ডের পুরাতন সদস্যের পুনর্নিয়োগের প্রস্তাব আনিলেন, তখন ব্লাদিমির ইলিচ আপত্তি করিলেন না। ভাঙ্গনের চাইতে পুরাতন পন্থায় মন্থর গতিতেও চলা ভালো। কিন্তু মেনশেভিকরা আপত্তি করিল। জেনেভায় ব্লাদিমির ইলিচ মার্টভের সহিত মিটমাটের চেষ্টা করিলেন। তিনি পোট্রেসভের নিকট এই মর্ম্মে চিঠি লিখিলেন যে, ছাড়াছাড়ি হইবার কোনো বাস্তব কারণ নাই। কালমিকোভার ('খুড়ী') নিকট চিঠি লিখিয়া তিনি সমস্ত ব্যাপার জানাইলেন। ভাঙ্গন এড়াইবার যে আর পথ নাই তখনও তিনি একথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে লঙ্ঘন করা, রুশিয়ার কাজের ক্ষতি করা ও নবগঠিত পার্টির কর্ম্মক্ষমতাকে ব্যাহত করা তখনও লেনিনের নিকট অবিশ্বাস্য বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নহে। বিচ্ছেদ যে অনিবার্য্য সময় সময় তিনি তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন। একদা ক্লেয়ারকে তিনি এই মর্ম্মে লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন যে, প্রকৃত অবস্থা যে কী দাঁড়াইয়াছে তাহা তিনি (ক্লেয়ার) জানেন না, পুরাতন সম্পর্কের যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা এখন উপলব্ধি করা উচিত, বুঝা উচিত মার্টভের সহিত পুরাতন বন্ধুত্বের অবসান হইয়াছে, পুরাতন বন্ধুত্ব ভুলিয়া এখন সংগ্রাম শুরু করিতে হইবে। কিন্তু চিঠিখানি ইলিচ শেষও করেন নাই, পাঠানও নাই। মার্টভের সহিত বিচ্ছেদ তাঁহার পক্ষে

ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। পিটার্সবুর্গে ও পুরাতন ‘ইস্ক্রা’য় একত্রে কাজ করিয়া তাঁহাদের মধ্যকার বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় হইয়াছিল। মার্টভের অতি মাত্রায় গ্রহণশীল মন তখন লেনিনের ভাবধারাকে গভীর ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। পরে ব্লাদিমির ইলিচ মেনশেভিকদের প্রতি তীব্র আক্রমণ চালান; কিন্তু তখনও যখনই মার্টভকে একটু ঠিক পথে আসিতে দেখিয়াছেন তখনই তাঁহার সেই পুরাতন মনোভাব আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। ১৯১০ সালে প্যারিসে মার্টভ ও ব্লাদিমির ইলিচ যখন ‘সোশাল ডেমোক্রাট’ পত্রিকার সম্পাদকীয় বোর্ডে একত্র কাজ করিতেন তখন এই ব্যাপারটি স্পষ্ট চোখে পড়িত। মার্টভ কিরূপ ঠিক পথে চলিতেছেন, এমন কি ‘দানে’র পর্য্যন্ত বিরোধিতা করিতে শুরু করিয়াছেন, আপিস হইতে ফিরিয়া প্রায়ই ব্লাদিমির ইলিচ হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে তাহার বর্ণনা শুরু করিয়া দিতেন। পরে রুশিয়ায় ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে মার্টভ যে-পথে চলিতে শুরু করিলেন তাহাতে লেনিন অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিয়াছিলেন। খুশি হইয়াছিলেন বলশেভিকদের যে সুবিধা হইতেছে সেজন্য নহে, মার্টভও ঠিক পথে চলিতেছেন, পাকা বিপ্লবীর মতো কাজ করিতেছেন সেই জন্য।

গুরুতর পীড়িত অবস্থায় ব্লাদিমির ইলিচ একদা কাতর কণ্ঠে আমাকে বলিয়াছিলেন: “শুনছি, মার্টভও মারা যাচ্ছে ......”

কংগ্রেসের অধিকাংশ প্রতিনিধিই (বলশেভিক) কাজ করিবার জন্য রুশিয়ায় ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু মেনশেভিকরা সকলে গেলেন না। ‘দান’ তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। বিদেশে তাঁহাদের সমর্থকদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।

যে-সকল বলশেভিকরা জেনেভায় রহিল তাহারা মাঝে মাঝে সম্মিলিত হইতে লাগিল। এ সকল সম্মেলনে প্লেখানভ তাঁহার মনোভাব

অপরিবর্ত্তিত রাখিলেন এবং সকলকে লইয়াই বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

অবশেষে কেন্দ্রীয় সমিতির সভ্য কুর্জ ওরফে ভ্যাসিলিয়েভ (লেংনিক) আসিয়া পৌঁছিলেন। জেনেভায় এই আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের আবহাওয়া দেখিয়া তিনি একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার উপর বিরাট কাজের চাপ পড়িল—বিবাদ-বিসম্বাদ সম্পর্কে অনুসন্ধানাদি করা, রুশিয়ায় লোক পাঠানো ইত্যাদি।

নির্ব্বাসিতদের মহলে মেনশেভিকরা কিছু সাফল্য লাভ করিল এবং বলশেভিকদের সহিত যুদ্ধে নামিবে স্থির করিল। দ্বিতীয় কংগ্রেসে প্রবাসী রুশ সোশাল ডেমোক্রাটদের লীগের প্রতিনিধি ছিলেন লেনিন। লেনিনের রিপোর্ট শুনিবার জন্য মেনশেভিকরা লীগের একটি কংগ্রেস আহ্বান করিল। সে-সময় লীগ ব্যবস্থা-সমিতি ডয়েট্শ্, লিট্ভিনভ ও আমাকে লইয়া গঠিত ছিল। লীগের একটি কংগ্রেসের অধিবেশন করিবার জন্য ডয়েট্শ্ জিদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু লিট্ভিনভ ও আমি রাজী হইলাম না, কারণ আমরা জানিতাম তখনকার অবস্থায় কংগ্রেসের অধিবেশন করিলে উহা একটি কুকাণ্ডে পরিণত হইবে। তখন ডয়েট্শের মনে পড়িল, কমিটিতে ভেচেস্লভ ও লেইটেইসেনও আছেন। ভেচেস্লভ থাকিতেন বার্লিনে ও লেইটেইসেন প্যারিসে। বহুদিন যাবৎ লীগ সমিতির কাজে তাঁহারা যোগ দেন নাই এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে পদত্যাগও করেন নাই। তাঁহাদের ভোট দিতে বলা হইল এবং তাঁহারা কংগ্রেস হওয়াব পক্ষেই ভোট দিলেন।

সাইকেলে চাপিয়া লীগ কংগ্রেসে যাইবার সময় ব্লাদিমির ইলিচ এত গভীর চিন্তামগ্ন ছিলেন যে, একখানি ট্রামের পশ্চাদ্দিকে ধাক্কা লাগিয়া তাঁহার একটি চোখ প্রায় যাইতে বসিয়াছিল। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা

অবস্থায় ফ্যাকাশে মুখ লইয়া তিনি কংগ্রেসে উপস্থিত হইলেন। মেনশেভিকরা তাঁহাকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করিল। একটা উন্মাদ দৃশ্য আমার মনে আছে। দান, ক্রোথমাল প্রমুখ মেনশেভিকেরা উত্তেজনায় আরক্ত মুখে দাঁড়াইয়া ডেস্ক চাপড়াইতেছিল।

লীগ কংগ্রেসে মেনশেভিকরা বলশেভিকদের চাইতে সংখ্যায় বেশী ছিল। তাহাদের মধ্যে 'সেনাপতির' সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। মেনশেভিকরা একটি লীগের একটি বিধিবিধান গ্রহণ করিলেন, যাহার ফলে লীগ তাঁহাদের দলের একটি আশ্রয়স্থানে পরিণত হইল, তাঁহাদের দল কেন্দ্রীয় সমিতির কর্ত্তৃত্ব হইতে মুক্ত হইল এবং তাঁহাদের নিজেদের পুস্তক ছাপিবার অধিকার জন্মিল। কুর্জ তখন কেন্দ্রীয় সমিতির পক্ষ হইতে এই বিধিবিধানের প্রত্যাহার দাবী করিলেন। এই দাবী অগ্রাহ্য হইলে তিনি 'লীগ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল' বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

মেনশেভিকদের এই কুকীর্ত্তি প্লেখানভের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, আমি নিজেদের দিকে গুলী চালাইতে পারি না।

বলশেভিকদের সভায় প্লেখানভ বলিলেন, আমাদের আপোস-নিষ্পত্তি করা উচিত। তিনি বলিলেন, এমন অনেক সময় আসে যখন স্বৈরতন্ত্রও আপোস করিতে বাধ্য হয়। লিজা নুনিয়াস্তস্ জবাব দিলেন: "তখন তাহাকে আত্মসমর্পণ করা বলে।" প্লেখানভ তাঁহার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইলেন।

প্লেখানভ 'ইস্ক্রা'র পুরাতন সম্পাদকমণ্ডলীকে পুনরায় গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, পার্টির অভ্যন্তরে শান্তি রক্ষার জন্যই তিনি ইহা করিতেছেন। ব্লাদিমির ইলিচ বোর্ড হইতে পদত্যাগ করিলেন এবং পদত্যাগ প্রসঙ্গে জানাইয়া দিলেন যে, তিনি আর সহযোগিতা করিবেন না, এমন কি তাঁহার পদত্যাগ প্রকাশ করিতে

পর্য্যন্ত অনুরোধ করিবেন না ; প্লেখানভ শান্তি আনয়ন করুন, পার্টির আভ্যন্তরীণ শান্তির পথে তিনি বাধা সৃষ্টি করিবেন না। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ব্লাদিমির ইলিচ কালমিকোভাকে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন : "কাজ ছাড়িয়া দেওয়ার মতো অঙ্কগলি আর কি হইতে পারে ?" সম্পাদকীয় বোর্ড ত্যাগ করিয়া তিনি এই অঙ্কগলিতে ঢুকিতেছিলেন এবং ইহা তিনি ভালো ভাবেই বুঝিতেছিলেন। বিরোধী পক্ষ আরও দাবী জানাইলেন, কেন্দ্রীয় সমিতিতেও প্রতিনিধি লইতে হইবে, কাউন্সিলে দুইটি আসন দিতে হইবে এবং লীগ-কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলিকে মানিয়া লইতে হইবে। কেন্দ্রীয় সমিতিতে বিরোধী দলের দুইজনকে এবং কাউন্সিলে একজনকে লওয়া স্থির হইল এবং ক্রমে লীগকে পুনর্গঠিত করার সিদ্ধান্ত হইল। কিন্তু শান্তি আসিল না। প্লেখানভের এই আপোস-চেষ্টায় বিরোধী দলের সাহস বাড়িয়া গেল। প্লেখানভ জিদ করিলেন, কেন্দ্রীয় সমিতির আর একজন প্রতিনিধি রাউ (ওরফে কোনিয়াগা—আসল নাম গালপেরিন) কাউন্সিল ছাড়িয়া দিবেন এবং তাঁহার স্থানে একজন মেনশেভিক আসিবেন। এই নূতন দাবী মানিয়া লইতে ব্লাদিমির ইলিচ দীর্ঘকাল ইতস্তত করিলেন। মনে আছে, ব্লাদিমির ইলিচ, কোনিয়াগা ও আমি এই তিন জনে সেদিন সন্ধ্যায় জেনেভা হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়াছিলাম। কোনিয়াগা ব্লাদিমির ইলিচকে অনেক কষ্টে তাঁহার পদত্যাগে সম্মত করাইলেন। তারপর ব্লাদিমির ইলিচ প্লেখানভকে বলিতে গেলেন, রাউ কাউন্সিল ছাড়িয়া দিবেন।

মার্টভ 'অবরোধের অবস্থা' নামক একখানি পুস্তিকা লিখিলেন। উহাতে তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত অভিযোগ আনিলেন। ট্রট্স্কিও 'সাইবেরিয়ার প্রতিনিধিদের রিপোর্ট' নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন।

উহাতে মার্টভের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই ঘটনার বর্ণনা করা হইল এবং প্লেখানভকে লেনিনের হাতের পুতুল বলিয়া বর্ণনা করা হইল।

'এক কদম আগে, দুই কদম পিছনে' ('ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড টু স্টেপ্‌স্ ব্যাক্') নামক ছোট পুস্তিকায় লেনিন মার্টভের জবাব দিলেন এবং কংগ্রেসের ঘটনাবলীর বিশদ বিশ্লেষণ করিলেন।

এই সময় রুশিয়ার অভ্যন্তরেও একটি সংগ্রাম চলিতেছিল। বলশেভিক প্রতিনিধিরা কংগ্রেসে রিপোর্ট দিয়াছিলেন। কংগ্রেসে গৃহীত কর্ম্মসূচী ও অধিকাংশ প্রস্তাবই স্থানীয় সংগঠনগুলি বিশেষ সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের নিকট মেনশেভিকদের আচরণ আরও বেশী স্পষ্ট হইয়াছিল। কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি মানিয়া লইবার দাবী করিয়া প্রস্তাব পাস হইতেছিল। সে সময় আমাদের একজন প্রতিনিধি 'ছোট খুড়ো' (লিডিয়া, এম, নিপোভিচ) খুব কাজ করিয়াছিলেন। পুরাতন বিপ্লবী হিসাবে তিনি কিছুতেই বুঝিতেছিলেন না যে, কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলির এই অবমাননা কিরূপে সম্ভব। তিনি ও রুশিয়ার অন্যান্য কমরেডরা উৎসাহপূর্ণ চিঠি লিখিতে লাগিলেন। এক এক করিয়া কমিটিগুলি বল্‌শেভিকদের দিকে আসিতে লাগিল।

'স্কেয়ার' আসিয়া পৌঁছিলেন। বলশেভিকদের ও মেনশেভিকদের মধ্যকার ভেদরেখা যে এতখানি গভীর হইয়াছে তাহা তিনি জানিতেন না। দুই দলের মধ্যে এখনও আপোস সম্ভব মনে করিয়া তিনি প্লেখানভের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে গেলেন এবং মিটমাটের কোনো সম্ভাবনাই নাই দেখিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। লেনিন আরও নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

১৯০৪ সালের গোড়ার দিকে সেলিয়া জেলিক্‌সন, পিটার্সবুর্গের প্রতিনিধি 'ব্যারন' (ইসেন) ও মজুর মাকর জেনেভায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

তাঁহারা সকলেই বলশেভিকদের সমর্থক ছিলেন এবং প্রায়ই ব্লাদিমির ইলিচের সহিত দেখা করিতে আসিতেন। তাঁহারা মেনশেভিকদের সহিত বিবাদের বিষয় আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না, রুশিয়ায় কাজের কথাও বলিতেন। 'ব্যারনের' তখন বয়স কম, পিটার্সবুর্গের কাজ সম্পর্কে তাঁহার খুব উৎসাহ। তিনি বলিলেন ঃ "আমরা সমবায় ভিত্তিতে আমাদেব সংগঠনকে গড়িয়া তুলিতেছি। নানা দল কাজ করিতেছে। আন্দোলনকারী দল, প্রচারকারী দল, সংগঠনকারী দল।" ব্লাদিমির ইলিচ মনোযোগ সহকারে শুনিলেন, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "প্রচারকারীর দলে আপনাদের কতজন আছেন?" 'ব্যারন' কেমন যেন একটু বিব্রত হইয়া জবাব দিলেন ঃ "এখন পর্য্যন্ত আমি একাই।" ব্লাদিমির ইলিচ বলিলেন ঃ "তা হলে তো দেখছি খুব বেশী লোক নয়। আচ্ছা, আন্দোলনকারী দলে?" লজ্জায় 'ব্যারনের' চুল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। তিনি অধোমুখে জবাব দিলেন ঃ "এখনও পর্য্যন্ত আমি একা।" ইলিচ অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন, 'ব্যারন'ও একটু হাসিলেন। দুর্ব্বল স্থানগুলিতে এই ধরনের দুই একটি আকস্মিক প্রশ্নের আঘাত করিয়া ইলিচ সর্ব্বদা চমৎকার পরিকল্পনা ও রঙীন বিবরণী হইতে আসল ব্যাপারটুকু বাহির করিয়া লইতে পারিতেন।

ইহার পর ওলমিনস্কি (এম, এস, আলেকজান্দ্রোভ) আসিয়া পৌছিলেন। তিনিও বলশেভিকদের সহিত যোগ দিয়াছেন। আর একজন নবাগত হইতেছেন 'ভার্কা' (রুশ ভাষায় ইহার অর্থ 'বন্য জন্তু' অনুবাদক) সুদূব নির্ব্বাসন হইতে ইনি পালাইয়া আসিয়াছিলেন।

'ভার্কা' (এই মহিলাব প্রকৃত নাম ছিল এম-এম-ইসেন) আসিয়াছিলেন সদ্য নির্ব্বাসন হইতে। আনন্দ ও কর্ম্মশক্তিতে তিনি যেন

উচ্ছ্বসিয়া পড়িতেছেন ; চারিপাশের সকলের মধ্যে তিনি তাঁহার এই মানসিক আবহাওয়া সংক্রামিত করিলেন। দ্বিধা বা হতাশা বলিয়া তাঁহার মধ্যে কিছু ছিল না। দলের ভাঙ্গন লইয়া যাঁহারা দুঃখ করিতে বসিতেন তিনি তাঁহাদিগকে ঠাট্টা করিতেন। বাহিরে যে-কলঙ্ক রটিয়াছিল তাহা যেন তাঁহাকে স্পর্শই করে নাই। সেই সময়টাতে আমরা সিচিরনে এক ধরনের সাপ্তাহিক মিলন-বাসরের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল বলশেভিকদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ়তর করিয়া তোলা। কিন্তু ফল হইতেছিল বিপরীত। মেনশেভিকদের সহিত কলহের ফলে যে-আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল এই সকল সম্মেলনে তাহা দূর না হইয়া আরও তীব্র হইয়া উঠিতেছিল। এই অবস্থার মধ্যে যখন ভার্কার মুখে কোনো উচ্ছ্বসিত হাসির গান শুনিতে পাইতাম, যখন দেখিতাম সেই গানের সঙ্গে বিরলকেশ মজুর ইয়েগোর যোগ দিতেছে, তখন আমাদের মনের অবসাদ কাটিয়া যাইত। সম্প্রতি ইয়েগোর প্লেখানভের সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বলিতে গিয়াছিলেন ; কিন্তু প্লেখানভের নিকট হইতে তিনি ফিরিয়া আসিলেন হতাশ ও অবসন্ন হৃদয়ে। 'ভার্কা' তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন : "কুছ পরোয়া নেই, ইয়েগোর, এসো আমরা হাসির গান গাই। জিত্‌ব আমরা নিশ্চয়ই।" এই আবহাওয়ায় ইলিচও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। এই প্রায়-নির্লজ্জ আনন্দোচ্ছ্বাসে আমাদের ভাঙ্গিয়া পড়া মন যেন সতেজ হইয়া উঠিল।

তারপর দিগন্তে দেখা দিলেন বোগ্‌দানভ। তখন ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁহার দর্শন সংক্রান্ত পুস্তকগুলি সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানিতেন না, এবং ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাকে জানিতেন না একেবারেই। স্পষ্টই বুঝা গেল, পার্টির নেতৃস্থানীয় পদ অধিকার করিবার যোগ্যতা ও দক্ষতা তাঁহার রহিয়াছে। বলশেভিকদের সহিত যোগদানের সিদ্ধান্ত তখন তিনি

চূড়ান্ত ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। বিদেশে আসিয়াছেন অল্প কয়েক দিনের জন্য মাত্র। কারণ, রুশিয়ায় তাঁহার সংযোগ রহিয়াছে প্রচুর।

কলহ ও দলাদলির দীর্ঘ যুগ এতদিনে শেষ হইয়া আসিল। প্লেখানভের সহিত চূড়ান্ত ভাবে বন্ধন ছিন্ন করা লেনিনের পক্ষে সহজ হইল না। বসন্তকালে 'নারোদ্‌নায়া' দলের পুরাতন বিপ্লবী নাটান্‌সন্‌ ও তাঁহার পত্নীর সহিত ইলিচের পরিচয় হইল। নাটান্‌সন্‌ ছিলেন পুরাতন ধরনের খুব বড় সংগঠক। জনতাকে তিনি চিনিতেন। প্রত্যেক মানুষটির শক্তি সম্পর্কে তাহার অদ্ভুত জ্ঞান ছিল। বিভিন্ন ধরনের কাজের মধ্যে কে কোনটির পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত তাহা তিনি বুঝিতেন। লেনিন দেখিলেন যে, তাঁহার নিজের পার্টির সভ্যদের সম্পর্কেই যে তাঁহার চমৎকার জ্ঞান রহিয়াছে তাহা নহে, আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যদের অনেকের চাইতেও সোশাল ডেমোক্রাট প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান ছিল অনেক বেশী। নাটান্‌সন্‌ এক সময়ে বাকুতে ছিলেন এবং ক্রাসিন্‌, পস্টলোভ্‌স্কি প্রমুখ বিপ্লবীদের জানিতেন। ব্লাদিমির ইলিচ ভাবিলেন, নাটান্‌সন্‌কে সোশাল ডেমোক্রাট্‌ দলে যোগ দেওয়ানো যাইবে। কারণ, সোশাল ডেমোক্রাটিক দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত তাঁহার অনেকটা মিল ছিল। কিছুকাল পরে কাহারও মুখে শুনিয়াছিলাম, বাকুতে জীবনে প্রথম একটি বিরাট শোভাযাত্রা দেখিয়া এই পুরাতন বিপ্লবী চোখের জল সম্বরণ করিতে পারেন নাই। একটা ব্যাপারে ব্লাদিমির ইলিচ তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলেন না; কৃষক শ্রেণীর সম্পর্কে তখন সোশাল ডেমোক্রাটদের যে-কর্ম্মসূচী তাহার সহিত নাটান্‌সনের বিরোধ ছিল। নাটান্‌সনের সহিত আমাদের এই ঘনিষ্ঠতা রহিল মাত্র পক্ষকাল। নাটান্‌সন্‌ ছিলেন প্লেখানভের খুব বড় বন্ধু। তাঁহাকে তিনি 'তুমি' সম্বোধন করিতেন। কেমন করিয়া যেন ব্লাদিমির ইলিচ তাঁহার সহিত

আমাদের পার্টির ব্যাপার ও মেনশিভিকদের সহিত বিচ্ছেদ লইয়া আলোচনা শুরু করিয়া দিয়াছিলেন। নাটান্‌সন্‌ প্লেখানভের সহিত এ ব্যাপারে কথা বলিতে চাহিলেন। আমাদের প্রতি কিছুটা রুষ্ট হইয়াই যেন তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন—আমাদের কিছু ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। ...

নাটান্‌সনের সহিত এই মোহময় ঘনিষ্ঠতা এই ভাবে শেষ হইয়া গেল। ব্লাদিমির ইলিচ নিজের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ; পার্টির বাইরের কোনো ব্যক্তির সহিত সোশাল ডেমোক্রাট্‌দের ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং এই ব্যক্তিকে সালিশী করিতে দিয়াছেন ভাবিয়া তিনি নিজেকে তিরস্কার করিলেন। নিজের প্রতি, নাটান্‌সনের প্রতি তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। রুশিয়ায় তখন কেন্দ্রীয় সমিতি এক দু'মুখো আপোস-নীতি অনুসরণ করিতেছিল, কিন্তু বলশেভিকদের পশ্চাতে ছিল স্থানীয় কমিটিগুলির অটল সমর্থন। রুশিয়াকে কেন্দ্র করিয়া একটা নূতন কংগ্রেস আহ্বানের প্রয়োজন দেখা দিল।

কেন্দ্রীয় সমিতির জুলাই ঘোষণা অনুসারে ব্লাদিমির ইলিচ কেন্দ্রীয় সমিতি হইতে পদত্যাগ করিলেন ; কারণ, এই ঘোষণার ফলে নিজের মতকে সমর্থন করিবার ও রুশিয়ার সহিত সংযোগ রক্ষার অধিকার হইতে তিনি বঞ্চিত হইয়াছিলেন। বাইশ জন সভ্য লইয়া গঠিত বলশেভিক গ্রুপ তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এক প্রস্তাব পাস করিলেন।

ব্লাদিমির ইলিচ ও আমি মাস খানেকের জন্য বিছানা ও জিনিসপত্র বাঁধিয়া পাহাড়ে চলিয়া গেলাম। ভার্কা আমাদের সহিত কিছু দূর আসিয়াছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার আর ভালো লাগিল না ; তিনি বলিলেন : "আপনারা এমন জায়গায় যাচ্ছেন যেখানে একটা বেরাল পর্য্যন্ত

দেখতে পাওয়া যায় না, আর আমি মানুষছাড়া থাকতে পারিনে।" সত্যিই আমরা সব সময় সবচেয়ে বন্য পথই বাছিয়া লইতাম, এবং মনুষ্য-বসতি হইতে বহুদূরে পর্ব্বতমালার গভীরে গিয়া পড়িতাম। একমাস ধরিয়া আমরা এইভাবে ঘুরিলাম, কোনদিন জানিতাম না পরদিন কোথায় থাকিব; সন্ধ্যায় দু'জনেই এত ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম যে বিছানায় পড়িবা মাত্রই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতাম।

টাকা পয়সা আমাদের কাছে বিশেষ কিছুই ছিল না। ডিম, পনীর কিম্বা ঐ জাতীয় খাদ্যই বেশী খাইতাম। মদ কিম্বা ঝর্নার জলে তাহা ধুইয়া লইতাম। সত্যিকারের পুরা ভোজন কদাচিৎ ঘটিত। জনৈক সোশাল ডেমোক্রাট্ চালিত একটি ছোট্ট সরাইতে একটি মজুর আমাদের পরামর্শ দিল: "টুরিস্টদের সঙ্গে কখনো খাবেন না। সব সময়ে গাড়োয়ান, শোফার ও মজুরদের সঙ্গে খাবেন, দেখবেন অর্দ্ধেক দামে দু'গুণ পেট ভরবে।" আমরা তাহার উপদেশ গ্রহণ করিলাম। কেরানি, দোকানদার প্রমুখ যাহারা বুর্জোয়া হইবার অভিলাষ রাখে, তাহারা চাকরের সহিত এক টেবিলে বসিতে হইবে বলিয়া হয়তো কোনো প্রমোদ-ভ্রমণের পরিকল্পনাই পরিত্যাগ করে। সমগ্র ইওরোপে এই পেটি-বুর্জোয়া উন্নাসিকতা। সেখানে পঞ্চমুখে তাহারা গণতন্ত্রের কথা বলে অথচ (বাড়িতে নয়) অভিজাত কোনো হোটেলে, চাকরের সহিত এক টেবিলে বসিবার শক্তি এই পেটি-বুর্জোয়াদের নাই, তাহারা 'শ্রেষ্ঠ মানুষদের' সঙ্গে মিশিতে চায়। ব্লাদিমির পরম উৎসাহ ভরে এই মজুরদের টেবিলে খাইতে বসিতেন, বিশেষ ক্ষুধা লইয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করিতেন, সস্তা অথচ ভালো খাবারের পঞ্চমুখে প্রশংসা করিতেন। ইহার পর আমরা আমাদের জিনিসপত্র রাখিয়া আরও আগাইয়া গেলাম। আমাদের মোট কম ভারী ছিল না; ব্লাদিমির

ইলিচের ছিল একখানা ভারী ফরাসী শব্দকোষ, আর আমার ছিল সমান ওজনের একখানা ফরাসী বই, বইখানি আমি অনুবাদ করিবার জন্য সম্প্রতি হাতে পাইয়াছিলাম। সমগ্র ভ্রমণকালের মধ্যে কখনও বই দুইখানির একটি পাতাও আমরা খুলি নাই; এবং শব্দকোষের পরিবর্ত্তে চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতচূড়া, নীল হ্রদ ও উদ্দাম জলপ্রপাত দেখিয়া আমাদের দিনগুলি কাটিয়া গেল।

এই ভাবে একমাস কাটাইবার পর লেনিনের স্নায়ুগুলি যেন আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। মনে হইল, ক্ষুদ্র কলহ ও চক্রান্তের তন্তুজাল যেন পার্ব্বত্য নদীর তীব্র স্রোতে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। লাক্-দি-ব্রে'র পার্শ্বে যাতায়াতের পক্ষে দুঃসাধ্য একটি ক্ষুদ্র গ্রামে বোগ্দানভ্, ওলমিনস্কি ও পেরভুখিনদের সঙ্গে আগস্ট মাসটি আমাদের কাটিয়া গেল। বোগদানভের সঙ্গে একটি কর্ম্মসূচী আমরা আলোচনা করিলাম। তিনি সাহিত্যিক কাজের জন্য লুনাচারস্কি, স্টেপানভ ও বেজারভকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলেন। আমাদের পরিকল্পনা হইল রুশিয়ার বাহিবে আমাদের মুখপত্র প্রকাশ করা ও রুশিয়ার অভ্যন্তরে কংগ্রেসের জন্য আন্দোলন চালানো।

লেনিনের মনের স্ফূর্ত্তি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যায় যখন তিনি বোগদানভদের গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিতেন তখন কুকুরটির সাংঘাতিক ডাকাডাকি শুরু হইত, শিকলে বাঁধা কুকুরটির সহিত লেনিন আসিবার সময় খেলা করিতেন।

শরৎকালে জেনেভায় ফিরিয়া আমরা শহরের উপকণ্ঠ হইতে শহরের কাছাকাছি চলিয়া আসিলাম। ব্লাদিমির ইলিচ সোশাইটি ডু লেকচুর-এ যোগদান করিলেন। এখানে একটি চমৎকার লাইব্রেরী ছিল। কাজের সুবিধাও ছিল সেখানে খুব চমৎকার। ফরাসী, জার্মান ও ইংরেজী

ভাষায় প্রকাশিত বহু সংবাদপত্র সেখানে আসিত। রেফারেন্স ঘরগুলিতে বসিয়া কাজ করিবারখুব সুবিধা ছিল। প্রতিষ্ঠানটির সদস্যেরা ছিলেন প্রায়ই প্রবীণ অধ্যাপক। তাঁহারা কদাচিৎ লাইব্রেরীতে আসিতেন। অতএব ইলিচ একটি ঘর একাই দখল করিলেন।

জেনেভাব সোশাইটি অ্য লেক্‌চুর-এর কর্ম্মচারিগণ আজও বলিতে পারেন কেমন করিয়া প্রতিদিন সকালে একজন রুশ বিপ্লবী সেখানে আসিতেন, সুইস্ কায়দায় তাঁহার ট্রাউজারের বোতামগুলি উপর দিকে তোলা থাকিত; কাদা যাহাতে না লাগে সেইজন্য তিনি এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, পরে বোতামগুলি নামাইয়া দিতে ভুলিয়া যাইতেন। আগের দিনের অসমাপ্ত বইখানি তিনি আবার লইয়া পড়িতে বসিতেন। বইগুলি থাকিত ব্যারিকেড্ সংঘর্ষ অথবা সামরিক অভিযানের পদ্ধতি সংক্রান্ত। জানালার ধারে একটি ছোট টেবিলে নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে তিনি যাইয়া বসিতেন একটা বিশিষ্ট ভঙ্গীতে, বিরলকেশ মাথার উপরকার সামান্য কয়গাছি চুল ঠিক করিয়া লইতেন, তারপর ডুবিয়া যাইতেন তিনি পুঁথির মধ্যে, কদাচিৎ এক-এক বার তাঁহাকে বই ছাড়িয়া উঠিতে দেখা যাইত, উঠিয়া তাক হইতে একখানি অভিধান সংগ্রহ করিয়া আনিতেন কোনো অপরিচিত শব্দের অর্থ জানিবার জন্য। তারপর দুই একবার ঘরের মধ্যে পদচারণা করিতেন, আবার টেবিলে বসিতেন, এবং সামনের কতকগুলি ছোট সাদা কাগজে খুব ছোট ছোট অক্ষরে দ্রুত ও ব্যস্ত ভাবে লিখিতে শুরু করিতেন।

কোনো রুশ কমরেড যে হঠাৎ এখানে আসিয়া উদয় হইয়া মেনশেভিক্‌দের নামে নানা প্রকারের নালিশ শুরু করিয়া দিবে না সে-বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। এখানে তাঁহার চিন্তাকে বিভ্রান্ত

করিবার মতো কোনো কিছুর সম্ভাবনা ছিল না। চিন্তা করিবার বিষয়ও ছিল তাঁহার প্রচুর।

রুশিয়া তখন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করিয়াছে, এবং এই যুদ্ধের মধ্য দিয়া জার-শাসিত রাজতন্ত্রের কদর্য্য রূপ পূর্ণ ভাবে প্রকটিত হইয়া পড়ে। জাপানী যুদ্ধে শুধু বলশেভিকেরাই নহে, মেনশেভিক ও উদারনীতিকেরাও পরাজয়বাদী ছিল। সমাজের নিম্নস্তর হইতে একটা গণ-বিক্ষোভ বিধূমিত হইয়া উঠিতেছিল। শ্রমিক আন্দোলনের নূতন অধ্যায় শুরু হইল। পুলিসকে অগ্রাহ্য করিয়া জনসভা এবং পুলিস ও মজুরদের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষের সংবাদ ক্রমেই বেশী করিয়া পাওয়া যাইতে লাগিল। এই ক্রমবর্দ্ধমান বিপ্লবী গণ-আন্দোলনের আবহাওয়ার মধ্যে ক্ষুদ্র উপদলীয় কলহগুলি আর আগের মতো আমাদের মনকে বিভ্রান্ত করিতে পারিল না। এই সকল কলহ পূর্ব্বে মাঝে মাঝে হাতাহাতিতে পর্য্যন্ত পরিণত হইয়াছে। একবারের কথা মনে পড়ে। বলশেভিক কর্ম্মী ভ্যাসিলিয়েভ্‌ ককেশাশ হইতে আসিয়াছিলেন। রুশিয়ার ঘটনা সম্পর্কে একটা রিপোর্ট দিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। সভা আরম্ভ হইতেই মেনশেভিক্‌রা সভাপতি-মণ্ডলীর নির্ব্বাচন দাবী করিল। অথচ এই রিপোর্টটি ছিল খুবই সাধারণ একটি রিপোর্ট, যে-কোনো পার্টির লোকই ইহা শুনিতে আসিতে পারিতেন এবং সভাটিও বিশেষ ভাবে আহূত কোনো সভা ছিল না। প্রত্যেক রিপোর্টটি বা বক্তৃতাটি এক ধরনের নির্ব্বাচনী সংঘর্ষে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া মেনশেভিকরা 'গণতান্ত্রিক' উপায়ে বলশেভিকদের মুখ বন্ধের চেষ্টা করিতেছিলেন। ব্যাপারটি হাতাহাতিতে পরিণত হইল। সেই হট্টগোলের মধ্যে কেহ একজন বোগদানভের পত্নী নাটালিয়ার জামা টানিয়া ছিঁড়িয়া দিল, আর একজন হইল আহত। এখন

অবশ্য আগেকার মতো এ-ধরনের ঘটনা লইয়া মাথা ঘামানো আমাদের থামিয়া গেল।

এখন হইতে আমাদের সমস্ত চিন্তা ছুটিয়া চলিল রুশিয়ার দিকে। সেখানে পিটার্সবুর্গ, মস্কো, ওডেসা ও অন্যান্য শহরে শ্রমিক-আন্দোলন ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। ঐ আন্দোলনের কথা ভাবিয়া আমরা একটা দুরূহ দায়িত্ব অনুভব করিলাম।

উদারনীতিকই বলুন, সোশালিস্ট-রেভলিউশনারিই বলুন, সকল দলের স্বরূপই বিশেষ স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। মেনশেভিকরাও তাহাদের আসল রূপ প্রকাশ করিল। বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে কি পার্থক্য তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল।

মজুর শ্রেণীর সহজাত শ্রেণীস্বার্থবোধ, তাহার সৃজনী শক্তি এবং তাহার ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রতি লেনিনের ছিল গভীরতম বিশ্বাস। এই বিশ্বাস ভ্লাদিমির ইলিচের একদিনে জন্মায় নাই। বৎসরের পর বৎসব তিনি মার্ক্সের শ্রেণীসংঘর্ষের মতবাদ অনুশীলন করিয়াছেন, রুশ জীবনের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করিয়াছেন; এবং পুরাতন বিপ্লবীদের মতবাদ খণ্ডন করিতে বসিয়া তিনি ব্যক্তিগত সাহস ও শৌর্য্যের স্থানে শ্রেণীসংগ্রামের শক্তি ও বীরত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রমিক শ্রেণীর উপর অগাধ বিশ্বাস তাঁহার এই ভাবেই জন্মিয়াছে। এ-বিশ্বাস কোনো অজ্ঞাত শক্তিতে অন্ধ বিশ্বাস নহে, এ-বিশ্বাস মজুর শ্রেণীর শক্তি সম্পর্কে গভীর নিশ্চয়তাবোধ এবং শ্রমজীবী সাধারণের মুক্তিসংগ্রামে মজুর শ্রেণী যে-বিপুল ভূমিকার অভিনয় করিবে সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহহীনতা। তাঁহার এই সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের মূলে রহিয়াছে ঐ বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান ও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে

আত্মসমাহিত অনুশীলন। পিটার্সবুর্গের মজুরদের মধ্যে কাজ করিবার সময়ে মজুর শ্রেণীর এই শক্তির জীবন্ত প্রমাণ তিনি সংগ্রহ করেন।

ডিসেম্বর মাসের শেষে বলশেভিক সংবাদপত্র 'ভ্‌পিরিয়ড' বাহির হইতে আরম্ভ হয়। ইলিচ ছাড়াও সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেন ওলমিন্‌স্কি ও ওরলোভ্‌স্কি। শীঘ্রই লুনাচারস্কি আসিয়া যোগ দিলেন। তাঁহার বেদনাব্যঞ্জক প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলির মধ্যে বলশেভিকদের তখনকার মানসিক অবস্থার প্রতিধ্বনি পাওয়া যাইত।

রুশিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলন বাড়িয়াই চলিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া চলিল রুশিয়ায় সহিত আমাদের পত্রবিনিময়। চিঠির সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে শীঘ্রই মাসে একশত খানায় আসিয়া দাঁড়াইল ; তখনকার দিনে ইহা এক সাংঘাতিক ব্যাপার। ইলিচও পাইলেন এই চিঠিগুলির মধ্যে প্রচুর মাল-মশলা। মজুরদের চিঠি কিভাবে পড়িতে হয় তাহা তিনি জানিতেন। ওডেসার পাথরের কারখানার মজুরদের একখানা চিঠির কথা আমার মনে আছে। চিঠিখানি অনেকে মিলিয়া লেখা একটি প্রবন্ধের মতো, কয়েকখানি আদিম মানুষের হাত যেন উহা লিখিয়াছে, ব্যাকরণ কিম্বা বিরাম-চিহ্নের (পাঙ্ক্‌চুয়েশন) বালাই তাহাতে নাই। তথাপি শেষ পর্য্যন্ত, জয়লাভ না করা পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাইবার সংকল্প ও অপরিমেয় কর্ম্মশক্তি এই চিঠির প্রতি ছত্র হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছিল। চিঠিখানির প্রত্যেকটি অতি সাধারণ কথার মধ্যে ছিল অটল বিশ্বাসের পরিচয়। চিঠিখানি কি সম্পর্কে ছিল আমার মনে নাই। কিন্তু চিঠিখানির চেহারা আমার মনে আছে ; মনে আছে কাগজ ও লাল কালির কথা। ইলিচ বহুবার চিঠিখানি পড়িলেন ; তারপর গভীর চিন্তামগ্ন ভাবে ঘরের মধ্যে

পাইচারি করিতে লাগিলেন। ইলিচের নিকট ওডেসার মজুরদের লেখা এই চিঠি ব্যর্থ হয় নাই। চিঠি তাহারা লিখিয়াছিল ঠিক লোককেই, লিখিয়াছিল তাঁহাকেই যে তাহাদের কথা ও তাহাদের ব্যথা সবচেয়ে ভালো বুঝে।

এই চিঠি আসিবার কিছুদিন পরে তানিউশার একখানি চিঠি আসিল। তানিউশা ছিলেন ওডেসার একজন উদীয়মান তরুণ প্রচারকর্ম্মী। তিনি ওডেসার কারিগরদের একটি সভার নির্ভুল ও বিশদ বর্ণনা দিয়াছিলেন। এই চিঠিখানিও লেনিন পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎই তানিউশাকে জবাব দিতে বসিলেন: "চিঠির জন্য ধন্যবাদ, প্রায়ই আরও লিখবে। সাধারণ মজুরদের কাজকর্ম্ম সম্পর্কে যে-চিঠিতে বর্ণনা থাকে সে-চিঠিগুলি আমাদের কাছে পরম মূল্যবান। এ ধরনের চিঠি আমরা খুবই কম পাই।"

প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই ইলিচ রুশ কমরেডদের আরও সংযোগের ব্যবস্থা করিতে লিখিতেন। গুসেভের কাছে তিনি লিখিয়াছিলেন: "কোনো বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের শক্তি নির্ভর করে সে কতগুলি সংযোগ স্থাপন করিয়াছে তাহার উপর।" বলশেভিকদের বিদেশী কেন্দ্রের সহিত যুবকদের সংযোগ সাধনের জন্য তিনি গুসেভকে নির্দ্দেশ দিলেন। তিনি লিখিলেন: "যুবকদের সম্পর্কে আমাদের একটা নির্ব্বোধ নির্লজ্জ অবাস্তব ভয় রহিয়াছে।" সামারায় থাকা কালেই আলেক্সি আন্দ্রিয়েভিচ্ প্রিওব্রাঝেন্স্কির সহিত ইলিচের পরিচয় হইয়াছিল। তিনি সে-সময়ে গ্রামে বাস করিতেছিলেন। লেনিন তাঁহার এই প্রাচীন বন্ধুটিকে কৃষকদের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য লিখিলেন। পিটার্সবুর্গের কমরেডদের তিনি অনুরোধ করিলেন যে, বিদেশে কেন্দ্রের নিকট চিঠিগুলি পাঠাইবার সময় তাঁহারা যেন আংশিক

উদ্ধৃতি না পাঠাইয়া মূল চিঠিগুলি পাঠাইয়া দেন। এই চিঠিগুলি হইতেই ইলিচ সবচেয়ে স্পষ্ট বুঝিতেছিলেন যে, বিপ্লব আসন্ন, বিপ্লবের গতিবেগ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯০৫ সালের দ্বারদেশে আমরা তখন পৌঁছিয়া গিয়াছি।

নির্ব্বাসনে

(১৯০৫)

১৯০৪ সালের নবেম্বর মাসেই 'জমির জন্য আন্দোলন ও ইস্ক্রার পরিকল্পনা নামক পুস্তিকায় এবং পরে ডিসেম্বর মাসে 'ভ্‌পিরিয়ড' পত্রিকায় প্রকাশিত ১, ২ ও ৩ নং প্রবন্ধগুলিতে লেনিন লিখিয়াছিলেন, স্বাধীনতার জন্য জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মুহূর্ত্ত আগাইয়া আসিতেছে। বৈপ্লবিক উত্থান যে নিকটবর্ত্তী তাহা তিনি স্পষ্টই অনুভব করিতেছিলেন; কিন্তু বিপ্লব আসিতেছে ও বিপ্লব আসিয়াছে—এই দুই অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য আছে। তাই যখন ৯ই জানুয়ারীর সংবাদ জেনেভায় আসিয়া পৌঁছিল, কোন বাস্তব রূপে বিপ্লব শুরু হইয়াছে তাহার স্পষ্ট রূপ যখন ঐ সংবাদের মধ্য দিয়া আমাদের মনের সামনে আমাদের চোখের সামনে প্রকাশিত হইল, মনে হইল যেন চারিপাশের সব কিছুই বদলাইয়া গিয়াছে; যেন আজ পর্য্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে সব কিছুই দূর অতীতে মিলাইয়া গিয়াছে। ৯ই জানুয়ারীর ঘটনার সংবাদ জেনেভায় পৌঁছিল তার পর দিন। লাইব্রেরীতে যাইবার পথে লুনাচারস্কির সহিত আমার ও ইলিচের সাক্ষাৎ হইল, তিনিও আমাদেব সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন। লুনাচারস্কির পত্নী এ্যানে আলেকজান্দ্রোভনার সেদিনের সে-মূর্ত্তি আমার আজও মনে আছে। উত্তেজনায় সে কথা কহিতে পারিতেছিল না। অসহায় ভাবে তাহার গলাবন্ধ নাড়িতেছিল মাত্র। আমরা লেপেশিন্স্কির রেস্তোঁরায় গেলাম। পিটার্সবুর্গের খবর যে-সকল বলশেভিকের কানে তখন পৌঁছিয়াছে তাঁহারা সকলেই সেখানে সমবেত হইয়াছেন। সকলেই

এত উত্তেজিত যে কেহ কাহারও সহিত কথা বলিতে পারিতেছিলেন না। উত্তেজিত মুখে তাঁহারা বিপ্লবী শবযাত্রার সঙ্গীত গাহিতেছিলেন। সকলেই এই একই চিন্তায় আচ্ছন্ন ও আবিষ্ট—বিপ্লব শুরু হইয়া গিয়াছে ; জারের প্রতি বিশ্বাসের বন্ধন গিয়াছে ছিঁড়িয়া ; সেই সুদিন সমাগত যখন "স্বেচ্ছাচারের হবে অবসান, জনগণ উঠবে জেগে—বিরাট বিপুল মুক্ত জনগণ।" জেনেভার নির্ব্বাসিতদের তখন যে অদ্ভুৎ জীবনযাত্রা ছিল আমরা তাহা অনুভব করিলাম, অনুভব করিলাম স্থানীয় পত্রিকা 'ট্রিবিউন'-এর একটি সংখ্যা হইতে পরিবর্ত্তী সংখ্যায়।

রুশিয়া তখন ইলিচের সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। শীঘ্রই জেনেভায় গ্যাপন আসিয়া পৌঁছিলেন। প্রথমে তিনি সোশালিস্ট-রেভলিউশনারিদের সংস্পর্শে আসিলেন। তাহারা সমস্ত ব্যাপারটা এই ভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল যেন গ্যাপন তাহাদেরই লোক এবং পিটার্সবুর্গের মজুরদের সমগ্র আন্দলোনের কৃতিত্ব তাহাদেরই। গ্যাপনকে লইয়া মাতামাতি করিল তাহারা প্রচুর, তাঁহার গুণগান করিল বিস্তর। সকলের চোখই তখন গ্যাপনের উপর। বৃটিশ পত্রিকা 'টাইম্‌স্' তাঁহার রচনা প্রকাশের জন্য তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিল। গ্যাপনের জেনেভায় পৌঁছিবার অল্প কয়েকদিন পর সোশালিস্ট-রেভলিউশনারি দলের একজন মহিলা কর্ম্মী আমাদের নিকট আসিলেন এবং ইলিচকে জানাইলেন যে গ্যাপন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। 'নিরপেক্ষ' একটি কাফেতে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল। লেনিন ঘরে আলো জ্বালিলেন না, কেবল পাইচারি করিতে লাগিলেন।

যে-বিপ্লব তখন রুশিয়ার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল গ্যাপন ছিলেন তাহার জীবন্ত অংশ। শ্রমজীবী শ্রেণীর সহিত তাঁহার সংযোগ ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাহারা তাঁহাকে গভীর ভাবে বিশ্বাস

করিত। গ্যাপনের সহিত সাক্ষাতের ব্যাপারে ইলিচ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

সম্প্রতি একজন কমরেড শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, গ্যাপনের সহিত ইলিচের কী প্রয়োজন থাকিতে পারে ?

অবশ্য কোনো ধর্ম্মযাজকের নিকট হইতে কাজ কিছুই পাওয়া যাইবে না, আগেভাগে ইহা ধরিয়া লইয়া গ্যাপনকে অবশ্য সোজাসুজি উপেক্ষা করা যাইত। প্লেখানভ তাহাই করিয়াছিলেন। গ্যাপনকে তিনি আদৌ আমলই দেন নাই। কিন্তু লেনিনের শক্তির উৎস ছিল অন্যত্র। তাঁহাব নিকট বিপ্লব ছিল এক জীবন্ত বস্তু। তাঁহার প্রত্যেকটি ধারা উপধারা তিনি দেখিতে পাইতেন। তাহার বিভিন্ন বিচিত্র গতি তাঁহার চোখ এড়াইত না। জনগণ কি চায় তাহা জানিবার ও বুঝিবার শক্তি ও দক্ষতা তাঁহার ছিল। এই জনগণকে বুঝিতে হইলে তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছাড়া উপায় নাই। গ্যাপনকে ইলিচ কি করিয়া উপেক্ষা করিতে পারিতেন! গ্যাপন যে ছিলেন জনগণের বড় কাছাকাছি, তাহাদের উপর তাঁহার প্রভাব ছিল অপরিমেয়।

গ্যাপনের সহিত দেখা করিয়া গ্যাপন সম্পর্কে তাঁহার কী ধারণা হইয়াছে, লেনিন তাহার বর্ণনা দিলেন। গ্যাপন তখনও বিপ্লবের উদ্দীপনায় আচ্ছন্ন, পিটার্সবুর্গের মজুরদের কথা বলিতে বলিতে তিনি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন ; জার ও তাহার অনুচরদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও বিদ্বেষে তিনি জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন। এই বিদ্বেষের মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। অত্যন্ত সহজ ও প্রত্যক্ষ ছিল এই মনোভাব। শ্রমজীবী জনসাধারণের বিদ্বেষের সহিত ইহার সম্পূর্ণ মিল ছিল। ভ্লাদিমির ইলিচ বলিলেন : "আমাদের শুধু তাঁকে শিখিয়ে নিতে হবে,

আমি তাঁকে বললাম 'তোশামোদে তুমি কান দিয়ো না—পড়, বোঝ; সব জিনিসই তা'হলে নিজেই বুঝতে পারবে'। এই ব'লে আমি তাকে টেবিলের নিচে দেখিয়ে দিলাম।"

৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 'ভ্পিরিয়ড' পত্রিকার সপ্তম সংখ্যায় ব্লাদিমির ইলিচ লিখিলেন: "রাজনৈতিক চেতনাহীন জনগণের মত ও চিন্তাধারা তখন বিপ্লবী ভাবাদর্শে পরিণতি লাভ করিতেছে। সেই যুগ-সন্ধিক্ষণের অভিজ্ঞতা ও গভীর অনুভূতি জর্জ গ্যাপনের রহিয়াছে। আমরা আশা করি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের পক্ষে যে স্বচ্ছ ও বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন গ্যাপন তাহা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।"

কিন্তু এই স্বচ্ছতা গ্যাপন কোনো দিনই লাভ করিলেন না। তিনি ছিলেন ইউক্রাইনের এক ধনী কৃষকের সন্তান। শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার পরিবার ও গ্রামের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিয়াই গেলেন। কৃষকদের কী প্রয়োজন তাহা তিনি ভালো ভাবেই জানিতেন। শ্রমজীবী সাধারণের ভাষার মতোই তাঁহার ভাষা ছিল সহজ ও সবল। তাঁহার জন্মের জন্য, পল্লী অঞ্চলের সহিত সম্পর্কের জন্য সম্ভবত তিনি এতখানি সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মযাজকের মনোবৃত্তি গ্যাপনের মতো আর কাহাকেও এতখানি আচ্ছন্ন করিয়াছে কিনা জানি না। ইতিপূর্ব্বে তিনি কখনও কোনো বিপ্লবী দলের সংশ্রবে আসেন নাই; তাঁহার স্বভাবই ছিল বিপ্লব-বিরোধী। তিনি ছিলেন যে-কোনো রূপ আপোসের জন্য প্রস্তুত এক চতুর ধর্ম্মযাজক মাত্র। একবার তিনি বলিয়াছিলেন: "এক সময়ে তাঁহারা আমাকে সন্দেহ করিতে শুরু করেন। আমার প্রতি আস্থা তাঁহাদের শিথিল হইয়া যায়। আমি পীড়িত হইয়া ক্রিমিয়ায় চলিয়া গেলাম। তখন সেখানে একজন বৃদ্ধ বাস করিতেন; লোকের বিশ্বাস ছিল তাঁহার নাকি ঐশ্বরিক শক্তি আছে। এই বৃদ্ধের নিকট আসিলাম; বহু লোক তখন

নদীর ধারে জমা হইতেছিল ; বৃদ্ধ তখন উপাসনা পরিচালনা করিতেছিলেন। তিনি তাহাদের বুঝাইয়া দিলেন যে নদীর মধ্যকার একটি গর্ত্ত হইতে বিজয়ী সেণ্ট জর্জ বাহির হইয়া আসিতেছেন। ইহা নির্ব্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আমি ভাবিলাম উহাই আসল কথা নহে—বৃদ্ধের গভীর বিশ্বাস রহিয়াছে। উপাসনার পর আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য আমি বৃদ্ধের নিকট গেলাম। তিনি তাঁহার উপাসনার পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, 'আমরা এখানে একটা বাতির দোকান দিয়েছি, ব্যবসার বাজার খুবই ভালো।' ইহাকে বলে বিশ্বাস। আমি কোনো মতে বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। ভেরেশ্চাগিন্ নামে আমার এক শিল্পী বন্ধু ছিল। সে বলিল, 'ধর্ম্মযাজকগিরি ছেড়ে দাও'। কিন্তু আমি ভাবিলাম, গ্রামে আমার আত্মীয় স্বজনকে সকলেই খাতির করে। বাবা গ্রামের মোড়ল ; সকলেই তাঁহাকে মান্য করে। তাহারা তাঁহাকে মুখের উপর বলিবে, 'ঐ তো তোমার ধর্ম্মযাজক পুত্র কি কাণ্ড করিয়াছে।' তাই আমি ধর্ম্মযাজকত্ব ত্যাগ করিলাম না।"

এই কাহিনী হইতেই গ্যাপনের স্বরূপ বুঝা যায়।

কি করিয়া শিখিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন না। চাঁদমারিতে গুলি ছোড়া ও ঘোড়ায় চড়া শিখিয়া তাঁহার বেশীর ভাগ সময় কাটিত। কিন্তু বেশী পড়াশুনা তাহার ধাতে সহিত না। ইলিচের উপদেশক্রমে অবশ্য তিনি প্লেখানভের রচনাবলী পড়িতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁহার এই পড়া বড় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নহে, শুধু কর্ত্তব্য পালনের জন্য। বই পড়িয়া শিখিবার শক্তি গ্যাপনের ছিল না। কিন্তু জীবন হইতে শিখিবার শক্তিও তাঁহার ছিল না। ধর্ম্মযাজকের মনোবৃত্তি তাঁহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। রুশিয়ায় ফিরিবার পর তিনি অতলে মিলাইয়া

গেলেন। বিপ্লবের প্রথম কয়েক দিনের ঘটনা হইতেই বিপ্লবের সমগ্র রূপটি ইলিচের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন যে-আন্দোলন শুরু হইয়াছে তাহা ধস নামিবার মতোই প্রচণ্ড গতিবেগে ছড়াইয়া পড়িবে; বিপ্লবী জনগণ অর্দ্ধপথে থামিবে না; তাহাদের ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না; স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মজুরেরা ক্রমেই আগাইয়া চলিয়াছে। মজুররা জয়ী হইবে, না, পরাজিত হইবে, তাহা এই যুদ্ধের ফলাফলের উপর নির্ভর করিতেছে। জিতিবার জন্য ইতিমধ্যে তাহাদের শ্রেষ্ঠ উপায়ে অস্ত্রসজ্জিত করিয়া তুলিতে হইবে।

ইলিচের সব সময় একটা বিশেষ বৃত্তি ছিল। কোনো একটি বিশেষ সময়ে মজুর শ্রেণী কি অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে তাহা তিনি জানিতে পারিতেন।

মেনশেভিকরা উদারনীতিক বুর্জোয়াদের প্রভাবে পড়িয়া বিপ্লব চালু করিবার প্রয়োজনের কথা বলিয়া বেড়াইতেছিল। উদারনীতিক বুর্জোয়াদের তখনও একটা জোর আঘাতের প্রয়োজন ছিল। ইলিচ ইতিপূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন যে, মজুরেরা শেষ পর্য্যন্ত লড়াই চালাইতে বদ্ধপরিকর। তিনি ছিলেন তাহাদেরই সঙ্গে সঙ্গে। তিনি জানিতেন, মধ্যপথে থামিবার নির্দ্দেশ দিয়া কোনো লাভ নাই; তিনি জানিতেন যে, থামিবার আহ্বান মজুর শ্রেণীর মনোবল এতখানি ভাঙ্গিয়া দিবে, সংগ্রামের শক্তি এতখানি কমাইয়া দিবে, লক্ষ্য বস্তুকে এত সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে যে থামিবার নির্দ্দেশ কোনো মতেই দেওয়া চলে না। ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে ১৯০৫ সালের বিপ্লবে মজুর শ্রেণীর পরাজয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে নির্জীত হয় নাই, সংগ্রামের শক্তি তাহার ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। লেনিনকে যাহারা 'একদেশদর্শী' বলিয়া আক্রমণ করিয়াছিল,

পরাজয়ের পর যাহারা শুধু এই কথাই বলিতেছিল যে 'অস্ত্র গ্রহণ করা আমাদের উচিত হয় নাই,' তাহারা এই সত্য বুঝিতে পারে নাই। মজুরদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিতে হইলে অস্ত্র গ্রহণ না করিয়া থাকা অসম্ভব ছিল; অগ্রগামী দল সংগ্রামরত শক্তিকে পথিমধ্যে কেমন করিয়া ত্যাগ করিবে।

লেনিন অবিশ্রান্ত ভাবে মজুব শ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী অর্থাৎ পার্টিকে সংগ্রাম করিতে, সংগঠন করিতে, সশস্ত্র করিতে আহ্বান জানাইতেছিলেন। 'ভ্ পিরিয়ড' পত্রিকায় ও রুশিয়ায় লিখিত চিঠিগুলিতে তিনি ইহার কথা লিখিয়াছিলেন।

ফেব্রুয়ারীর প্রারম্ভে ইলিচ 'আমরা কি বিপ্লবকে সংগঠন করিব' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিলেন: "১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারী বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্নিহিত বিপুল শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল সোশাল-ডেমোক্রাটিক প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ অযোগ্যতা।" এই প্রবন্ধের প্রত্যেক পংক্তি কথাকে কাজে পরিণত করিবার আহ্বানে উদ্দীপ্ত।

বিপ্লব ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কে মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্ যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন ইলিচ যে তাহার সবটাই শুধু পড়িয়াছেন তাহা নহে, পড়িয়াছিলেন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে, ভাবিয়াছিলেন অনেক। তিনি যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে অনেক বই পড়িয়াছিলেন, এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পদ্ধতি ও সংগঠন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে এই বিষয় লইয়া কতখানি মাথা ঘামাইয়াছেন তাহা সাধারণ লোকে জানিত না। গৃহযুদ্ধের সময় তিনি যে 'শক গ্রুপ' ও 'পাঁচ এবং দশজনের গ্রুপ'-এর কথা বলিতেন, তাহা অব্যবসায়ীর তরল উক্তি নহে, গভীর চিন্তাপ্রসূত প্রস্তাব।

বলশেভিকরা সর্ব্বতোভাবে রুশিয়ায় অস্ত্র প্রেরণের চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহাদের সে-চেষ্টা হইল সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্যের মতো। রুশিয়ায় (পিটার্সবুর্গে) একটি জঙ্গী সমিতি গঠিত হইল বটে, কিন্তু ইহার কাজ চলিল অত্যন্ত ধীর ভাবে। ইলিচ পিটার্সবুর্গে লিখিলেন: "এ ধরনের ব্যাপারে পরিকল্পনাগুলি আরও সরল হওয়া প্রয়োজন। জঙ্গী সমিতির মধ্যকার অংশ বিভাগ ও উহার অধিকার সম্পর্কে আলোচনা আরও কম হওয়া উচিত। এখন প্রয়োজন শুধু ঐকান্তিক কর্ম্মশক্তি এবং আরও আরও কর্ম্ম-শক্তি। লোকে যে এইভাবে একটি বোমাও তৈয়ার না করিয়া ছয় মাস ধরিয়া কেবল বোমার কথাই বলিতে পারে, ইহা দেখিয়া আমি সত্যই শঙ্কিত হইয়া উঠিযাছি; এবং এই কাজ করিতেছে সবচেয়ে জ্ঞানবান লোকেরা। ভদ্রমহোদয়গণ! যুবকদের কাছে যান, মুক্তির ঐ একমাত্র পথ। নতুবা স্পষ্টই দেখিতেছি, আপনারা বিলম্ব করিয়া ফেলিবেন; এবং যখন বহু গবেষণার ফল স্বরূপ নোট, প্ল্যান, ড্রইং, স্কীম ও চমৎকার চমৎকার কৌশলের খসড়া লইয়া আপনারা প্রস্তুত হইবেন, তখন দেখিবেন কোনো সংগঠন নাই, কোনো জীবন্ত উদ্যম নাই।...দোহাই আপনাদের, এত সব অনুষ্ঠান ও পরিকল্পনার কথা আর ভাবিবেন না। আপনাদের 'কাজ বিভাগ, অধিকার ও বিশেষ সুযোগ' সব গোল্লায় যাক।"

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজনে বলশেভিকরা সত্যই করিল অনেক কিছু। পরিচয় দিল তাহারা প্রচণ্ড বীরত্বের, প্রতি মুহূর্ত্তে বিপন্ন করিল নিজেদের জীবন। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুতিই ছিল বলশেভিকদের স্লোগান। গ্যাপনও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথাই বলিতেছিলেন।

পৌঁছিবার অল্পকাল পরেই গ্যাপন বিপ্লবী পার্টিগুলির সহিত সংগ্রামের ভিত্তিতে একটি চুক্তির প্রস্তাব করিলেন। 'ভ্‌পিরিয়ড' পত্রিকার সপ্তম সংখ্যায় (৫ই ডিসেম্বর, ১৯০৫ সাল) ব্লাদিমির ইলিচ গ্যাপনের প্রস্তাবটির বিচার করিলেন, এবং লড়াইয়ের আয়োজনের সমগ্র প্রশ্নটি বিশদ ভাবে পরীক্ষা করিলেন। পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের অস্ত্র সরবরাহের ভার লইলেন গ্যাপন। নানা প্রকারের চাঁদা তখন তাঁহার হাতে আসিয়াছে। তিনি ইংলণ্ডে অস্ত্র ক্রয় করিলেন। ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারটা অবশেষে মিটিয়া গেল। 'গ্রাফ্‌টন' নামে একখানি স্টীমার পাওয়া গেল। ঐ স্টীমারের কাপ্তেন অস্ত্রশস্ত্রগুলি লইয়া রুশ সীমান্ত হইতে অনতিদূরে একটি দ্বীপে নামাইয়া দিতে সম্মত হইলেন। অবৈধ ভাবে মালপত্র আনা-নেওয়ার ব্যাপার সম্পর্কে ভালো জ্ঞান না থাকায় গ্যাপন যত সহজ ভাবিলেন কাজটা তত সহজ ছিল না। আমরা তাঁহাকে একটি বে-আইনী ছাড়পত্র ও কতকগুলি সংযোগের কথা বলিয়া দিলাম; সমস্ত ঠিকঠাক করিবার জন্য তিনি পিটার্সবুর্গে চলিয়া গেলেন। সমগ্র ব্যাপারটার মধ্যে ব্লাদিমির ইলিচ দেখিলেন, সত্যই কথা কাজে পরিণত হইতেছে। যে-কোনো ভাবেই হোক মজুরদের অস্ত্র চাই। কিন্তু সমগ্র উদ্যোগ নিষ্ফল হইয়া গেল। 'গ্রাফ্‌টন' চড়ায় আটকাইয়া গেল, এবং মোটামুটি দেখা গেল যে পূর্ব্বোক্ত দ্বীপটিতে জাহাজ লইয়া যাওয়া চলে না। কিন্তু পিটার্সবুর্গেও গ্যাপন কিছু করিতে পারিলেন না। ছদ্ম নামে মজুর বস্তিতে তাঁহাকে পলাইয়া থাকিতে হইল। জন-সাধারণের সহিত সংযোগ স্থাপন করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত শক্ত হইয়া দাঁড়াইল। সোশালিস্ট-রেভলিউশনারিদের যে-সকল ঠিকানায় বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্রগুলি হস্তান্তরিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল বলিয়া

কথা ছিল, দেখা গেল সেগুলি মিথ্যা। কেবল বলশেভিকরাই দ্বীপটিতে তাহাদের লোক পাঠাইয়াছিল। এ-সব মিলিয়া গ্যাপন যেন কেমন বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। নাম গোপন করিয়া বে-আইনী ভাবে অনাহারে এই জীবন যাপন নিরাপদে জনতার সভায় বক্তৃতা দেওয়া অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কামান চালনা সংগঠন করা গ্যাপনের মতো বিপ্লবীর কর্ম্ম নহে। যাহারা উহা পারে তাহাদের বিপ্লবী শিক্ষা ও চরিত্র সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। প্রচারের দিকে কোনো প্রকার ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই তাহারা অনায়াসে আত্মদান করিতে পারে।

ইলিচ আর একটি স্লোগানও দিয়াছিলেন: জমির জন্য চাষীদের লড়াইয়ের সমর্থনের স্লোগান। এই সমর্থনের উদ্দেশ্য ছিল, মজুরশ্রেণী তাহাদের সংগ্রামে যাহাতে কৃষকের উপর নির্ভর করিতে পারে। কৃষক-সমস্যা লইয়া ব্লাদিমির ইলিচ সব সময়ে খুব বেশী চিন্তা করিতেন। একমাত্র মজুর শ্রেণীকেই তিনি সম্পূর্ণ বিপ্লবী বলিয়া ভাবিতেন। দ্বিতীয় কংগ্রেসে যখন পার্টির কর্ম্মসূচী আলোচিত হইতেছিল, তখন লেনিন এই স্লোগানের প্রস্তাব তুলিলেন ও দৃঢ় ভাবে সমর্থন কবিলেন যে, ১৮৬১ সালের সংস্কারে জমির যে-'টুকরাগুলি' কৃষকদের নিকট হইতে লওয়া হইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দিতে হইবে।

তাঁহার মনে হইয়াছিল, কৃষকশ্রেণীর সমর্থন লাভ করিতে হইলে তাহাদের প্রয়োজনের যথাসম্ভব উপযোগী কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট বাস্তব দাবী ঘোষণা করা প্রয়োজন। ঠিক যে-ভাবে সোশাল-ডেমোক্রাটরা গরম জল (অর্থাৎ চা—অনুবাদক), কাজের সময় কমানো, সময় মতো মজুরী দেওয়া এই সকল লইয়া শ্রমিকদের মধ্যে প্রথম আন্দোলন শুরু করেন, ঠিক তেমনি কৃষকদের সংগঠিত করিতে কতকগুলি সুস্পষ্ট দাবীর প্রয়োজন ছিল।

১৯০৫ সালের ঘটনাবলী দেখিয়া ইলিচ, এই প্রশ্নটিও পুনর্বিবেচনা করিতে বসিলেন। চাষীর ঘরের ছেলে ও গ্রাম্য জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট গ্যাপনের সহিত, 'পোটেম্‌কিন' জাহাজের মাটিনশেঙ্কো নামক এক নাবিকের সহিত এবং পল্লী অঞ্চলের ঘটনাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত রুশিয়া হইতে আগত বহু শ্রমিকের সহিত আলোচনা করিয়া ইলিচ এই স্থির সিদ্ধান্তে পোঁছিলেন যে, 'জমির টুকরা' স্লোগান যথেষ্ট নহে। আরও ব্যাপক স্লোগান দিতে হইবে। জমিদারদের জমিদারী এবং রাজা ও গীর্জার জমি কাড়িয়া লইবার স্লোগান দিতে হইবে। ইলিচ এক সময় যে-সংখ্যাবিজ্ঞানের পুস্তকগুলির মধ্যে গভীর অনুসন্ধানের ফলে শহর ও গ্রামের বড় ও ছোট শিল্পের মজুর শ্রেণী ও কৃষকশ্রেণীর মধ্যকার সম্পর্কের স্বরূপ বিশদ ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইল না। তিনি দেখিলেন, এমন এক সময় আসিয়াছে যখন অর্থনৈতিক বন্ধনকে ভিত্তি করিয়া মজুর শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রভাব কৃষক শ্রেণীর উপর গভীর ভাবে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে।

একটা ঘটনা আমার মনে আছে। গ্যাপন একদিন ব্লাদিমির ইলিচকে তাঁহার লেখা একটি ইশ্‌তেহার শুনিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অত্যন্ত বেদনাব্যঞ্জক ভাবে তিনি ইশ্‌তেহারটি পড়িতে শুরু করিলেন। ইশ্‌তেহারটি জারের বিরুদ্ধে অভিশাপবাণীতে ভর্ত্তি ছিল। ইশ্‌তেহারটিতে লেখা ছিল : "আমাদের জারের দরকার নাই। পৃথিবীতে একমাত্র প্রভু থাকিবেন ভগবান। আমরা সকলেই তাঁহার প্রজা হইব।" (জমির খাজনা কমানোই ছিল তখনকার দিনের কৃষক আন্দোলনের লড়াইয়ের স্লোগান)। ব্লাদিমির ইলিচ হঠাৎ উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। অলঙ্কারটা অত্যন্ত গ্রাম্য, কিন্তু ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা গেল, গ্যাপন জনসাধারণের সহিত কত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। নিজে ছিলেন তিনি কৃষক। মজুরদের

তখনও গ্রামের সহিত সম্পর্কের আধাআধি অবশিষ্ট ছিল, তাই স্মরণাতীত কাল হইতে তাহাদের মধ্যে যে জমির ক্ষুধা রহিয়াছে তাহা তিনি জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন।

ব্লাদিমির ইলিচের হাসিতে গ্যাপন বিব্রত বোধ করিলেন। তিনি বলিলেন: "হয়তো কথাটা ঠিক হয় নাই; আপনি বলিয়া দিন, আমি বদলাইয়া দিব"। ইলিচ তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন: "না, বদলাইয়া কোনো লাভ নাই। আমার চিন্তাধারাটা অন্য প্রকারের; আপনি লিখুন নিজের ভাষায় নিজের পদ্ধতিতে।"

আর একটি ঘটনার কথাও মনে পড়ে। তখন 'পোটেমকিন্'-এর বিদ্রোহ ও তৃতীয় কংগ্রেস শেষ হইয়াছে। রুমানিয়ায় অন্তরীণ অবস্থায় নাবিকগণ ভীষণ অভাবের মধ্যে দিন কাটাইতেছে। স্মৃতিকথা রচনার পারিশ্রমিক হিসাবে ও বিপ্লবের কার্য্যের নানা প্রকারের চাঁদা বাবদ গ্যাপন তখন বেশ কিছু টাকা পাইয়াছিলেন। 'পোটেমকিন্'-এর নাবিকদের জন্য সারাদিন তিনি কাপড় চোপড় কিনিয়া বেড়াইতেন। 'পোটেমকিন' বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নাবিক-নেতা মাটিনশেঙ্কো তখন জেনেভায় আসিয়া পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়াই গ্যাপনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল, উভয়েই হরিহরাত্মা হইয়া গেলেন।

এই সময়টাতে মস্কো হইতে একজন যুবক আসিয়া পৌঁছিল। তাহার নাম আমার মনে নাই। সে একটি বইয়ের দোকানে কাজ করিত এবং তখন সম্প্রতি সোশাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। কেন ও কিভাবে সে পার্টিতে যোগ দিয়াছে তাহা সে বর্ণনা করিল, তারপর সোশাল-ডেমোক্রাটিক কর্ম্মসূচী যে কেন নির্ভুল তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করিয়া আনাড়ীর উচ্ছ্বাসে এক দীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করিয়া দিল। ব্লাদিমির ইলিচ এত বিরক্ত হইলেন যে, চা খাইতে দিয়া

তাহার নিকট হইতে যথাসম্ভব খবর বাহির করিবার ভার আমার উপর দিয়া তিনি লাইব্রেরীতে চলিয়া গেলেন। ছোকরা তখনও পার্টির কর্ম্মসূচী পড়িয়া চলিয়াছে। এমন সময় গ্যাপন ও মার্টিনশেস্কো ঢুকিলেন। তাঁহাদের জন্য যেই আমি চা আনিতে উঠিয়াছি ঠিক সেই সময় ছোকরা সেই প্যারাটিতে আসিয়া পৌছিল যেখানে জমির টুকরা কৃষকদের ফিরাইয়া দিবার কথা ছিল। এই প্যারাটি পড়িয়া সে তখন এই বলিয়া উহার ব্যাখ্যা করিতে শুরু করিল যে, জমির জন্য লড়াইয়ের বেশী চাষীরা আগাইতে পারে না। ইহা শুনিয়া গ্যাপন ও মার্টিনশেস্কো উভয়েই ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন: "সমস্ত জমি জনগণের হইবে"। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ইলিচ ফিরিয়া না আসিলে ব্যাপারটা কত দূর গড়াইত জানি না। কলহের বিষয়টা চট করিয়া বুঝিয়া লইয়া বিতর্কে যোগ না দিয়া তিনি গ্যাপন ও মার্টিনশেস্কোকে তাঁহার নিজের ঘরে লইয়া গেলেন। আমি যত শীঘ্র সম্ভব মস্কো হইতে আগত এই যুবকের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

টামারফোর্সে ডিসেম্বর মাসে যে-সম্মেলন হয় ইলিচ তাহাতে কৃষকদের জমি সংক্রান্ত এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ তুলিয়া দিবার একটি প্রস্তাব রচনা করেন। ইহার পরিবর্ত্তে আর একটি প্যারাগ্রাফ সেখানে বসানো হয়। তাহাতে জমিদারদের, গীর্জার, মঠের, গভর্নমেণ্টের এবং সম্রাটের নিজের সমস্ত ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া কৃষকদের জন্য বৈপ্লবিক ব্যবস্থার সমর্থন করা হয়। জার্মানির সোশাল ডেমোক্রাট নেতা কাউট্স্কি তখন অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ব্যাপারটি তিনি সম্পূর্ণ অন্যভাবে দেখিলেন। 'নবযুগ' নামক এক জার্মান পত্রিকায় ঐ সময়ে তিনি লেখেন যে, কৃষক ও জমিদারের সম্পর্কের প্রশ্ন

ব্যাপারে রুশিয়ায় গ্রামাঞ্চলের বৈপ্লবিক আন্দোলনের নিরপেক্ষ থাকা উচিত।

শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবার জন্য কাউট্‌স্কির নাম আজ সুবিদিত। কিন্তু তখন তিনি বিপ্লবী সোশাল-ডেমোক্রাট রূপেই পরিচিত ছিলেন। গত শতাব্দীর শেষ দশকের শেষে বার্নস্টিন নামক আর একজন সোশাল-ডেমোক্রাট মার্ক্‌স্‌বাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, মার্ক্‌সের শিক্ষার অধিকাংশই অচল হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া উহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। তিনি আরও বলেন: "লক্ষ্য (সমাজতন্ত্র) কিছুই নহে, আন্দোলনই আসল।" কাউট্‌স্কি তখন সোজাসুজি বার্নস্টিনের বিরোধিতা করিয়া মার্ক্‌সের মতবাদ সমর্থন করেন। মার্ক্‌সের সবচেয়ে বিপ্লবী ও একনিষ্ঠ শিষ্য বলিয়া কাউট্‌স্কির নাম তখন মহিমামণ্ডিত ছিল। এইজন্য কাউট্‌স্কির এই রচনায় ইলিচ চিন্তিত ও ব্যথিত হন। এমন কি, তাঁহার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা না করিতে গিয়া ইহা পর্য্যন্ত বলেন যে কাউট্‌স্কির কথা হয়তো পশ্চিম ইউরোপে খাটিতে পারে, কিন্তু কৃষক শ্রেণীর সমর্থন ছাড়া রুশ বিপ্লব সাফল্য লাভ করিতে পারে না।

কাউট্‌স্কির এই অভিমত প্রকাশ করার ফলে তিনি সত্যই মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌সের মতবাদকে নিভুর্ল ভাবে ব্যক্ত করিতেছেন কি না ইলিচ তাহা নির্দ্ধারণ করিতে বসিলেন। ১৮৪৮ সালে আমেরিকায় যে কৃষক আন্দোলন হয় সে সম্পর্কে মার্ক্‌সের দৃঢ় মনোভাব এবং ১৮৮৫ সালে হেনরি জর্জ সম্পর্কে এঙ্গেল্‌সের মনোভাব ইলিচ অনুধাবন করিতে বসিলেন। এপ্রিল মাসে তিনি "আমেরিকার 'ব্লাক পার্টিশন'-সম্পর্কে মার্ক্‌স্‌" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন।

প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি লিখিলেন: "রুশিয়ার মতো পৃথিবীর

আর কোনো দেশ এত দুঃখ, এত নিপীড়ন ও নির্য্যাতন সহ্য করে নাই। নিপীড়ন যত তীব্র হইবে জাগরণ হইবে তত বিপুল, বৈপ্লবিক অভিযান হইবে তত বেশী সাংঘাতিক। শ্রেণীসচেতন বিপ্লবী মজুর শ্রেণীর কর্ত্তব্য এই অভিযানকে সমস্ত শক্তি দিয়া সমর্থন করা যাহাতে প্রাচীন অভিশপ্ত সামন্ততান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার কর্ত্তৃক শাসিত রুশিয়া বিলুপ্ত হইয়া তাহার স্থানে গড়িয়া উঠিতে পারে স্বাধীন সাহসী মানুষের এক নূতন সমাজ, গড়িয়া উঠিতে পারে এক নূতন গণতান্ত্রিক দেশ, যেখানে সমাজতন্ত্রের জন্য আমাদের শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম কোনো রূপ বাধা না পাইয়া পরিব্যাপ্ত হইতে পারে।"

জেনেভাতে বলশেভিকদের কেন্দ্রটি ছিল বিখ্যাত 'কারাউঝ্কা'র কোণে। এই অঞ্চলে রুশ নির্ব্বাসিতেরা থাকিতেন। 'ভ্পিরিয়ড'-এর সম্পাদকীয় বিভাগ, ডেস্প্যাচ আপিস্, লেপেশিন্স্কির বলশেভিক রেস্তোরাঁ এবং বঙ্ক-ব্রুয়েভিচ, লিয়াডভ ও ইলিনদের বাসা এই অঞ্চলটিতে অবস্থিত ছিল। বঙ্ক-ব্রুয়েভিচদের বাসায় ওরলোভ্স্কি, ওলমিন্স্কি প্রমুখেরা প্রায়ই আসিতেন। বোগদানভ 'ভ্পিরিয়ড'-এর সম্পাদকীয় সমিতিতে যোগ দিবার জন্য লুনাচারস্কির সহিত একটি চুক্তি করেন। বোগদানভ রুশিয়ায় ফিরিয়া যান, লুনাচারস্কি জেনেভায় আসেন। লুনাচারস্কি ছিলেন একজন উচ্চশ্রেণীর বক্তা। তাঁহার চেষ্টায় বলশেভিকরা বেশ শক্তিশালী হইয়া উঠিল। তখন হইতেই ইলিচ লুনাচারস্কির সহিত বেশ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন, তাঁহার সান্নিধ্যে তিনি বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেন। এমন কি, 'ভ্পিরিয়ড'-বাদীদের সহিত মতভেদের সময়ও লুনাচারস্কির প্রতি তিনি পক্ষপাত দেখাইতেন। লুনাচারস্কিও লেনিনের সম্মুখে সব সময় আপনার ধীশক্তি ও বাক্পটুতার পরিচয় দিতেন। ১৯১৯ কি ২০ সালে, ঠিক আমার মনে নাই, যখন লুনাচারস্কি সবেমাত্র রণাঙ্গন হইতে ফিরিয়া

আসিয়া ইলিচের নিকট তাঁহার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতেছিলেন, মনে পড়ে শুনিতে শুনিতে ইলিচের দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। লুনাচারস্কি, ভোরোভ্স্কি ও ওলমিন্স্কি—ইঁহাদের দক্ষতার উপর 'ভ্পিরিয়ড' দাঁড়াইয়া ছিল। ব্লাদিমির দিমিট্রিয়েভিচ বঙ্ক-ব্রুয়েভিচ্ ব্যবসায়ের দিকটা দেখাশুনা করিতেন। তিনি সব সময়ই উৎসাহের ঝোঁকে চলাফেরা করিতেন। ডুবুবীদের উদ্ভট সব প্ল্যান বাত্লাইয়া দিতেন, এবং ছাপাখানার কাজে সর্ব্বদা এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়াইতেন।

বলশেভিকেরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় ল্যাণ্ডোল্ড কাফেতে আসিয়া সমবেত হইতেন, এবং এক পাত্র মদ লইয়া রুশিয়ার ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করিতেন, নানা রকমের প্ল্যান আঁটিতেন। ...

অনেকেই রুশিয়ায় ফিরিয়া গেলেন। অনেকে ফিরিয়া যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

রুশিয়ায় তখন তৃতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের জন্য তোড়জোড় চলিতেছিল। দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর হইতে এত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্য দিয়া এত সব নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে যে, আর একটি কংগ্রেস একেবারে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। পার্টি কমিটিগুলির অধিকাংশই এই কংগ্রেস চাহিতেছিলেন। 'অধিকাংশ কমিটিগুলির ব্যুরো' স্থাপন করা হইল। ওদিকে কেন্দ্রীয় কমিটি বহু নূতন সভ্য গ্রহণ করিলেন; উহার মধ্যে মেনশেভিকরাও ছিলেন। যাঁহাদের লওয়া হইল তাঁহাদের মোটামুটি সকলেরই ছিল আপোসের মনোবৃত্তি[২১]। তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বানে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে বাধা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। লেখক লিওনিড আন্দ্রিয়েভের মস্কোস্থিত ফ্ল্যাটে কেন্দ্রীয় কমিটির উপর পুলিশের হাঙ্গামা হইবার পর কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যগণ কংগ্রেসের কনভোকেশন আহ্বানে রাজী হইলেন। লণ্ডনে এই সম্মেলন হইল।

এই কংগ্রেসে বলশেভিকরা ছিলেন স্পষ্টতই সংখ্যায় বেশী, তাই মেনশেভিকেরা এই কংগ্রেসে তাঁহাদের সভ্য না পাঠাইয়া জেনেভায় একটি সম্মেলন আহ্বান করিলেন।

কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় সমিতির পক্ষ হইতে উপস্থিত ছিলেন 'সোমার' (অন্য নাম 'মার্ক লুম্বিমভ্') এবং 'উইণ্টার (ক্রাসিন)। মার্ককে অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখা গেল, কিন্তু ক্রাসিনকে দেখিয়া মনে হইল যেন কিছুই ঘটে নাই। আপোসের মনোবৃত্তির জন্য প্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় সমিতিকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করিলেন। মুখ মেঘের মতো অন্ধকার করিয়া মার্ক চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। হাতের তালুতে মুখ রাখিয়া ক্রাসিনও চুপ করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে একেবারে উদাসীন মনে হইল। এত বিষাক্ত বক্তৃতা যেন তাহাকে স্পর্শই করিল না। যখন তাঁহার পালা আসিল, তিনি ধীর শান্ত ভাষায় তাঁহার রিপোর্ট পেশ করিলেন। সে-রিপোর্টে কোনো অভিযোগের জবাব দিবার প্রয়াস মাত্র ছিল না। সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, বলিবার তাঁহার আর কিছুই ছিল না, এবং আপোসের মনোভাব তাঁহার কাটিয়া গিয়াছে; এবং এখন হইতে তিনি বলশেভিকদের দলেই যোগদান করিবেন ও শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গেই থাকিবেন।

পার্টির সভ্যেরা আজ জানেন, ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময় কত বড়, কতখানি গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার ক্রাসিন গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধরত দলগুলিকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা, সমরোপকরণের সরবরাহ পরিচালনা করা প্রভৃতি কাজ তাঁহাকেই করিতে হইয়াছে। গোপনে নিঃশব্দে এই কাজ চলিয়াছে বটে, কিন্তু এ-কাজ দুরূহ দায়িত্বের ও প্রচণ্ড পরিশ্রমের। ক্রাসিনের এই কাজের কথা সবচেয়ে বেশী জানিতেন ভ্লাদিমির ইলিচ্; তাই তখন হইতে ক্রাসিনকে তিনি চিরদিনই শ্রদ্ধা ও প্রশংসার চোখে দেখিতেন।

ককেশাস্‌ হইতে চারিজন প্রতিনিধি আসিলেন : মিখা ত্রাখাকায়া, আলেশা জাপারিজ, লেম্যান ও কামেনেভ। তিনটি নির্দ্দেশ ছিল। ভ্লাদিমির ইলিচ প্রশ্ন করিলেন : চারিজন প্রতিনিধির মধ্যে তিনটি নির্দ্দেশের অধিকারী কে, কে সবচেয়ে বেশী ভোট পাইয়াছেন। মিখা শঙ্কিত হইয়া জবাব দিলেন : "কেন, আপনি কি মনে করেন ককেশাসে আমরা বিষয়গুলি ভোট গ্রহণে নির্দ্ধারণ করি ? আমরা সব ব্যাপার এক যোগে সহকর্ম্মিসুলভ পদ্ধতিতে ঠিক করি। আমরা চারিজন প্রেরিত হইয়াছি ; কতগুলি নির্দ্দেশ রহিয়াছে সে-প্রশ্ন মুখ্য নহে।" প্রতিনিধিদের মধ্যে মিখাই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ—তখন তাঁহার বয়স পঞ্চাশ, তিনি কংগ্রেস উদ্বোধন করিলেন। পোলেসিয়ান কমিটির প্রতিনিধি ছিলেন লাইয়োভা ভ্লাদিমিরভ। রুশিয়ায় বহুবার তাঁহাকে আমরা ভাঙ্গনের কথা লিখিয়া জবাব পাই নাই। কিন্তু মার্টভপন্থীদের আর কে কে অবশিষ্ট আছেন জানিতে চাহিলে জবাবে তিনি জানাইয়াছিলেন, কি এবং কত পুস্তিকা বিতরিত হইয়াছে, এবং পোলেসিয়ায় কোথায় কোথায় ধর্ম্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন হইয়াছে। কংগ্রেসে ভ্লাদিমিরভ নিজেকে একজন পাকা বলশেভিক বলিয়া দেখাইতে চাহিলেন।

রুশিয়া হইতে আর যে-সকল প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন বোগদানভ, পোস্টোলভ্‌স্কি ('ভাদিম'), পি-সি রুমিয়ানৎসেভ, রাইকভ, সামার, জেমলিয়াস্কা, লিটভিনভ্‌, স্ক্রিপ্‌নিক্‌, বুর, শ্‌ক্লোভ্‌স্কি ও ক্রামোলনিকভ্‌।

এই কংগ্রেসের ঘটনাবলী হইতে বুঝা গেল, রুশিয়ায় মজুর-আন্দোলন চরম তীব্রতা ধারণ করিতেছে। সশস্ত্র অভ্যুত্থান ; অস্থায়ী বিপ্লবী গভর্নমেণ্ট ; বিপ্লবের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে গভর্নমেণ্টের কৌশল সম্পর্কে কর্ম্মপদ্ধতি ; আর-এস-ডি-এল-পি কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রশ্ন ; কৃষক

আন্দোলনের সহিত সম্পর্ক ; উদারনীতিকদের প্রতি মনোভাব ; পরাধীন জাতিসমূহের সোশাল-ডেমোক্রাটিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে কর্ত্তব্য ; প্রচারকার্য্য ও আন্দোলন পরিচালনা ; পার্টির যে-অংশ বাহিরে চলিয়া গিয়াছে তৎসম্পর্কে এবং আরও নানা ব্যাপার লইয়া বহু প্রস্তাব গৃহীত হইল। ব্লাদিমির ইলিচ কর্ত্তৃক আনীত ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রশ্ন ছাড়াও আরও দুইটি সমস্যা তৃতীয় কংগ্রেসের সম্মুখে উঠিল। প্রথমটি দুইটি অগ্রণী কেন্দ্রের সমস্যা ও দ্বিতীয়টি মজুর ও বুদ্ধিজীবীর সম্পর্কে প্রশ্ন।

দ্বিতীয় কংগ্রেসের সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশ ছিল সাহিত্যিকরা এবং পার্টির প্রকৃত কর্ম্মীরা। কর্ম্মীরা নানা ভাবে পার্টির জন্য বহু কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু সবেমাত্র গড়িয়া-উঠা রুশ প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত ইঁহাদের বন্ধন ছিল অত্যন্ত শিথিল।

তৃতীয় কংগ্রেসের রূপ কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের হইল। রুশিয়ার সংগঠনগুলি ইতিমধ্যে সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বে-আইনী সমিতি রূপে তাহারা অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থার মধ্যে দুরূহ গুপ্ত ভাবে কাজ চালাইয়া যাইতেছিল। এই অবস্থার জন্যই কমিটিগুলিতে কোথায়ও কারখানার মজুর সভ্য বিশেষ ছিল না, যদিও মজুর আন্দোলনের উপর এই সমিতিগুলির প্রভাব ছিল খুব বেশী। তাহারা যে-সকল পুস্তিকা ও 'নির্দ্দেশ' বিতরণ করিত তাহা মজুরদের মনোভাবের সহিত খাপ খাইয়া যাইত। মজুরেরা বুঝিত, তাহাদের একটি নেতৃত্ব রহিয়াছে। সমিতিগুলি তাই খুব জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু অধিকাংশ মজুরের কাছেই সমিতিগুলির গোপন ক্রিয়াকলাপ গোপন বলিয়াই অস্পষ্ট ছিল। মজুরেরা প্রায়ই বুদ্ধিজীবীদের ছাড়াই মিলিত হইত এবং আন্দোলনের মূলে সমস্যাগুলি আলোচনা করিত। যে-মূল সমস্যাগুলি লইয়া মেনশেভিক ও বলশেভিকদের মধ্যে মতভেদ হইয়াছিল সেগুলি সম্পর্কে একটি বিবৃতি ওডেসার পঞ্চাশ জন

মজুর তৃতীয় কংগ্রেসে পাঠাইয়াছিল। বিবৃতিটিতে তাহারা জানাইয়াছিল যে, যখন এই বিষয়টির আলোচনা হয় তখন একজন বুদ্ধিজীবীও উপস্থিত ছিলেন না।

'কমিটেট্‌চিক'[২২] ছিলেন একজন আত্মবিশ্বাসী লোক। সমিতিগুলির কাজের যে কি প্রভাব জনসাধারণের উপর ছিল তাহা তিনি বুঝিতেন। পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র তিনি সাধারণ ভাবে মানিতেন না। তিনি বলিতেন: "এই গণতান্ত্রিকতার ফলে আমরা কর্তৃপক্ষের হাতের মধ্যে যাইয়া পড়ি; আমরা ইতিমধ্যেই আন্দোলনের সহিত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছি।" ভিতরে ভিতরে সমিতির সভ্যগণ 'প্রবাসীদের' সর্ব্বদা অবজ্ঞা করিতেন, ভাবিতেন তাঁহারা বসিয়া বসিয়া কেবল কলেবর বৃদ্ধি করিতেছেন ও দল পাকাইতেছেন। তাঁহাবা বলিতেন, উঁহাদেব রুশিয়ার অবস্থার মধ্যে কাজ করিতে পাঠানো উচিত। কমিটেটচিকেরা বাহির হইতে আসা কাজের চাপ পছন্দ করিতেন না। আবার নূতন ভাবে কাজ করাও তাঁহাদের মনঃপূত ছিল না। পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে তাঁহারা পারিতেন না, পারিবার ইচ্ছাও ছিল না। ১৯০৪-০৫ সালে সমিতিগুলির সভ্যরা প্রচণ্ড দায়িত্ব বহন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বৈধ ভাবে কাজ করিবার ক্রমবর্দ্ধমান সুযোগ-সুবিধার অবস্থা ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পদ্ধতির সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলা তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। তৃতীয় কংগ্রেসে কোনো কর্ম্মীই উপস্থিত ছিলেন না, অন্তত কোনো বিশিষ্ট কর্ম্মী উপস্থিত ছিলেন না। বাবুশ্‌কিন বলিয়া যিনি উপস্থিত ছিলেন তিনি ঐ নামের কর্ম্মী বাবুশ্‌কিন নহেন। শেষোক্ত বাবুশ্‌কিন তখন ছিলেন সাইবেরিয়ায়, এবং আমার যত দূর মনে পড়ে এই নাম ছিল

কমরেড় শ্ক্লোভ্স্কির ছদ্মনাম। অথচ কমিটি-সভ্যদের অনেকেই হাজির ছিলেন। যদি কংগ্রেসের এই গঠনরূপ মনে না রাখা যায়, তবে কংগ্রেসের রিপোর্টের বহু ব্যাপার স্পষ্ট বুঝা যাইবে না।

বৈদেশিক কেন্দ্রের ক্ষমতা 'খর্ব্ব করিবার' প্রশ্ন কেবল কমিটেট্চিক্রাই ভাবিলেন না, অন্য অনেক বিশিষ্ট পার্টি-কর্ম্মীও উহা উত্থাপন করিলেন। 'বিদেশের' বিরোধী দলের নেতৃত্ব করিলেন বোগ্দানভ।

ইহা লইয়া অনেক কথা হইল, কিন্তু ব্লাদিমির ইলিচ তাহাতে মনে কিছু করিলেন না। তাঁহার ধারণা ছিল যে, বিপ্লবী আন্দোলন প্রসার লাভ করায় বৈদেশিক কেন্দ্রের গুরুত্ব অতি দ্রুত কমিয়া আসিতেছে। তিনি জানিতেন যে, নিজে তিনি কোনো মতেই বিদেশের স্থায়ী বাশিন্দা নন। তাঁহার একমাত্র চিন্তা ছিল, যাহাতে (রুশিয়ায় অবস্থিত) কেন্দ্রীয় সমিতি যাহা কিছু ঘটিতেছে সবই অতি দ্রুত কেন্দ্রীয় মুখপত্রকে জানান। (এখন হইতে কেন্দ্রীয় মুখপত্রের নাম হইবার কথা হইল 'প্রলেটারি'; কিন্তু আপাতত বিদেশ হইতেই ইহাকে বাহির হইতে হইল)। তিনি আরও বলিলেন যে, কেন্দ্রীয় সমিতির বৈদেশিক ও রুশ দলের সভ্যদের মধ্যে নিয়মিত ভাবে নির্দ্দিষ্ট কাল পরে সম্মেলন হওয়া উচিত।

মজুরদের সমিতির মধ্যে আনিবার সমস্যার গুরুত্ব ছিল গভীর। মজুরদের গ্রহণ করার মতকে ইলিচ প্রবল ভাবে সমর্থন করিলেন। প্রবাসীরা, বোগ্দানভ ও লেখকেরাও সমর্থন করিলেন। কমিটেট্চিকেরা আপত্তি করিলেন। উভয় পক্ষই খুব উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। সমিতির সভ্যরা জিদ্ করিলেন যে, এই বিষয়ে যেন কোনো প্রস্তাব পাস না হয়; কারণ, সমিতিগুলিতে মজুরদের লওয়া যাইবে না,

এই প্রস্তাব পাস হওয়া অসম্ভব হইত। এই আলোচনার সময়ে একটি বক্তৃতায় ভ্লাদিমির ইলিচ বলিলেন: "প্রশ্নটিকে আমাদের আরও ব্যাপক ভাবে দেখা উচিত বলিয়া আমি মনে করি। মজুরদের কমিটিতে লওয়া শুধু কেবল শিক্ষা প্রসারের দিক হইতেই নহে, রাজনীতির দিক হইতেও আমাদের কর্ত্তব্য। মজুরদের একটা সহজাত শ্রেণীবোধ আছে। সামান্য রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লইয়াও তাহারা অতিদ্রুত পাকা সোশাল-ডেমোক্রাট হইতে পারে। প্রত্যেক দুইজন বুদ্ধিজীবীর সহিত আটজন মজুরকে সমিতিতে দেখিলে আমি খুব খুশি হইব। সমিতিতে যতজন সম্ভব মজুরদের লওয়া হইবে বলিয়া আমাদের যে-লিখিত নির্দ্দেশ রহিয়াছে কার্য্যক্ষেত্রে তাহা যদি যথেষ্ট বিবেচিত না হয়, তবে কংগ্রেসের নামে নির্দ্দেশ প্রচার করাই যুক্তিযুক্ত হইবে বলিয়াই আমি মনে করি। কংগ্রেসের নিকট হইতে যদি স্পষ্ট ও বাস্তব নির্দ্দেশ আসে, তবে বাক্‌চাতুর্য্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার একটা মৌলিক শক্ত হাতিয়ার আমাদের হাতে থাকিবে, ইহা হইবে কংগ্রেসেরই সুস্পষ্ট অভিপ্রায়।"

এই ব্যাপারের পূর্ব্ব হইতেই ইলিচ সমিতিগুলিতে যথাসম্ভব বেশী সংখ্যক মজুর লইবার প্রয়োজনের উপর জোর দিতেছিলেন। ১৯০৩ সালে লিখিত 'পিটার্সবুর্গের এক কমরেডের নিকট লিখিত চিঠি'তে এই বিষয় তিনি লিখিয়াছিলেন। এখন কংগ্রেসে এই অভিমত সমর্থন করিতে গিয়া তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, এমন কি, অনেকের বক্তৃতায় বাধা দিয়াও নিজের বক্তব্য ব্যক্ত করিলেন। মিখাইলভ যখন বলিলেন "অতএব দেখা যাইতেছে বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীর প্রয়োজন অত্যন্ত কম, অথচ মজুরের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী," ইলিচ চীৎকার করিয়া বলিলেন, "অত্যন্ত সত্য কথা।"

কমিটেট্‌চিক্‌রা সঙ্গে সঙ্গে "আদৌ সত্য নহে" বলিয়া তাঁহার কণ্ঠস্বর ডুবাইয়া দিল। যখন রুমিয়ানৎসিয়েভ বলিলেন 'পিটার্সবুর্গ সমিতিতে মাত্র একজন মজুর আছে। অথচ কাজ চলিতেছে সেখানে প্রায় পনেরো বৎসর ধরিয়া', ইলিচ চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'কি লজ্জার কথা।'

পরে যখন বিতর্ক শেষ হইয়া গেল, তখন ইলিচ বলিলেন: "সমিতির সভ্য হইবার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন মজুর পাওয়া যায় না বলিয়া যখন তাহারা বক্তৃতা করিতেছিল তখন আমি কিছুতেই চুপ করিয়া বসিয়া তাহা শুনিতে পারিতেছিলাম না। এই প্রশ্ন লইয়াও যে এত তর্কবিতর্ক হয় তাহাতেই বুঝা যায়, পার্টির মধ্যে ব্যাধি রহিয়াছে। সমিতিগুলিতে মজুরদের আনিতেই হইবে।" কংগ্রেসে তাঁহার অভিমত এই ভাবে পরিত্যক্ত হওয়ার ফলেও ইলিচ খুব বেশী উদ্বিগ্ন হইলেন না; কারণ, তিনি জানিতেন, সমিতিগুলির সংগঠনে মজুর শ্রেণীর রূপদানে পার্টির অক্ষমতা আসন্ন বিরোধের মুখে টিকিবে না।

কংগ্রেসের সম্মুখে আর একটি বড় প্রশ্ন ছিল: প্রচার ও আন্দোলন পরিচালনার প্রশ্ন।

মনে পড়ে, ওডেসা হইতে এক তরুণী জেনেভায় আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন: "মজুরেরা সমিতির নিকট অসম্ভব দাবী করিতেছে; তাহারা আমাদিগকে প্রচারকার্য্যের উপকরণ সরবরাহ করিতে বলিতেছে। যেন ইহাও সম্ভব। আমরা শুধু তাহাদের আন্দোলনই জোগাইতে পারি।" ওডেসার এই তরুণীটির কথা ইলিচের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। এই কথা হইতে প্রচারকার্য্য সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার সূত্রপাত হয়। প্রচারের পুরাতন

পদ্ধতি তখন অচল হইয়া গিয়াছে, প্রচারকে আন্দোলনে পরিণত করিবার প্রয়োজন। জেমলিয়াচ্‌কা, মিথা টাসথাকায়া এবং ডেস্‌নিট্‌স্কি তাঁহাদের বক্তৃতায় এই কথাই বলিলেন। শ্রমিক আন্দোলনের বিপুল প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মৌখিক প্রচার, এমন কি, সাধারণ ভাবে আন্দোলনও আর তখন যথেষ্ট নহে। তখন প্রয়োজন হইয়াছে জনপ্রিয় সংবাদপত্রের, চাষীদের জন্য ও বিভিন্ন ভাষাভাষী ছোট ছোট জাতিগুলির জন্য উপযুক্ত পুস্তিকার।

দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ফলে এমন কত শত নূতন সমস্যাই দেখা দিতে লাগিল, পুরাতন বেআইনী সংগঠনের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে যাহাদের সমাধান অসম্ভব; সমাধান করিতে হইলে প্রয়োজন রুশিয়ার একটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা ও আইনসঙ্গত উপায়ে ব্যাপক পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা। তখনও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আসে নাই। রুশিয়ায় একটি বে-আইনী কাগজ বাহির করা স্থির হইল। আর স্থির হইল এমন একটি সাংবাদিক দল গঠনের যাহাদের কাজ হইবে জনপ্রিয় সাহিত্য রচনার ব্যবস্থা করা। অবশ্য এ-সম্বন্ধেও কাহারও সন্দেহ রহিল না যে, ইহাতে আসল ব্যাধি দূর হইবে না, ইহা সামান্য প্রলেপ মাত্র। যে-বিপ্লবী সংগ্রাম তখন শুরু হইয়া গিয়াছে তাহা লইয়া কংগ্রেসে আলোচনা হইল প্রচুর। পোল্যাণ্ড ও ককেশাসের ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রস্তাব পাস হইল। উরাল্‌স্‌-এর প্রতিনিধি বলিলেন: "আন্দোলন ক্রমেই ছড়াইয়া পড়িতেছে। উরাল্‌স্‌ একটি অনুন্নত নিদ্রিত গতিহীন সীমান্ত প্রদেশ মাত্র—এই ধারণা পরিবর্তনের সময় আসিয়াছে। লিজ্‌ভাতে রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট, নানা কারখানায় বড় বড় ধর্ম্মঘট, বিপ্লবী অভ্যুত্থানের এমন বহু বিচিত্র লক্ষণ যেগুলি কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে বিভীষিকার সৃষ্টি পর্য্যন্ত করিতেছে।

নানা ধরনের ছোটখাট স্বতস্ফূর্ত্ত বিক্ষোভ—এ সকলকে একত্র জড়াইয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, উরাল অঞ্চল বিরাট বিপ্লবী আন্দোলনের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। উরাল্স্-এর এই আন্দোলন যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পূর্ব্বাবস্থা হইতে পারে, তাহা অসম্ভব নহে। এখানেই প্রথম মজুরেরা বোমা ব্যবহার করিয়াছে, এমন কি ভোটিন্স্কি কারখানায় কামান পর্য্যন্ত দাগিয়াছে। কমরেডগণ, উরাল্স্কে ভুলিবেন না।”

ব্লাদিমির ইলিচ বহুক্ষণ ধরিয়া উরালের প্রতিনিধির সহিত আলোচনা করিলেন।

সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, তৃতীয় কংগ্রেস সংগ্রামের ধারা সম্পর্কে নির্ভুল নির্দ্দেশই দিয়াছিল। মেনশেভিকরা এই একই সমস্যাগুলি অন্য ভাবে সমাধান করিলেন। তৃতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি ও মেনশেভিক সম্মেলনের প্রস্তাবগুলির মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য কোথায় তাহা ব্লাদিমির ইলিচ ‘দি টু ট্যাক্‌টিক্স্ অফ সোশাল-ডেমোক্রাসি ইন দি ডেমোক্রাটিক রেভোলিউশন’ (‘গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশাল-ডেমোক্রাসির দুইটি কৌশল’) নামক পুস্তিকায় বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেন।

আমরা জেনেভায় ফিরিয়া আসিলাম। কংগ্রেসের রিপোর্টগুলি সম্পাদনা করিবার জন্য যে-কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল কাম্স্কি ও ওরলোভ্স্কির সহিত আমি তাহার সভ্য নিযুক্ত হইলাম। কামস্কিকে চলিয়া যাইতে হইল, আর ওরলোভ্স্কি খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন অন্য কাজ লইয়া। জেনেভায় কংগ্রেসের কার্য্যাবলীর বিবরণী পরীক্ষার ব্যবস্থা জেনেভাতেই হইল। সেখানে কংগ্রেসের পর বহু প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন। তখনকার দিনে কোনো শর্টহ্যাণ্ড টাইপিস্ট কিম্বা

বিশেষ সেক্রেটারী ছিল না, অথবা বিশেষ সহকারীর ব্যবস্থাও ছিল না। কংগ্রেসের দুইজন সভ্য পালা করিয়া সভার কার্য্যাবলী লিখিয়া লইতেন এবং পরে উহা আমার হাতে দিতেন। কংগ্রেসের সব প্রতিনিধিই যে ভালো সেক্রেটারীর কাজ করিতে পারিতেন তাহা নহে, এবং বলা বাহুল্য, কংগ্রেসের মধ্যে রিপোর্টগুলি পড়িয়া দেখিবারও সময় থাকিত না। তাই রিপোর্টগুলির নির্ভুলতার পরীক্ষার কাজ জেনেভায় লেপেশেন্‌স্কির কাফেতেই শুরু করা হইয়াছিল। স্বভাবতই প্রত্যেক প্রতিনিধিই দেখিতে লাগিলেন যে, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা নির্ভুল ভাবে লিখিয়া লওয়া হয় নাই, এবং বিবরণীতে নূতন কিছু যোগ করিতে চাহিলেন। কিন্তু ইহা করিতে দেওয়া হইল না, তবে যদি অন্য প্রতিনিধিদের আপত্তি না থাকিত তাহা হইলে সংশোধন করিতে দেওয়া হইত। একাজ ছিল অত্যন্ত দুরূহ, এবং একেবারে কলহ বিবাদ না হইয়া কাজ অগ্রসর হইল না। স্ক্রিপনিক কার্য্যবিবরণী বাড়ি লইয়া যাইতে চাহিলেন। তাঁহাকে যখন বলা হইল যে, তাহা হইলে প্রত্যেককেই একটি করিয়া বিবরণী দিতে হইবে এবং তাহার ফলে রিপোর্টের জন্য কাড়াকাড়ি লাগিয়া যাইবে। স্ক্রিপনিক ক্রুদ্ধ হইয়া কেন্দ্রীয় সমিতির কাছে প্রতিবাদ জানাইলেন। প্রতিবাদটি মোটা মোটা বড় অক্ষরে লেখা ছিল। কাজ যখন মোটামুটি শেষ হইল, তারপর অনেক সময় লাগিল ওরলোভস্কির সম্পাদনা করিতে।

নবনির্ব্বাচিত কেন্দ্রীয় সমিতির সভায় প্রথম বিবরণী আমরা পাইলাম জুলাই মাসে। উহা হইতে জানা গেল রুশিয়ায় মেনশেভিকদের 'ইস্‌ক্রা'র সহিত মতের মিল হইতেছে না। তাহারা বয়কট আন্দোলন চালাইবে। আরও জানা গেল, কেন্দ্রীয় সমিতি কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন করার প্রশ্ন লইয়াও আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা প্রথমে

কৃষি-বিশেষজ্ঞদের সহিত পরামর্শ করিতে চান বলিয়া তখন এই বিষয়ে কিছু করেন নাই।

চিঠিখানি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কেন্দ্রীয় সমিতির কার্য্য সম্পর্কে পরবর্ত্তী চিঠিখানি হইল আরও ছোট। ইলিচ অস্থির হইয়া উঠিলেন। কংগ্রেসে একবার রুশিয়ার আবহাওয়ার আস্বাদ পাইবার পর রুশিয়ার কার্য্য হইতে এইভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল।

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি কেন্দ্রীয় সমিতির নিকট ইলিচ যে-চিঠি লিখিলেন তাহাতে তাঁহাদিগকে তিনি 'বোবা হইয়া না থাকিতে' অনুরোধ করিলেন। তিনি আরও লিখিলেন যে, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়াই যেন তাঁহারা সন্তুষ্ট না থাকেন। রুশিয়ার কেন্দ্রীয় সমিতির সভ্যদের নিকট তিনি লিখিলেন: "মনে হইতেছে, কেন্দ্রীয় সমিতির মধ্যে কোনো আভ্যন্তরীণ গলদ রহিয়াছে।"

কেন্দ্রীয় মুখপত্রে নিয়মিত ভাবে সংবাদ প্রেরণ করিবার নির্দ্দেশকে অবহেলা করিবার জন্য পরবর্ত্তী চিঠিগুলিতে তিনি তাঁহাদের তিরস্কার করিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসে 'অগাস্টাস্'-এর উদ্দেশে লিখিত চিঠিতে ইলিচ লিখিলেন: "কেন্দ্রীয় সমিতির সহিত অথবা তাঁহাদের এজেণ্টদের সহিত কবে পূর্ণ মতৈক্য হইবে বলিয়া বসিয়া থাকা একটা কাল্পনিক অবস্থার জন্য প্রতীক্ষা করার শামিল। আমরা উপদেশ চাই না, চাই পার্টি।" আমাদের লোকেরা ট্রট্স্কির পুস্তিকা ছাপিতেছে বলিয়া যে-ক্রুদ্ধ অভিযোগ আসিয়াছিল তাহার জবাবে ঐ একই চিঠিতে ইলিচ লিখিলেন: "ট্রট্স্কির পুস্তিকাগুলি যদি তাহারা ছাপিয়াই থাকে

তবে তাহাতে দোষের কিছু নাই, যদি অবশ্য সেগুলি সহ্য করিবার মতো হয় ও ভুলগুলি সংশোধন করিয়া দেওয়া হয়।"

১৯০৫ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে গুসেভের নিকট লিখিত এক পত্রে তিনি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন চালাইবার আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করেন। এই সংগ্রাম অবশ্য মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে এবং বলশেভিক মনোভাব লইয়া চালাইতে হইবে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অগ্রদূতগণ জেনেভার আকাশে দেখা দিলেন। প্রকাশকগণ দেখা দিতে লাগিলেন। যে-পুস্তিকাগুলি বিদেশে বে-আইনী ভাবে প্রচারিত হইতেছিল সেইগুলি আইনসঙ্গত উপায়ে প্রকাশ করিবার জন্য প্রকাশকের দল ভীড় করিয়া আসিতে লাগিলেন। ওডেসা 'বুরেভেস্তানিক্', 'মালিচ' পাবলিশিং হাউস ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা সকলেই কাজ করিতে চাহিলেন। কাহারও সহিত কোনো চুক্তি সম্পন্ন না করিতে কেন্দ্রীয় সমিতি আমাদের অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন; কারণ, তাঁহাদের নিজেদের পুস্তক প্রকাশের প্রতিষ্ঠান গড়িবার কথা হইতেছিল।

অক্টোবরের প্রারম্ভে ইলিচের ফিনল্যাণ্ডে যাইবার কথা হইল। সেখানে কেন্দ্রীয় সমিতির একটি সভা হইবার কথা ছিল। কিন্তু এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিল যাহার ফলে ব্যাপারটির পুনর্বিবেচনা করিতে হইল, এবং ব্লাদিমির ইলিচ রুশিয়ায় ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কাজকর্ম্ম মিটাইবার জন্য আমার জেনেভাতে আরও দুই সপ্তাহ থাকিয়া যাইবার কথা হইল। আমি ইলিচকে তাঁহার সমস্ত কাগজপত্র ও চিঠিপত্র বাছিয়া তাঁহার খামে ভরিয়া দিতে সাহায্য করিলাম। ইলিচ নিজে প্রত্যেক খামের উপর ভিতরের বস্তুর বিষয় লিখিয়া লইলেন। জিনিসপত্র সব একটি ট্রাঙ্কে ভর্ত্তি করা হইল এবং মনে হয় ট্রাঙ্কটি কারপিনস্কির নিরাপদ

জিম্মায় রাখা হইল। এই ট্রাঙ্কটি রক্ষিত হইয়াছে; ইলিচের মৃত্যুর পর লেনিন ইনস্টিটিউটকে ইহা উপহার দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে এমন বহু চিঠি ও কাগজপত্র রহিয়াছে যাহা সে-সময়কার পার্টির ইতিহাসের উপর প্রচুর আলোক সম্পাত করে।

সেপ্টেম্বর মাসে ইলিচ কেন্দ্রীয় সমিতিকে লিখিলেন :

"প্লেখানভ সম্পর্কে স্থানীয় জনরব আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাইতেছি। ইন্‌টারন্যাশনাল ব্যুরোর নিকট তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেওয়ায় তিনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। 'ডায়েরী অফ্ এ সোশাল-ডেমোক্রাট'-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় তিনি সাধারণ শ্রমিকের মতো আমাদের গালিগালাজ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেছে, তিনি নিজে একখানি কাগজ বাহির করিবেন। আবার কাহারও ধারণা, তিনি 'ইসক্রা'তে ফিরিয়া যাইবেন। আমাদের বক্তব্য : আমাদের এখন হইতে ক্রমেই তাঁহাকে বেশী করিয়া অবিশ্বাস করা উচিত।"

৮ই অক্টোবর তারিখে ব্লাদিমির ইলিচ আবাব লিখিলেন : "আমি আপনাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি যে, প্লেখানভের কথা আর একেবারেই না ভাবিয়া বলশেভিকদের মধ্য হইতে আমাদের নিজেদের প্রতিনিধি নিয়োগ করুন। ওরলোভস্কিকেই নিয়োগ করা ঠিক হইবে।"

কিন্তু রুশিয়ায় একটি দৈনিক কাগজ বাহির করিবার সম্ভাবনার খবর যখন আসিল এবং ইলিচ যখন রুশিয়ায় ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন তিনি প্লেখানভকে একখানি সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ পত্র লিখিয়া এই কাগজের সহিত সহযোগিতা করিতে আবেদন জানাইলেন। "কৌশল লইয়া আমাদের যত মতবিরোধ, সব কিছু আমাদের বিপ্লব বিস্ময়কর দ্রুততার সহিত মুছিয়া দিবে। এমন একটি ভিত্তি রচিত হইতেছে যেখানে অতীতকে ভুলিয়া যাওয়া অত্যন্ত সহজ হইবে, আর সহজ হইবে

এক জীবন্ত আদর্শের জন্য সম্মিলিত ভাবে কাজ করা।" চিঠির উপসংহারে ইলিচ প্লেখানভের সহিত একবার সাক্ষাতের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। এই সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল কি-না আমার স্মরণ নাই। সম্ভবত ঘটে নাই; কারণ, ঘটিলে এত বড় ঘটনা এত সহজে আমি ভুলিয়া যাইতাম না।

১৯০৫ সালে প্লেখানভ রুশিয়ায় ফিরিয়া যান নাই।

২৬শে অক্টোবরের চিঠিতে ইলিচ তাঁহার প্রত্যাবর্তনের বিশদ বিবরণ দিলেন, "আমাদের রুশ বিপ্লব চমৎকার চলিয়াছে, সত্যই চমৎকার চলিয়াছে।" সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিন কবে স্থির হইয়াছে, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি লিখিলেন: "বসন্তকাল পর্য্যন্ত অভ্যুত্থানকে আমি দেরী করাইব। কিন্তু একথা আমাদের আর জিজ্ঞাসা করিও না। এই পর্য্যন্ত।"

আবার পিটার্সবুর্গে

(১৯০৫)

কথা ছিল স্টকহমে যে কোনো ব্যক্তি লেনিনের সহিত দেখা করিয়া অন্য নামের এমন কতকগুলি কাগজপত্র তাঁহাকে দিবেন যাহা লইয়া সীমান্ত পার হইয়া তিনি পিটার্সবুর্গে বাস করা শুরু করিতে পারেন। দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, কিন্তু সে-লোক আর আসিল না। সমুদ্রপথে ইলিচকে আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল। ইতিমধ্যে রুশিয়ার ঘটনাবলী ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল। তিনি দুই সপ্তাহ স্টকহমে অপেক্ষা করিয়া নভেম্বরের প্রথমে রুশিয়ায় পৌছিলেন। আমিও জেনেভার কাজকর্ম্ম চুকাইয়া দুইমাস পরে তাঁহার অনুসরণ করিলাম। পুলিসের গুপ্তচর আমার পিছনে লাগিয়া রহিল! স্টকহমে আমাকে অনুসরণ করিয়া ষ্টীমারে উঠিল এবং পরে হ্যাঙ্গো হইতে হেলসিং ফোর্সের ট্রেনেও চাপিল সে আমার সঙ্গে। ফিনল্যাণ্ডে তখন পূর্ণোদ্যমে বিপ্লব শুরু হইয়া গিয়াছে। আমি পিটার্সবুর্গে একটি তার পাঠাইতে চাহিলাম। কিন্তু একটি হাস্যমুখী স্ফূর্ত্তিবাজ ফিনিশ মেয়ে জানাইল যে, টেলিগ্রাম সে লইতে পারে না, কারণ পোস্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগে ধর্ম্মঘট চলিতেছে। রেলগাড়ির মধ্যে সকলেই উচ্চ কণ্ঠে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। ফিনল্যাণ্ডের কোনো পার্টি-কর্ম্মীর সহিত আমি কথাবার্ত্তা শুরু করিলাম; কি কারণে যেন সে জার্মান ভাষায় কথা কহিতেছিল। সে বিপ্লবের সাফল্যের কথা বর্ণনা করিতেছিল। গুপ্তচরের কথা উঠিতেই সে বলিল: "সব গুপ্তচরগুলোকে ধরিয়া আমরা জেলে পুরিয়াছি।" আমার

সঙ্গে যেটি চলিয়াছিল তাহার উপর আমার চোখ পড়িতেই হাসিতে হাসিতে বলিলাম: "কিন্তু নূতন তো আরও আসতে পারে"। ফিনিস কর্ম্মীটি ব্যাপার বুঝিয়া বলিল: "শুধু একবার বলিয়া দিলেই দেখিবেন আমরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করিব।" মাঝপথে একটা ছোট স্টেশনে আসিয়া গাড়ি পৌঁছিলে গুপ্তচরটি নামিয়া গেল। মাত্র এক মিনিট থামিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল, কিন্তু সে আর উঠিল না। তাহার পর আর তাহাকে দেখি নাই। আমি প্রায় চারি বৎসর বিদেশে, তাই পিটার্সবুর্গে পৌঁছিবার জন্য প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। জানিতাম সমগ্র শহরটি উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। যখন ট্রেন হইতে নামিলাম তখন ফিনল্যাণ্ডের নীরবতা আমার কল্পনানেত্রের পিটার্সবুর্গের ও বিপ্লবের সহিত এতখানি পার্থক্য লইয়া দেখা দিল যে, প্রথমে মনে হইল সেণ্ট্ পিটার্সবুর্গে না নামিয়া আমি পার্গোলোভোতে নামিয়াছি।

কিছুটা বিভ্রান্ত হইয়া সামনের এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, স্টেশনটির নাম কি? লোকটি সত্য সত্যই দু'ই এক পা পিছাইয়া গিয়া কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ বিদ্রূপের দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল: "এটা স্টেশন নহে, সেণ্ট্ পিটার্সবুর্গ শহর।"

স্টেশনের বাহিরে আসিতেই দেখা হইল পিটার পেট্রোভিচ রুমিয়ানৎসিয়েভের সহিত। তিনি বলিলেন, ব্লাদিমির ইলিচ তাঁহাদের ওখানেই আছেন। আমি তাঁহার সহিত পেশ্‌কির দিকে চলিলাম।

সেল্‌গুনভের অন্ত্যেষ্টির সময় রুমিয়ানৎসিয়েভকে আমি প্রথম দেখি। তখন তাঁহার বয়স অল্প, মাথায় কোঁকড়ান চুল। গান গাহিতে গাহিতে শোভাযাত্রার সম্মুখে তিনি চলিতেছিলেন। ১৮৯৬ সালে পোল্টোভায় আবার তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি সবে মাত্র জেল

হইতে বাহিরে আসিয়াছেন। চেহারা কিছু বিবর্ণ, ভাব কিছু উত্তেজিত, পোল্টাভার সোশাল ডেমোক্রাটদের তিনি নেতা ছিলেন। অসাধারণ ধীশক্তিমান এই ব্যক্তিটির প্রভাব ছিল খুব বেশী। কমরেড হিসাবেও তিনি ছিলেন চমৎকার। পরে ক্রসেস্-এ তিনি কারারুদ্ধ হন এবং সেখান হইতেই নির্দ্দেশ দিতেন।

১৯০০ সালে উফাতে তাঁহার সহিত আবার আমার সাক্ষাৎ হয়। সামারা হইতে তিনি আসিতেছিলেন। তখন তাঁহার চোখেমুখে দেখিয়াছিলাম একটা বিষাদ ও হতাশার ভাব।

১৯০৫ সালে আবার তিনি দেখা দিলেন কর্ম্মক্ষেত্রে; কিন্তু এবার তিনি লেখক এবং কোনো একটি "করপোরেশনের" পদস্থ ব্যক্তি। স্ফূর্ত্তিবাজ লোক, চতুর ও শক্তিশালী বক্তা। শিড্‌লোভ্‌স্কি কমিশন (২৩) বর্জ্জনের আন্দোলন তিনি চমৎকার ভাবে চালাইয়াছিলেন; চালাইয়াছিলেন পাকা বলশেভিকেরই মতো। তৃতীয় কংগ্রেসের পর কেন্দ্রীয় সমিতিতে তাঁহাকে লওয়া হয়। সুসজ্জিত পরিবার লইয়া থাকিবার মতো একটি তাঁহার চমৎকার কক্ষ ছিল এবং প্রথমেই ইলিচ নাম রেজিস্ট্রি না করিয়া সেখানেই ছিলেন।

অপরের বাড়িতে থাকা লেনিন একেবারেই পছন্দ করিতেন না! ইহাতে তাঁহার কাজের ক্ষতি হইত। আমি আসিবার পর, তিনি শীঘ্রই আমাদের দুই জনের থাকিবার মতো একটা জায়গা খুঁজিয়া বাহির করিলেন। নেভ্‌স্কির পরে আসবাবপত্র যুক্ত কয়েকটি ঘর লইয়া আমরা সেখানে উঠিয়া গেলাম, নাম রেজিস্ট্রি করাইলাম না। মনে পড়ে, সেখানে কাজ করিত এমন মেয়েদের সহিত আমার কথাবার্ত্তা হইত। পিটার্স্‌বুর্গে কি সব ঘটিতেছে তাহারা আমাকে তাহা জানাইত। অদ্ভুত জীবন্ত কত ঘটনাই না তাহারা আমাকে বলিত। আমি অবশ্য

সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি ইলিচকে বলিতাম। তিনি আমার অনুসন্ধান-শক্তির প্রশংসা করিতেন এবং তখন হইতে আমি তাঁহার উৎসাহী সংবাদদাতা হইলাম। রুশিয়ায় থাকিতে সাধারণত আমি ইলিচের চেয়ে বেশী স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করিতে পারিতাম, বেশী লোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতাম। তিনি দুই একটির বেশী প্রশ্ন করিতেন না; কিন্তু ঐ দুই একটি প্রশ্ন হইতেই আমি বুঝিতাম, তিনি কী জানিতে চাহিতেছেন, এবং সব কিছুরই অনুসন্ধান করিতাম। ইলিচের জন্য মনে মনে অভিজ্ঞতাকে সাজাইয়া রাখিবার স্বভাব আমার আজও যায় নাই।

ঠিক পর দিনই এই ধরণের সংবাদের প্রচুর ফসল আমার ভাগ্যে জুটিয়া গেল। আমি আমাদের জন্য বাসা খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলাম। ট্রয়েট্স্কি স্ট্রিটে একটি খালি বাসা দেখিতে গিয়া যে লোকটি বাসাটি দেখা-শোনা করে তাহার সহিত আমার কথাবার্ত্তা হয়। সে-লোকটি পল্লী অঞ্চল ও জমিদারদের সম্পর্কে অনেকক্ষণ ধরিয়া আমাকে অনেক কথাই বলিল। জমিদারদের হাত হইতে কৃষকদের হাতে জমি হস্তান্তর সম্পর্কেও সে অনেক কথা বলিল।

ঐ সময় আমরা আইনসঙ্গত ভাবে থাকা স্থির করিলাম। গ্রেসেস্কি প্রসপেক্টে কয়েকজন বন্ধুর সহিত আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল মেরিয়া ইলিনিচ্না। আমরা নাম রেজিস্ট্রি করিবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের গুপ্তচর বাড়িটি ঘিরিয়া ফেলিল। আমাদের গৃহকর্ত্তা ভয়ে সারা রাত্রি ঘুমাইতে পারিলেন না এবং পকেটে রিভলবার লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেন। তিনি ঠিক করিয়াছিলেন, অস্ত্র হাতে লইয়াই তিনি পুলিসের মুখোমুখি হইবেন। ইলিচ বিরক্ত হইয়া বলিলেন: "এই লোকটার বোকামির জন্যেই আমাদের কত কিছু অনাবশ্যক ধকল পোহাইতে হইবে।" আবার আমরা বে-আইনী ভাবে জীবনযাত্রা শুরু করিলাম এবং পরস্পর হইতে

বিচ্ছিন্ন হইলাম। প্রাস্‌কোভিয়া ইউজেনেভনা ওনেজিনার ছাড়পত্র ছিল আমার কাছে, এই ছাড়পত্রখানি সব সময়ে আমার কাছে থাকিত। ব্লাদিমির ইলিচ কিন্তু ইতিমধ্যেই কয়েকবার ছাড়পত্র বদলাইয়াছেন। ইলিচ রুশিয়ায় যখন পৌঁছিলেন তখন আইনসঙ্গত দৈনিক সংবাদপত্র 'নোভায়াঝিজ্‌ন্' ('নূতন জীবন') বাহির হইতে শুরু করিয়াছে। প্রকাশক ছিলেন মারিয়া ফেডোরোভ্‌না আন্দ্রিয়েভা (গর্কির স্ত্রী), সম্পাদক ছিলেন কবি মিন্‌স্কি এবং গর্কি, লিওনিভ, আন্দ্রিয়েভ, কিরিকভ, ব্যালণ্ট, টেফি। কাগজখানিতে বলশেভিক সহযোগী ছিলেন বোগদানভ্‌, রুমিয়ানৎসিয়েভ, রস্কোভ্‌, গোল্ডেনবার্গ, ওরলোভ্‌স্কি, ল্যুনাচারস্কি, ব্যাজারভ, কামেনেভ্‌ ও অন্যান্য। 'ভলনা' ও তখনকার দিনের অন্যান্য বলশেভিক সংবাদপত্রগুলির সেক্রেটারী ছিলেন ডিমিট্রি ইলিচ লেস্‌চেঙ্কো। তিনি বার্ত্তা-সম্পাদকেরও কাজ করিতেন। 'ডুমা'র অধিবেশনগুলি রিপোর্ট করা এবং প্রেসে কাগজ পাঠানো পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ করিবার ভার তাঁহার উপর ছিল। ১০ই নভেম্বর তারিখে ব্লাদিমির ইলিচের প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, প্রবন্ধটির আরম্ভ হয় এই ভাবে: "আমাদের পার্টির কাজের অবস্থা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। সম্মেলন, ট্রেড ইউনিয়ন ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আমরা অর্জ্জন করিয়াছি।" এই নূতন অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে ইলিচ বিন্দুমাত্র দেরী করিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ 'নূতন কর্ম্মপন্থার' মূল বিষয়গুলির একটা ছক কাটিয়া ফেলিলেন। পার্টির গোপন ষড়যন্ত্রমূলক কর্ম্মব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল না। কিন্তু এই বে-আইনী ব্যবস্থার পাশাপাশি আধা-বৈধ খোলাখুলি পার্টির সংগঠন (সঙ্গে সঙ্গে পার্টির সাহায্যকারী সংগঠনগুলিও) গড়িয়া তোলার একান্ত প্রয়োজন হইল। পার্টির মধ্যে বহুসংখ্যক মজুর আনার আবশ্যক হইল। সহজাত বুদ্ধি ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণাবশে মজুরশ্রেণী আপনা হইতেই সমাজতন্ত্র-

বাদী, কিন্তু দশ বছরের উপর ধরিয়া সোশাল ডেমোক্রাসি এমন কিছু কাজ করে নাই যাহাতে তাহাদের এই সুপ্ত প্রবৃত্তি স্পষ্ট চেতনার রূপ গ্রহণ করিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধটির একটি ভাষ্য হিসাবে ব্লাদিমির ইলিচ লিখিলেন: "তৃতীয় কংগ্রেসে আমি এই ইচ্ছা ব্যক্ত করি যে, প্রত্যেক দুইজন বুদ্ধিজীবীর স্থানে আটজন করিয়া শ্রমিক পার্টি সমিতি-গুলিতে লওয়া হোক। সেদিনের সে-ইচ্ছা আজ কত না পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। আজ আমাদের এই ইচ্ছা প্রকাশ করা উচিত যাহাতে নূতন পার্টি সংগঠনের মধ্যে সোশাল ডেমোক্রাটিক্ বুদ্ধিজীবীদের প্রত্যেক একজন সদস্যের জন্য কয়েক শত সোশাল ডেমোক্রাট শ্রমিককে লওয়া উচিত।" 'কমিটেট্‌চিক্'দের ভয় ছিল, জনগণের মধ্যে পার্টির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ইহাদের উদ্দেশ্য করিয়া ইলিচ লিখিলেন: "কমরেডগণ, কাল্পনিক ভয়ে অভিভূত হইবেন না।" সোশাল ডেমোক্রাট বুদ্ধিজীবীদের এখন হইতে 'জনগণের দিকে' তাকানো উচিত। "মজুরদের স্বতঃপ্রবৃত্ত উদ্যোগ এখন হইতে এতদূর বাড়িয়া উঠিবে যে, আমরা যাহারা সঙ্কীর্ণ দলে আবদ্ধ হইয়া গোপন ষড়যন্ত্রমূলক কার্য্যে এতদিন অভ্যস্ত ছিলাম আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি না।" আমাদের কাজ এখন নূতন ভিত্তিতে সংগঠন করিবার ফরমূলা আবিষ্কার ততটা নহে যতটা সাহসের সহিত আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তৃত করা। নূতন ভিত্তিতে পার্টি সংগঠন গড়িবার জন্য তখন আর একটি কংগ্রেসের প্রয়োজন অনুভূত হইল।

ইহাই ছিল ইলিচের প্রথম 'বৈধ'প্রবন্ধের মূল বক্তব্য ("পার্টির পুনঃসংগঠন সম্পর্কে", 'লেনিনের গ্রন্থাবলী' ৮ম খণ্ড, ৩৭৩-৮১ পৃষ্ঠা, রুশ সংস্করণ)।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া কাজ করিবার পদ্ধতি তখনও বলবৎ ছিল। এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে লড়িবার সময় আসিল।

পিটার্সবুর্গে পৌছিবার প্রথম কয়েকদিন আমি নেভ্স্কি গেট ধরিয়া স্মোলেন্স্কির পুরানো রবিবার-সন্ধ্যার ক্লাসগুলি দেখিতে গেলাম। তখন আর সেখানে 'ভূগোল' ও প্রাকৃতিক ইতিহাস পড়ানো হয় না। মজুর পুরুষ ও মেয়েতে পরিপূর্ণ ক্লাসগুলিতে তখন প্রচার কার্য্য চলিতেছে। পার্টির প্রচারকেরা তখন বক্তৃতা পড়িতেন। একটি বক্তৃতার কথা আমার মনে আছে, জনৈক যুবক এঙ্গেল্‌সের বিষয়বস্তু "কল্পনামূলক সমাজতন্ত্রবাদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিকাশ" সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেছিলেন।

মজুরেরা নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল, তাহাদের একটি চোখের পাতাও পড়িতেছিল না, বক্তার বক্তব্য বুঝিবার জন্য তাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। কেহ কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল না, নীচের ঘরে পার্টির মেয়েরা মজুরদের জন্য একটা ক্লাব সাজাইতেছিল। শহর হইতে কিনিয়া আনা গ্লাসগুলি তাহারা খুলিয়া রাখিতেছিল।

ইলিচ্‌কে যখন আমার এই অভিজ্ঞতার কথা বলিলাম তিনি চিন্তিত ভাবে নীরব হইয়া রহিলেন। তিনি ঠিক ইহা চাহেন নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন মজুরদের কাজ মজুরেরাই করিবে। এ ধরনের কাজ যে হইত না তাহা নহে। এবং পার্টির মিটিংগুলিতে ইহা বিশেষ দেখা যাইত না। পার্টির কাজের ধারা এবং মজুরদের আত্ম-সক্রিয়তা কেমন যেন একত্র আসিয়া কিছুতেই মিলিত না। সে-সময় গত কয়েক বৎসরের মধ্যে শ্রমিকরা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমার আগেকার সেই রবিবারের স্কুলের 'ছাত্রদের' সহিত যখনই আমার দেখা হইত তখনই আমি ইহা বুঝিতে পারিতাম। "সোশালিস্ট বাকিন" বলিয়া পরিচিত এক রুটি বিক্রেতা, দেখা গেল সে আমার এক পুরাতন ছাত্র; একদিন রাস্তায় সে আমাকে ডাকিল। দশ

বৎসর আগে ম্যাকস্‌ওয়েল কারখানার ম্যানেজারের সহিত গ্রাম্য পদ্ধতিতে সে এই বলিয়া তর্ক করিয়াছিল যে, দুইটি খচ্চরের স্থানে তিনটি খচ্চর লাগাইলে শ্রমের তীব্রতা বাড়িবে। এই তর্কের ফলে তাহাকে পুলিস পাহারায় নিজের গ্রামে অন্তরীণ করিয়া রাখা হয়। আজ সে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন একজন সোশাল-ডেমোক্রাট। ঘনায়মান বিপ্লব ও মজুর শ্রেণীর সংগঠন সম্পর্কে আমরা অনেকক্ষণ আলোচনা করিলাম। রুটি প্রস্তুতকারীদের ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে সে আমাকে সব কথা বলিল।

লেনিন তাঁহার প্রথম প্রবন্ধটিতে খোলাখুলি ভাবেই পার্টি কংগ্রেস ও পার্টির গোপন ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটির ফলেই 'নোভায়া ঝিজ্‌ন্‌' পত্রিকাটি খোলাখুলি ভাবেই পার্টির মুখপত্র হইয়া দাঁড়াইল। মিন্‌স্কি, ব্যালমণ্ট প্রভৃতিকে যে আর কাগজে রাখা চলে না তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল। একটা অদল-বদল হইল এবং কাগজখানি সম্পূর্ণ বলশেভিকদের হাতে আসিল। সংগঠনের দিক হইতে ইহা পার্টির কাগজ হইয়া দাঁড়াইল এবং পার্টির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় চলিতে লাগিল।

'নোভায়া ঝিজ্‌ন্‌' পত্রিকায় লেনিনের যে-পরবর্ত্তী প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইল তাহাতে রুশ বিপ্লবের সমস্যা এবং মজুর শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণীর সম্পর্কে আলোচনা করা হইল। এই সম্পর্কের ভুল ব্যাখ্যা যে শুধু মেনশেভিকরাই করিত তাহা নহে, বলশেভিকদের মধ্যেও এমন অনেকে ছিলেন যাঁহাদের এ বিষয়ে বিভ্রান্তি ছিল। এই কমরেডরা কৃষকের জমির টুক্‌রার প্রশ্নকে আন্দোলনের প্রথম সোপান মাত্র হিসাবে গ্রহণ না করিয়া উহাকেই পরম ও চরম লক্ষ্য করিয়া তুলিলেন। এমন কি, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে যখন বুঝা গেল যে, সম্পূর্ণ

ভিন্ন পদ্ধতিতে আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালনা করা আবশ্যক তখনও পর্য্যন্ত তাঁহারা কৃষকদের জমির টুকরা দানের শ্লোগান আঁকড়াইয়া ধরিয়া চলিলেন।

'মজুর শ্রেণী, কৃষক শ্রেণী' শীর্ষক প্রবন্ধটি ছিল নির্দ্দেশবাহী, পার্টির একটি স্পষ্ট শ্লোগান উহাতে দেওয়া হইয়াছিল ; রুশিয়ার মজুর শ্রেণী কৃষক শ্রেণীর সহিত জমি ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিতেছে ; আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষিকর্ম্মীদের সহিত একত্রে তাহারা সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করিতেছে। মজুর-প্রতিনিধি-পরিষদেও (Soviet of Workers' Deputies) বলশেভিক প্রতিনিধিরা এই মতবাদ অনুসারে কাজ করিতে লাগিলেন। ১৩ই অক্টোবর এই সোভিয়েটের জন্ম। ব্লাদিমির ইলিচ্ তখনও বিদেশে। সংগ্রামরত শ্রমিক শ্রেণীর জঙ্গী প্রতিষ্ঠান হিসাবেই ইহার জন্ম। শ্রমিক-প্রতিনিধি পরিষদে ইলিচ্ কোনদিন বক্তৃতা দিয়াছেন বলিয়া আমার মনে পড়ে না। 'ফ্রি ইকনমিক্স্ সোসাইটি'তে একটি সভার কথা আমার মনে আছে এবং পার্টির বহু লোক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, কারণ ব্লাদিমির ইলিচের সেখানে বক্তৃতা দিবার কথা ছিল। কৃষি-সমস্যা লইয়াই ইলিচ সেখানে বক্তৃতা দিলেন। এই সভায় আলেক্সিন্স্কির সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সভাটি সম্পর্কে আর বিশেষ কিছুই আমার মনে নাই। ধূসর বর্ণের একটা দরজার কথা কেবল আবছায়ার মতো মনে পড়ে ; তাহার মধ্য দিয়াই ইলিচ্ ভীড় ঠেলিয়া বাহির হইতেছিলেন। আর মনে পড়ে এই সভাটি হইয়াছিল নভেম্বর মাসে এবং ব্লাদিমির আইভানোভিচ্ নেভ্স্কি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রমিক প্রতিনিধি-পরিষদ যে বিদ্রোহী জনগণের জঙ্গী প্রতিষ্ঠান

ছিল তাহা নভেম্বরের প্রবন্ধগুলিতে ইলিচ্ উল্লেখ করিলেন। তিনি তখন এই ধারণাকে রূপ দিলেন যে, একদিকে যেমন বিপ্লবী সংগ্রামের আগুনের ঐক্য দিয়াই অস্থায়ী বিপ্লবী গভর্নমেণ্ট গড়িয়া উঠিবে, তেমনি অন্যদিকে শ্রমিক-প্রতিনিধি-পরিষদগুলির উপর নিজের প্রভাব রক্ষার জন্য সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

গুপ্ত কাজের সুবিধার জন্য আমি ইলিচের সহিত একসঙ্গে থাকিতে পারিতাম না। তিনি সারাদিন সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্য করিতেন। সম্পাদকীয় লেখকরা কেবল যে 'নোভায়া ঝিজ্ন্' আপিসে সমবেত হইতেন তাহা নহে, কখনও কখনও একটি গোপন কক্ষে, গ্লাজোভ্স্কি ষ্ট্রীটে ডি-আই-লোন্চেস্কোর বাড়িতেও তাঁহারা মিলিত হইতেন। গোপনতার জন্য আমার সেখানে যাওয়া হইত না, 'নোভায়া ঝিজ্ন্'-এর আপিসে তাই আমাদের দেখাশোনা হইত। এখানে ইলিচ্ সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। একখানা ভালো ছাড়পত্র যোগাড় হইবার পর তিনি যখন বাসেনায়া ও নাদেঝদিন্স্কায়ার কোণে একটা বাড়িতে উঠিয়া গেলেন, তখন আমি সেখানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম; আমার রান্নাঘর দিয়া ঢুকিতে হইত এবং নিম্নস্বরে কথা বলিতে হইত; কিন্তু আমরা সব কিছুই আলোচনা করিতে পারিতাম।

সেখান হইতে তিনি মস্কোয় গেলেন। মস্কোয় পৌছিবার পরেই আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। বাড়িটির প্রত্যেক কোণে গুপ্তচরেরা যেভাবে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে তাহা দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আমি ইলিচকে জিজ্ঞাসা করিলাম: "এই ভাবে তোমাকে অনুসরণ করিবার মানে কি?" আসিবার পর হইতে তিনি তখনও বাহিরে যান নাই, অতএব এই ব্যাপারের কিছুই জানিতেন না। আমি তাঁহার বাক্স হইতে জিনিসপত্র নামাইতে গিয়া হঠাৎ একজোড়া বড় গোল নীল

চশমা আবিষ্কার করিলাম। "ইহা দিয়া কি হইবে?" পরে বুঝা গেল, 'ছদ্মবেশের' জন্য মস্কোর কমরেডরা ব্লাদিমির ইলিচকে এই চশমা জোড়া দিয়াছে। ইহার সঙ্গে একটা হলদে রং-এর ফিনিশ্ বাক্স তাঁহাকে দিয়া তাহারা তাঁহাকে শেষ সময়ে এমন একটা ট্রেনে চড়াইয়া দিয়াছে যাহা গন্তব্য স্থানের আগে আর থামিবে না। ইহার ফলে চোর মনে করিয়া যত ডিটেক্‌টিভের দল তাঁহার পিছনে আসিয়াছে। এখন আমাদের কাজ হইল যথা সম্ভব এই বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাওয়া। আমরা হাত ধরাধরি করিয়া বাহিরে আসিলাম (একাজ আমরা সাধারণত করিতাম না)। যেদিকে যাইবার কথা ঠিক তাহার উল্টা দিকে হাঁটিতে লাগিলাম, পরপর তিনখানি গাড়ি বদলাইলাম। তারপর বহু পথ ঘুরিয়া অনুসরণকারীদের বিভ্রান্ত করিয়া আমরা অবশেষে রুমিয়ানৎসিয়েভের বাড়িতে পৌঁছিলাম। যত দুর মনে পড়ে সে-রাত্রে আমার পুরাতন বন্ধু উইট্‌মেয়ার্সদের সঙ্গে ছিলাম। একটা গাড়ি ডাকিয়া আমরা ইলিচ যে-বাড়িতে উঠিয়াছিলেন সেই বাড়ির পাশ দিয়াই গেলাম। বাড়িটির বাহিরে তখনও গুপ্তচরেরা দাঁড়াইয়া ছিল। ইলিচ্ আর বাড়িতে ফিরিলেন না। সপ্তাহ দুয়েক পর জিনিসপত্র আনিবার জন্য ও বাড়ির কর্ত্রীর সঙ্গে দেনাপাওনা চুকাইবার জন্য একটি মেয়েকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

ঐ সময়টায় আমি কেন্দ্রীয় সমিতির সেক্রেটারী ছিলাম। আমি তৎক্ষণাৎ কাজের মধ্যে ডুবিয়া গেলাম। আর একজন সেক্রেটারী ছিলেন মিখাইল সার্জিয়েভিচ ওয়েইনস্টিন। আমার সহকারী ছিলেন ভেরা রুডল্‌ফোভ্‌না মেনঝিনস্কায়া। এই ছিল আমাদের সেক্রেটারিয়েট। সার্জিয়েভিচ বেশীর ভাগ সময় সামরিক সংগঠনকার্য্য লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন এবং নিকিতিনের (এল-বি-ক্রাসিন) নির্দ্দেশ জানিতেই

সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। কমিটিগুলির ও ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সাক্ষাৎকার ও পত্রবিনিময়ের ভার ছিল আমার উপর। কেন্দ্রীয় সমিতির সেক্রেটারিয়েটের পদ্ধতি যে কি সরল ছিল তাহা আজ অনুমান করা কঠিন। কেন্দ্রীয় সমিতির কোনো সভায় কোনদিন গিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আমাদের 'চার্জে' কেহ ছিল না। কোন কার্য্যবিবরণী রাখা হইত না, সাঙ্কেতিক ঠিকানাগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া সেগুলিকে দিয়াশালাইয়ের বাক্সের মধ্যে বইয়ের মলাটে ও অনুরূপ নানাস্থানে রাখা হইত।

স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমাদের কাজ করিতে হইত। বহুলোক একত্রে আসিয়া আমাদের ভীড় করিয়া ধরিত। তাহাদের সব ব্যবস্থাই আমাদের করিতে হইত, জোগাইতে হইত সব কিছুই : পুথিপত্র, ছাড়পত্র, নির্দ্দেশ, উপদেশ ইত্যাদি। আজ ভাবিয়া অবাক হই কেমন করিয়া এত সব করিতাম, কেহই তো দেখিবার ছিল না। নিজেদের খেয়াল খুশি মতো সব কিছুই করিতে হইত। সাধারণত, ইলিচের সহিত দেখা করিয়া আমি তাঁহাকে সব কিছুই বিশদ ভাবে বলিতাম। যে-সব কমরেড খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার লইয়া আসিতেন তাঁহাদের সোজাসুজি কেন্দ্রীয় সমিতির সভ্যদের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইত।

গভর্নমেণ্টের সহিত সংঘর্ষের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। 'নোভায়া ঝিজ্‌ন্' পত্রিকায় ইলিচ খোলাখুলি লিখিলেন, সেনাবাহিনী নিরপেক্ষ থাকিতে পারে না, পারা উচিত নয়; তিনি সমস্ত দেশব্যাপী জনগণকে অস্ত্রসজ্জিত করিবার কথা লিখিলেন। ২৬শে নভেম্বর ক্রুস্তালেফ্ নোসার গ্রেপ্তার হইলেন। শ্রমিক-প্রতিনিধি-পরিষদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন ট্রট্‌স্কি। ২রা ডিসেম্বর ঐ পরিষদ (সোভিয়েট) একটি ইশ্‌তেহারে গভর্নমেণ্টের প্রাপ্য টাকা না দিবার নির্দ্দেশ দিলেন। ৩রা ডিসেম্বর এই ইশ্‌তেহার ছাপিবার জন্য আটখানি সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়,

ইহাদের মধ্যে 'নোভায়া ঝিজ্ন্'ও ছিল। ৩রা ডিসেম্বর যখন আমি অন্য দিনের মতই 'নোভায়া ঝিজ্ন্'-এর সম্পাদকীয় অফিসে গেলাম তখন একজন সংবাদপত্র-বিক্রেতা দরজার নিকট আমাকে থামাইয়া দিল। বে-আইনী কাগজপত্র তখন আমার নিকট প্রচুর রহিয়াছে। লোকটি 'নোভো ভ্রিমায়া' (একটি প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রের নাম—অনুবাদক) বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে চেঁচামিচির ফাঁকে সে আমাকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিল: "অফিসে এখন খানাতল্লাসী চলিতেছে।" ঘটনাটির কথা যখন ভ্লাদিমির ইলিচকে বলিলাম, তিনি বলিলেন: "জনসাধারণ আমাদের পশ্চাতে আছে।"

ডিসেম্বরের প্রথমে টামারফোর্স কনফারেন্স্ * হইল। অত্যন্ত দুঃখের কথা, এই কন্ফারেন্সের বিবরণী রক্ষিত হয় নাই। সকলের মনেই তখন প্রবল উদ্দীপনা। বিপ্লবের আগুন তখন পূর্ণবেগে জ্বলিতে শুরু করিয়াছে। প্রত্যেক কমরেড উত্তেজনায় অধীর, প্রত্যেকেই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমরা গুলী চালাইতে শিখিলাম। একদা সন্ধ্যায় একটি ফিনিশ জনসভায় আমরা উপস্থিত হইলাম সভাটি মশালের আলোয় আলোকিত হইয়াছিল। সভার রূপ দেখিয়াই প্রতিনিধিদের উদ্দীপ্ত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেল। যে-সকল প্রতিনিধি সে-কন্ফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা যে সেদিনের কথা ভুলিতে পারিবেন, মনে হয় না। উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন লজভস্কি, বারনস্কি ও ইয়ারোস্লাভস্কি। এই কমরেডদের কথাই আমার মনে আছে,

* টামারফোর্সে পার্টি কন্ফারেন্সের অধিবেশন হয় ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ৩০শে ডিসেম্বর (১৯০৫)

কারণ তাঁহাদের নিজ নিজ অঞ্চলের রিপোর্টগুলিই সব চেয়ে বেশী কৌতূহলোদ্দীপক ও উদ্দীপনাময়।

টামাবফোর্স কন্‌ফারেন্সে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই বল্‌শেভিক। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য অবিলম্বে প্রস্তুতি ও সংগঠনের প্রয়োজন স্বীকার করিয়া একটি প্রস্তাব এই কন্‌ফারেন্সে গৃহীত হইল।

মস্কোতে তখন পূর্ণোদ্যমে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হইয়া গিয়াছে। কন্‌ফারেন্স তাই দীর্ঘস্থায়ী হইল না। আমার যতদূর সম্ভব মনে পড়িতেছে, সেমেনভ্‌ রেজিমেণ্ট মস্কোতে প্রেরিত হইবার ঠিক পূর্ব্বাহ্নেই আমরা ফিরিয়া আসিলাম। একটি ঘটনা তো খুবই আমার মনে পড়ে। ট্রিনিটি গির্জ্জার নিকট দিয়া সেমেনভ্‌ রেজিমেণ্টের একটি সৈন্য বিষণ্ণ মনে চলিয়াছিল, টুপিটি হাতে লইয়া তাহারই পাশে পাশে চলিয়াছিল একজন তরুণ মজুর। উত্তেজিত ভাবে সে যেন সৈন্যটিকে একটা কিছু করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছিল। তাহাদের মুখ দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝা গেল, মজুরটি সৈন্যটিকে অনুরোধ করিতেছিল, মজুরদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু না করিবার জন্য এবং সৈন্যটি রাজী হইতেছিল না। মস্কোর বিদ্রোহী মজুরদের সমর্থনের জন্য পিটার্সবুর্গের মজুরগণের প্রতি কেন্দ্রীয় সমিতি আহ্বান জানাইল। কিন্তু সম্মিলিত ভাবে কোনো কাজ হইল না। মস্কোভ্‌স্কির মতো এক অনুন্নত জেলাতেও একটা অভ্যুত্থান হইল, অথচ নেভ্‌স্কির মতো একটা অগ্রগামী জেলায় কিছুই হইল না। স্ট্যানিস্লাভ ভোল্‌স্কি সেই সময় ঐ জেলায় আন্দোলন চালাইতেছিলেন। মনে পড়ে, রাগে ও দুঃখে তিনি কতখানি ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিদ্রোহের কোনো সূচনা না দেখিয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন, এমন কি মজুরদের বিপ্লবী

শক্তি সম্পর্কেই সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। তিনি একবার ভাবিয়া দেখিলেন না, পর পর স্ট্রাইকের পর স্ট্রাইক করিয়া পিটার্সবুর্গের শ্রমিকগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার মধ্যে বড় কথা হইল, জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জায় তাহারা তখনও কতখানি অসংগঠিত, কত অল্প অস্ত্রে সুসজ্জিত। ইতিমধ্যেই তাহারা মস্কোর ঘটনাবলী হইতে দেখিয়াছে যে, জীবনমরণের প্রশ্ন লইয়াই এই সংগ্রাম।

পিটার্সবুর্গ ও ফিন্‌ল্যাণ্ড

(১৯০৬-১৯০৭)

ডিসেম্বরের বিদ্রোহ দমন করা হইল, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে গভর্নমেণ্ট সাংঘাতিক প্রতিশোধ নিলেন। ১৯০৬ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে একটি প্রবন্ধে ('মজুরশ্রেণী ও বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তাহাদের কর্ত্তব্য') ভ্লাদিমির ইলিচ পরিস্থিতি সম্পর্কে লিখিলেন: "গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলিতেছে। রাজনৈতিক ধর্ম্মঘটের শক্তি নিঃশেষিত হইতে শুরু হইয়াছে। আন্দোলন হিসাবে উহার অচল রূপ ক্রমেই অতীতে বিলীন হইয়া যাইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, সংগ্রাম-শক্তি ও প্রাণ-শক্তি নিঃশেষিত হওয়ায় পিটার্সবুর্গের শ্রমিকগণ ডিসেম্বরের ধর্ম্মঘটকে আগাইয়া লইয়া যাইতে অক্ষম। অন্যদিকে দেখিতে গেলে, যদিও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দ্বারা আন্দোলন সাময়িক ভাবে দলিত হইয়াছে, তথাপি উহা যে উচ্চ এক স্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।..."; "ডুবাসভের কামানগুলি নূতন জনগণের মনে যতখানি বিপ্লবের ভাবের স্রোত আনিয়াছে তাহা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই।..." "এখন কি করিতে হইবে? বাস্তবের দিকে চোখ মেলিয়া স্পষ্ট করিয়া তাকাইতে হইবে। সংগ্রামের সাম্প্রতিক রূপের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাকে নূতন রূপ দিতে হইবে। আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে আবার

শক্তির সমাবেশ করিতে হইবে।" মস্কোর পরাজয় লেনিনের অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা। স্পষ্টই বুঝা গেল, মজুরদের হাতে যথেষ্ট অস্ত্র ছিল না, সংগঠন ছিল দুর্বল। পিটার্সবুর্গ ও মস্কোর মধ্যে সংযোগ ছিল খুব অল্পই। মনে পড়ে, ইলিচ তাঁহার বড় বোন অ্যানা ইলিনিচ্‌নার একটা গল্প অত্যন্ত মন দিয়া শুনিয়াছিলেন। মস্কো স্টেশনে তাঁহার সহিত একটি মজুর মেয়ের সাক্ষাৎ হয়। সে পিটার্সবুর্গ-বাসীদের উদ্দেশে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভাষায় বলে: "সেমেনভ্‌ রেজিমেণ্ট পাঠাইয়া তোমরা আমাদের যে-সাহায্য করিয়াছ সেজন্য, হে পিটার্সবুর্গবাসিগণ, তোমাদের ধন্যবাদ।" যেন এই তিরস্কারের উত্তর দিতে বসিয়াই ইলিচ লিখিলেন: "মজুরদের বিচ্ছিন্ন সংগ্রামকে দমন করা গভর্নমেণ্টের পক্ষে খুবই সোজা। অত্যন্ত অসুবিধাকর অবস্থার মধ্যে গভর্নমেণ্ট হয়তো শীঘ্রই মজুরদের পিটার্সবুর্গে সংগ্রাম করিবার জন্য আহ্বান করিবেন। কিন্তু মজুরদের এই প্ররোচনায় ভুলিলে চলিবে না। ইহার পরেই সমগ্র রুশিয়া ব্যাপী যে-আন্দোলন আসিতেছে তাহার জন্য স্বাধীন ভাবে আয়োজনের পথ তাহাদিগকে খোলা রাখিতে হইবে।"

ইলিচ ভাবিয়াছিলেন ১৯০৬ সালের বসন্তকালে কৃষকরাও বিদ্রোহ করিবে এবং এই বিদ্রোহের প্রভাব সেনাবাহিনীতেও পরিব্যাপ্ত হইবে। তিনি লিখিলেন: "আরও স্পষ্ট ভাবে ও ব্যাপক ভাবে একটি নূতন সক্রিয় আন্দোলনের দুরূহ কর্ত্তব্যভার আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহার জন্য চাই আরও বেশী অধ্যবসায়, আরও বেশী শৃঙ্খল-নিষ্ঠা, আরও বেশী ঐকান্তিকতা। ধর্ম্মঘট সংগ্রামে পরিশ্রান্ত মজুরের শক্তিকে অপচয়ের হাত হইতে যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।"

"মজুরের পার্টিকে তাহার কর্ত্তব্য সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা মনে

রাখিতে হইবে। বৈধ পদ্ধতির মোহপাশ তাহাকে ছিন্ন করিতে হইবে। মজুর শ্রেণীর চারিপাশে যে-নূতন শক্তির সমাবেশ হইতেছে তাহাকে আমাদের একত্র করিতে হইবে। বিপ্লবের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মাসের (নভেম্বর ও ডিসেম্বর) অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত স্বৈরতন্ত্রের অবস্থানুযায়ী আমাদের আবার কর্ম্মপদ্ধতি নিরূপণ করিতে হইবে। যেখানেই প্রয়োজন হইবে আবার গোপনতা অবলম্বন করিতে হইবে।”

গোপনতাই আমাদের অবলম্বন করিতে হইল, এবং নূতন করিয়া গড়িতে হইল ব্যাপক গুপ্ত সংগঠন। রুশিয়ার সমস্ত স্থান হইতে কমরেডরা আসিলেন। তাঁহাদের সহিত আমরা আমাদের কাজ ও কাজের কৌশল লইয়া আলোচনা করিলাম। প্রথমে তাঁহারা একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিতেন, সেখানে আমি এবং ভেরা রুডলফোভনা অথবা মিখাইল সার্জিয়েভিচ্ তাঁহাদের সহিত দেখা করিতাম। বিশেষ পরিচিত এবং মূল্যবান যদি কেহ আসিতেন, তবে ইলিচের সহিত আমি তাঁহাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিতাম। যদি সামরিক কোন ব্যাপারে কেহ আসিতেন, তবে মিখাইল সার্জিয়েভিচ্ নিকিটিনের (ক্রাসিন্) সহিত তাঁহাকে সাক্ষাৎ করাইয়া দিতেন। নানা স্থানে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইত, কখনও ডোরা ভয়রেসের দাঁতের ডাক্তারখানায় (নেভ্স্কির তীরে কোনো স্থানে); কখনও দন্ত-চিকিৎসক ল্যাভ্রেন্টিয়েভার বাড়িতে (নিকোলায়েভ্স্কায়ার তীরে), কখনও ‘ড্পিরিয়ড’ পুস্তকালয়ে, কখনও কোনো সহানুভূতিশীল ব্যক্তির বাড়িতে।

দুইটি ঘটনার কথা আমার মনে আছে। একবার ভেরা রুডলফোভনা, মেন্ঝিনস্কায়া ও আমি নবাগত কমরেডদের সহিত সাক্ষাতের জন্য ‘ড্পিরিয়ড’ পুস্তকালয়ে ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। ঐজন্য একটা বিশেষ ঘর

আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছিল। কোনো জেলা কমিটির একজন কর্ম্মী কিম্বা ঐ ধরনের কেহ একগোছা ঘোষণাপত্র লইয়া ঢুকিলেন, আর একজন তখন তাঁহার পালা আসিবার আশায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। হঠাৎ দরজাটি খুলিয়া গেল এবং একজন পুলিস ইনস্পেক্টর মাথা গলাইয়া আমাদের দেখিয়াই "আঃ!" বলিয়া আমাদের সকলকেই তালাবন্ধ করিলেন। আমরা হতভম্ব হইয়া গেলাম। জানালা দিয়া গলিয়া বাহির হইবার চেষ্টা বৃথা, অতএব পরস্পরের দিকে অসহায় ভাবে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। তারপর ঠিক করিলাম ঘোষণাপত্রগুলি ও অন্যান্য বে-আইনী কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেলা যাক। তারপর আমরা স্থির করিলাম যে, আমরা বলিব, গ্রামের লোকদের পড়িবার মতো কিছু বইপত্র জোগাড় করিতেই আমরা সেখানে আসিয়াছি। তাহাই বলিলাম। ইন্‌স্‌পেক্টরটি বিদ্রূপের সহিত আমাদের দিকে তাকাইল, কিন্তু গ্রেপ্তার করিল না, শুধু নাম ও ঠিকানা লইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু যে-নামঠিকানা আমরা দিলাম তাহা সবই মিথ্যা।

আর একবার বিপদে পড়িয়াছিলাম। ল্যাভরেন্টিয়েভার সহিত প্রথম যেবার সাক্ষাৎ করিতে যাই সেইবারের ঘটনা। ৩২ নম্বরের স্থানে তাহারা আমাকে ৩৩ নম্বর বলিয়া দিয়াছিল। আমি দরজার নিকট গিয়া দেখি নামের কার্ড সরাইয়া ফেলা হইয়াছে। ভাবিলাম ইহা এক অদ্ভুৎ ধরনের গোপন কার্য্য। কোনো একজন অফিসারের চাকর আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। আমি কোনো কিছু না বলিয়া সোজা বারান্দা দিয়া চলিতে লাগিলাম। আমার নিকট সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত অসংখ্য চিঠি ও কাগজপত্র ছিল। চাকরটি বিবর্ণ মুখে কাঁপিতে কাঁপিতে আমার পিছনে দৌড়াইয়া আসিল। আমি থামিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আজ কি ডাক্তার রুগী দেখিবেন না, আমার দাঁতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতেছে। আমতা

আমতা করিয়া লোকটি জবাব দিল : “কর্নেল তো বাড়িতে নাই।” “কোন কর্নেল?” “কর্নেল রাইমান্।” বুঝিলাম রাইমানের ফ্লাটে ঢুকিয়া পড়িয়াছি। ইনি ছিলেন সেমেনভ্ রেজিমেণ্টের কর্নেল এবং এই রেজিমেণ্টই মস্কোর বিদ্রোহ দমন করিয়াছিল এবং মস্কো-কাজান রেল-শ্রমিকদের উপর প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের ভার লইয়াছিল।

লোকটির ভয় হইয়াছিল, কর্নেলকে হত্যার হয়তো চেষ্টা হইবে, তাই দরজা হইতে কার্ডটি সে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। আবার এই অবস্থায় ঠিক আমি বিনা অনুমতিতে সরাসরি বারান্দা ধরিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিতে আসিতে আমি বলিলাম : “আমি ভুল করিয়া আসিয়াছিলাম, আমি দাঁতের ডাক্তারকে চাই।” লেনিন রাত্রিগুলি অত্যন্ত অস্থির ভাবে কাটাইতে লাগিলেন। ইহার ফলে তিনি অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি সাধারণত খুব বেশী রকম বিব্রত বোধ করিতেছিলেন। গৃহস্বামী যেভাবে আদর আপ্যায়ন করিতেন তাহাতে তিনি বিব্রত বোধ করিতেন। লাইব্রেরীতে কিংবা বাড়িতে কাজ করিতে তিনি ভালোবাসিতেন। কিন্তু এখানে নূতন অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা চলিতে হইতেছিল।

ভিয়েনা রেস্তোরাঁয় তাঁহার সহিত আমার দেখা হইত। অন্য লোকের সম্মুখে কথাবার্ত্তার অসুবিধা হইত বলিয়া আমরা সেখানে কিছুক্ষণ বসিয়া কিংবা রাস্তার কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থানে মিলিত হইয়া একটা গাড়ি লইয়া কোনো হোটেলে যাইতাম। নিকোলায়েভ্ স্টেশনের বিপরীত দিকে যে-হোটেলটি ছিল আমরা প্রায়ই সেখানে যাইতাম। যাইয়া একটি ঘর দখল করিয়া রাত্রের আহারের অর্ডার দিতাম। মনে পড়ে, একদিন রাস্তায় ইউজেফ্‌কে (জারঝিন্স্কি) দেখিয়াছিলাম। গাড়ি থামাইয়া তাঁহাকে আমাদের সহিত আসিবার জন্য আমন্ত্রণ

করিলাম। তিনি গাড়োয়ানের বাক্সের উপর বসিলেন। ঐ স্থানে বসিতে তাঁহার অসুবিধা হইতেছে মনে করিয়া লেনিন চিন্তিত হইলেন, কিন্তু তিনি হাসিয়া বলিলেন যে, তিনি গ্রামে মানুষ হইয়াছেন, অতএব স্লেজ্ গাড়ির চালকের সিটে চাপিয়াও তিনি যাইতে পারেন।

অবশেষে এই অস্থির জীবনে লেনিন হাঁপাইয়া উঠিলেন। আমরা তখন প্যাণ্টালিমনোভ্স্কায়ার তীরে (গীর্জ্জার বিপরীত দিকের একটি বাড়িতে) বাস করিতে গেলাম। এই বাড়ির বাড়িওয়ালী ছিলেন 'ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড্স্'দের পক্ষপাতী।

সে-যুগের ইলিচের বক্তৃতা সম্পর্কে একটা ঘটনার কথা মনে আছে। বিভিন্ন জেলা হইতে নিপোভিচের বাড়িতে প্রচারকেরা মিলিত হইয়াছিলেন। নেভ্স্কি জেলা হইতে আগত নিকোলাই নামে একজন তাঁহাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নিকোলাইয়েভর প্রশ্নটি উত্থাপন করার ও কথা বলার ধরনটি আমার ভালো লাগে নাই। সভার পর 'নেভ্স্কি গেট' জেলার সংগঠক 'ছোট খুড়া'কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নিকোলাই কি ধরনের কর্ম্মী। তিনি বলিলেন, নিকোলাই কর্ম্মী হিসাবে বেশ চতুর বটে, কিন্তু জনগণের মধ্যে থাকিয়া সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে কাজ কবিতে পারেন না, কর্ম্মীদের ছোট দলের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিতে পারেন মাত্র। ১৯০৬ সালেও নিকোলাই পার্টির একজন সক্রিয় কর্ম্মীই ছিলেন। প্রতিক্রিয়ার যুগে তিনি একজন প্ররোচনাকারী হ'ন এবং পরে ঐ অবস্থায় থাকিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করেন। নিকোলাই ছিলেন সেই এক বিশেষ দলের কমরেডদের একজন যাহারা গরীব জনসাধারণের সর্ব্বস্তরে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেন। মনে আছে, একবার তিনি এক শোবার হোটেলে আন্দোলন চালাইতে গিয়াছিলেন। কমরেড ক্রাইলেঙ্কো ছিলেন সে-সময় একজন অত্যুৎসাহী

যুবক। ব্যাপ্টিস্টদের এক সভায় গিয়া একবার তিনি প্রায় মার খাইয়াছিলেন। সারজেই ভয়টিন্স্কি তো প্রায়ই এই ধরনের বিপদে পড়িতেন।

ইলিচের উপর পুলিস কড়া নজর রাখিতে লাগিল। কোনো একটি ব্যাপারে রিপোর্ট দিতে তিনি একবার এক সভায় যান (খুব সম্ভব চেরেকুল-কুশ্-এর বাড়িতে)। পুলিস এমন ভাবে তাঁহাকে অনুসরণ করে যে, তিনি বাড়িতে না ফেরাই ঠিক করেন। সারা রাত্রি আমি জানালার ধারে বসিয়া রহিলাম; সকাল হইলে ভাবিলাম নিশ্চয়ই তিনি গ্রেপ্তার হইয়াছের। ইলিচ তখন গোয়েন্দাদের চোখে ধুলা দিয়া বাস্ক্-এব (তখনকার দিনের সমবায়-আন্দোলনের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি) সাহায্যে ফিনল্যাণ্ডে পালাইয়া যান এবং স্টকহম কংগ্রেস পর্য্যন্ত সেখানেই থাকেন।

সেখানে থাকিতেই তিনি এপ্রিল মাসে ক্যাডেট্দের জয়লাভ ও মজুর পার্টির কর্ত্তব্য’ নামক পুস্তিকাটি রচনা করেন। সংযুক্ত কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলিও তিনি ঐখানে থাকিতেই লেখেন। প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে আলোচনায় যোগ দিবার জন্য তারপর তিনি পিটার্সবুর্গে আসেন। উইটমেয়ারের বাড়িতে এই আলোচনা হয়। ঐ বাড়িতে একটি ব্যায়াম-শিক্ষালয় ছিল; তাহাবই একটি ঘবে আলোচনা হয়।

দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর এই প্রথম বল্শেভিক ও মেনশেভিকরা এক সভায় মিলিত হইতেছিল। যদিও গত কয়েক মাসে মেনশেভিকরা তাহাদের স্বরূপের পরিচয় ভালো ভাবেই দিয়াছিল তথাপি লেনিন আশা করিয়াছিলেন, বিপ্লবের নূতন তরঙ্গের আঘাতে তাহারা বলশেভিকদের পথে আসিতে বাধ্য হইবে এবং বিপ্লব যে আসন্ন তাহাতে তাঁহার কোনো সন্দেহই ছিল না।

কংগ্রেসে যাইতে আমার কিছু দেরী হইল। আমার সঙ্গে গেলেন তুচাপ্‌স্কি ও ক্লডিয়া টিমোফেয়েভ্‌না স্‌ভের্দলোভা। প্রথম কংগ্রেসের আয়োজনের সময় হইতে তুচাপ্‌স্কির সহিত আমার পরিচয়। স্‌ভের্দলোভও কংগ্রেসে আসিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু উরাল অঞ্চলে তাঁহার যে প্রচণ্ড প্রভাব ছিল তাহা বিবেচনা করিয়াই মজুররা তাঁহাকে আসিতে দিল না। কাজানের একটি নির্দ্দেশ আমার ছিল, কিন্তু এই নির্দ্দেশে অল্প কিছু ভোট কম ছিল। ক্ষমতা-নির্দ্ধারক (ক্রিডেনশিয়াল) কমিশন তাই শুধু পরামর্শমূলক ভোটের অধিকার দিলেন। এই কমিশনের কার্য্য-ব্যাপারে অল্পক্ষণের মধ্যেই কংগ্রেসের প্রকৃত রূপটি আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হইয়া উঠিল—এই রূপ উপদলীয় চক্রান্তের।

বলশেভিকরা শেষ পর্য্যন্ত একটা কঠিন ঐক্যবদ্ধতা রক্ষা করিল। সাময়িক পরাজয় সত্ত্বেও বিপ্লব যে ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর পর্য্যায়ে উন্নীত হইতেছে, এই বিশ্বাসই তাঁহাদের ঐক্যকে শিথিল হইতে দিল না।

'ছোট খুড়ো'র কর্ম্মব্যস্ততার কথা মনে পড়ে। তিনি সুইডিস ভাষা বেশ ভালো জানিতেন, তাই প্রতিনিধিদের থাকিবার ব্যবস্থা করার ঝুঁকিই তাঁহার ঘাড়ে পড়িয়াছিল। আইভান আইভানোভিচ স্ক্‌ভোটসভ ও ব্লাদিমির আলেক্‌জান্দ্রোভিচ ব্যাজারভ্‌—ইঁহাদের দুইজনের কথাও মনে পড়ে। মনে পড়ে যখন লড়াইয়ের ভাবে থাকিতেন তখন তাঁহাদের চোখ জ্বলিতে থাকিত। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া ব্লাদিমির ইলিচ বলিতেন যে, ব্যাজারভের মধ্যে একটা পাকা রাজনৈতিক বুদ্ধি রহিয়াছে এবং সংগ্রামের নাম শুনিলেই তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন না। মনে পড়ে, মজুরদের মনের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিতে করিতে একদিন খোলা মাঠে খুব হৈ চৈ শুরু হইয়া গিয়াছিল। কংগ্রেসে আর যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন

ভরোশিলভ (ওরফে ভলোদায়া আণ্টিমেকভ) ও কে-স্তামরলোভা (নাটাশা বলশেভিকোভা), শেষের ছদ্মনাম দুইটির মধ্যে একটা যৌবনোচিত স্ফূর্তিব আভাস পাওয়া যায়; নাম দুইটি সংযুক্ত কংগ্রেসের বলশেভিক প্রতিনিধিদের পরিহাসপ্রিয়তাব পরিচায়ক। কংগ্রেস হইতে বলশেভিক প্রতিনিধিরা ফিবিয়া আসিলেন যতখানি ঐক্য লইয়া ততখানি ঐক্য ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তাঁহাদেব মধ্যে আসে নাই।

২৭শে এপ্রিল তাবিখে প্রথম স্টেট ডুমার অধিবেশনের প্রারম্ভেই বেকাবদের একটি বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়। ভয়টিন্স্কি বেকারদের মধ্যে কাজ করিতেন। প্রচণ্ড উদ্দীপনাব মধ্যে ১লা মে উৎসব হইয়া গেল। এপ্রিলেব শেষে ('নোভায়া ঝিজ্‌ন্'-এর) স্থানে 'ভোল্‌না' বলিয়া একটি নূতন কাগজ বাহিব কবা হইল। 'ভেস্টনিক্ ঝিজ্‌নি' নামক একটি ছোট বলশেভিক পত্রিকাও বাহির হইল। আন্দোলন আবাব উর্দ্ধমুখী হইল।

স্টকহম্ কংগ্রেস হইতে ফিবিয়া আমবা জাবালকান্স্কির তীরে বাসা লইলাম। আমাব ছিল প্রাস্কোভিয়া ওনেজিনের ছাড়পত্র, ইলিচের ছিল চেখেইদ্‌জের নামের ছাড়পত্র। বাড়ির মাঝখানে একটি উঠান ছিল, সেখানে জীবনযাত্রা খুবই শান্তিপূর্ণ ছিল। একমাত্র বিঘ্ন আসিত আমাদের প্রতিবেশীব নিকট হইতে, প্রতিবেশীটি ছিলেন সেনাবিভাগের লোক। স্ত্রীর সহিত তাঁহাব সাংঘাতিক হাতাহাতি হইত। তাঁহাকে চুল ধরিয়া বাবান্দা দিয়া টানিয়া একবার এদিক একবার ওদিক করিতেন। আর একটি বিঘ্ন ছিল আমাদের বাড়িওয়ালীর সৌজন্য। তিনি প্রায়ই ইলিচের আত্মীয়স্বজনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং আমাদের এই বলিয়া আশ্বাস দিতেন যে, ইলিচ যখন চারি বৎসবের শিশু তখন হইতেই তিনি তাঁহাকে চেনেন, শুধু তখন তাঁহার কালো চুল ছিল, আর এখন ...।

পিটার্সবুর্গের কর্ম্মীদের জন্য সংযুক্ত কংগ্রেস সম্পর্কে ইলিচ একটি রিপোর্ট লিখিলেন, রিপোর্টটিতে সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি সম্পর্কে সমস্ত মতবিরোধের স্পষ্ট ও বিশদ ব্যাখা তিনি করেন। এই রিপোর্টেই ইলিচ লেখেন: "আলোচনার স্বাধীনতা থাকিবে বটে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য হইবে কর্ম্মক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করা।... কৃষকশ্রেণীর বৈপ্লবিক কার্য্যাবলীর সমর্থনে এবং পেটি-বুর্জোয়াদের কাল্পনিক পরিকল্পনাগুলির সমালোচনায় সকল সোশাল-ডেমোক্রাটই একমত। ডুমার নির্ব্বাচন সম্পর্কে কর্ম্মক্ষেত্রে পূর্ণ ঐক্য একান্ত আবশ্যক। কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করিয়াছে, যেখানেই নির্ব্বাচন হইতেছে সেখানেই ভোট দান ব্যাপারে আমরা অংশ গ্রহণ করিব। নির্ব্বাচনে যোগদানের নীতির কোনো সমালোচনা করা চলিবে না, কর্ম্মক্ষেত্রে মজুর শ্রেণীর ঐক্য রক্ষা করিতে হইবে।"

মে মাসের 'ভ্‌পিরিয়ড'-এ এই বিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

৯ই মে ভ্লাদিমিব ইলিচ জনসভায় বক্তৃতা করিলেন। রুশিয়ায় এই প্রথম তাঁহার জনসভায় বক্তৃতা। 'পানিনা হাউস'-এ এই সভার অনুষ্ঠান হয়। জনসমাবেশ হয় খুব বেশী। কার্পভ এই ছদ্ম নামে ইলিচ বক্তৃতা করেন। সমস্ত জেলা হইতে আগত কর্ম্মীদের দ্বারা হলঘরটি একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পুলিসের অনুপস্থিতিটা সকলেরই চোখে পড়িতেছিল। সভা আরম্ভ হইবার আগে দুই জন পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টরকে ঘুরিতে দেখা গিয়াছিল বটে, কিন্তু পরে তাহাদের আর পাত্তা পাওয়া গেল না। একজন মন্তব্য করিল: "নিশ্চয়ই কেউ তাহাদের উপর পোকা মারা গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়াছে।" ডুমার প্রতিনিধি ওগোরোদ্‌নিকভের বক্তৃতার পর সভাপতি কার্পভকে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করিলেন। আমি ভীড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিলাম। ইলিচ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক মিনিট কাল তিনি নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন,

মুখ তখন তাঁহার অত্যন্ত বিবর্ণ দেখাইতেছিল। সমস্ত রক্ত যেন তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ডে নামিয়া গিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকেই যেন অনুভব করিল, বক্তার উত্তেজনা শ্রোতাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইতেছে। অকস্মাৎ প্রচণ্ড করতালি শুরু হইল—পার্টিসভ্যেরা ইলিচ্‌কে চিনিতে পারিয়াছেন। ঠিক আমার পাশেই একজন কর্ম্মী দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার উত্তেজিত মুখখানি আজও আমার মনে পড়ে। তিনি উচ্চ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন : "ইনি কে? কে ইনি?" কেহ জবাব দিল না। ধীরে ধীরে করতালি কমিয়া আসিল। ইলিচের বক্তৃতার পর একটা অদ্ভুৎ উদ্দীপনার ঢেউ উপস্থিত জনমণ্ডীকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল—সেই মুহূর্ত্তে সকলেই আসন্ন সংগ্রামকে চূড়ান্ত সংগ্রামে পরিণত করিবার কথা ভাবিতেছিলেন।

লাল শার্ট ছিঁড়িয়া পতাকা বানানো হইল; বিপ্লবী সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে কর্ম্মীরা যে যাহার জেলায় ফিরিয়া গেল।

মে মাসের জ্যোৎস্নাশুভ্র রাত্রি। পিটার্সবুর্গের এক পরিচিত উন্মাদনাময় শুভ্র রাত্রি। আশঙ্কা করিয়াছিলাম পুলিস আসিবে, কিন্তু আসিল না। সভার পর ইলিচ ডিমিট্রি ইলিচ লেশচেঙ্কোর সহিতই কাটাইলেন।

সে-বারের সে-বিপ্লবে আর কোনো বড় জনসভায় লেনিন বক্তৃতা করিতে পারেন নাই।

২৪ শে মে পুলিস 'ভোল্‌না' বন্ধ করিয়া দিল, ২৬ শে মে আমরা আবার 'ভ্‌পিরিয়ড' নাম দিয়া কাগজ বাহির করিলাম। ১৪ই জুন পর্য্যন্ত কাগজটি চলিল।

২২শে জুনই আবার আমরা 'ইখো' ('প্রতিধ্বনি') নাম দিয়া আর একখানি বলশেভিক কাগজ বাহির করিতে সক্ষম হইলাম। ৭ই জুলাই ইহার জীবন ফুরাইল। ৮ই জুলাই স্টেট ডুমা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল।

জুন মাসের শেষে 'ওয়ারশ' জেল হইতে ছাড়া পাইয়াই রোজা লুক্সেমবুর্গ পিটার্সবুর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্লাদিমির ইলিচ ও আমাদের নেতৃস্থানীয় বলশেভিকরা তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। এই সকল সাক্ষাৎকারের জন্য 'রোড বাবা' আমাদের একখানি ঘর দিয়াছিলেন। ইনি ছিলেন একজন বৃদ্ধ বাড়িওয়ালা। ইঁহার মেয়ে নেভ্‌স্কি গেট জেলায় আমার সহিত একত্রে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতেন। তারপর একই সময় আমরা দুই জনেই জেলে যাই। বৃদ্ধ আমাদের সাহায্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। এবার তিনি সাক্ষাতের জন্য একটি বড় খালি ফ্লাট্ ছাড়িয়া দিলেন। ব্যাপারটার গোপনতা যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেই জন্য তিনি সমস্ত জালানাগুলিকে চূণকাম করার নির্দ্দেশ দিলেন। ফলে সমস্ত পাহারাওয়ালার দৃষ্টি পড়িল জানালাগুলির উপর। এই সভায় প্রকৃত অবস্থা ও কি কৌশল অবলম্বিত হইবে তাহার আলোচনা হইল। পিটার্সবুর্গ হইতে রোজা ফিন্‌ল্যাণ্ডে গেলেন এবং সেখান হইতে বিদেশে চলিয়া গেলেন।

মে মাসে যখন আন্দোলন বাড়িয়া উঠিতে শুরু করিল এবং ডুমার মধ্যে কৃষকদের মনোভাব অভিব্যক্ত হইতে লাগিল, ইলিচ ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিলেন। সে-সময় তিনি নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি লেখেন: 'স্টেট ডুমার মজুরদের গ্রুপ'; 'কৃষক অথবা শ্রমজীবীদের গ্রুপ এবং আর-এস্-ডি-এল-পি'; 'ডুমায় ভূমিসমস্যা'; 'জমিও না, স্বাধীনতাও না'; গভর্নমেন্ট, ডুমা ও জনগণ'; 'ক্যাডেটগণ কর্তৃক ডুমাকে জনগণের নিকট আবেদন করিতে বাধা দান'; 'দুর্ভাগা অক্টোব্রিস্টরা ও ক্যাডেটগণ'; 'খারাপ পরিষদ'; 'ক্যাডেটগণ, ট্রুডোভিকগণ ও মজুর পার্টি'। এই প্রবন্ধগুলির একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—মজুর শ্রেণী ও কৃষকশ্রেণীর মধ্যে মৈত্রী স্থাপন, জমি ও স্বাধীনতার লড়াইয়ে কৃষকদের

উদ্বুদ্ধ করিবার আবশ্যকতার উপর গুরুত্ব আরোপ এবং ক্যাডেটদের গভর্নমেণ্টের সহিত আঁতাত স্থাপনে বাধা দেওয়া।

এ সম্পর্কে ঐ সময় কয়েক বার লেনিন বক্তৃতা দেন।

ভাইবর্গ জেলার প্রতিনিধিদের একটি সভায় ইলিচ বক্তৃতা করেন। জাবালকান্স্কির তীরে ইঞ্জিনিয়ার্স ইউনিয়নে এই সভা হয়। আমাদের বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। একটি ঘর দখল করিয়াছিল বেকারেরা, অপরটি ডক্ মজুরেরা। তাহাদের সংগঠক ছিলেন সার্জেই মালিশেভ্। গত বার তাহারা মালিকদের সহিত মিটমাট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু এবার তাহারা কোনো চুক্তিতে আসিতে পারিল না। তাহারা চলিয়া যাইবার পর ইলিচ তাঁহার রিপোর্ট দাখিল করিলেন।

মনে আছে এই সময় ইলিচ শিক্ষকদের এক সভায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারী দলের প্রতি তখন শিক্ষকদের একটা টান ছিল। শিক্ষকদের কনফারেন্সে বলশেভিকদের যাওয়া ছিল নিষেধ। কিছু শিক্ষক লইয়া একটি সম্মেলন ডাকা হইল; কোনো একটি স্কুলে সভা হইল, যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন শিক্ষয়িত্রীর মুখখানি আমার মনে পড়ে। খুব ছোটখাট মানুষটি, পিঠে ছিল একটি কুঁজ, তাঁহার নাম ছিল কনড্রাটিয়েভা; তিনি ছিলেন একজন সোশালিস্ট রেভোলিউশনারী। সভায় কমরেড রিয়াজানভ্ ট্রেড ইউনিয়নগুলি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পেশ করিলেন। ব্লাদিমির ইলিচ বলিলেন কৃষিসমস্যা সম্পর্কে। তাঁহার প্রতিবাদ করিলেন সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারী দলের বুনাকভ্। ইলিচের তখনকার দিনের ছদ্মনাম দেন ইলিন। ইলিনের লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়া বুনাকভ দেখাইবার চেষ্টা করিলেন যে ইলিচ নিজেই নিজের বিরোধিতা করিতেছেন। ব্লাদিমির ইলিচ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শুনিলেন, নোট নিলেন এবং পরে

সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারীদের এক জবাব দিলেন কিছুটা ক্রুদ্ধ ভাবেই।

ভূমিসমস্যার আশু সমাধানের গুরুত্ব যখন পূর্ণ মাত্রায় প্রকট হইয়া উঠিল, যখন ইলিচের ভাষায় 'চাষীদের বিরুদ্ধে সরকারী কর্ম্মচারী ও উদারনীতিকদের মিতালী' আর গোপন রহিল না, তখন 'শ্রমজীবীদের গ্রুপ' সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করিয়া মজুরদের সঙ্গে গিয়া মিশিল। ডুমার উপর আর নির্ভব করা চলে না বুঝিতে পারিয়া গভর্নমেণ্ট আক্রমণ শুরু করিল। শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রাগুলিকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতে লাগিল। জনতার জন্য ব্যবহৃত অট্টালিকাগুলিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল এবং য়িহুদীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা উস্কাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল। ২০শে জুন তারিখে কৃষিসমস্যা সম্পর্কে একটি সরকারী ইশ্তেহারে স্টেট ডুমাকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করা হইল।

পরিশেষে ৮ই জুলাই তারিখে ডুমা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল; সোশাল ডেমোক্রাটদেব সমস্ত সংবাদপত্রগুলিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, এবং সর্ব্বপ্রকারে নির্য্যাতন ও গ্রেফ্তার শুরু হইয়া গেল। ক্রোন্স্টাড্ ও স্ভিয়াবর্গে বিদ্রোহ দেখা দিল। আমাদের লোকেরা এই বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিল। ইনোকেন্তি (ডুব্রোভিন্স্কি) ক্রোন্স্টাড্ হইতে পালাইয়া আসিতে সক্ষম হইলেন। মাতলামির ভান করিয়া তিনি পুলিসকে ফাঁকি দিয়াছিলেন। শীঘ্রই আমাদের সামরিক সঙ্ঘের সকলকেই গ্রেফ্তার করা হইল। বুঝা গেল, আমাদের মধ্যেই একজন প্ররোচনাকারী ছিল। এই ঘটনা ঘটিল স্ভিয়াবর্গের বিদ্রোহের সময়, সে-দিনটা আমরা বিদ্রোহের ঘটনা সম্পর্কে টেলিগ্রামের জন্য বৃথাই অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

মেন্ঝিন্স্কির ফ্লাটে আমরা বসিয়া ছিলাম। ঐ সময়টাতে ভেরা

রুভোল্‌ফোভ্‌না এবং লুভ্‌মিলা রুভোল্‌ফোভ্‌না মেন্‌ঝিন্‌স্কির নিজেদের একটা খুব সুবিধাজনক ঘর ছিল। কমরেডরা প্রায়ই সেখানে আসিতেন। রোঝকভ্‌, ইউজেফ ও গোল্ডেনবার্গ সব সময় সেখানে থাকিতেন। সেদিনও সেখানে অনেকেই ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ইলিচও ছিলেন। তিনি ভেরা রুডোল্‌ফোভ্‌নার হাতে স্লিশ্‌টারের নিকট এই মর্ম্মে একটি বাণী পাটাইলেন যে, তিনি যেন অবিলম্বে স্‌ভিয়াবর্গে চলিয়া যান। আমাদের মধ্যে একজনের মনে পড়িল, ক্যাডেটদের কাগজ 'রেখ্‌'-এ খারিথ নামক একজন কমরেড প্রুফ্‌ রীডারের কাজ করিত। কোনো টেলিগ্রাম আসিয়াছে কিনা জানিতে আমি তাঁহার নিকট গেলাম। সে তখন আপিসে ছিল না, আর একজন রীডারের নিকট হইতে আমি টেলিগ্রামগুলি পাইলাম। ঐ রিডারটি আমাকে খারিথের সহিত একটি বন্দোবস্ত করিতে বলিল। খারিথ নিকটেই গুশেভ্‌স্কি স্ট্রীটে থাকিত। টেলিগ্রামগুলির প্রুফে ঐ রিডারটি খারিথের ঠিকানা পর্য্যন্ত লিখিয়া দিল। আমি গুশেভ্‌স্কি স্ট্রীটে গেলাম। বাড়ির বাহিরে দুইটি স্ত্রীলোক হাত ধরাধরি করিয়া হাটিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারা আমাকে থামাইয়া বলিল: "যদি অত নম্বরের বাড়িতে যাইতে চান তবে যাইবেন না, সেখানে খানাতল্লাস চলিতেছে এবং সকলকেই গ্রেফ্‌তার করা হইতেছে।" আমাদের লোকদের সাবধান করিয়া দিবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। পরে জানা গিয়াছিল ঐখানেই আমাদের সামরিক সঙ্ঘের সকলকেই গ্রেফ্‌তার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে ভিয়াসেস্লাভ রুডোল্‌ফোভিচ মেনঝিন্‌স্কিও ছিলেন। বিদ্রোহ দমন করা হইল। প্রতিক্রিয়া আরও নিলর্জ্জ হইয়া উঠিল। বলশেভিকরা আবার তাহাদের বে-আইনী কাগজ 'প্রলেটারি' বাহির করিতে শুরু করিলেন ও গা ঢাকা দিলেন। মেনশেভিকরা পশ্চাদপসরণ করিল এবং বুর্জোয়া পত্রিকাগুলিতে লিখিতে

লাগিল। এক অদলীয় শ্রমিক কংগ্রেসের বাক্চাতুর্য্যপূর্ণ স্লোগান তাহারা তুলিল। তখনকার অবস্থায় সে-স্লোগানের অর্থ পার্টি ভাঙ্গিয়া দেওয়া। বলশেভিকরা দাবী করিল একটি বিশেষ কংগ্রেসের।

ইলিচকে যাইতে হইল 'নিকটবর্ত্তী কোন বিদেশে' অর্থাৎ ফিনল্যাণ্ডে। কাউকোলায় লেটেমেন্সদের সহিত তিনি বাস করিতে গেলেন। এই বাড়িটি স্টেশন হইতে বেশী দূর নহে। এই সুখস্বাচ্ছন্দ্যহীন বৃহৎ পল্লীভবনটির নাম ছিল 'ভাজা'। বহুদিন ইহা পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়া আসিয়াছে। আগে এইখানে থাকিত সোশালিস্ট-রেভলিউশনারীরা। তাহারা সেখানে বোমা তৈয়ার করিত। পরে সেখানে আসিলেন বলশেভিক লেটেসেন (লিন্ডভ্) ও তাঁহার পরিবার। লেনিনকে বাড়ির পাশের একটি ঘর দেওয়া হইল। এখানে বসিয়া তিনি প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনা করিতেন, সাক্ষাৎ করিতেন কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্যদের সহিত, পিটার্সবুর্গ কমিটির সভ্যদের সহিত ও বিভিন্ন দেশ হইতে আগত অন্য অনেকের সহিত, কাউকোলায় বসিয়া ইলিচ বলশেভিকদের সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিতেন। কিছু কাল পরে আমিও সেখানে গেলাম। ভোরে উঠিয়া আমি পিটার্সবুর্গে চলিয়া যাইতাম, অনেক রাত্রে ফিরিতাম, লেটেসেন পরিবার কিছুকাল পরে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, তখন বাড়িটির নীচের তলার পুরোটাই আমরা দখল করিলাম। আমার মা আমাদের সহিত আসিলেন এবং পরে কিছুদিনের জন্য মারিয়া ইলিনিচনাও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। বোগদানভরা আসিলেন উপরের তলার ঘরগুলিতে থাকিতে এবং ডুব্রোভিন্স্কি (ইনোকেন্তি) সেখানে আসিলেন ১৯০৭ সালে। তখনকার দিনে রুশ পুলিস ফিনল্যাণ্ডের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই স্থির করে, অতএব আমাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। বাড়ির দুয়ারে

কখনও খিল দেওয়া হইত না। একপাত্র দুধ ও কিছু রুটি রাত্রে খাবার ঘরে রাখিয়া দেওয়া হইত। খাটের উপর একটা বিছানা পাতিয়া রাখা হইত। রাত্রের গাড়িতে যদি কেহ আসেন তবে কাহাকেও না জাগাইয়া কিছু জলযোগ করিয়া তিনি যাহাতে শুইয়া পড়িতে পারিতেন সেই জন্যই এই ব্যবস্থা। প্রায়ই সকালে উঠিয়া দেখিতাম খাবার ঘরে দুই একজন কমরেড রহিয়াছেন, তাঁহারা রাত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সংবাদপত্র, চিঠিপত্র ও অন্যান্য অনেক কিছু লইয়া প্রত্যেক দিন ইলিচের নিকট একজন লোক আসিত। জিনিসগুলি দেখিয়া ইলিচ তৎক্ষণাৎই একটি প্রবন্ধ লিখিতে বসিতেন এবং ঐ লোকের হাতেই উহা পাঠাইয়া দিতেন। ডিমিট্রি ইলিচ লেশ্‌চেঙ্কো আসিতেন প্রায় প্রত্যেক দিনই। নানা ধরনের খবর ও নানা কাজের ভার লইয়া প্রতি সন্ধ্যায় আমি পিটার্সবুর্গ হইতে ফিরিয়া আসিতাম।

পিটার্সবুর্গে ফিরিবার জন্য ইলিচ স্বভাবতই অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহার সহিত যতটা স্থায়ী সংযোগই রক্ষা করিতে চেষ্টা করুক না কেন, মাঝে মাঝে তাঁহার মনের অবস্থা এমন হইত যে তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিবার প্রয়োজন হইত; তাই বাড়ির সকলে মিলিয়া 'ডান্‌স্‌' খেলিতে বসিতেন। বোগদানভ খেলিতেন হিসাব করিয়া; ইলিচ খেলিতেন কখনও হিসাব করিয়া, কখনও বে-হিসাবীর মতো। খেলিতে খেলিতে লেটেসেন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। জেলা কমিটি হইতে এই সময় যদি কেহ কোনো খবর লইয়া আসিত, তবে এই খেলা দেখিয়া সে বিস্মিত ও বিরক্ত হইত। কেন্দ্রীয় সমিতির সভ্যেরা টাকার জন্য 'ডান্‌স্‌' খেলিতেছেন!

ঐ সময়টাতে ইলিচের সহিত আমার কদাচিৎ দেখা হইত। সারাদিনটা আমার পিটার্সবুর্গে কাটিত; রাত্রে ফিরিয়া দেখিতাম ইলিচ কাজে ব্যস্ত; আমি তাঁহাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতাম না। নিজে যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাই বরং তাঁহাকে বলিতাম।

শীতকালে টেক্‌নলজিক্যাল ইন্‌স্‌টিটিউটের খাইবার ঘরে ভেরা রডোলফোভ্‌না ও আমি সাক্ষাৎকারের একটি স্থায়ী স্থান বানাইলাম। দিনে বহু লোক সেখানে খাইত বলিয়া আমাদের সাক্ষাতের খুব সুবিধা ছিল। দিনে জন বারো কমরেডের সহিত সেখানে আমাদের দেখা হইতে পারিত। কেহই আমাদের লক্ষ্য করিত না। কিন্তু একবার মনে আছে 'কামো' আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পরনে ছিল ককেশিয়ানদের পোশাক। তাহাতে ছিল সাদা মাথা-ওয়ালা কার্তুজের বাক্সের মত সারি; হাতে ছিল কাপড় জড়ানো একটা গোল জিনিস; রেস্তোরাঁর প্রত্যেকটি লোক খাওয়া ভুলিয়া এই অদ্ভুৎ লোকটির দিকে তাকাইতে লাগিল। বোধ হয় অধিকাংশ লোকেরই মনে হইল তাহার হাতে বোমা রহিয়াছে। কিন্তু বোমা শেষে তরমুজে পরিণত হইয়া গেল। ইলিচ ও আমার জন্য উপহার স্বরূপ 'কামো' তরমুজটি ও কিছু চিনি-মাখানো বাদাম আনিয়াছিলেন। লজ্জিত হইয়া তিনি বলিলেন: "আমার পিসিমা পাঠিয়ে দিয়েছেন।" এই সংগ্রামশীল মানুষটির সাহস ছিল অসাধারণ, মনোবল ও নির্ভীকতা একদিনের জন্যও এতটুকু কমে নাই; অথচ কৃত্রিমতার লেশ মাত্র তাঁহার মধ্যে ছিল না। তাঁহার মতো শান্ত গ্রাম্য কমরেড খুব কমই দেখিয়াছি। ইলিচ, ক্রাসিন ও বোগদানভকে 'কামো' প্রাণ দিয়া ভালোবাসিতেন। কাউকোলায় তিনি আমাদের সহিত দেখা

করিতে আসিতেন। আমার মা'র সহিত তাঁহার খুব ভাব হইয়া গিয়াছিল। তিনি তাঁহাকে নিজের পিসিমা ও বোনদের কথা বলিতেন। ফিনল্যাণ্ড ও পিটার্সবুর্গের রাস্তাটা 'কামো' হাটিয়াই আসিতেন; সঙ্গে তাঁহার সব সময়েই অস্ত্র থাকিত, প্রত্যেক বারই মা খুব যত্ন করিয়া তাঁহার পিঠে রিভলভারটি বাঁধিয়া দিতেন।

শরৎকালে বে-আইনী পত্রিকা 'প্রলেটারি' ভাইবর্গ হইতে আবার বাহির হইতে শুরু করিল। * লেনিন ইহার পিছনে বহু সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে লাগিলেন। কমরেড শ্লিশটারের সহিত সংযোগ রক্ষিত হইল। বে-আইনী 'প্রলেটারি' পিটার্সবুর্গে লইয়া যাওয়া হইত, সেখান হইতে জেলায় জেলায় বিলি করিয়া দেওয়া হইত। এই বিতরণ-ব্যবস্থার ভার ছিল কমরেড আইরিনীর (লিডিয়া গোবি) উপর। যদিও বলশেভিকদের বৈধ পত্রিকা 'দেলো'র ('লক্ষ্য') সঙ্গেই এই কাগজের বহন ও বিতরণের ব্যবস্থা সংযুক্ত ছিল, তথাপি পুথি পুস্তকগুলি কোথায় দিতে হইবে তাহার ঠিকানাগুলির প্রয়োজন ছিল। ভেরা রুডোল্‌ফোভ্‌নার ও আমার একজন সহকারীর প্রয়োজন হইল। কমিসারভ্‌ নামে জেলার একজন সদস্য এই কাজের জন্য তাঁহার পত্নীর কথা বলিলেন। ছোট ছোট করিয়া চুল কাটা বিনয়ী-দর্শন একটি মহিলা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে প্রথম দর্শনেই যেন আমার মনে তীব্র একটা অবিশ্বাসের ভাব জাগিল। আজও জানি না কেমন করিয়া এই ভাব আমার মনে আসিয়াছিল। কিন্তু এভাব বেশী দিন থাকিল না; কাটিয়া সহকারীর কাজ বেশ সুদক্ষ

* প্রলেটারির প্রথম সংখ্যা বাহির হয় ১৯০৬ সালের ২৩শে আগষ্ট তারিখে।

ভাবেই করিতে লাগিল। দ্রুত ভাবে, সুষ্ঠু ভাবে এবং গোপনতা রক্ষা করিয়াই সে সমস্ত কাজ করিয়া চলিল। কোনো ঔৎসুক্যই সে প্রকাশ করিত না, কোনো প্রশ্নও সে জিজ্ঞাসা করিত না। মনে আছে একবার গরমের সময় সে কোথায় যাইবে জিজ্ঞাসা করায় তাহার মুখের ভাব বদ্‌লাইয়া গিয়াছিল এবং সে কিছুটা বিরক্ত ভাবেই আমার দিকে চাহিয়াছিল। পরে জানা গেল কাটিয়া ও তাহার স্বামী দুই জনেই ছিল প্রবোচনাকারী। পিটার্স্‌বুর্গে অস্ত্রশস্ত্র বে-আইনী ভাবে লইয়া যাইবার পর কাটিয়া সেগুলি উরাল্‌স্‌ অঞ্চলে লইয়া গেল। সেখানে পৌঁছিবা মাত্রই পুলিস থানাতল্লাসী করিল। কাটিয়া যে-সব অস্ত্রশস্ত্র আনিয়াছিল সেগুলি ধৃত হইল এবং সকলকেই গ্রেফ্‌তার করা হইল। ব্যাপারটা আমরা জানিতে পারিলাম অনেকদিন পরে। ইতিমধ্যে তাহার স্বামী ৯নং জাগোরোদ্‌নি প্রস্‌পেক্‌ট্‌ বাড়ির মালিক সিমোনভের গোমস্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সিমোনভ সোশাল ডেমোক্রাটদের সাহায্য করিতেন। ব্লাদিমির ইলিচ এক সময় তাঁহার ওখানে ছিলেন; পরে তাঁহার বাড়িতে বলশেভিক ক্লাব হয়; আলোক্সিনস্কিও সেখানে ছিলেন, কিছু দিন পরে প্রতিক্রিয়ার যুগে কমিসাবভ্‌ ঐ বাড়িতে বহুসংখ্যক গুপ্ত কমরেডকে আনিয়া তাঁহাদের ছাড়পত্র দিতেন; পরে দেখা যাইত এই সকল কমরেডই সীমান্ত পার হইতে গিয়া আকস্মিক ভাবে বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। বিদেশ হইতে রুশিয়ায় কাজ করিতে ফিরিয়া আসিয়া ইনোকেন্তি এই ফাঁদে পড়িলেন। কমিসারভ ও তাঁহার পত্নী যে কখন প্ররোচনাকারীদের খাতায় নাম লিখাইয়াছেন তাহা ধরা খুব শক্ত। যাই হোক, পুলিস অনেক কিছুই বাহির করিতে পারে নাই, যেমন পারে নাই বাহির করিতে ইলিচ কোথায় থাকিতেন। ১৯০৫ সালে এবং গোটা ১৯০৬

সালে পুলিসের ব্যবস্থা অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় স্টেট ডুমার অধিবেশনের দিন স্থির হইল ১৯০৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি।

নভেম্বরের পার্টি কন্‌ফারেন্সেই লেনিনেব নেতৃত্বে ১৪ জন প্রতিনিধি (ইহাঁদের মধ্যে পোলাণ্ড ও লিথুয়ানিয়ার প্রতিনিধিরাও ছিলেন) স্টেট ডুমার নির্ব্বাচনেব স্বপক্ষে ছিলেন; কিন্তু মেনশেভিকরা ক্যাডেটদের সহিত যে-ব্লক গঠনের কথা তুলিয়াছিল ইঁহারা তাহার বিরোধী ছিলেন; এই শ্লোগান অনুসারেই বলশেভিকরা ডুমা নির্ব্বাচনে কাজ করিয়াছিল। প্রতিনিধিরা ভোটে হারিয়া গেলেন। প্রথম ডুমায় তাঁহাদের যতজন ডেপুটি ছিলেন দ্বিতীয় ডুমায় হইল তাহার অর্দ্ধেক। নির্ব্বাচন হইল অনেক দেরিতে। স্পষ্ট বুঝা গেল, নূতন বিপ্লবী ঢেউ আসিতেছে। ১৯০৭ সালের প্রারম্ভে ইলিচ লিখিলেন: "আজ যখন বিপ্লবের সূর্য্যের উজ্জ্বল রশ্মি চারিদিকে ফাটিয়া পড়িতেছে তখন 'তত্ত্ব লইয়া' আমাদের সাম্প্রতিক এই কলহ কি হাস্যকরই না মনে হয়!" দ্বিতীয় ডুমার ডেপুটিরা প্রায়ই ইলিচের সহিত আলোচনা করিতে কাউকোলায় আসিতেন। বলশেভিক ডেপুটিদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব করিতেন বোগদানভ। কিন্তু আমাদের সহিত এক বাড়িতে থাকিতেন বলিয়া তিনিও ইলিচের সঙ্গেই সব কিছু আলোচনা করিতেন।

একদিনের ঘটনা আমাব মনে পড়ে। পিটার্সবুর্গ হইতে রাত্রে কাউকোলায় ফিরিতেছিলাম, ট্রেনে প্যাভেল বরিসোভিচ্ আক্সেলরডের সহিত দেখা হইল। তিনি বলিলেন, বলশেভিক ডেপুটিরা, বিশেষত আলেক্সিন্‌স্কি ডুমায় খুব ভালো ভাবেই কাজ চালাইতেছেন। তিনি মজুর কংগ্রেসের কথা তুলিলেন। মেনশেভিকরা তখন এই মজুর কংগ্রেসের জন্য আন্দোলন ভালো ভাবেই শুরু করিয়া দিয়াছে। তাহাদের আশা ছিল ব্যাপক ভিত্তিতে কংগ্রেস হইলে বলশেভিকদের

ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব অনেকটা কমানো যাইবে। বলশেভিকরা চাহিতেছিল পার্টি কংগ্রেস। ঐ কংগ্রেসের সময় শেষ পর্যন্ত এপ্রিল মাসে স্থির হইল। বহু লোক ঐ কংগ্রেসে যোগদান করে। দলে দলে প্রতিনিধি আসিতে লাগিল; পরিচয়-গ্রহণকারী কমিশনের সম্মুখে দীর্ঘ সারি বাঁধিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। কমিশনে বলশেভিকদের পক্ষ হইতে ছিলাম আমি ও মিখাইল সার্জিয়েভিচ, মেনশেভিকদের পক্ষ হইতে ছিলিন ক্রোথ্‌মাল, ও এম-এম-শিথ (খিন্‌চুখের স্ত্রী)। পুলিস কড়া নজর রাখিয়াছিল। ফিনল্যাণ্ডের রেল স্টেশনে মারাট্‌ ও অন্য কয়েকজন কমরেড ধরা পড়িলেন। আমাদের ব্যাপক সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইল। ইলিচ ও বোগদানভ পূর্ব্বেই কংগ্রেসে চলিয়া গিয়াছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি কাউকোলায় ফিরিয়া আসিলাম না। রবিবার সন্ধ্যার আগে আমি বাড়ি ফিরিলাম না। বাড়ি ফিরিয়া দেখি, ১৭ জন প্রতিনিধি আমাদের ঘরে বসিয়া আছেন শীতে ও ক্ষুধায় অবসন্ন হইয়া; পান ভোজন তাঁহাদের একেবারেই হয় নাই। যে সোশাল-ডেমোক্রাট ফিনিশ মেয়েটি আমাদের গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্ম দেখিত, রবিবারটা তাহার একদম ছুটি থাকিত। 'গণভবনে' অভিনয় করিয়া তাহার বাকি সময়টা কাটিত। তাই তাহাদের পান ভোজনের ব্যবস্থা করিতে আমার বহু সময় কাটিয়া গেল। আমি নিজে কংগ্রেসে যাই নাই। সেক্রেটারির কাজ বুঝাইয়া দিয়া যাইব এমন লোকও ছিল না; তাহার উপর দিনকাল ছিল খুব খারাপ। পুলিসের অত্যাচার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল; বলশেভিকদের রাত্রে স্থান দিতে, কিম্বা সাক্ষাৎকারের জন্য বাড়ি ব্যবহার করিতে দিতে লোকে ভয় পাইত। মাঝে মাঝে 'ভেস্টনিক ঝিজ্‌নি' আপিসে আমি কমরেডদের সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। সম্পাদক পিটার পেট্রোভিচ্‌ রুমিয়ানৎসিয়েভ সাক্ষাতের ব্যবস্থা আর

ঐ আপিসে না করিবার কথা নিজে আমাকে বলিতে না পারিয়া একটি দারোয়ানকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দারোয়ানটি ছিল একজন কর্ম্মী; ইহার সহিত আমি বহুদিন বহু ব্যাপার আলোচনা করিয়াছি। রুমিয়ানৎসিয়েভের প্রতি আমি বিরক্ত হইলাম, তিনি নিজে কেন আমাকে বলিলেন না।

কংগ্রেস হইতে ইলিচ ফিরিয়া আসিলেন সকলের পরে। তাঁহার চেহারা তখন অদ্ভুৎ হইয়া গিয়াছে; গোঁফ ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, দাড়ি একেবারে কামানো, মাথায় এক প্রকাণ্ড খড়ের টুপি। * ৩রা জুন দ্বিতীয় ডুমার অধিবেশন শেষ হইয়া গেল। সমগ্র বলশেভিক দলটি রাত্রে কাউকোলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং যে-পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে সারা রাত তাহার আলোচনা করিলেন। কংগ্রেস হইতে লেনিন অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। গুরুতর পরিশ্রের অবসাদ তখন তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। তিনি কিছুই খাইতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার জিনিসপত্র গুছাইয়া বাঁধিয়া ফিনল্যাণ্ডের মাঝামাঝি স্টারসুডেনে আমি তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলাম। সেখানে 'ছোট খুড়োর' পরিবারের সকলে থাকিতেন। আমি রহিয়া গেলাম, এবং কাজকর্ম্ম তাড়াতাড়ি চুকাইয়া ফেলিলাম। স্নুডেনে যখন গিয়া পৌছিলাম, ইলিচ তখন অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছেন। বাড়ির লোকেরা বলিল, প্রথম কয়েকদিন তিনি কেবলই ঘুমাইয়া পড়িতেন। একটা

* কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই ইলিচ পিটার্সবুর্গ হইতে আগত এক দল শ্রমিকের সভায় কংগ্রেসের অধিবেশন সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। 'কাকো' নামক জনৈক ফিনের এক হোটেলে (পরে এই হোটেলটিতে আগুন লাগানো হয়) এই সভা হয়।

ডুমুর গাছের তলায় গিয়া বসিতেন ও তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িতেন। ছোট ছেলে মেয়েরা তাঁহাকে 'ঘুমন্ত বুড়ো' বলিয়া ডাকিত। স্টার-সুডেনের তখনকার সে-চমৎকার দিনগুলির কথা আমি ভুলিব না। সেই অরণ্য, সেই সমুদ্র, সেই বন্য জগতের চরম বন্যতা। এই শান্তি ও আনন্দের একমাত্র বিঘ্ন ছিল এই যে, আমাদের পাশেই ছিল ইঞ্জিনিয়ার জিয়াবিট্‌স্কির বৃহৎ পল্লীভবন। সেখানে লেশ্‌চেনকো, তাঁহার স্ত্রী ও আলেক্সিন্‌স্কি থাকিতেন। ইলিচ তখন বিশ্রামের জন্য উন্মুখ, তাই আলেক্সিন্‌স্কির সহিত কথাবার্ত্তা পরিহার করিয়া চলিতেন। আলেক্সিন্‌স্কি ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। মাঝে মাঝে আমরা লেশচেন্‌কোর বাড়িতে গান শুনিতে যাইতাম। জেনিয়া আইভানোভ্‌না নামে নিপোভিচের এক আত্মীয়ার গলার স্বর ছিল চমৎকার। তারপর তিনি ছিলেন পেশাদারী গায়িকা। ইলিচ উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার গান শুনিতেন। কখনও সমুদ্রের ধারে বেড়াইয়া, কখনও বাইসাইকেলে চড়িয়া আমাদের দিনের অধিকাংশ কাটিয়া যাইত। আমাদের সাইকেল ছিল পুরানো, প্রায়ই মেরামত করিতে হইত, কখনও লেশ্‌চেন্‌কোদের সাহায্য লইতে হইত, কখনও নিজেরাই করিতাম। পুরানো জুতার রবার দিয়া আমরা ফাটা টায়ারগুলি সারিতাম। যতদূর মনে পড়ে, সাইকেলে চাপা অপেক্ষা সাইকেল মেরামতই করিতাম আমরা বেশী; কিন্তু যখন সাইকেল চাপিয়া বাহির হইয়া পড়িতাম তখন কী চমৎকারই না লাগিত! ওমলেট ও রেনডিয়ারের মাংস রাঁধিয়া 'ছোট খুড়ী' ইলিচকে খুব করিয়া খাওয়াইতেন। ইলিচ ক্রমে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন, পূর্ব্বেকার স্বাস্থ্য তাঁহার ফিরিয়া আসিল।

স্টার সুডেন হইতে টেরিওকিতে একটি কনফারেন্সে আমরা গিয়াছিলাম। অবসর সময়ে অবস্থার কথা ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া ইলিচ এই

কনফারেন্সে তৃতীয় ডুমা বর্জ্জনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিলেন। এবার আরও একটি রণাঙ্গনে যুদ্ধ শুরু হইল। এই যুদ্ধ বর্জ্জনপন্থীদের বিরুদ্ধে। এই বর্জ্জনপন্থীরা নিজেদের বড় বড় কথার নেশায় নিজেরাই আচ্ছন্ন হইয়াছিল, বাস্তবের ভীষণ মূর্ত্তিকে ইহারা চিনিতে পারে নাই। ইলিচ তাঁহার বক্তব্য খুব জোরের সহিত সমর্থন করিলেন। ক্রাসিন একটি বাইসাইকেলের উপর দাঁড়াইয়া জানালার উপর কান পাতিয়া ইলিচের বক্তৃতা অত্যন্ত মনযোগের সহিত শুনিলেন; পরে তিনি আর বাড়ির মধ্যে গেলেন না, চিন্তামগ্ন হইয়া হাটিতে হাটিতে চলিয়া গেলেন। সত্যই চিন্তা করিবার মতো অনেক কিছু ছিল।

তারপর আসিল স্টুটগার্ট কংগ্রেস।* ইলিচ এই কংগ্রেসের ঘটনাবলীতে অত্যন্ত খুশি হইলেন। ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে এবং যুদ্ধ সম্পর্কে যে-প্রস্তাবগুলি আনীত হইল তাহা তিনি সমর্থন করিলেন।

* স্টুটগার্ট কংগ্রেসের অধিবেশন হয় ১৯০৭ সালের ১৮ই হইতে ২৪শে-মার্চ পর্য্যন্ত।

আবার বিদেশে

(১৯০৭ সালের শেষে)

ফিনল্যাণ্ডের আরও গভীরে ইলিচ্‌কে চলিয়া যাইতে হইল। বোগ্‌দানভ্‌ পরিবার, ইনোকেন্তি (ডুব্রোভিনস্কি) ও আমি কাউকোলার বাড়িটিতে তখনও রহিয়া গেলাম। ইতিমধ্যে টেরিওকিতে কয়েকবার খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে, কাউকোলাতেও হইবে বলিয়া আমরা আশঙ্কা করিতেছিলাম। নাটালিয়া বোগ্‌দানভ্‌ ও আমি সব কিছু পরিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। যাহা কিছু মূল্যবান সব কিছুই লুকাইয়া রাখিবার জন্য ফিনিশ কমরেডের হাতে দিলাম। বাকী সব আমরা পুড়াইয়া ফেলিলাম। পোড়াইলাম এত বেশী যে একদিন সকালে দেখি বাড়িটির চারিপাশের বরফ ছাই-এ ঢাকিয়া আছে। এত পোড়াইবার পরও যদি পুলিস আসিত, তথাপি তাহারা অনেক কিছুই পাইত। গাদা গাদা কাগজ জমিয়াছিল। বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আমাদের অবলম্বন করিতে হইল। একদিন সকালে বাড়িওয়ালী দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল কাউকোলাতে পুলিস আসিয়াছে। বে-আইনী কাগজপত্র সে যাহা হাতের কাছে পাইল নিজের ঘরে লুকাইয়া রাখিবার জন্য লইয়া গেল। বোগ্‌দানভ্‌ ও ইনোকেন্তিকে আমরা বনের মধ্যে বেড়াইতে পাঠাইলাম এবং নিজেরা পুলিসের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম; কিন্তু তাহারা আসিয়াছিল সামরিক সঙ্ঘের সভ্যদের খোঁজে।

ফিনল্যাণ্ডের গভীরে হেল্‌সিংফোর্সের নিকটবর্ত্তী ওগ্‌ল্‌বু নামক ছোট স্টেশনে দুইজন ফিনিশ বোনকে লইয়া ইলিচ বাস করিতেছিলেন। সেই দারুণ পরিচ্ছন্ন শীতল ঘরটিতে ইলিচের মন টিকিতেছিল না। ঘরটি ছিল ফিনিশ পদ্ধতিতে আরামদায়ক। ফিতার পর্দায় সাজানো ঘরটি, প্রত্যেক জিনিসটি পরিচ্ছন্ন ভাবে যথাযোগ্য স্থানে সাজানো। পাশের ঘর হইতে অনবরত আসিত হাসি, পিয়ানো ও ফিনিশ ভাষায় কথাবার্ত্তার শব্দ। ইলিচ সারাদিন ধরিয়া কৃষি-সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার বইখানি লিখিতেন, বিপ্লবের সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে তুলমূল বিচার করিয়া তবে তিনি লিখিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি ঘরের মধ্যে পাইচারি করিতেন, পাইচারি করিতেন আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া যাহাতে গৃহকর্ত্রীরা বিরক্ত না হন। মনে পড়ে, ওগ্‌ল্‌বুতে আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম।

পুলিস সারা ফিনল্যাণ্ড ইলিচকে খুঁজিয়া বেড়াইল। বিদেশে যাওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িল। স্পষ্টই বুঝা গেল, প্রতিক্রিয়া বহু বৎসর ধরিয়া চলিবে, আমাদের আবার সুইজারল্যাণ্ড যাইতে হইবে। কিছুতেই মন সরিতেছিল না, কিন্তু উপায় নাই। তার উপর বিদেশ হইতে 'প্রোলেটারি' পত্রিকা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল, কারণ ফিনল্যাণ্ডে থাকা আর সম্ভব নহে। কথা হইল, ইলিচ প্রথম সুযোগেই স্টক্‌হম্ যাইবেন এবং সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন। আমাকে পিটার্সবুর্গে বৃদ্ধা পীড়িতা মাতার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং সংযোগ-ব্যবস্থা স্থাপন প্রভৃতি নানা কাজ সারিতে হইবে। যখন সব কিছু সারা হইবে, তখন আমি ইলিচের উদ্দেশে যাত্রা করিব।

আমি যখন পিটার্সবুর্গে এই সব কাজে ব্যস্ত ছিলাম, স্টকহমের পথে ইলিচ তখন প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন। পুলিস তাঁহাকে এই

ভাবে অনুসরণ করিতেছিল যে, সাধারণ পথে অর্থাৎ অ্যাবো হইতে স্টীমার ধরিয়া যাইতে গেলে পুলিসের হাত হইতে কিছুতেই তিনি রেহাই পাইতেন না। স্টীমারে চড়িতে গিয়া অনেকেই গ্রেফ্‌তার হইয়াছেন। একজন ফিনিশ কমরেড ইলিচকে পাশের একটি দ্বীপ হইতে স্টীমারে উঠিবার উপদেশ দিলেন। ইহা কিছুটা নিরাপদ ছিল, কারণ সেখানে রুশ পুলিস কিছু করিতে পারিবে না। কিন্তু ঐ দ্বীপটিতে পৌছিতে গেলে দুই মাইল পথ বরফের উপর দিয়া হাটিতে হইত। যদিও তখন ডিসেম্বর মাস, তথাপি বরফের অবস্থা সব জায়গায় খুব নিরাপদ ছিল না। প্রাণ হাতে করিয়া এই পথে কেহ যাইত না বলিয়া কোনও পথপ্রদর্শকও পাওয়া যাইত না। অবশেষে দুইজন আনাড়ী ফিনিশ চাষী ইলিচকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল। তাহারা আবার ছিল সমুদ্রকূলের মানুষ। রাত্রে এই বরফ পার হইতে গিয়া তাহাদের ও ইলিচের প্রাণপ্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল। একস্থানে তাহাদের পায়ের নীচে হইতে বরফ সরিয়া যাইতে আরম্ভ করে। অনেক কষ্টে তাহারা সে-যাত্রা রক্ষা পান।

বোর্গো নামক একজন ফিনিশ কমরেডের (পরে ইহাকে হোয়াইট্ গার্ডরা গুলি করিয়া মারে) সাহায্যে আমি স্টকহমে প্রেরিত হই। ইনিই আমাকে বলিয়াছিলেন, কী বিপজ্জনক রাস্তাই না ইলিচ বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং কেবল মাত্র ভাগ্যের জোরেই সে-যাত্রা তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন। ইলিচ আমাকে বলিয়াছিলেন, পায়ের নীচে হইতে যখন বরফ সরিয়া যাইতে লাগিল তখন তিনি ভাবিলেন: "কি নির্ব্বোধের মতোই না মরিতে হইতেছে।"

আবার শুরু হইল রুশদের বিদেশযাত্রা—বলশেভিক, মেনশেভিক, সোশালিস্ট-রেভলিউশনারী, সব দলের লোকেরাই চলিলেন। আমার সঙ্গে

একই বোটে সুইজারল্যাণ্ড পর্য্যন্ত চলিলেন দান, লিডিয়া ও সিপোভ্‌না জেডেরবাউম এবং সোশালিস্ট-রেভরিউশনারী দলের দুইজন।

স্টকহমে কয়েকদিন থাকিবার পর ইলিচ ও আমি বার্লিন হইয়া জেনেভায় গেলাম। আমাদের পৌছিবার আগের দিন বার্লিনে রুশদের খানাতল্লাসী ও গ্রেফ্‌তার হইয়া গিয়াছে। কমরেড আব্রামভ নামে বার্লিন গ্রুপের যে-সদস্যটি আমাদের নিতে আসিয়াছিলেন, তিনি কাহারও বাড়ির ঠিকানায় না যাইতে আমাদের নির্দ্দেশ দিলেন এবং সারা দিন এক কাফে হইতে অন্য কাফেতে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইলেন। সন্ধ্যাটা কাটিল রোজা লুক্সেম্‌বুর্গের সঙ্গে। স্টুটগার্ট কংগ্রেসে ব্লাদিমির ইলিচ ও রোজা লুক্সেম্বুর্গ যুদ্ধের প্রশ্ন সম্পর্কে একমত হইয়া কাজ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে বেশী দেরী হইল না। তখন সবে মাত্র ১৯০৭ সাল, কিন্তু সেদিনের সে-কংগ্রেসেও তাঁহারা দুইজনে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম তাহা শুধু শান্তির সংগ্রাম নহে, তাহার লক্ষ্য হওয়া উচিত ধনতন্ত্রের স্থানে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। যুদ্ধ যে-সংকটের সৃষ্টি করে বুর্জোয়া শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য সেই সংকটের সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে। এই সংগ্রামের সিদ্ধান্তগুলির বর্ণনা প্রসঙ্গে ইলিচ লিখিয়াছেন: "কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন স্টুটগার্ট কংগ্রেসের মধ্যে মোটামুটি স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধ অবস্থা এবং আন্তর্জ্জাতিক সোশাল-ডেমোক্রাসীর বিপ্লবী অংশগুলিও এই কংগ্রেসে স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। কংগ্রেস এই সকল প্রশ্ন সম্পর্কে যে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ রূপে বৈপ্লবিক মার্ক্সবাদসম্মত।" স্টুটগার্ট কংগ্রেসে রোজা লুক্সেমবুর্গ ও ইলিচ একত্র হইয়া অভিযান করিয়াছিলেন। সেইজন্য সে-সন্ধ্যায় তাঁহাদের আলাপ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবেই জমিয়া উঠিল।

সে-সন্ধ্যায় যখন আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম, তখন আমরা পীড়িত হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের দুইজনেরই মুখে তখন সাদা ফেনা উঠিতেছে এবং এক ধরনেব দুর্ব্বলতা আমাদের আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। পরে জানা গিয়াছিল, এক রেস্তোরাঁ হইতে অন্য রেস্তোরাঁয় ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা কখন যেন পচা মাছ খাইয়া ফেলিয়াছিলাম। সে-রাত্রে একজন ডাক্তার ডাকিতে হইল। ব্লাদিমির ইলিচের নাম রেজিষ্ট্রি করা হইয়াছিল একজন ফিনিশ পাচক বলিয়া। আমি হইয়াছিলাম একজন আমেরিকান নাগরিকা। পরিচারিকা তাই একজন আমেরিকান ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। প্রথমে তিনি ব্লাদিমির ইলিচকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, অসুখ সাংঘাতিক। তারপর আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন: "তুমি বাঁচবে।" তিনি একগাদা ঔষধ লিখিযা দিলেন এবং কিছু একটা গোলমাল আছে অনুমান করিয়াই দর্শনী চাহিলেন অসম্ভব রকমের। দুইটা দিন আমরা ঘুরিয়া বেড়াইলাম, তাবপর অর্দ্ধপীড়িত অবস্থায় কোনমতে জেনেভায় গিয়া পৌছিলাম ১৯০৮ সালের ২০শে জানুয়ারী তারিখে। পরে ইলিচ গর্কির কাছে লিখিয়াছিলেন: "পথে আমাদের ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল।"

জেনেভাকে নিবানন্দ দেখাইতেছিল। কোনও তুষারপাত ছিল না, অথচ একটা তীব্র শীতল বাতাস বহিতেছিল। জেনেভা হ্রদের তীরে রেলিংগুলির উপর ববফস্তূপ পতনের ছবিওয়ালা পোস্টকার্ড বিক্রী হইতেছিল। শহরটিকে নিষ্প্রাণ ও শূন্য মনে হইতেছিল। জেনেভায় তখন যে-সকল কমরেড বাস করিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন মিখা ৎস্থাকায়া, ভি. পি. কারপিন্স্কি এবং ওল্গা রাভিস। মিখা একটি ছোট ঘরে থাকিতেন। আমরা পৌছিবার পর তিনি অতি কষ্টে বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন। আমরা সামান্য কথাবার্তা কহিলাম। কার্পিন্স্কিরা

তখন রুশিয়ান লাইব্রেরীতে (পরলোকগত কুক্‌লীনের) থাকিতেন। কার্‌পিন্‌স্কি উহার দেখাশুনা করিতেন। আমরা যখন পৌছিলাম তখন তিনি এক বিশ্রী ধরনের মাথাধরায় ভুগিতেছিলেন। ইহার ফলে তিনি কোনো সময়েই ভালো করিয়া তাকাইতে পারিতেন না। আলো সহ্য করিতে পারিতেন না বলিয়া জানালার খড়্‌খড়িগুলি সব সময় বন্ধ থাকিত। কার্‌পিনস্কির ওখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমরা যখন জেনেভার জনবিরল রাস্তায় চলিতে শুরু করিলাম, মনে হইল আমরা যেন এক নির্ব্বান্ধব পুরীতে আসিয়াছি। ইলিচ অনেকটা নিজের মনেই যেন বলিলেন : "মনে হচ্ছে, আমি এখানে এসেছি আমাকে কবর দেওয়া হবে ব'লে।"

আমাদের প্রবাস-জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় এইভাবে শুরু হইল। প্রথম অধ্যায়ের চেয়ে এই অধ্যায় অনেক বেশী কষ্টের।

পরিশিষ্ট

লেনিনের কর্ম্মপদ্ধতি

ব্লাদিমির ইলিচ যে-কাজ হাতে নিতেন তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপেই করিতেন। প্রাত্যহিক ধরাবাঁধা কাজের একটা মোটা অংশ তিনি নিজের হাতে করিতেন। কোনও বিশেষ কাজে তিনি যত বেশী গুরুত্ব আরোপ করিতেন ততই উহার খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেন।

রুশিয়ায় নিয়মিত ভাবে একখানি বে-আইনী দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের কতখানি যে অসুবিধা উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্লাদিমির ইলিচ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আন্দোলন ও সংগঠনের দিক হইতে রুশ জীবন-যাত্রার প্রকৃত রূপ এবং ক্রমবর্দ্ধমান শ্রেণী-সংগ্রামের প্রতিটি তথ্য ও ঘটনা মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিশ্লেষিত হয়—এইরূপ একখানি পুরাপুরি রুশ পত্রিকার প্রয়োজনীয়তার উপর অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি বিদেশ হইতে একটি পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত করেন এবং এই কাজের জন্য সহকর্ম্মীদের কয়েকজন বাছিয়া লইয়া একটি দল গঠন করেন। 'ইস্ক্রা'-র কল্পনা ও রূপ তাঁহারই দেওয়া। এই পত্রিকার প্রত্যেকটি সংখ্যা অত্যন্ত মনযোগ সহকারে দেখিয়া বাহির করা হইত। প্রতিটি শব্দ ভাবিয়া বসানো হইত ; এবং কর্ম্মী ব্লাদিমির ইলিচের চরিত্রের যাহা হইতে আভাস পাওয়া যায় সেইরূপ একটি বিবরণ এই যে, তিনি

সারা পত্রিকার আগাগোড়া প্রুফ সংশোধন করিয়া দিতেন। একাজ করার অন্য কোনো লোক ছিল না বলিয়াই যে তিনি এইরূপ করিতেন তাহা নহে, কারণ আমি চটপট প্রুফ দেখিতে শিখিয়া লইয়াছিলাম। যাহাতে কোনোরূপ ভুল থাকিয়া না যায় এ বিষয়ে তাঁহার আগ্রহের অন্ত ছিল না বলিয়াই তিনি প্রুফ দেখিয়া দিতেন। প্রথমে একবার তিনি প্রুফ দেখিয়া দিলে পর আমি উহা দেখিতাম এবং সর্ব্বশেষে তিনি পুনরায় একবার দেখিয়া দিতেন।

সব কাজেই তাঁহার ঐ এক রীতি। কৃষি সম্পর্কিত সংখ্যাতালিকা চিত্রণ ও নির্ণয় ব্যাপারে তিনি অনেকখানি সময় নিয়োগ করিতেন। তাঁহার নোট বইয়ে সযত্নে রচিত অনেকগুলি সংখ্যাতাত্ত্বিক তালিকা রহিয়াছে। সংখ্যাবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অনুমোদন করার সময় তিনি ছাপানো তালিকার যোগ অঙ্কগুলি পর্য্যন্ত একবার করিয়া মিলাইয়া দেখিতেন। সমস্ত বিষয় সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখা ইলিচের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া মতামত নির্দ্ধারণ করিতেন।

তথ্যের ভিত্তিতে মতামত নির্দ্ধারণের এই আগ্রহ তাঁহার প্রথম বয়সের রচিত পুস্তিকা "জরিমানা সংক্রান্ত আইন," "ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে" ও "কারখানার নূতন আইন"-এ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে তাঁহার প্রথম বয়সের রচিত পুস্তিকাগুলি খুবই দীর্ঘ হইয়াছে। কিন্তু মজুরগণ এইগুলিকে খুবই যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে করিয়াছেন। "রুশিয়ায় পুঁজিবাদের প্রসার" পুস্তিকাখানি কারাগারে রচনা করেন। এই পুস্তিকায় প্রচুর সংখ্যাতাত্ত্বিক মালমসলা রহিয়াছে। মার্ক্সের "ক্যাপিটাল" লেনিনের জীবনে এক বিরাট প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিল। কি বিপুল সংখ্যাতাত্ত্বিক মালমসলার উপর ভিত্তি

করিয়া "ক্যাপিটাল" রচিত হইয়াছে লেনিন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

লেনিনের স্মৃতিশক্তি খুবই প্রখর ছিল সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি উহার উপর নির্ভর করিয়া মোটেই কাজ করিতেন না। কোনও তথ্য বিবৃত করার সময় তিনি "আনুমানিক" শব্দটি মোটেই ব্যবহার করিতেন না। অত্যন্ত নির্ভুল ভাবে তিনি যে-কোনও তথ্য বিবৃত করিতেন। জ্ঞানভাণ্ডারের স্তূপীকৃত তথ্যাবলীর মধ্য দিয়া তাঁহার দৃষ্টি স্ফুরিত হইত, কারণ লেখার ন্যায় অধ্যয়নও তিনি অপরিসীম দ্রুততার সহিত করিতেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোনো কিছু স্মরণ রাখিতে হইলে তিনি তাহা নোট বইয়ে টুকিয়া রাখিতেন। তাঁহার এই সমস্ত নোটের অনেকগুলি এ পর্য্যন্ত সংরক্ষিত আছে। একদিন আমার লেখা "আত্মশিক্ষার সংগঠন" পাঠ করিয়া তিনি বলেন যে, কেবলমাত্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে নোট রাখা উচিত একথা লিখিয়া আমি ভুল করিয়াছি। কারণ এ বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। তিনি যে বারংবার তাঁহার স্বহস্তে লিখিত টীকা ও টিপ্পনিগুলি পড়িয়া দেখিতেন, ঐ সমস্ত টীকা ও টিপ্পনির তলার বহুবিধ মন্তব্য ও চিহ্ন হইতে উহা পরিস্ফুট হয়।

নিজের বই হইলে ইলিচ উহাতে দাগ কাটিতেন এবং পুস্তকের ধারে ধারে টিকা লিখিয়া রাখিতেন। বইয়ের কোন্ কোন্ পাতা চিহ্নিত করা হইল মলাটে সেই সেই পাতার সংখ্যা টুকিয়া রাখিতেন এবং ঐ সমস্ত পাতার গুরুত্ব হিসাবে সংখ্যাগুলির নীচে এক বা একাধিক রেখা টানিয়া দিতেন। নিজের লেখা প্রবন্ধগুলি তিনি বারবার করিয়া পড়িতেন এবং উহার টীকা লিখিয়া রাখিতেন। কোনও পুস্তকের কোনও বিশেষ পাতা পড়িয়া তিনি উহাতে নূতন কোনো ভাবের সন্ধান

পাইলে ঐ পাতাটির সংখ্যা মলাটে টুকিয়া তাহার তলায় একটি দাগ টানিয়া রাখিতেন। এইভাবে লেনিন তাঁহার স্মৃতিশক্তিকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি কোথায় কখন কিভাবে কাহার সহিত তর্ক করিবার সময় কি বলিয়াছেন, সেই কথাগুলি ঠিক ঠিক সেইভাবে তাঁহার মনে থাকিত। তাঁহার পুস্তকে, বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে আমরা একই কথার পুনরাবৃত্তি খুবই অল্প দেখিতে পাই। ইলিচের প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় বহু বৎসর ধরিয়া একই মুল ধারণার অভিব্যক্তি আমরা দেখিতে পাই, একথা সত্য; ইহার কারণ তাঁহার উক্তিতে এক অপরূপ ঐক্য ও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যাইত। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার রচনা ও বক্তৃতায় একই সাধারণ কথার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে দেখি নাই। মূলত একই ভাবধারার প্রবর্ত্তন করা হইত বটে কিন্তু নূতন পরিবেশে, নূতন মূর্ত্ত পরিপ্রেক্ষিতে এবং নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর মারফৎ। ইলিচের সহিত আমার একবার আলোচনা হইয়াছিল, তখন তিনি রোগশয্যায়। সেই আলোচনার কথা মনে পড়িতেছে। তাঁহার সদ্যঃপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতেছিলাম। এই পুস্তকাবলীর মধ্য দিয়া রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা কিভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, কিভাবেই বা এই সমস্ত অভিজ্ঞতার সহিত বিদেশী সহকর্ম্মীদের যোগাযোগ ঘটিতে পারে সেই সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা হইতেছিল। গ্রন্থাবলীর মূল আদর্শকে পরিবর্ত্তনশীল ঐতিহাসিক পরিবেশ হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য ঘটাইয়া কিভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে, সেই সম্বন্ধে আমরা একমত হই। এই কার্য্যের উপযোগী একজন সহকর্ম্মী বাছিয়া বাহির করার ভার ইলিচ আমার উপর দেন।

এখনও পর্য্যন্ত তাহা হয় নাই।

দুনিয়ার সর্ব্বহারাদের বৈপ্লবিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতা লেনিন সযত্নে

অনুধাবন করিয়াছিলেন। মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেলসের গ্রন্থাবলীতে এই সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত লইয়াছে। লেনিন ইহাঁদের পুস্তকাবলী পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করিতেন। আমাদের বিপ্লবের প্রতি স্তরে তিনি ঐ সমস্ত পুস্তকাবলী নূতন করিয়া অধ্যয়ন করিয়া লইতেন। লেনিনের উপর মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেলসের কিরূপ প্রভাব ছিল তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু তাঁহাদের রচনা কিভাবে লেনিনকে আমাদের বিপ্লবের সমসাময়িক অবস্থা ও পটভূমিকা নির্দ্ধারণে সাহায্য করিয়াছিল তাহা অনুধাবন করার যথেষ্ট মূল্য আছে। কিন্তু এইরূপ গবেষণামূলক গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই, হইলে দুনিয়ার বৈপ্লবিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা কিভাবে লেনিনের দূর-দৃষ্টির ক্ষমতা বাড়াইয়া তুলিয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট আভাস দিত। লেনিনের কাজের পদ্ধতি কি ছিল, কি উপায়েই বা তিনি মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌সের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, আমাদের সংগ্রামের পন্থা নির্দ্ধারণ ব্যাপারে ঐ সমস্ত গ্রন্থ তাঁহাকে কিভাবে সাহায্য করিয়াছিল এই সকল তথ্য যাঁহারা জানিতে উৎসুক, এই ধরনের একখানি গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট অমূল্য সম্পদ রূপে বিবেচিত হইবে। কালকারখানা ও বাণিজ্যে যে-সমস্ত দেশ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে সেই সমস্ত দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রভাব আমাদের সমগ্র আন্দোলনে কতখানি প্রতিফলিত হইয়াছিল এই গ্রন্থে তাহার আভাস মিলিত। রুশ বিপ্লব—আমাদের সংগ্রাম ও গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি—দুনিয়ার সর্ব্বহারাদের আন্দোলনের যে একটি অংশ মাত্র, এইরূপ গ্রন্থ হইতে এই সত্যকে উপলব্ধি করা সহজ হইত। আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক-আন্দোলন হইতে লেনিন কি গ্রহণ করিয়াছেন, কিভাবে উহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং ঐ অভিজ্ঞতা তিনি কিভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন ঐ গ্রন্থ হইতে তাহাও বুঝা যাইত।

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক-সংগ্রামকে কিভাবে কাজে লাগানো যাইতে পারে ইলিচ তাঁহার একাধিক গ্রন্থে সে-বিষয়ে লিখিয়াছেন। এই বিষয়ে কাউট্স্কির লিখিত একখানি পুস্তিকা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমার মনে পড়িতেছে। কাউট্স্কি ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। ইলিচ এই পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া খুব খুশি হন। তিনি উহা সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করাইয়া লন এবং অনুবাদের প্রতিটি শব্দ সংশোধন করিয়া দিয়া পুস্তিকার অনুকূলে একখানি ভূমিকা রচনা কবিয়া দেন। পুস্তিকাখানি যাহাতে অবিলম্বে ছাপা হয় এবং আমি উহার প্রুফ দেখিয়া দিই, সেজন্য তিনি আমাকে বলেন। আইন-অনুমোদিত বৃহৎ ছাপাখানা তিন দিন ধরিয়া খাটা সত্ত্বেও এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানা ছাপাইতে পারে নাই, এবং তিন দিন ধরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি কিভাবে প্রুফের প্রতীক্ষায় বসিয়া কাটাইয়া দিয়াছিলাম সে-কথা এখনও আমার মনে পড়ে। লেনিন তাঁহার উদ্দীপনার দ্বারা সঙ্গীদের মনে প্রেরণা জাগাইয়া তুলিতেন। কাউট্স্কির পুস্তিকা সম্বন্ধে একবার যখন লেনিন তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন তখন কাজে কাজেই আমাকে সমস্ত কাজ ফেলিয়া রাখিয়া পুস্তিকাটি ছাপানো অবস্থায় না পাওয়া পর্য্যন্ত ছাপাখানায় বসিয়া থাকিতে হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আজ কুড়ি বছরের অধিক কাল পরে সে-দিনকার অনগ্রসর রুশ শিল্পের আঁতুড় ঘবে তৈয়ারী ধূসর রঙের ছাপা, ভুলে-ভরা প্রচার-পুস্তিকা সম্বন্ধে লেনিনের বাণী আমার স্মৃতিপথে গাঁথা রহিয়াছে। তিনি সেই প্রচার-পুস্তিকার উপসংহারে যে কথা কয়টি লিখিয়াছিলেন আমার স্মরণ-পথে তাহা উদিত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছিলেন: "সাধারণ বুদ্ধিজীবীর লক্ষ্য 'কর্ত্তৃত্বের অবসান'।

ইহার সহিত মার্ক্‌স্‌বাদীর লক্ষ্যের মিল নাই। না, নাই। পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বিশ্বব্যাপী কঠোর সংগ্রামে যাহারা রত রহিয়াছে সেই শ্রমিক শ্রেণী কর্ত্তৃত্ব চায়। কিন্তু এই কর্ত্তৃত্ব যুক্তিসহ হইবে। অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তরুণ যোদ্ধাদের সংগ্রামে সংগ্রামশীল পুরাতন যোদ্ধাদের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন রথিয়াছে,—কর্ত্তৃত্ব অর্থে ইহাই বুঝায়। প্রয়োজন রহিয়াছে সেই সকল যোদ্ধার অভিজ্ঞতা যাঁহারা বহু ধর্ম্মঘটের সহিত জড়িত, বৈপ্লবিক সংগ্রামের পদাতিক যাঁহারা; প্রয়োজন রহিয়াছে তাঁহাদের যাঁহারা বৈপ্লবিক ভাবধারার মধ্য দিয়া ব্যাপক রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি অর্জ্জন করিয়াছেন! আমাদের দলের কর্ম্মপদ্ধতি ও কলাকৌশল বিশ্লেষণের জন্য বিশ্বব্যপী সর্ব্বহারা-আন্দোলনের কর্ত্তৃত্বের প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু পুঁজিপতিদের সরকারী শাসনরীতি ও পুলিসী নীতিব সহিত এই কর্ত্তৃত্বের কোনো সামঞ্জস্য নাই। বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর নেতৃত্বই আমাদের নেতৃত্ব।”

ভূমিকায় ব্লাদিমির ইলিচ আরও লিখিয়াছেন যে, কাউটস্কি নিম্নলিখিত কথা লিখিয়া রুশ বিপ্লব অনুশীলনের খাঁটি পথ দেখাইয়াছেন। কাউট্‌স্কি লিখিয়াছেন, ঃ “আমবা যেন একথা মনে রাখি যে, আমরা এমন এক অভিনব পরিস্থিতি ও সমস্যায় মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছি, পুরাতন শব্দভাণ্ডার হইতে বাক্য ব্যবহার করিয়া যাহা বুঝানো যাইবে না।” পুস্তিকার ভূমিকায় ইলিচ নূতন পরিস্থিতি বর্ণনা করিবার জন্য পুরাতন শব্দ প্রয়োগ করাব বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানাইয়াছেন। এতৎসত্ত্বেও আমরা জানি যে, কাউট্‌স্কি ১৯১৭ সালের বিপ্লব হইতে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও সমস্যাবলী অনুধাবন করিতে অসমর্থ হওয়ার ফলে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হইয়াছিলেন।

সর্ব্বহারাদের বিশ্বব্যাপী বৈপ্লবিক সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন

পরিস্থিতি ও সমস্যাবলী অনুধাবন করিতে শেখা এবং মার্ক্সীয় পদ্ধতিতে উহা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আয়ত্ত করা লেনিনবাদের মূল কথা। লেনিনবাদ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচিত হওয়া সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যক্রমে এই দিকটি সুনির্দ্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে খুব ব্যাপক ভাবে আলোচিত হয় নাই।

বৈপ্লবিক ঘটনাবলী পর্য্যালোচনায় লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গীর আর একটি দিক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বাস্তবকে উপলব্ধি করা ও সমষ্টিগত যুধ্যমান জনতার মতামতকে পৃথক করিয়া দেখার ক্ষমতা সম্বন্ধে খুবই অল্প আলোচিত হইয়াছে। লেনিনের মতে ভবিষ্যতের সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবহারিক নীতি নির্ণয়ের ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

সাধারণের জন্য কিভাবে লিখিতে হয় সেই সম্বন্ধে লেনিনের মতামত

"শ্রমিকদের জন্য লেখার সুযোগ পাওয়ার চেয়ে বড় আর কোনও সাধ আমার নাই।"—সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিতের জীবন যাপন কালে ব্লাদিমির ইলিচ প্রবাসী বন্ধু পি. বি. আক্সেলরডকে (১৮৯৭ সালের ১৬ই জুলাই-এর পত্র) এক পত্রে এই কথা লিখিয়াছেন।

যাহা হোক, ব্লাদিমির ইলিচ ১৮৯৭ সালের পূর্ব্বেও শ্রমিকদের জন্য লিখিয়াছেন।

১৮৯৫ সালে তিনি "জরিমানা সম্পর্কিত আইন" নামক একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। লাখটিনস্কি প্রেস হইতে ১৮৯৬ সালে এই পুস্তিকাখানি বে-আইনী ভাবে ছাপানো হয়।

১৮৯৫ সালে পিটার্সবুর্গ সোশাল-ডেমোক্রাট দল "শ্রমিকদের লক্ষ্য" নামক মজুরদের একখানি পত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্প করেন। এই দলটি পরে 'শ্রমিক মুক্তি-সংগ্রাম' দল নামে পরিচিত হইয়াছিল এবং

লেনিন, কিরঝিঝানোভ্স্কি, স্টার্কভ, রাডচেঙ্কো, ভানিয়েভ সিলভিন, ইয়াকুবোভা প্রভৃতি এই দলে ছিলেন। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা তৈয়ারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার শুরু হয়, এবং উহা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। ব্লাদিমির ইলিচ এই সংখ্যার জন্য "আমাদের মন্ত্রীরা কি ভাবিতেছেন" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।

কারাগার হইতে ব্লাদিমির ইলিচ একটি পুস্তকের মধ্যে রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে শ্রমিকদের উদ্দেশে দুইটি ঘোষণাবাণী লিখিয়া পাঠান। উহাদের নাম—"১লা মে—শ্রমিকদের উৎসবের দিন" ও "জার সরকারের প্রতি"।

আক্সেলরড ও প্লেখানভ ইলিচের পুস্তিকা "জরিমানা সম্পর্কিত আইনের" উচ্চ প্রশংসা করেন।

আক্সেলরডের নিকট লিখিত উপরোক্ত পত্রে ইলিচ লিখিয়াছিলেন, আমার শ্রমিক-সাহিত্য রচনা সম্পর্কে আপনার ও প্লেখানভের অভিমত আমাকে অত্যন্ত উৎসাহিত করিতেছে।

যে-সমস্ত তরুণ কর্ম্মী জনসাধারণের বোধগম্য সাহিত্য রচনায় ইচ্ছুক তাঁহাদের মনোযোগ সহকারে ইলিচের এই সমস্ত রচনা পাঠ করা উচিত।

"জরিমানা সম্পর্কিত আইন" নামক পুস্তিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে যে, ইহা খুবই সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া অন্তঃসারহীন বিক্ষোভমূলক যে-সমস্ত পুস্তিকার আজও বাজারে প্রচুর ছড়াছড়ি দেখা যায়, মালমসলার কথা বিবেচনা করিলে ইহা সেইগুলি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই পুস্তকে বিক্ষোভমূলক অথবা আবেদনমূলক ভাষা ব্যবহার করা হয় নাই। অথচ শ্রমিকদের মনোমত বিষয় নির্ব্বাচন করা হইয়াছে—এমন একটি বিষয় যাহা সে-দিনের

শ্রমিকদের মনে খুব বেশী সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছিল, যাহার সহিত তাহারা খুব বেশী জড়িত ছিল। শ্রমিকদিগের পরিচিত কতগুলি তথ্য লইয়া পুস্তিকার অবতারণা, এবং পুস্তিকাখানি আগাগোড়া কতকগুলি তথ্যের উপর সুসংবদ্ধ ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই তথ্যগুলি আবার হাজারো রকম সূত্র হইতে সংগৃহীত হাজারো রকম সংবাদ হইতে চয়ন করিয়া লওয়া হইয়াছিল। পুস্তিকাব তথ্যনিচয়ই শ্রমিকদিগকে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিল, ভাষা নহে। এই তথ্যগুলি এইরূপ আবেদন ও বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিল যে, শ্রমিকগণ পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়াই তাহাদের সিদ্ধান্ত ঠিক করিয়া ফেলিতে পারে। পুস্তিকার পবিকল্পনা হইতেই বুঝা যায়, উহা খুবই সুচিন্তিত। এইভাবে পুস্তিকাখানি পরিকল্পিত হইয়াছে ঃ—(ক) জরিমানা কি? (খ) পূর্ব্বে কিভাবে জরিমানা আদায় করা হইত এবং কি কারণেই বা জরিমানা সম্বন্ধে নূতন আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে; (গ) কি কি অছিলায় কারখানার মালিক জরিমানা আদায় করিতে পারে; (ঘ) জরিমানার পরিমাণ কত বেশী হইতে পারে; (ঙ) জরিমানা করার নিয়ম কি; (চ) আইন অনুযায়ী জরিমানার টাকা কোথায় যাওয়া উচিত; (ছ) জরিমানার আইন কি সকল শ্রমিকের উপর প্রয়োগ করা চলে; (জ) উপসংহার।

সমগ্র পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া শ্রমিকগণ যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয় পুস্তিকার উপসংহারে তাহাই সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হইয়াছে। উপসংহার-অধ্যায় তাহাদিগকে এক সাধারণ শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে সাহায্য করিয়াছে মাত্র। এই উপসংহারটি সহজবোধ্য অথচ শ্রমিকগণের সংগ্রামের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

“মন্ত্রীরা কি ভাবিতেছেন” এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধেও লেনিন “জরিমানা সম্পর্কিত আইনের” লিখনভঙ্গী বজায় রাখিয়াছেন। প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ

পোবেদোনোস্‌ৎসেভের নিকট লিখিত আভ্যন্তরীণ বিভাগের মন্ত্রী দুরনোভোর পত্রখানি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আলোচনা করিয়া তিনি শ্রমিকদিগের নিকট চূড়ান্ত মতামত এইভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন ঃ "শ্রমিকগণ, তোমরা দেখিতে পাইতেছ যে, শ্রমিকগণ জাগিয়া উঠুক, জানিয়া ফেলুক, একথা ভাবিতেও মন্ত্রীরা কি ভীষণ ভয় পায়। কোনও শক্তিই তোমাদের জাগরণে বাধা জন্মাইতে পারে না একথা তাহাদের বুঝাইয়া দাও। জ্ঞানহীন শ্রমিক হাতিয়ারবিহীন সৈনিকের ন্যায় ; জাগ্রত হইলে তাহারা শক্তির উৎস হইয়া দাঁড়ায়।"

"১লা মে উৎসবের দিন" ১৮৯৬ সালে কারাগারের অভ্যন্তরে রচিত হয়, কিন্তু উহার জন্মদিনের যদি কোনও হিসাব না থাকিত তাহা হইলেও ঘোষণার ধরন হইতে উহা কোন বৎসরের রচনা তাহা আমরা বুঝিতে পরিতাম। আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিকদের উৎসব ও তাহাদের সংগ্রামের কাহিনীর ভিত্তিতে ঘোষণাটি রচিত হইয়াছে। বড় বড় শিল্পকেন্দ্রসমূহেব শ্রমিকদের সংগ্রামেব প্রকৃত অবস্থা লইয়া ঘোষণাটির অবতারণা। এই সংগ্রামের সুফল সম্বন্ধে আভাস দিয়া শ্রমিকদিগকে ধর্ম্মঘট করিতে আবেদন জানানো হইয়াছে।

১৮৯৬ সালের ১লা মে ঘোষণাটি প্রকাশিত হয় এবং জুন মাসে পিটার্স্‌বুর্গে ত্রিশ হাজার সুতাকলের শ্রমিক ধর্ম্মঘট আরম্ভ করে।

"জার সরকারের প্রতি" শীর্ষক দ্বিতীয় ঘোষণায় ধর্ম্মঘটের ফলাফল সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রমিকদিগকে পুনরায় আরও তীব্রতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান জানানো হইয়াছে। ঘোষণাবাণীর উপসংহারে লেখা হইয়াছে ঃ "১৮৯৫ সাল ও ১৮৯৬ সালের ধর্ম্মঘট ব্যর্থ হয় নাই। উহার ফলে রুশ শ্রমিকদের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইয়াছে। কিভাবে নিজেদের স্বার্থ আদায়ের জন্য সংগ্রাম করিতে

হয় এই ধর্ম্মঘট তাহার পথ দেখাইয়াছে। এই ধর্ম্মঘট শ্রমিকদিগকে রাজনৈতিক অবস্থা ও রাজনৈতিক প্রয়োজন সম্বন্ধে বুঝিতে শিক্ষা দিয়াছে।”

১৮৯৭ সালে ব্লাদিমির ইলিচ শ্রমিকদের সম্বন্ধে দ্বিতীয় পুস্তিকা রচনা করেন। প্রথম পুস্তকের ভাবের অনুসরণ করিয়া দ্বিতীয় পুস্তিকা রচিত হয়। এই পুস্তিকার নাম “কারাগারের নূতন আইন”। ১৮৯৯ সালে লেনিন “শ্রমিক আদালত” ও “ধর্মঘট সম্বন্ধে” শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় রচনা করেন।

এই সব পুস্তিকা রচনা লেনিনকে জনসাধারণের বোধগম্য ও পরিচিত ভাষায় লিখিতে ও বক্তৃতা দিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছিল।

এই ধরনের জনপ্রিয় ভঙ্গীতে লিখিতে ও বক্তৃতা করিতে লেনিন কাহার নিকট হইতে শিক্ষা পান? তিনি পিসারেভ ও চের্নিশেভ্স্কীর নিকট হইতে এই শিক্ষা লাভ করেন। লেনিন এককালে পিসারেভের অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষা করেন তিনি শ্রমিকদের নিকট হইতে। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া শ্রমিকদের সহিত কথা বলিতেন, তাহাদের কারখানা-জীবনের ছোটখাট ঘটনা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতেন, সযত্নে তাহাদের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলি এবং তাহারা যে-সমস্ত প্রশ্ন করে তাহা শুনিতেন। কোনও বিশেষ সমস্যার কোন্ বিশেষ দিক্ শ্রমিকেরা বুঝে না এবং কেনই বা বুঝে না তাহা উপলব্ধি করার জন্য লেনিন তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ-শক্তিকে তাহাদের জ্ঞানের পর্য্যায়ের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতেন। শ্রমিকগণ লেনিনের সহিত এই সমস্ত আলাপ-আলোচনার কথা আজও বলাবলি করে।

ইলিচ তাঁহার ভাবধারা শ্রমিকদের নিকট প্রাঞ্জল ও সুষ্ঠু ভাবে

পৌঁছাইয়া দিতে পারিতেছেন কি-না সেই বিষয়ে স্থির নিশ্চিত হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতেন। অশ্লীলতার বিরুদ্ধে, কোনও সমস্যাকে খাটো করিয়া শ্রমিকদের নিকট উপস্থাপিত করার বিরুদ্ধে, মূল বস্তুকে লঘু করিয়া দেখানোর বিরুদ্ধেও তিনি সেই সঙ্গে আপত্তি জানাইতেন।

"কী করিতে হইবে" শীর্ষক প্রবন্ধে ইলিচ লিখিয়াছিলেন : "শ্রমিক-দিগকে বিপ্লবীর পর্য্যায়ে কি করিয়া তোলা যায় প্রধানত সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। কিন্তু উহা করিতে যাইয়া আমরা 'অর্থনীতিবিদ্'দের সাধ অনুযায়ী যেন নিজেদিগকে শ্রমিক জনসাধারণের কোঠায় নামাইয়া না আনি ..। শ্রমিকদের, বিশেষ করিয়া অনগ্রসর শ্রমিকদের জনপ্রিয় সাহিত্যের (খেলো সাহিত্যের নহে) প্রয়োজন আছে একথা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু নীতিকথাকে রাজনীতি ও সংগঠনের সহিত জড়াইয়া ফেলিলে আমি বিরক্ত হই। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যাঁহারা শ্রমিকদের সম্বন্ধে এত কথা বলেন তাঁহারাই কার্য্যত শ্রমিকদের মাথার উপর বসিয়া কথা বলার অভিপ্রায় দেখাইয়া তাহাদের অপমান করেন, শ্রমিক-নীতি ও শ্রমিক-সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনাকে খাটো করিয়া দেখাইতে চান। প্রয়োজনীয় কথা গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলুন, নীতিকথা নীতিবিদ্‌দের জন্য রাখিয়া দিন। রাজনীতিবিদ্ ও সংগঠকদের ঐগুলির প্রয়োজন নাই" (লেনিনের গ্রন্থাবলী, ইংরাজী সংস্করণ, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ২০৪)।

ইলিচ শ্রমিকদিগের নিকট "ছেলেভুলানো কথা বলা" ও গুরুত্বপূর্ণ যুক্তির পরিবর্ত্তে প্রবাদ অথবা বাগাড়ম্বর প্রকাশের নিন্দা করিতেন। (ঐ)

ইলিচের বক্তৃতা ও রচনা পাঠ করিয়া শ্রমিকেরা বুঝিতে পারিত যে, তিনি খুবই গুরুত্ব আরোপ করিয়া কথা কহিতেছেন।

তিন বৎসর পরে (১৯০৫ সালের জুন মাসে) ব্লাদিমির ইলিচ 'কী করিতে হইবে' পুস্তকের সেই পুরাতন প্রশ্নে ফিরিয়া যান। তিনি লেখেন ঃ

"সোশাল-ডেমোক্রাট দলের রাজনৈতিক কর্ম্মসূচীব মধ্যে বরাবরই শিক্ষাদানের একটা উপকরণ রহিয়াছে এবং উহা বরাবরই থাকিবে। কর্ম্মরত শ্রমিকদিগকে তাহাদের নিজস্ব ভূমিকায় অর্থাৎ নিপীড়িত মানবসমাজের মুক্তিযোদ্ধা রূপে গড়িয়া তোলাব প্রয়োজন রহিয়াছে। শ্রমিকশ্রেণীর একেবারে তলায় যাহারা, তাহাদের ক্রমাগত শেখানো দরকার। সর্ব্বাপেক্ষা যাহারা কাঁচা, যাহারা সামান্যতম চেতনাও লাভ করে নাই, আমাদের বিজ্ঞানের ছোঁয়াচ যাহাদের লাগে নাই এবং জীবনের অর্থ যাহারা বুঝে না,—মজুরশ্রেণীর সেই সমস্ত মানুষকে এমন শিক্ষাদানের ক্ষমতা আমাদের থাকা চাই, যাহার ফলে তাহাদের সহিত আমাদের সংযোগ নিবিড়তব হয়। ধৈর্য্য ও সংযমের সহিত ইহাদিগকে সোশাল-ডেমোক্রাটের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা আমাদের থাকা চাই। এইভাবে শিক্ষা দান কবিতে গিয়া আমরা যেন আমাদেব মতবাদকে প্রাণহীন করিয়া না তুলি, কেবল পুঁথিগত বিদ্যার দ্বাবা তাহাদিগকে যেন শিক্ষাদান কবিতে চেষ্টা না করি। সর্ব্বহারাদের একেবাবে তলায় যাহারা পড়িয়া আছে সেই অত্যন্ত কাঁচা ও অনুন্নতদের প্রতিদিনের জীবনধারণের সংগ্রামেও যেন আমরা অংশ গ্রহণ করি। আবার বলি, এই দৈনন্দিন কার্য্যে শিক্ষা দানের উপকরণ রহিয়াছে। কোনও সোশাল-ডেমোক্রাট প্রতিদিনের এই সমস্ত কার্য্যে গাফিলতী করিলে সদস্যপদের অধিকার হারাইবে।"

(রুশ সংস্করণের সপ্তম খণ্ড, ৩০৮-৯ পাতা)

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে ইহা তাহার বিশদ ব্যাখ্যা মাত্র। ইলিচ গণ-সাহিত্যের দরবারে কি দাবী করিতেন ইহা তাহা ব্যাখ্যা করিতেছে।

যখন ১৯০৩ সালে স্বতঃস্ফূর্ত্ত কৃষাণ-আন্দোলন দেখা দিল সেই সময় ইলিচ জনসাধারণের জন্য "গ্রামের গরীবদের প্রতি" শীর্ষক পুস্তিকা লেখেন। এই পুস্তিকায় শ্রমিকেরা কি জন্য সংগ্রাম করিতেছে এবং কেনই বা গ্রামবাসীদের শ্রমিকদের অনুসরণ করা উচিত তাহা বুঝাইয়া বলা হইয়াছে।

১৯০৫ সালের জুলাই মাসে ইলিচ তাঁহার বিখ্যাত পুস্তিকা "শাসনতন্ত্র ত্রয় অথবা রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার তিনটি অঙ্গ" রচনা করেন। পুস্তিকায় স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের গঠন, বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য সম্বন্ধে তুলনামূলক সমালোচনা করা হইয়াছিল। পুস্তিকাখানি মনোরম জনপ্রিয় লিখনভঙ্গীর একটি দৃষ্টান্ত এবং সেই সঙ্গে কোনও সমস্যাকে নিষ্ঠার সহিত কিভাবে আলোচনা করা যায়, কতখানি গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব তাহারও উদাহরণ।

ইলিচের মতে পরিস্থিতির আকস্মিক দ্রুত পরিবর্ত্তনের মুখে জনগণের বোধগম্য ভাষায় রচনা ও বক্তৃতা করার বিশেষ দায়িত্ব বর্ত্তায়। ১৯১৭ সালের এপ্রিল সম্মেলনে ব্লাদিমির ইলিচ বলেন :

"আমাকে ও আমাদের অনেককেই সৈন্যদের সম্মুখে বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। আমার মনে হয় যে, শ্রেণী-সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেও আমাদের নীতির যে-কথা অস্পষ্ট থাকিয়া যাইবে তাহা এই যে, কিভাবে আমরা যুদ্ধের অবসান ঘটাইতে চাই এবং উহা কতখানি সম্ভব বলিয়া মনে করি। জনসাধারণের মধ্যে আমাদের নীতি সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ভ্রান্ত ধারণা, আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে একটা পরিপূর্ণ অনভিজ্ঞতা রহিয়াছে। সুতরাং আমাদিগকে যথাসম্ভব জনগণের বোধগম্য ভাষায় কথা কহিতে হইবে।"

(পুরাতন রুশ সংস্করণের চতুর্থ পর্ব্বের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪১৬ পাতা)

ঐ একই বক্তৃতায় ইলিচ বলেন : ‘‘জনসাধারণের নিকট বলার সময় আমাদের হাতের কাছে প্রত্যক্ষ জবাব মজুত রাখা দরকার।” রাজনৈতিক সংজ্ঞার সুস্পষ্ট অর্থবোধ থাকা উচিত। “ ‘ভ্রাতৃত্ব’ শ্লোগানটির মধ্যে যা কিছু অভাব তাহা হইতেছে রাজনৈতিক অর্থের।” পুঁজিবাদকে ধ্বংস করিয়া না ফেলা পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তিকে কার্য্যকরী করা যাইবে না, এই কথা বলার সময় ইলিচ বার বার এই অনুরোধ জানাইয়াছিলেন যে, এই কথা জনসাধারণকে যেন বুঝাইয়া বলা হয়।

“আমি আবার বলি, অনগ্রসর জনসাধারণের নিকট এই সত্যকে প্রচার করিতে হইলে, এই প্রশ্নের সহিত তাহাদের পরিচয় ঘটাইতে হইলে কোনো মাধ্যমের সাহায্যেই তাহা হওয়া উচিত। জনপ্রিয় যুদ্ধকালীন সাহিত্যের ত্রুটিবিচ্যুতি এই যে, উহাতে আসল প্রশ্নটিকে এড়াইয়া যাওয়া হয়, চাপা দেওয়া হয়। যেন কোনো কালে শ্রেণীসংগ্রাম ছিল না এবং দুইটি দেশের একটি অপরকে আক্রমণ না করা পর্য্যন্ত উভয়ে পরস্পরের বন্ধু হিসাবে বাস করিতেছিল—এইভাবে দেখানো হইয়া থাকে। ইহা এক উদ্দেশ্যহীন ভ্রান্ত ব্যাখ্যা, শিক্ষিতদের পক্ষে সচেতন ভাবে জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া।”

ইহা হইতে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে? ইলিচ জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় লিখন ও বক্তৃতা দানের ক্ষমতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিতেন। কমিউনিস্ট সমাজ যে জনসাধারণের নিজস্ব লক্ষ্য এ-কথা তাহাদের বোধগম্য ভাষায় পরিবেশনের জন্য এই ক্ষমতার প্রয়োজন। জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় বক্তৃতা ও রচনা করার একটা সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকিবে অর্থাৎ উহা এক সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যপদ্ধতির প্রতি মনকে ধাবিত করিবে। জনগণের বোধগম্য ও প্রিয় ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতার ভাবধারা সুস্পষ্ট সংজ্ঞাবোধক হইবে। অশ্লীলতা, অত্যন্ত লঘু

করিয়া দেখানোর প্রচেষ্টা অথবা উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুতি কোনো ক্রমেই আমল দেওয়া চলিবে না। বর্ণনা এইরূপ সাবলীল হইবে যাহার ফলে উহা পাঠক অথবা শ্রোতাকে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে সাহায্য করে।

বাস্তব অবস্থার সহিত সম্পর্ক নাই এইরূপ বিমূর্ত্ত যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া বিবৃতি রচনা করিলে চলিবে না। শ্রোতা ও পাঠকের সহিত যে-সমস্ত ঘটনার নিবিড়তর সংযোগ রহিয়াছে এইরূপ ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া বিবৃতি রচিত হওয়া উচিত। শ্রেণী-সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির সহিত এবং সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের গুরুত্বপূর্ণ নানা প্রশ্নের সহিত এই ঘটনার কি সম্বন্ধ তাহা এক-এক করিয়া ক্রমে ক্রমে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হইবে।

ইলিচ উপরোক্ত উপায়ে আমাদিগকে জনসাধারণের বোধগম্য ও জনপ্রিয় ভাষায় বক্তৃতা দিতে ও লিখিতে শিখাইয়াছিলেন।

আজিকার দিনে গণ-সাহিত্যের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। শ্রেণী-সংগ্রামের যে-তীব্রতা আজ লক্ষ্য করা যাইতেছে তাহার ফলে জনসাধারণের পক্ষে পরিস্থিতি পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি করা ও সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের মূলগত সমস্যাবলীর সহিত প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার চলতি ঘটনাবলীর মিল বুঝিয়া দেখা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের এই ধরনের সাহিত্যের অসম্ভব রকম অপ্রতুলতা রহিয়াছে এবং এই সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। লেনিন এবং জনসাধারণ উভয়ের নিকট হইতেই আমাদিগকে জনপ্রিয় ভঙ্গীতে লিখিতে শিখিতে হইবে। এই ধরনের লিখনভঙ্গীকে উন্নততর করিয়া তুলিবার জন্য সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে এবং কার্য্যের মধ্য দিয়া আমাদের প্রচেষ্টার সাফল্য পরীক্ষা করিতে হইবে।

লেনিন ও চের্নিশেভস্কী

ব্লাদিমির ইলিচের উপর চের্নিশেভ্স্কীর প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে আমি গুটিকয়েক কথা বলিতে চাই। ব্লাদিমির ইলিচ নিজের প্রবন্ধে ও পুস্তকে তাঁহার উপর চের্নিশেভ্স্কীর কিরূপ প্রভাব ছিল সে-সম্পর্কে সোজাসুজি কোনো কথা বলেন নাই, কিন্তু চের্নিশেভ্স্কীর সম্বন্ধে তিনি যখনই কোনো কথা বলিয়াছেন আগ্রহের সঙ্গেই বলিয়াছেন। যে কেহ ব্লাদিমির ইলিচের রচনা পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন যে, উহাতে চের্নিশেভস্কীর কথার উল্লেখ যেখানেই আছে সেখানেই উহা খুব বিশেষ আবেগের সহিত করা হইয়াছে। ইলিচের "কী করিতে হইবে" পুস্তিকায় চের্নিশেভস্কীর প্রভাব সম্বন্ধে পরোক্ষ উল্লেখ রহিয়াছে। পার্টি প্রতিষ্ঠার আগে, ১৮৯৪ সাল হইতে ১৮৯৮ সাল পর্য্যন্ত যখন শ্রমিক-আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে এবং ব্যাপক রূপ ধারণ করিতেছে, সেই সময় ইলিচ এই বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, এই আন্দোলনের সহিত জড়িত যুবকবৃন্দ পুরাতন বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপের মহিমায় বিকশিত ও শিক্ষিত হইয়া উঠে। তিনি বলেন যে, এই বিপ্লবী পূর্ব্ব-গামীদের প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি পথ অর্থাৎ মার্ক্সীয় ধারা অনুসরণ করার জন্য তাহাদিগকে একটি বড় রকমের গৃহযুদ্ধের মূল্য দিতে হইয়াছিল। এই বৈশিষ্ট্যটি লেনিনের জীবন-কাহিনীর একটি উপাদান।

ব্যক্তি হিসাবে চের্নিশেভস্কী তাঁহার আপোসহীন মনোভাবের দ্বারা, অধ্যবসায়ের দ্বারা ও অসামান্য কঠোর ভাগ্যকে আত্মমর্য্যাদার সঙ্গে সগর্ব্বে বরণ করিয়া লইবার সাহসের দ্বারা লেনিনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন। এই কারণে লেনিন চের্নিশেভস্কী সম্বন্ধে যখনি কোনো কথা বলিতেন উহাতে

তাঁহার স্মৃতির প্রতি এক বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব থাকিত। সঙ্কট-মুহূর্তে, যখন পার্টি প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হইয়াছে, সেই সময় লেনিন চের্নিশেভস্কীর একটি রচনার অনুচ্ছেদ বারবার আবৃত্তি করিতে ভালোবাসিতেন। ঐস্থানে চের্নিশেভস্কী লিখিয়াছেন: "বিপ্লবের পথ নেভ্স্কী প্রস্পেক্টের বাঁধা শড়ক নহে।" ১৯১৭ সালে যখন প্রতিক্রিয়া তীব্র ভাবে অনুভূত হইয়াছিল এবং পার্টিকে পশ্চাদপসরণ করিতে হইয়াছিল, লেনিন সেই সময় এই কথা কয়টি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ১৯১৮ সালে যখন সোভিয়েটের সামনে সঙ্কট ঘনঘোর হইয়া আসিয়াছিল, যখন ব্রেষ্ট-লিটোভস্ক চুক্তি সম্পন্ন করা এবং গৃহযুদ্ধ পরিচালনা করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল, সেই সময়েও লেনিন চের্নিশেভস্কীর উপরোক্ত কথা কয়টি স্মরণ করিয়াছিলেন। চের্নিশেভস্কীর দৃষ্টান্ত হইতে তিনি শক্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং কখনও কখনও তাঁহাকে একথা বলিতে শুনা যাইত যে, বৈপ্লবিক মার্ক্স্বাদীর সব অবস্থার জন্য তৈরী থাকা উচিত।

কিন্তু চের্নিশেভস্কী যে কেবল তাঁহার ব্যক্তিত্বের দ্বারা লেনিনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন তাহা নহে। আমরা লেনিনের বেআইনী রচনা "জনগণের বন্ধু কাহারা?" এই পুস্তিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে লেনিনের উপর চের্নিশেভস্কীর প্রভাব অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিব। যে-নূতন যুগের তরুণদের সম্বন্ধে লেনিনের বক্তৃতায় উল্লেখ দেখা যায়, ১৮৯৪ সালের বৈপ্লবিক সোশাল-ডেমোক্রাটিক দলের সেই যুবকেরা এমন একটি আবহাওয়ায় গড়িয়া উঠিয়াছিল—যে-আবহাওয়ার চতুষ্পার্শ্বে সাহিত্য-জগতে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কৃষি-আইন সংস্কার সম্পর্কে কেবল মৌখিক দরদ প্রতিধ্বনিত হইত। চের্নিশেভস্কী যে ইহা যথার্থ উপলব্ধি করিয়াছিলেন মিখাইল নিকোলায়েভিচ্ (অধ্যাপক পক্রোভস্কী) একথা বলিয়াছেন, এবং ভ্লাদিমির ইলিচ বলিয়াছিলেন: কৃষি-আইন

সংস্কারের প্রাক্কালে চের্নিশেভস্কী উদারনৈতিক দল সম্বন্ধে যে-মতামত দিয়াছিলেন, তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা, শ্রেণী-স্বার্থের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন একমাত্র তাঁহার ন্যায় মনীষীর পক্ষেই তাহা সম্ভব।

লেনিনের পরবর্ত্তী জীবনের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, উদারনৈতিক মতবাদের বিরুদ্ধে চের্নিশেভ্স্কী তাঁহার আপোহীন মনোভাবের দ্বারা লেনিনকে সংক্রামিত করিয়াছিলেন। উদারনৈতিক দলের বাঁধা বুলি ও তাহাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অবিশ্বাস লেনিনের সমগ্র কার্য্যাবলীর মধ্যে স্পষ্ট ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন ও ক্রেডোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, স্ট্রুভের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ এবং পরবর্ত্তী কালে ক্যাডেটদের সম্বন্ধে ও মেনশেভিক লিকুইডেটর *—যাহারা ক্যাডেটদের সহিত কাজ করিতে চাহিয়াছিল তাহাদের সম্বন্ধে যে-আপোসহীন মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন সে-কথা যদি ধরি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, ১৮৬১ সালে কৃষি-আইন সংস্কার কালে উদারনৈতিক দলের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে চের্নিশেভস্কী যে-মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন লেনিনও ইহাদের সম্বন্ধে অনুরূপ মনোভাব গ্রহণ করেন। তাঁহার এই আপোসহীন মনোভাবের কথা যদি পর্য্যালোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, তাঁহার এই মনোভাবের জন্য—যাহা পার্টিও গ্রহণ করিয়াছিল—পার্টি জয়ী হইতে সমর্থ হইয়াছিল। উদারনৈতিক বুর্জ্জোয়াদের প্রতি মনোভাবের প্রশ্নের সহিত গণতন্ত্রের প্রশ্ন নিবিড় ভাবে জড়িত। "জনগণের বন্ধু

* জারের কুখ্যাত মন্ত্রী স্টলিপিনের দমননীতির ভয়ে মেনশেভিকদের মধ্যে অনেকে বে-আইনী পার্টি ভাঙ্গিয়া উঠাইয়া দিতে চাহিয়াছিল, এই জন্য ইহাদের বলা হইত 'লিকুইডেটর' বা 'উচ্ছেদকামী'—অনুবাদক

কাহারা ?” শীর্ষক পুস্তিকায় লেনিন লিখিয়াছেন : “চের্নিশেভস্কীর যুগে গণতন্ত্রের সংগ্রাম ও সমাজতন্ত্রবাদের সংগ্রাম ছিল অখণ্ড এক সংগ্রাম”। বুর্জোয়া উদারনৈতিকদের গণতন্ত্র এবং নবম শতকে যে-সব নারোদনিক্ বুর্জোয়াদের প্রভাবে পড়িয়া জারতন্ত্রের সহিত নিজেদের থাপ থাওয়াইয়া লইয়াছিল তাহাদের গণতন্ত্রের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া লেনিন তাহার বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক মার্ক্‌স্‌বাদের গণতন্ত্র উপস্থাপিত করেন। চের্নিশেভস্কী প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এমন এক আপোসহীন সংগ্রামের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, যে-সংগ্রামে গণতন্ত্রের লড়াই সমাজতন্ত্রের লড়াইয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ।

ইলিচ চের্নিশেভস্কীর কার্য্যাবলী, তাঁহার গণতন্ত্রের প্রকৃত আদর্শের মূল্য দিতেন। কারণ এই গণতান্ত্রিক আদর্শের মধ্যে তিনি জনগণের প্রতি মার্ক্‌সীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গতি দেখিতে পাইয়াছিলেন। শ্রমিকশ্রেণী ও পুঁজিপতিদের মধ্যে যে-অর্থনৈতিক সংগ্রাম চলিতেছিল মার্ক্‌স্‌বাদের শিক্ষা যে কেবল তাহার উপরই আলোকপাত করিতেছে তাহাই নহে, মার্ক্‌স্‌বাদ সমগ্র ভাবে বিষয়টি গ্রহণ করিয়া উহার সমগ্র প্রণালী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছে; এবং সেই সঙ্গে গণতন্ত্রের সংগ্রামকে কিভাবে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের সহিত মিলানো যায় তাহার পথও দেখাইয়াছে। মার্ক্‌স্‌ কিভাবে লাসালের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, কোন্‌ যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া তিনি লাসালের সহিত লড়িয়াছিলেন, লাসাল জনগণের বৈপ্লবিক উদ্যোগের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া মার্ক্‌স্‌ তাঁহার প্রতি কিরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন—এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে আমরা বৈপ্লবিক মার্ক্‌স্‌বাদের মর্ম্মবস্তু উপলব্ধি করিতে পারিব। এই সত্য “বৈধ মার্ক্‌স্‌বাদীরা” আদৌ অনুধাবন করিতে পারে নাই। তাহারা তাই শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের অবস্থার স্থায়ী

পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে মার্ক্‌স্‌ যাহা বলিয়াছেন তৎসম্পর্কে বরাবর চোখ বুজিয়া কাটাইয়া দিয়াছে। মার্ক্‌সীয় মতে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের লড়াই এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। সুতরাং গণতন্ত্রের প্রশ্ন উঠিলেই ইলিচ যে চের্নিশেভস্কীর কথা সব সময় বলিতেন তাহা নেহাৎ দৈবাৎ নয়; চের্নিশেভ্‌স্কির নিকট হইতে তিনি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মিলিত সংগ্রামের আদর্শ শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা সোভিয়েট ও সোভিয়েট শক্তি সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষার পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে, ঐ শিক্ষার মধ্যে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের ঐক্য পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। ১৯১৮ সালে আমি সোভিয়েট ও সোভিয়েট শক্তি সম্বন্ধে একখানি জনপ্রিয় পুস্তিকা রচনার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। ইলিচ এই সময়ে আমাকে একখানি ফরাসী পত্রিকা 'ল্যুম্যানিতে' হইতে অংশ বিশেষ দেখান। যে-ফরাসী কমরেডটি ইহা লিখিয়াছিলেন তাঁহার নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি; তবে এইটুকু মনে আছে যে, উহাতে লেখা হইয়াছিল সোভিয়েট শাসনপ্রণালী এক দৃঢ় ও সুসঙ্গত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। রচনার অংশটি আমার হাতে দিবার সময় ইলিচ বলেন যে, ঠিক এই দিক সম্বন্ধে আমাকে মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইবে। সোভিয়েট ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে পরিপূর্ণ যথার্থ গণতন্ত্র নিহিত আছে, এই ব্যবস্থার মধ্যে থাকিয়া শ্রমিকশ্রেণী এক নূতন ও ব্যাপকতর গণতন্ত্রে উন্নীত হইতেছে—তাহা দেখানো দরকার।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকেই মার্ক্‌সের পুস্তকাবলী রুশ ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। কিন্তু মার্ক্‌স্‌বাদ প্রয়োগ করিয়া তখনও পর্য্যন্ত রুশিয়ার তথ্যাবলী লইয়া কোনো রচনা লেখা হয় নাই। লেনিনই তাঁহার "রুশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ" পুস্তকে উহা করেন। চের্নিশেভস্কীর প্রভাবের কল্যাণেই লেনিন উহা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। চের্নিশেভস্কী

প্রকৃত রুশ জীবন সম্বন্ধে, কৃষকদের নিকট হইতে ক্রয় করা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন সে-সম্বন্ধে ব্লাদিমির ইলিচ আমাদের বহুবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

"চের্নিশেভস্কী সম্বন্ধে" নামক প্লেখানভের লেখা পুস্তিকায় চের্নিশেভস্কীর জীবনের দার্শনিক দিক সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে; এই পুস্তকের সহিত পরিচিত থাকা সত্ত্বেও ইলিচ তাঁহার বিপ্লবী জীবনের প্রথম অধ্যায়ে চের্নিশেভস্কীর দার্শনিক বিশ্বাসের উপর অল্প মনোযোগই দেন। এই বিষয়ে তাঁহার অল্পই আগ্রহ ছিল। ১৯০৮ সালে যখন দার্শনিক ক্ষেত্রে তুমুল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, মাত্র সেই সময়ে ইলিচ চের্নিশেভস্কীর গ্রন্থাবলী পুনরায় পাঠ করেন এবং তাঁহাকে একজন বড় হেগেলপন্থী ও বস্তুবাদী রুশ দার্শনিক বলিয়া অভিহিত করেন। পরে ১৯১৪ সালে যখন যুদ্ধ ঘনাইয়া আসিল এবং জাতীয় প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিল, সেই সময় ইলিচ তাঁহার "জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ" শীর্ষক প্রবন্ধে বিশেষ জোরের সহিত বলেন যে মার্ক্‌সের ন্যায় চের্নিশেভস্কীও পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহের তাৎপর্য্য সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

ইলিচের জীবনের উপর, তাঁহার সমগ্র বৈপ্লবিক কার্য্যাবলীর উপর চের্নিশেভস্কীর কি গভীর প্রভাব ছিল উপরোক্ত তথ্যাবলী সে-সম্বন্ধে অলোকপাত করিতেছে। ইহা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে ইলিচের মনোভাবও বুঝা যায়। ইলিচের উপর যে-সমস্ত গ্রন্থকারের প্রগাঢ় প্রভাব ছিল সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসনকালে তাঁহাদের সকলের ছবি তাঁহার সঙ্গে ছিল। এলবামের মধ্যে একদিকে মার্ক্‌স্, এঙ্গেল্‌স্ ও অপর দিকে হার্টজন ও পিসারভের পরেই চের্নিশেভ্‌স্কী ও চের্নিশেভস্কীকে যিনি মুক্ত করিয়াছিলেন সেই মিশকিনের ছবি ছিল। ক্রেমলিনে

নিজের পাঠাগারে লেনিন যাঁহাদের বই সব সময়ে হাতের কাছে রাখিতে চাহিতেন তাঁহাদের মধ্যে একই তাকে মার্ক্‌স্, এঙ্গেলস্ ও প্লেখানভের সঙ্গে চের্নিশেভস্কীর সমগ্র গ্রন্থাবলীও ছিল। লেনিন তাঁহার অবসর-মুহূর্ত্তে বারংবার এইগুলি পাঠ করিতেন।

"জনগণের বন্ধু কাহারা?" এই পুস্তিকায় লেনিন লিখিয়াছেন যে, কাউট্‌স্কি চের্নিশেভস্কীর যুগ সম্বন্ধে যে-কথা বলিয়াছেন তাহা ঠিকই বলিয়াছেন। কাউটস্কি বলিয়াছেন যে, চের্নিশেভস্কীর সময় প্রত্যেক সমাজতন্ত্রী একাধারে কবি ও সমাজতন্ত্রী ছিলেন। ইলিচ উপন্যাস পাঠ করিতে ও উহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে ভালোবাসিতেন। কিন্তু তাঁহার উপন্যাস পাঠ সম্বন্ধে একটি কথা এই যে, জীবনের সাহিত্যিক অভিব্যক্তির সহিত তিনি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীকে মিলাইয়া দেখিতেন। তিনি এই দুইটি বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে পৃথক করিয়া দেখিতেন না। চের্নিশেভস্কীর উপন্যাস-গুলীতে সামাজিক ধারণা যেমন প্রতিফলিত হইয়াছে, তেমনি যে-সমস্ত পুস্তকে নানা রকম সামাজিক ধারণা প্রতিফলিত হইয়াছে, ইলিচ সেই সমস্ত পুস্তক পাঠের জন্য নির্ব্বাচন করিতে ভালোবাসিতেন।

এই বিষয়ে আমাদের মধ্যে কি আলোচনা হইয়াছিল তাহা আর আমার মনে নাই। যতই দিন যাইতে থাকে, ততই মানুষ অনেক ভুলিয়া যায়। প্রত্যেক দিনই নূতন কিছু ঘটে এবং আলাপ-আলোচনার সার কথাটুকু ছাড়া আব বিশেষ কিছুই মনে থাকে না। আমার মনে হয় যে, ইলিচের প্রবন্ধে, গ্রন্থে ও পুস্তিকায় চের্নিশেভস্কির প্রভাব প্রভূত পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছে।

লেনিনের মনোমত উপন্যাস

আমাকে যে-কমরেডটি লেনিনের সহিত প্রথম পরিচয় করাইয়া দেন তিনি বলেন যে, লেনিন খুবই পণ্ডিত ব্যক্তি; তিনি কেবলমাত্র পাণ্ডিত্য-পূর্ণ পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন, জীবনে কোনোদিন উপন্যাস বা কবিতা পাঠ করেন নাই। আমি একথা শুনিয়া অবাক হইয়া যাই। আমি আমার তরুণ বয়সে সমস্ত ক্লাসিক গ্রন্থ পাঠ করিয়া ফেলিয়াছিলাম, লারমনটভ ও অন্যান্য সাহিত্যিকদের লেখা আমার প্রায় মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। চের্নিশেভস্কী, লিও টলস্টয় ও উস্‌পেন্‌স্কির ন্যায় লেখকের রচনা আমার জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই সমস্ত গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে এই লোকটির বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই, একথা আমার নিকট অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী সময়ে যখন একসঙ্গে কাজ আরম্ভ করিতে গিয়া আমি ইলিচকে ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনিবার সুযোগ পাই, তখন মানুষের মূল্য তিনি কি ভাবে নির্দ্ধারণ করিতেন, মানুষের জীবন এবং মানুষকে তিনি কি ভাবে অধ্যয়ন করিতেন তাহা আমি লক্ষ্য করি। জীবন্ত মানুষের খোঁজ না লইয়া পুস্তকের গভীরে তলাইয়া মানবজীবনের সহিত পরিচিত হওয়ার চেষ্টা তিনি কিভাবে পরিহার করিতেন আমি তাহাও লক্ষ্য করি।

কিন্তু জীবন তখন এমনি ছিল যে এই বিষয় লইয়া কথা বলার সুযোগ ঘটে নাই। পরে আমরা যখন একসঙ্গে সাইবেরিয়ায় কাটাই সেই সময় আবিষ্কার করি যে, ইলিচ আমার চেয়ে কিছু কম ক্লাসিক গ্রন্থ পাঠ করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তিনি টুর্গেনিভের সমগ্র গ্রন্থাবলী মাত্র একবার পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বারংবার অধ্যয়ন করিয়াছেন। নেক্রাসভ ও

চের্নিশেভস্কির গ্রন্থাবলীর সহিত তাঁহার নিবিড় জানাশোনা ছিল। আমি সাইবেরিয়ায় পুশ্‌কিন, লারমন্‌টভ ও নেক্রাশেভের গ্রন্থাবলী সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই। এই সমস্ত গ্রন্থাবলী হেগেলের গ্রন্থরাজির পাশাপাশি নিজের শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া ইলিচ প্রতি সন্ধ্যায় বারংবার অধ্যয়ন করিতেন। তিনি পুশ্‌কিনের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিতেই সর্ব্বাপেক্ষা ভালোবাসিতেন। কিন্তু কেবল সুঠাম লিখনভঙ্গীকেই তিনি যে কদর করিতেন তাহা নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে যে, চের্নিশেভস্কীর "কী করিতে হইবে?" উপন্যাসখানি উচ্চ স্তরের কোনো সাহিত্য না হইলেও এবং সহজ ভঙ্গীতে লেখা হইলেও তিনি উহা কিরূপ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন এবং ইহার প্রতিটি সূক্ষ্ম কলা-কৌশল কিভাবে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল সেকথা মনে হইলেও বিস্ময় বোধ হয়। এক সময়ে লেনিন পিসারভের বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে খুবই পছন্দ করিতেন। সাইবেরিয়ায় আমরা জার্মান ভাষায় গ্যেটের "ফাউস্ট" ও হাইনের ছোট একটি কবিতার বই পাঠ করিয়াছিলাম।

সাইবেরিয়া হইতে মস্কো প্রত্যাবর্ত্তনের পর ইলিচ "হেনস্কেল দি ইজভোস্তচিক" নামক নাটক দেখিতে যান। নাটকটি দেখিয়া তিনি খুশি হইয়াছেন বলিয়া জানান।

মিউনিকে থাকার সময়ে তিনি যে-সব বই পড়িতে ভালোবাসিতেন তাহার মধ্যে ছিল জেরহার্দ-এর 'বেই মামা', পোলেন্‌ৎস্‌-এর 'কৃষক।'

পরবর্ত্তী সময়ে প্যারিসে আমাদের দ্বিতীয় নির্ব্বাসনের কালে ইলিচ ভিক্টর হিউগোর ১৮৪৮ সালের বিপ্লবকে কেন্দ্র করিয়া রচিত কাব্যগ্রন্থ Chatiments আগ্রহের সহিত পাঠ করেন। যে-সময় হিউগোকে নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় এবং তিনি গোপনে ফ্রান্সে আসিয়া উপস্থিত হন, এই কবিতাগুলি সেই সময়কার রচনা।

এই কবিতাগুলিতে বহু হাল্কা গালভারী কথা থাকা সত্ত্বেও ইহার মধ্যে বিপ্লবের আমেজ বর্ত্তমান ছিল। বিপ্লবী গায়কেরা যে-সব শ্রমিক অঞ্চলে গান গাহিয়া বেড়াইতেন—সেখানকার বিভিন্ন সরাই ও রঙ্গমঞ্চ পরিদর্শন করা ও এই সমস্ত বিপ্লবী গায়কের গান শোনার ইলিচের খুব শখ ছিল। এই সমস্ত গান ছিল কৃষকদের সম্বন্ধে—যাহারা অর্দ্ধমাতাল অবস্থায় 'চেম্বার অফ ডেপুটি'-তে ভণ্ড প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিত, অথবা শিশু-শিক্ষা, বেকারী সব কিছু লইয়া এই গানগুলি রচিত। ইলিচের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল মণ্টেগু। মণ্টেগু একজন কমিউনার্ডের পুত্র, এবং মজুর অধ্যুষিত এলাকায় তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। কতকগুলি জীবন্ত ঘটনার ভিত্তিতে মুখে মুখে বানানো তাঁহার কবিতাগুলি কোনো সুনির্দ্দিষ্ট মতবাদ প্রচার করিত না সত্য, কিন্তু উহার মধ্যে অনেকখানি খাঁটি অনুভূতি দেখা যাইত। ইলিচ প্রায়ই তাঁহার "সপ্তদশ বাহিনীর প্রতি অভিনন্দন" শীর্ষক গানটি গাহিতেন। এই বাহিনী ধর্ম্মঘটিদের উপর গুলি চালাইতে অস্বীকার করিয়াছিল : 'অভিনন্দন—১৭শ বাহিনীর সৈনিকগণ, তোমাদের অভিনন্দন।' একদিন রুশদের এক সান্ধ্য অধিবেশনে মণ্টেগু ও ইলিচের মধ্যে একবার আলোচনা হইয়াছিল এবং কৌতুহলের বিষয় এই যে, সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির দুইজন মানুষ সেদিন দুনিয়ার বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁহাদের যে-স্বপ্ন তাহা পরস্পরের নিকট বলাবলি করেন। (পরবর্ত্তী সময়ে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন মণ্টেগু শোভিনিস্টদের দিকে চলিয়া যান) অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটে যে, পরস্পরের সহিত জানাশোনা নাই এমন দুইজন মানুষের একদিন রেলের কামরায় সাক্ষাৎ হয় এবং ধাবমান রেলের সুরতরঙ্গে তাঁহারা নিজেদের মনের কথা বলাবলি করেন—যে-কথা আর কোনো অবস্থাতেই তাঁহারা বলিতেন না। তারপর তাঁহারা একে অপরের

নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, জীবনে আর তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় না। ঐ অপরাহ্ণেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আলোচনা ফরাসী ভাষায় হইয়াছিল। মানুষ আপন ভাষার চেয়ে বিদেশী ভাষায দিবাস্বপ্ন রচনা করিতে পারে স্বচ্ছন্দে। এক ফরাসী ঠিকা দাসী রোজ দু'ঘণ্টার জন্য আমাদের কাছে আসিত। ইলিচ একদিন তাহার গান শোনেন। সে-গানটি ছিল এলসেসিয়ান জাতীয় সঙ্গীত :

"আলসেস ও লোরেন তোমরা অধিকার করিয়াছ, কিন্তু তবুও আমরা ফরাসী দেশের ভিতরেই থাকিব। তোমরা আমাদের দেশকে জার্মানির কবলে লইয়া যাইতে পার, কিন্তু আমাদের হৃদয়কে জয় করিতে পার না।"

ইহা ১৯০৯ সালের প্রতিক্রিয়ার সময়কার ঘটনা। আমাদের দল তখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু উহার বৈপ্লবিক প্রাণশক্তি দমিত হয় নাই। এই গানের মর্ম্ম ইলিচের তখনকার মনের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়া গিয়াছিল। বিজয়ীর সুরে গানের কলিটি তাঁহার মুখে ধ্বনিত হইয়াছিল :

"আমাদের হৃদয়কে জয় করিতে পার না!" প্রতিক্রিয়ার এই দুর্ব্বৎসরগুলির স্মৃতি ইলিচ এমন কি রাশিয়ায় ফিরিয়া আসিয়াও বেদনার সহিত সব সময় বলিতেন ; সেই সময়টা তিনি স্বপ্নের মধ্যে মনের খোরাক খুঁজিতেন ; মণ্টেগুর সহিত আলাপের সময়, বিজয়ীর মত আলসেসিয়ান সঙ্গিত গাহিবার সময় এবং বিনিদ্র রাত্রিতে ভেরহেরেনের রচনা পাঠ করিবার সময় তিনি যেন স্বপ্ন দেখিতেন।

পরবর্ত্তী কালে যুদ্ধের সময়ে তিনি বারবুসের বই 'আগুন' পড়িয়া

মুগ্ধ হন এবং ঐ গ্রন্থখানির উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহার তখনকার অনুভূতির সহিত এই পুস্তকখানির যথেষ্ট মিল ছিল।

রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখিতে আমরা খুব অল্পই যাইতাম। যাও বা এক-আধদিন অভিনয় দেখিতে যাইতাম তাহাও নাটকের সারবস্তুর অভাব অথবা অভিনয়ের কৃত্রিমতা ইলিচের স্নায়ুকে পীড়িত করিত। সাধারণত প্রথম অঙ্ক অভিনয়ের শেষে আমরা রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করিতাম। আমরা আমাদের টাকার সদ্ব্যবহার করিতাম না বলিয়া বন্ধু-বান্ধবেরা ইহা লইয়া হাসিঠাট্টা করিত।

একদিন কিন্তু ইলিচ শেষ পর্য্যন্ত অভিনয় দেখেন। আমার মনে হয় ইহা ১৯১৫ সালের ঘটনা। বার্নেতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। টলস্টয়ের নাটক "দি লিভিং কোর" অভিনয় হইতেছিল। যদিও নাটকটি জার্মান ভাষায় অভিনীত হইতেছিল, তথাপি যে-অভিনেতা রাজপুত্রের ভূমিকায় অভিনয় করিতেছিল সে রুশ বলিয়াই টলস্টয়ের ভাবকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছিল। ইলিচ গভীর আবেগ ও উত্তেজনার সহিত অভিনয় দেখেন।

শেষ বারের ঘটনা ঘটে রুশিয়ায়। নূতন শিল্প ইলিচের চোখে অপরিচিত ও দুর্ব্বোধ্য ঠেকিতেছিল। একদিন ক্রেমলিনে লালফৌজের সদস্যদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত একটি গানের আসরে তাঁহার আমন্ত্রণ হইয়াছিল। ইলিচকে প্রেক্ষাগারের প্রথম সারিতে বসানো হইয়াছিল। অভিনেত্রী গ্‌জভস্কায়া মায়াকোভস্কীর একটি কবিতার কলি আবৃত্তি করিতে করিতে সোজা ইলিচের সামনে আসিয়া দাঁড়ান:

"আমাদের দেবতা প্রগতি, আমাদের হৃদয় দুন্দুভি।"

এই অভাবিত ঘটনায় ইলিচ যেন ঘাবড়াইয়া যান। গ্‌জভস্কায়ার

পরে অন্য একজন অভিনেতা শেকভের কবিতা "দি ইভিল ড্রয়ার" আবৃত্তি করিলে পর ইলিচ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন।

যুব-কমিউনের সভ্যগণ কিভাবে আছে ইলিচ একদিন সন্ধ্যায় তাহা দেখিতে চাহেন। আমরা আমাদের এক তরুণ কলা-বিভাগের ছাত্র ভেরিয়া আরমণ্ডের সহিত দেখা করা মনস্থ করি। ১৯২১ সালে ক্রোপটকিনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন এই ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া আমার মনে পড়ে। দুর্ভিক্ষের বৎসর হওয়া সত্ত্বেও যুবকদের খুবই উৎসাহী দেখাইতেছিল। তাহারা কমিউনে খালি মেঝেতে শুইত এবং তাহাদের খাইবার রুটি ছিল না। কলা-বিভাগের যে-ছাত্রটির সেদিন পালা ছিল প্রদীপ্ত মুখে সে আমাকে জানাইল,—'যাই হোক আমাদের ঘরে কিছু খুদকুঁড়া আছে।' সেই খুদকুঁড়া দিয়া তাহারা ইলিচের জন্য খানিকটা জাউ (কাশা) বাঁধিয়া ফেলিল, কিন্তু কমিউনে নুন ছিল না। তাঁহাকে ঘিরিয়া এই যে তরুণ-তরুণী শিল্পীর দল দাঁড়াইয়া আছে তাহাদের হাসিভরা মুখের দিকে ইলিচ চাহিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিজের মুখও আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাকে তাহারা তাহাদের সরল শিল্পকলা দেখাইল, ঐগুলির তাৎপর্য্য ও অর্থ বুঝাইয়া দিল এবং তাঁহাকে একগাদা প্রশ্ন করিল। কিন্তু তিনি হাসিয়া সেগুলি এড়াইয়া গেলেন এবং পাল্টা কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন :

"তোমরা কি পড় ? পুশকিনের বই পড়েছো ?"

"না। তিনি তো বুর্জোয়া। মায়াকোভস্কী আমাদের লেখক।"—একজন ছাত্র উত্তর দিল।

মৃদু হাসিয়া ইলিচ বলিলেন : "আমার ধারণা পুশকিনই বড়।"

এই ঘটনার পর হইতে ইলিচ মায়াকোভস্কীর লেখা কিছু কিছু পড়াশুনা করিতে আরম্ভ করেন। মায়াকোভস্কীর কথা উঠিলেই তাঁহার

চোখের উপর কলা-বিভাগের প্রাণবন্ত আনন্দোজ্জ্বল এই তরুণ ছাত্রছাত্রী দলের মুখ ভাসিয়া উঠিত—ইহারা সোভিয়েটের জন্য প্রাণ দিতে পারে এবং সমসাময়িক সাহিত্যে নিজেদের আবেগের প্রকাশ খুঁজিয়া না পাইয়া মায়াকোভস্কীর খানিকটা দুর্ব্বোধ্য কবিতার মাঝখানেই নিজেদের আত্মপ্রসাদ খুঁজিয়া পাইয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ে মায়াকোভস্কী সোভিয়েট আমলাতন্ত্রকে বিদ্রূপ করিয়া যে-কবিতা লিখিয়াছিলেন তজ্জন্য ইলিচ তাঁহাকে প্রশংসা করেন। নূতন লেখকদের মধ্যে লেনিন এরেনবুর্গের যুদ্ধ-বর্ণনামূলক রচিত উপন্যাসখানিকে পছন্দ করিতেন। প্রশংসা করিয়া তিনি একদিন বলিয়াছিলেন: 'তোমরা ইলিয়া লোথমাটি-কে (এরেনবুর্গের ছদ্মনাম) চেন বোধ হয়। সে এই বইখানি বেশ লিখেছে।'

আমরা কয়েকবার মস্কো আর্ট থিয়েটারে গিয়াছিলাম। একবার আমরা "দি ফ্লাড" (বন্যা) নাটকখানি দেখি। ইলিচ নাটকখানি দেখিয়া খুবই খুশি হন। পরের দিন আবার আমাদের থিয়েটারে যাইতে ইচ্ছা হয়। ঐদিন গোর্কীর "দি লোয়ার ডেপ্থ্স্" অভিনয় হইতেছিল। লণ্ডন কংগ্রেসের অধিবেশনের কাল হইতে ইলিচ গোর্কীর সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন এবং মানুষ হিসাবে গোর্কীকে খুব পছন্দ করিতেন। সাহিত্যিক গোর্কীকেও শিল্পী হিসাবে তিনি খুবই পছন্দ করিতেন এবং গোর্কী খুব অল্প কথায় ভাব প্রকাশ করিতে পারেন বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বিশেষ করিয়া গোর্কীর সঙ্গে খুব খোলাখুলি ভাবে আলাপ করিতেন। সুতরাং ইলিচ যে গোর্কীর নাটক বিশেষ সমালোচকের দৃষ্টি লইয়া দেখিবেন একথা না বলিলেও চলে। অভিনয় অতি-নাটকীয় হইয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল এবং ইহা তাঁহার বিরক্তির উদ্রেক করিয়াছিল। "দি লোয়ার ডেপ্থ্স্" দেখার পর বহুদিনের জন্য তিনি নাটক দেখা ছাড়িয়া দেন।

আমার মনে হয়, আমরা আর একবার চেখভের "আঙ্কেল ভেনিয়া" দেখিতে গিয়াছিলাম। নাটকখানি ইলিচের বেশ ভালো লাগে। ১৯২১ সালে আমরা ডিকেন্সের "ক্রিকেট অন দি হার্থ" দেখিতে যাই। এই শেষ বারের মত থিয়েটারে যাওয়া। প্রথম অঙ্ক দেখার পর ইলিচ বিরক্ত হইয়া উঠেন। ডিকেন্সের মধ্যশ্রেণীসুলভ ভাবালুতা ইলিচের স্নায়ুকে পীড়িত করিয়া তোলে এবং বৃদ্ধ পুতুল বিক্রেতা ও তাঁহার অন্ধ কন্যার মধ্যে কথোপকথন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইলিচ আর সহ্য করিতে না পারিয়া অভিনয়ের মধ্যেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যান।

তাঁহার জীবনের শেষ কয় মাস প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে আমি তাঁহার নির্ব্বাচিত বইগুলি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতাম। আমি তাঁহাকে শেডরিন ও গোর্কীর রচনা পড়িয়া শুনাইতাম। তিনি কবিতা শুনিতে, বিশেষ করিয়া ডেমিয়ান বেদনীর কবিতা শুনিতে ভালোবাসিতেন। কিন্তু ডেমিয়ানের শ্লেষাত্মক কবিতা অপেক্ষা করুণরসাত্মক কবিতাগুলি তিনি অধিক পছন্দ করিতেন।

আমি কবিতা পড়িয়া শুনাইতাম, আর তিনি জানালা দিয়া অস্তমান সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া কি যেন ভাবিতেন। "কমিউনিস্টরা কখনও দাসত্ব স্বীকার করিবে না" এই লাইনটি দিয়া যে-কবিতাটি শেষ হইয়াছে তাহা মনে পড়িতেছে।

এই কবিতাটি পাঠ করার সময় মনে হইত, আমি যেন ইলিচের নিকট শপথ করিতেছি।—"না, না—বিপ্লবের দ্বারা অর্জ্জিত কোনো কিছুই আমরা পরিত্যাগ করিব না।"

তাঁহার মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে এক দিন সন্ধ্যায় আমি তাঁহাকে জ্যাক লণ্ডনের "লাভ অব লাইফ" নামক একটি গল্প পড়িয়া শুনাই। এখনও তাঁহার ঘরের টেবিলের উপর বইটি পড়িয়া আছে। গল্পটি বড় সুন্দর।

যেখানে কোনো মানুষেরই পদচিহ্ন পড়ে নাই এমন একটি তুষারাস্তীর্ণ প্রান্তরে ক্ষুধায় মরণাপন্ন রোগজীর্ণ একটি লোক একটি বৃহৎ নদীর বন্দরে যাইতে চেষ্টা করিতেছে। তাহার শক্তি শেষ হইয়া গিয়াছে, চলিবার শক্তি তাহার আর নাই, তাই বারে বারে পা পিছলাইয়া পড়িতেছে এবং তাহার পাশে পাশে এক নেকড়ে বাঘও হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে চলিয়াছে। সেও লোকটির মতো ক্ষুধায় মৃতপ্রায়। তাহাদের উভয়েব মধ্যে লড়াই হইল এবং লোকটি বিজয় লাভ করিল। অর্দ্ধমৃত অবস্থায় সে তাহার লক্ষ্যে আসিয়া পৌঁছাইল। গল্পটি ইলিচকে খুব আনন্দ দিয়াছিল। পরের দিন তিনি আমাকে জ্যাক লণ্ডনের আরও কিছু পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। কিন্তু জ্যাক লণ্ডনের বহু সবল রচনার সহিত মেশামেশি হইয়াছিল তাঁহার দুর্ব্বল রচনাগুলি। পরের গল্পটি ছিল অন্য ধরনের, বুর্জোয়া নীতিকথায় ভরা। জাহাজের এক ক্যাপ্টেন তাহার জাহাজ বোঝাই শস্য ভালো দামে বিক্রয় করিবে বলিয়া মালিককে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল এবং এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য ক্যাপ্টেনটি শেষ পর্য্যন্ত জীবন বিসর্জ্জন দিল। ইলিচ হাসিলেন এবং হাত নাড়িয়া আমাকে থামিতে বলিলেন।

তাঁহাকে সেই আমার শেষ বই পড়িয়া শোনানো। ...

টীকা

১। পৃঃ ১২॥ নারোদ্‌নিকি : 'পপুলিস্ট'। 'জেম্‌লিয়া আইভোলিয়া' ও 'নারোদ্‌নায়া ভোলিয়া' দলের সভ্য। (২নং টীকা দ্রষ্টব্য)

২। পৃঃ ১২॥ 'নারোদ্‌নায়া ভোলিয়া' : 'জনগণের ইচ্ছা'। রুশিয়ার এক বিপ্লবী পার্টি; ইহারা সন্ত্রাসমূলক কার্য্যকলাপে লিপ্ত ছিল। গত শতাব্দীর অষ্টম দশকের শেষে ও নবম দশকের প্রথমে ইহাদের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। এই দলকে সোশালিস্ট-রেভোলিউশনারি পার্টির পূর্ব্ব-গামী বলিয়া বিবেচনা করা হয়।

৩। পৃঃ ১৭ ॥ আর্টেল : সমবায়ের ভিত্তিতে কাজ করিতেছে এইরূপ একটি দল।

৪। পৃঃ ১৭ ॥ গোরোখোভায়া : সেণ্ট পিটার্সবুর্গে জারের গোয়েন্দা-পুলিসের কার্য্যালয়।

৫। পৃঃ ২৫ ॥ 'শ্রমিক-মুক্তি দল' : বিপ্লবী সোশাল-ডেমোক্রাটদের দল; এই দলের সভ্যদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন জর্জ-ভি-প্লেখানভ, ভেরা জাসুলিচ ও পি-বি-আক্সেলরড। জারের দমননীতির প্রকোপ এড়াইবার জন্য ইঁহারা রুশিয়া ছাড়িতে বাধ্য হন। সুইৎস্‌জার-ল্যাণ্ডে ১৮৮৩ সালে এই প্রবাসী রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটরা উক্ত দল প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রমিক শ্রেণীই যে বিপ্লবে নেতৃত্ব করিবে, নারোদ্‌নিকরা ইহা অস্বীকার করিত। 'শ্রমিক-মুক্তি দল'-এর উদ্দেশ্য ছিল নারোদ্‌নিকদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো ও রুশিয়ায় মার্ক্‌সের ভাবধারা প্রচার করা। ১৮৯৫ সালে পিটার্সবুর্গে লেনিন 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি-সংগ্রামের লীগ' নামে এক দল প্রতিষ্ঠা করেন। প্লেখানভ প্রভৃতির 'শ্রমিক-মুক্তি দল' লেনিনের 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি-সংগ্রামের লীগ' ও অন্যান্য সোশাল-

ডেমোক্রাট দলের সহিত একযোগে মিলিত হইয়া ১৮৯৮ সালে 'রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টি' প্রতিষ্ঠা করে। ১৯০৩ সালে এই পার্টি যখন বল্‌শেভিক ও মেনশেভিক দলে ভাগ হইয়া যায়, প্লেখানভের দল তখন মেনশেভিকদের সহিত যোগদান করে।

৬। পৃঃ ৩৫ ॥ দেকাব্রিস্ট : ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে যাঁহারা গ্রেফ্‌তার হন তাঁহাদের নাম দেওয়া হয় 'দেকাব্রিস্ট'। আদত 'দেকাব্রিস্ট' (ডিসেম্ব্রিস্ট) বলিতে অবশ্য বুঝায় তাঁহাদের যাঁহারা ১৮২৫ সালের ডিসেম্বর-বিদ্রোহের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

৭। পৃঃ ৩৯ ॥ নারোদোপ্রাভেৎস্ : অষ্টম দশকের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট, 'নারোদ্‌নায়া ভোলিয়া' দলেব পূর্ব্বগামী। টুটচিয়েভ স্বয়ং কারখানা-মজুরদের মধ্যে সক্রিয় প্রচারকের কাজে লিপ্ত ছিলেন।

৮। পৃঃ ৩৯ ॥ '১লা মার্চ আন্দোলনে নির্ব্বাসিত' : ১৮৮১ সালের ১লা মার্চ তারিখে রুশ সম্রাট দ্বিতীয় আলেক্‌জাণ্ডারের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে 'নারোদ্‌নায়া ভোলিয়া' দলের যে-সব সভ্য নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন তাঁহাদেরই ঐ নামে অভিহিত করা হইত। এই কাজে অংশ গ্রহণের অভিযোগে লেনিনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলেকজাণ্ডার ইলিচের ফাঁসি হয়।

৯। পৃঃ ৫২ ॥ লেফ্ : বিপ্লবের পরে মস্কো হইতে প্রকাশিত বিখ্যাত রুশ কবি মায়াকোভস্কির 'প্রোলেটাবিয়ান-ফিউচারিস্ট দল'-এর মুখপত্র 'লেফ্‌ট্ ফ্রণ্ট'-এর সংক্ষিপ্ত নাম।

১০। পৃঃ ৫৪ ॥ 'ক্রেডো' : 'অর্থনীতিবাদী' নামে পরিচিত সোশালিস্ট দলের তরফে শ্রীমতী কুস্‌পোভা কর্ত্তৃক রচিত ঘোষণাপত্রের নাম দেওয়া হয় 'ক্রেডো'। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে, রাজনৈতিক কার্য্যকলাপে লিপ্ত হওয়া শ্রমিক শ্রেণীর কাজ নয়। ঘোষণাপত্রের রচয়িতারা ইহাব নাম 'ক্রেডো' দেন নাই। লেনিনের ভগিনী লেনিনের কাছে এই

ঘোষণাপত্রটি পাঠাইয়া দেন, এবং তিনিই ইহার নাম দেন 'ক্রেডো'। তারপর হইতে 'অর্থনীতিবাদী'দের বিশ্বাসের ঘোষণপত্র 'ক্রেডো' নামেই পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।

১১। পৃঃ ৫৬॥ 'বুন্দ' ঃ এক য়িহুদী সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির নাম ; এই পার্টি প্রধানত রুশীয় পোলাণ্ডেই তাহাদের কাজ চালাইত।

১২। পৃঃ ৬৭॥ মারিয়া ও আনা ইলিনিচ্না উলিয়ানোভ্না ঃ লেনিনের দুই বোন। ইঁহারা দুইজনেই সারা জীবন বৈপ্লবিক আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন। বর্ত্তমানে (১৯৩০ সালে) মারিয়া ইলিনিচ্না কমিউনিস্ট পার্টিব মুখপত্র 'প্রাভ্দা'র সম্পাদক-মণ্ডলীব সেক্রেটারি হিসাবে এবং আনা ইলিনিচ্না পার্টিব ইতিহাস-বিভাগে কাজ করিতেছেন।

১৩। পৃঃ ৮৩॥ 'নর্দার্ন লীগ' ঃ ১৯০১ সালে রুশিয়াতে এই সংগঠনটি গড়িযা উঠে ; ইয়াবোস্লাভ, ব্লাদিমির ও কোস্ট্রোমা প্রদেশের সোশাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠনগুলি এই লীগের সহিত যুক্ত ছিল।

১৪। পৃঃ ৮৮॥ 'রাবোশেয়ে দেলো' ('শ্রমিকদের লক্ষ্য') ঃ 'অর্থনীতি-বাদী'দের মুখপত্র। সোশাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে কতক লোকে বিশ্বাস করিত যে, শুধু আর্থনীতিক উপায়েই (ধর্ম্মঘট, ইত্যাদি) জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো যায় ; রাজনৈতিক সংগ্রাম তাহারা অবহেলা করিত। 'অর্থনীতিবাদ' কথাটিব দ্বারা এই প্রবণতাকেই বুঝানো হয়।

১৫। পৃঃ ৯০॥ 'পার্টির প্রোগ্রাম' ঃ ১৯১৯ সালে অষ্টম কংগ্রেস পর্য্যন্ত পার্টির এই প্রোগ্রাম বলবৎ ছিল। ১৯১৯ সালে শ্রমিক শ্রেণী যখন ক্ষমতা লাভ করিয়াছে, তখন সেই নূতন ব্যবস্থার প্রয়োজন পূরণের জন্য পার্টির প্রোগ্রাম সংশোধন করা হয়।

১৬। পৃঃ ১০৮॥ কালিনিন ঃ সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতি—রাষ্ট্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ। ১৯৪৬ সালে এই শ্রদ্ধেয় নেতার মৃত্যু হইয়াছে।

১৭। পৃঃ ১২৩॥ ডিমিট্রি ইলিচ উলিয়ানভ: লেনিনের ছোট ভাই।

১৮। পৃঃ ১২৮॥ 'রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টি,' সংক্ষেপে 'আর-এস-ডি-এল-পি': ১৯০৩ সালে দ্বিতীয় কংগ্রেসে এই পার্টির মধ্যে লেনিনের নেতৃত্বে 'বলশেভিক' (অর্থাৎ 'সংখ্যাধিক') ও মার্টভ-আক্সেলরড প্রভৃতির নেতৃত্বে 'মেনশেভিক' (অর্থাৎ 'সংখ্যাল্প') এই দুই পরস্পর-বিরোধী ধারা স্পষ্ট হইয়া উঠে। কার্য্যত তখন হইতেই পার্টি দুই দলে ভাগ হইয়া যায়। দুই দলই অবশ্য পার্টির নাম ব্যবহার করিতে থাকে। লেনিনপন্থী বলশেভিকরা প্রতিক্রিয়াশীল মেনশেভিকদের সহিত নিজেদের মূলগত পার্থক্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য পার্টির নামের শেষে বন্ধনীর মধ্যে 'বলশেভিক' কথাটি ব্যবহার করিতে থাকেন অর্থাৎ 'রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টি (বলশেভিক)'। ১৯১৮ সালে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে সপ্তম কংগ্রেসে বলশেভিকরা 'সোশাল-ডেমোক্রাটিক' রূপ 'নোংরা কামিজ'টি বর্জন করিয়া নিজেদের পার্টির নূতন নামকরণ করেন 'রুশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)'। বর্ত্তমান সোভিয়েট ইউনিয়ন গঠিত হইবার পরে পার্টির নাম হয় 'সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)।' ইহাই পার্টির বর্ত্তমান নাম।

১৯। পৃঃ ১৫৯॥ 'ভ্পিরিয়ড্' ('অগ্রগামী'): বিদেশ হইতে প্রকাশিত বলশেভিকদের প্রথম কাগজ। পরে এই কাগজের নামকরণ হয় 'প্রোলেটারি'।

২০। পৃঃ ১৫৯॥ '৯ই জানুয়ারি, ১৯০৫': 'রক্তাক্ত রবিবার' নামে খ্যাত। জনৈক ধর্ম্মযাজক ফাদার গ্যাপনের পরিচালনায় নারী, পুরুষ ও শিশু শ্রমিকদের এক শোভাযাত্রা জারের নিকট এক আবেদনপত্র পেশ করিবার জন্য পিটার্সবুর্গে শীতপ্রাসাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলে

সশস্ত্র পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী তাহাদের উপর নির্ব্বিচারে হামলা চালায়; ফলে ২০০ নিহত ও প্রায় এক হাজার আহত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের পরে রাস্তায় রাস্তায় খণ্ডযুদ্ধ চলে; এবং রুশিয়ার গোটা শ্রমিক শ্রেণী এই অত্যাচারের প্রতিবাদে ধর্ম্মঘট শুরু করে।

২১। পৃঃ ১৭৪॥ 'আপোসের মনোবৃত্তি': অর্থাৎ বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মতামতের মধ্যে সমন্বয় সাধনে ইচ্ছুক।

২২। পৃঃ ১৭৮॥ 'কমিটেট্চিক': রুশিয়ায় কর্ম্মরত বে-আইনী স্থানীয় পার্টি-কমিটির সভ্যদের এই নামে ডাকা হইত।

২৩। পৃঃ ১৯১॥ 'শিড্লোভ্স্কি কমিশন': ১৯০৫ সালের জানুয়ারির ঘটনার পর গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে 'জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা দূর করার প্রস্তাব রচনার জন্য' এক কমিশন নিযুক্ত করা হয়—এই কমিশনই 'শিড্লোভ্স্কি কমিশন' নামে পরিচিত। এই কমিশন শ্রমিক ও দরিদ্র বুদ্ধিজীবীদের বাদ দিয়া এক ডুমা নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করে। কমিশনের প্রস্তাব অনুসারে এই ডুমার কাজ হইবে শুধুই আলোচনা করা, বছরে মাত্র আড়াই মাস এই ডুমার অধিবেশন বসিবে, এবং ইহার উপরে থাকিবে উচ্চতর পরিষদ, এবং এই পরিষদ 'জার কর্ত্তৃক মনোনীত বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় পরিষদ' লইয়া গঠিত হইবে।

২৪। পৃঃ ২১৮॥ 'ক্যাডেট': 'কন্স্টিটিউশন্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি'র ('নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক পার্টি') সভ্যদের বলা হইত 'ক্যাডেট' (পার্টির নামের প্রথম অক্ষরগুলি এক করিলে এই কথাটি দাঁড়ায়)। এই পার্টি ছিল উদারনীতিক পুঁজিপতিদের পার্টি। জারের পতনের পর যাহারা অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট গঠন করে তাহাদের মধ্যে ইহারাই ছিল নেতৃস্থানীয়।